মহাভারতম্

মহাভারতম্

জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

বনপর্ব্ব

১১

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
অনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২ গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৩০'০০

প্রকাশকের নিবেদন

'মহাভারতম্' মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্যালব্ধ অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি ছিলেন 'মহাভারতম্'-এর তপস্যায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর তপস্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর 'মহাভারতম্'—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। 'মহাভারতম্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। সুধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রীহিদ্রোণঃ পরিত্যক্তঃ কথং তেন মহাত্মনা ।
কস্মৈ দত্তশ্চ ভগবন্! বিধিনা কেন বাথ মে ॥১॥
প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ যস্য তুষ্টো হি কর্ম্মভিঃ ।
সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সদ্ধর্ম্মচারিণঃ ॥২॥

ব্যাস উবাচ ।

শিলোঞ্ছবৃত্তির্ধর্ম্মাত্মা মুদ্গলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
আসীদ্রাজন্! কুরুক্ষেত্রে সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। ইতিহাসশব্দো বৃত্তান্তমাত্রে মুনিষু রূঢ়ঃ। অতঃ পুরাতনপদং ন পুনরুক্তম্। ব্রীহিদ্রোণস্য দ্রোণপরিমিতধান্যস্য পরিত্যাগাদ্দানাৎ। মুদ্গলো নাম মুনিঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ব্রীহীতি। ব্রীহীণাং দ্রোণঃ দ্রোণপরিমিতা ব্রীহয়ঃ, "অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ তু পুষ্কলম্। পুষ্কলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। চতুরাঢ়কো ভবেদ্দ্রোণ ইত্যুক্তং দ্রোণলক্ষণম্॥" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্ত্তঃ। আথ ব্রবীষি ব্রূহীত্যর্থঃ ॥১॥

প্রত্যক্ষেতি। প্রত্যক্ষং মানবানাং ধর্ম্মং যস্য স ভগবানীশ্বরঃ ॥২॥

শিলেতি। কৃষকেণ ক্ষেত্রতো হৃতে শস্যে তন্মঞ্জরীগ্রহণং শিলম্, চঞ্চুদ্বারা কপোতস্যেব হস্তেন একৈকবিশ্লিষ্টশস্যগ্রহণমুঞ্ছস্তাভ্যাং বৃত্তির্জীবিকানির্ব্বাহো যস্য সঃ ॥৩॥

এবিষয়ে ধার্ম্মিকেরা এই প্রাচীন উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া থাকেন যে, মুদ্গলমুনি দ্রোণপরিমিত ধান্য দান করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন" ॥৩৪॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভগবন্! সেই মহাত্মা কি জন্য দ্রোণপরিমিত ধান্য পরিত্যাগ করিতেন? কোন্ বিধানে কাহাকেই বা তাহা দিতেন? তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥১॥

আমি মনে করি—জগতের ধর্ম্মদর্শী জগদীশ্বর যাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মচারী মহাত্মার জন্ম সফল হইয়াছিল" ॥২॥

অতিথিব্রতী ক্রিয়াবাংশ্চ কাপোতীং বৃত্তিমাস্থিতঃ।
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম সমুপাস্তে মহাতপাঃ ॥৪॥
সপুত্ত্রদারো হি মুনিঃ পক্ষাহারো বভূব হ।
কপোতবৃত্ত্যা পক্ষেণ ব্রীহিদ্রোণমুপার্জ্জয়ৎ ॥৫॥
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ কুর্ব্বন্ বিগতমৎসরঃ।
দেবতাতিথিশেষেণ কুরুতে দেহযাপনম্ ॥৬॥
তস্যেন্দ্রঃ সহিতো দেবৈঃ সাক্ষাল্লিভুবনেশ্বরঃ।
প্রত্যগৃহ্লান্মহারাজ! ভাগং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অতিথীতি। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্। ক্রিয়াবান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদিবৈধকার্য্যশালী, কাপোতীং বৃত্তিম্ উঞ্ছবৃত্তিম্। সত্রং যজ্ঞম্, সমুপাস্তে অনুতিষ্ঠতি স্ম ॥৪॥

সেতি। পক্ষে প্রত্যেকপঞ্চদশাহে আহারো যস্য সঃ। কপোতবৃত্ত্যা উঞ্ছেন ॥৫॥

দর্শমিতি। দর্শং পৌর্ণমাসঞ্চ যাগম্। দেবতাতিথিভ্যঃ শেষেণ দত্তাবশিষ্টেন ॥৬॥

তস্যেতি। পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রত্যেকদর্শে প্রত্যেকপৌর্ণমাস্যাঞ্চ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রীহিদ্রোণ ইতি ॥১॥ প্রত্যক্ষধর্ম্মা নৃণাং ধর্ম্মস্য বেত্তা ভগবান্ ঈশ্বরঃ ॥২॥ শিলং কণিশার্জ্জনম্, উঞ্ছঃ কণশোঽর্জ্জনম্। "উঞ্ছঃ কণশ আদানং কণিশাদ্যর্জ্জনং শিল"মিতি যাদবঃ। তে উভে বৃত্তির্জীবনং যস্য স শিলোঞ্ছবৃত্তিঃ ॥৩॥ কাপোতীং বৃত্তিমল্পসংগ্রহরূপাম্ ইষ্টীকৃতং

বেদব্যাস বলিলেন—"রাজা! কুরুক্ষেত্রে 'মুদ্গল'-নামে সংযতচিত্ত, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য ও শিলোঞ্ছবৃত্তি এক ধর্ম্মাত্মা ছিলেন (কৃষক ক্ষেত্র হইতে পক্ব শস্য লইয়া গেলে অবশিষ্ট মঞ্জরী গ্রহণের নাম—'শিল' এবং এক একটী করিয়া শস্য গ্রহণের নাম—'উঞ্ছ') ॥৩॥

সেই মহাতপা কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অতিথিসৎকার, নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য এবং 'ইষ্টীকৃত'-নামক যজ্ঞ করিতেন ॥৪॥

আর সেই মুদ্গলমুনি পুত্ত্র-কলত্রের সহিত পনর দিনের মধ্যে একদিনমাত্র আহার করিতেন এবং অপর পনর দিন কপোতের ন্যায় দ্রোণপরিমিত ধান্য অর্জ্জন করিতেন ॥৫॥

এবং তিনি ঈর্ষ্যা-দ্বেষশূন্য হইয়া দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ করিতে থাকিয়া দেবতাপূজা ও অতিথিসেবায় অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করিয়া জীবন যাপন করিতেন ॥৬॥

মহারাজ! ত্রিভুবনের অধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ আসিয়া প্রত্যেক পর্ব্বে সেই মহাত্মার যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতেন ॥৭॥

স পর্ব্বকালং কৃত্বা তু মুনিবৃত্ত্যা সমন্বিতঃ।
অতিথিভ্যো দদাবন্নং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৮॥
ব্রীহিদ্রোণস্য তৎ প্রীত্যা দদতোঽন্নং মহাত্মনঃ।
শিষ্টং মাৎসর্য্যহীনস্য বর্দ্ধত্যতিথিদর্শনাৎ ॥৯॥
তচ্ছতান্যপি ভুঞ্জন্তি ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্।
মুনেস্ত্যাগবিশুদ্ধ্যা তু তদন্নং বৃদ্ধিমৃচ্ছতি ॥১০॥
তং তু শুশ্রাব ধর্ম্মিষ্ঠং মুদ্গলং সংশিতব্রতম্।
দুর্ব্বাসা নৃপ! দিগ্বাসাস্তমথাভ্যাজগাম হ ॥১১॥
বিভ্রচ্চানিয়তং বেশমুন্মত্ত ইব পাণ্ডব!।
বিকচঃ পরুষা বাচো ব্যাহরন্ বিবিধা মুনিঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। পর্ব্বকালং পর্ব্বকালবিহিতং দর্শাদিযাগম্ ॥৮॥

ব্রীহীতি। শিষ্টমবশিষ্টমন্নম্, মাৎসর্য্যহীনস্য পরদ্বেষশূন্যস্য ॥৯॥

তদিতি। তদন্নম্। ত্যাগবিশুদ্ধ্যা নির্দোষদানেন হেতুনা ॥১০॥

তমিতি। দুর্ব্বাসাঃ তদাখ্যো মুনিঃ, দিগ্বাসা নগ্নঃ। অনিয়তম্ অনির্দ্দিষ্টম্। বিকচো মুণ্ডিত-মস্তকঃ, পরুষা নিষ্ঠুরাঃ, ব্যাহরন্ সর্ব্বান্ প্রত্যেব বদন্ ॥১১ – ১২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইষ্টিভিরেব নির্ব্বর্ত্ত্যং ন তু পশ্বাদিনা, সত্রং যজ্ঞম্ ॥৪—৭॥ পর্ব্ব বৈশ্বদেববরুণপ্রঘাসাদিকং কর্ম্ম, কালং কালে ফাল্গুন্যাদৌ, অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। ব্রীহিদ্রোণমাত্রং যদা সিধ্যতি তদা দদাতি ॥৮॥ তদা চ দীয়মানং তদ্বর্দ্ধতি বর্দ্ধতে ॥৯॥ অচ্ছ্র্তি প্রাপ্নোতি ॥১০—১১॥

এদিকে মুনিবৃত্তিশালী মুদ্গল পর্ব্বকালবিহিত যজ্ঞ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অতিথি-দিগকে অন্নদান করিতেন ॥৮॥

মাৎসর্য্যবিহীন মুদ্গল প্রীতিসহকারে দ্রোণপরিমিত ধান্যের অন্ন দান করিতেন; তখন যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহা অতিথি দেখিলেই বৃদ্ধি পাইত ॥৯॥

সুতরাং শত শত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণও সে অন্ন ভোজন করিতে পারিতেন। মুদ্গল-মুনির দানের গুণেই সে অন্ন বৃদ্ধি পাইত ॥১০॥

রাজা পাণ্ডুনন্দন! ক্রমে দিগম্বর দুর্ব্বাসামুনি, ধার্ম্মিক ও দৃঢ়ব্রত মুদ্গল-মুনির এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন; তাহার পর তিনি উন্মত্তের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট

(৯) ব্রীহিদ্রোণস্য তদ্ধান্য—বা ব কা, ব্রীহিদ্রোণস্য সিদ্ধস্য—পি। (১০)...তদন্নং বৃদ্ধিমচ্ছ তি—বা ব কা নি।

অভিগম্যাথ তং বিপ্রমুবাচ মুনিসত্তমঃ।
অন্নার্থিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ! ॥১৩॥
স্বাগতং তেঽস্ত্বিতি মুনিং মুদ্গলঃ প্রত্যভাষত।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিপাদ্যার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥১৪॥
প্রাদাৎ স তাপসায়ান্নং ক্ষুধিতায়াতিথিব্রতী।
উন্মত্তায় পরাং শ্রদ্ধামাস্থায় স ধৃতব্রতঃ ॥১৫॥
ততস্তদন্নং রসবৎ স এব ক্ষুধয়ান্বিতঃ।
বুভুজে কৃৎস্নমুন্মত্তঃ প্রাদাত্তস্মৈ চ মুদ্গলঃ ॥১৬॥
ভুক্ত্বা চান্নং ততঃ সর্ব্বমুচ্ছিষ্টেনাত্মনস্ততঃ।
অথানুলিলিপেঽঙ্গানি যথাগতমগাচ্চ সঃ ॥১৭॥
এবং দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে পর্ব্বকালে মনীষিণঃ।
আগম্য বুভুজে সর্ব্বমন্নমুঞ্ছোপজীবিনঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। তং মুদ্গলম্। মুনিসত্তমো দুর্ব্বাসাঃ। অনুপ্রাপ্তমাগতম্ ॥১৩॥
স্বাগতমিতি। মুনিং দুর্ব্বাসসম্। প্রতিপাদ্য দত্ত্বা ॥১৪॥
প্রাদাদিতি। স প্রসিদ্ধঃ, তাপসায় দুর্ব্বাসসে। আস্থায়াবলম্ব্য, স মুদ্গলঃ ॥১৫॥
তত ইতি। রসবৎ সুস্বাদু, স দুর্ব্বাসা এব। প্রাদাদেব ন পুনর্বৈমত্যমকরোৎ ॥১৬॥
ভুক্ত্বেতি। উচ্ছিষ্টেন পরিত্যক্তেনান্নেন। অঙ্গান্যনুলিলিপে উন্মত্তত্বাৎ ॥১৭॥

বেশ ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তক হইয়া নানাবিধ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে বলিতে আগমন করিলেন ॥১১—১২॥

তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা সেই মুদ্গলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— "ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অন্নার্থী হইয়া আসিয়াছি, ইহা আপনি অবগত হউন" ॥১৩॥

তখন মুদ্গল উত্তম পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিয়া দুর্ব্বাসামুনিকে বলিলেন —"আপনার শুভাগমন হউক" ॥১৪॥

তাহার পর অতিথিসেবক ও ব্রতচারী সেই মুদ্গলমুনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও উন্মত্ত দুর্ব্বাসাকে অন্ন দান করিলেন ॥১৫॥

তদনন্তর ক্ষুধার্ত্ত ও উন্মত্ত দুর্ব্বাসাই সেই সুস্বাদু সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া ফেলিলেন; মুদ্গলও তাঁহাকেই দিলেন ॥১৬॥

দুর্ব্বাসা সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টদ্বারা নিজের সকল অঙ্গ লেপন করিলেন; পরে যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে চলিয়া গেলেন ॥১৭॥

নিরাহারস্তু স মুনিরুঞ্ছমর্জ্জয়তে পুনঃ।
ন চৈনং বিক্রিয়াং নেতুমশকন্মুদ্‌গলং ক্ষুধা ॥১৯॥
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং নাবমানো ন সম্ভ্রমঃ।
সপুত্রদারমুঞ্ছন্তমাবিবেশ দ্বিজোত্তমম্ ॥২০॥
তথা:তমুঞ্ছধর্ম্মাণং দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমম্।
উপতস্থে যথাকালং ষট্‌কৃত্বঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥২১॥
ন চাস্য মনসঃ কিঞ্চিদ্বিকারং দদৃশে মুনিঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্য শুদ্ধং স দদৃশে নির্ম্মলং মনঃ ॥২২॥
তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স মুনির্মুদ্‌গলং ততঃ।
ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ দাতা মাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ ॥২৩॥
ক্ষুদ্ধর্ম্মসংজ্ঞাং প্রণুদত্যাদত্তে ধৈর্য্যমেব চ।
রসানুসারিণী জিহ্বা কর্ষত্যেব রসান্ প্রতি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পর্ব্বকালে পর্ব্ববিহিতযাগকালে। উঞ্ছোপজীবিনো মুদ্‌গলস্য ॥১৮॥
নিরিতি। স মুদ্‌গলঃ, উঞ্ছম্ উঞ্ছবৃত্ত্যা ধান্যম্। ক্ষুধা ক্ষুৎ ॥১৯॥
নেতি। ক্রোধো দুর্ব্বাসসং প্রতি। অন্যত্রাপ্যেবম্। উঞ্ছন্তম্ উঞ্ছবৃত্ত্যা শস্যমর্জ্জন্তম্ ॥২০॥
তথেতি। তং মুদ্‌গলম্। উপতস্থে ভোক্তুং প্রাপ্তবান্, ষট্‌কৃত্বঃ ষড়্ বারান্ ॥২১॥
নেতি। দদৃশে দদর্শ, মুনির্দুর্ব্বাসাঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য নির্ম্মলস্বভাবস্য ॥২২॥
তমিতি। ততস্তদনন্তরম্। ততস্তদাচরণদর্শনাৎ প্রীতঃ। মাৎসর্য্যং পাত্রং প্রতি দ্বেষঃ ॥২৩॥

এইভাবে উঞ্ছোপজীবী ও জ্ঞানী মুদ্‌গলমুনির দ্বিতীয় পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলেও দুর্ব্বাসা আসিয়া সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া গেলেন ॥১৮॥

এদিকে মুদ্‌গলমুনি অনাহারে থাকিয়া পুনরায় উঞ্ছবৃত্তিদ্বারাই ধান্যসংগ্রহ করিলেন; কিন্তু ক্ষুধা তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারিল না ॥১৯॥

কিংবা দুর্ব্বাসার প্রতি মুদ্‌গলের ক্রোধ, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা বা উদ্বেগ হইল না; তিনি পুত্র ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া উঞ্ছবৃত্তিদ্বারাই পূর্ব্ববৎ ধান্যসংগ্রহ করিলেন ॥২০॥

দুর্ব্বাসামুনি ভোজনে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঞ্ছোপজীবী মুনিশ্রেষ্ঠ মুদ্‌গলের নিকটে যথাসময়ে সেইভাবে ছয় বার উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥২১॥

কিন্তু তিনি নির্ম্মলস্বভাব মুদ্‌গলের মনে কোন বিকারই দেখিতে পান নাই; বরং তাঁহার পবিত্র ও নির্ম্মল মনই দেখিয়াছিলেন ॥২২॥

তাহার পর দুর্ব্বাসামুনি মুদ্‌গলের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার তুল্য মাৎসর্য্যবিহীন দাতা এই জগতে আর কেহ নাই ॥২৩॥

আহারপ্রভবাঃ প্রাণা মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চাপ্যৈকাগ্র্যং নিশ্চিতং তপঃ ॥২৫॥
শ্রমেণোপার্জ্জিতং ত্যক্তুং দুঃখং শুদ্ধেন চেতসা।
তৎ সর্ব্বং ভবতা সাধো! যথাবদুপপাদিতম্ ॥২৬॥
প্রীতাঃ স্মোঽনুগৃহীতাশ্চ সমেত্য ভবতা সহ।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো ধৈর্য্যং সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥২৭॥
দয়া সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জিতাস্তে কর্ম্মভির্লোকাঃ প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
অহো দানং বিঘুষ্টং তে সুমহৎ স্বর্গবাসিভিঃ।
সশরীরো ভবান্ গন্তা স্বর্গং সুচরিতব্রত! ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষুদিতি। ক্ষুৎ ক্ষুধা, ধর্ম্মসংজ্ঞাং ধর্ম্মজ্ঞানম্, প্রণুদতি নাশয়তি, ধৈর্য্যমেব চ আদত্তে হরতি, তথা, রসানুসারিণী জিহ্বা রসান্ প্রতি প্রাণিনং কর্ষত্যেব। কিন্তু তবৈতৎসর্ব্বাভাবাৎ ত্বং ধন্য এবেতি ভাবঃ ॥২৪॥

আহারেতি। আহারাৎ প্রভবন্তি তিষ্ঠন্তীত্যাহারপ্রভবাঃ। আহারাভাবেঽপি প্রাণধারণম্, দুর্নিগ্রহস্য চলস্য চ মনসো নিগ্রহণম্, ঈদৃশং তপশ্চ দুষ্করমেব ত্বয়া ক্রিয়ত ইত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

শ্রমেণেতি। উপার্জ্জিতং দ্রব্যম্, দুঃখং জায়তে, শুদ্ধেন দ্বেষশূন্যেন ॥২৬॥

প্রীতা ইতি। সমেত্য মিলিত্বা। সংবিভাগো বিভজ্যান্নদানম্। তে ত্বয়া ॥২৭—২৮॥

ক্ষুধা ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট করে এবং ধৈর্য্য হরণ করে, আর রসানুবর্ত্তিনী জিহ্বা প্রাণীকে রসের প্রতি আকর্ষণ করে; (আপনার ইহার একটাও হয় নাই বলিয়া আপনি ধন্য) ॥২৪॥

আহারেই প্রাণ থাকে, চঞ্চল মনের দমন করাও দুষ্কর এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই তপস্যা; (বিনা আহারেও প্রাণ থাকায়, চঞ্চল মনের দমন করায় এবং উক্তরূপ তপস্যা করিতে থাকায় আপনি ধন্য) ॥২৫॥

সাধু! নির্ম্মলচিত্তে শ্রমার্জ্জিত ধন দান করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়; কিন্তু আপনি যথানিয়মে সে সমস্তই করিয়াছেন ॥২৬॥

আমি আপনার সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত হইয়াছি। চিত্ত-সংযম, ধৈর্য্য, বিভাগপূর্ব্বক অন্নদান, কর্ম্মেন্দ্রিয়দমন, জ্ঞানেন্দ্রিয়দমন, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম, এই সমস্তই আপনাতে রহিয়াছে; সুতরাং আপনি নিজ কর্ম্মদ্বারাই সমস্ত লোক জয় করিয়াছেন এবং পরম গতি লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছেন ॥২৭—২৮॥

ইত্যেবং বদতস্তস্য তদা দুর্ব্বাসসো মুনেঃ।
দেবদূতো বিমানেন মুদ্গলং প্রত্যুপস্থিতঃ ॥৩০॥
হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
কামগেন বিচিত্রেণ দিব্যগন্ধবতা তথা ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
উবাচ চৈনং বিপ্রর্ষিং বিমানং কর্ম্মভির্জিতম্।
সমুপারোহ সংসিদ্ধিং প্রাপ্তোঽসি পরমাং মুনে! ॥৩২॥
তমেবংবাদিনমৃষির্দেবদূতমুবাচ হ।
ইচ্ছামি ভবতা প্রোক্তান্ গুণান্ স্বর্গনিবাসিনাম্ ॥৩৩॥
কে গুণাস্তত্র বসতাং কিং তপঃ কশ্চ নিশ্চয়ঃ।
স্বর্গে তত্র সুখং কিঞ্চ দোষো বা দেবদূতক! ॥৩৪॥
সতাং সপ্তপদং মৈত্রমাহুঃ সন্তঃ কুলোচিতাঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য পৃচ্ছামি ত্বামহং বিভো! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অহো ইতি। বিঘুষ্টং বিশেষেণ ঘোষিতম্। গন্তা গমিষ্যতি ॥২৯॥
ইতীতি। মুদ্গলং প্রতি তদন্তিকে। কামগেন ইচ্ছানুসারেণ গমনশক্তেন ॥৩০—৩১॥
উবাচেতি। উবাচ দেবদূত ইত্যনুবৃত্তিঃ। কর্ম্মভির্দানাদিভিঃ, জিতং প্রাপ্তম্ ॥৩২॥
তমিতি। ঋষির্মুদ্গলঃ। ইচ্ছামি শ্রোতুমিতি শেষঃ ॥৩৩॥
ক ইতি। তত্র স্বর্গে। নিশ্চয়স্তত্র বাসে নিশ্চিতকারণম্ ॥৩৪॥
সতামিতি। সপ্তপদং মিলিত্বা গচ্ছতামিতি শেষঃ, মৈত্রং পরস্পরমিত্রতাম্ ॥৩৫॥

ব্রতচারী ব্রাহ্মণ! স্বর্গবাসীরা আপনার গুরুতর দানের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন; সুতরাং আপনি সশরীরেই স্বর্গে যাইবেন" ॥২৯॥

দুর্ব্বাসামুনি এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে কামগামী ও বিচিত্র একখানা বিমানে আরোহণ করিয়া একজন দেবদূত মুদ্গলের নিকট উপস্থিত হইল; সে বিমানখানাতে হংস, সারস, কিঙ্কিণীর মালা ও স্বর্গীয় সৌরভ ছিল ॥৩০—৩১॥

সেই দেবদূত মহর্ষি মুদ্গলকে বলিল—"মুনি! আপনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অতএব আপন কর্ম্মলব্ধ এই বিমানে আরোহণ করুন" ॥৩২॥

দেবদূত এইরূপ বলিলে, মুদ্গল তাহাকে বলিলেন—"আপনি স্বর্গবাসিগণের গুণ বর্ণনা করুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩৩॥

দেবদূত! স্বর্গবাসীদের কি গুণ? কি তপস্যা? স্বর্গবাসে নিশ্চিত কারণ কি? এবং সেই স্বর্গলোকে কি সুখ? কি বা দোষ? ॥৩৪॥

তদত্র তথ্যং পথ্যঞ্চ তদ্‌ব্রবীহ্যবিচারয়ন্ ।
শ্রুত্বা তথা করিষ্যামি ব্যবসায়ং গিরা তব ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকে মুদ্গলোপাখ্যানে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

দেবদূত উবাচ ।
মহর্ষে ! আর্য্যবুদ্ধিস্ত্বং যঃ স্বর্গসুখমুত্তমম্ ।
সম্প্রাপ্তং বহু মন্তব্যং বিমৃশস্যবুধো যথা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি । তথ্যং সত্যম্, পথ্যং হিতম্ । ব্যবসায়ং স্বর্গগমননিশ্চয়ম্ ॥৩৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

মহর্ষ ইতি । হে মহর্ষে ! ত্বমার্য্যবুদ্ধিঃ সদ্বিবেচকঃ, যস্ত্বম্, উত্তমম্, অতএব বহু মন্তব্যং সর্ব্বৈরাদর্ত্তব্যম্, সম্প্রাপ্তমুপস্থিতং স্বর্গসুখম্, যথা অবুধঃ অনভিজ্ঞস্তথা, বিমৃশসি গচ্ছামি নবেতি বিচারয়সি; যদি কশ্চিন্নিকর্ষঃ স্যাদিতি বিচিন্তয়ন্নিতি ভাবঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বিকচো হসন্ মুণ্ডো বা ॥১২—১৭॥ দ্বিতীয়ে পক্ষে ॥১৮—২৩॥ ক্ষুৎ ক্ষুধা, ধর্ম্মসহিতাং সংজ্ঞাম্, ত্বয়া তু প্রাণধর্ম্মঃ ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ধর্ম্মো রসনা, তদুভয়ং জিতমিত্যর্থঃ ॥২৪—৩১॥ উবাচ দেবদূত ইত্যনুকৃষ্যতে ॥৩২—৩৫॥ ব্যবসায়ং নিশ্চয়ম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

প্রভাবসম্পন্ন দেবদূত ! উচ্চবংশজাত সজ্জনেরা বলিয়া থাকেন যে, একসঙ্গে সপ্তপদ গমন করিলেই মিত্রতা হয় ; সুতরাং আমি সেই মিত্রতার অনুসরণ করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥৩৫॥

অতএব আপনি এবিষয়ে বিবেচনা না করিয়া সত্য ও হিত বাক্য বলুন ; আমি তাহা শুনিয়া আপনার বাক্যানুসারে কর্ত্তব্য স্থির করিব” ॥৩৬॥

---

* '...ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

উপরিষ্টাদসৌ লোকো যোঽয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ।
ঊর্দ্ধগঃ সৎপথঃ শশ্বদ্দেবযানচরো মুনে! ॥২॥
নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদ্গল! ॥৩॥
ধর্ম্মাত্মানো জিতাত্মানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।
দানধর্ম্মরতা মর্ত্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ ॥৪॥
তত্র গচ্ছন্তি ধর্ম্মাগ্র্যং কৃত্বা শমদমাত্মকম্।
লোকান্ পুণ্যকৃতান্ ব্রহ্মন্! সদ্ভিরাচরিতান্ নৃভিঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বর্গং বর্ণয়তি—উপেতি। উদ্ধগ ঊর্দ্ধগমনস্থানম্। এতদেব ব্যাচষ্টে সতো ব্রহ্মণঃ পন্থা ইতি সৎপথঃ, দেবযানানি বিমানানি চরাণি যত্র স তাদৃশশ্চ ॥২॥

নেতি। পুংসঃ পুমাংসঃ। অনৃতা বাচি কর্ম্মণি চ মিথ্যাপরায়ণাঃ ॥৩॥

কে গচ্ছন্তীত্যাহ—ধর্ম্মেতি। আহবে সম্মুখযুদ্ধে লক্ষণং মরণদর্শনং যেষাং তে, "রণে চাভিমুখো হতঃ" ইত্যেকবাক্যত্বাৎ। ধর্ম্মাগ্র্যং ধর্ম্মশ্রেষ্ঠম্ ॥৪—৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মহর্ষে ইতি। বিমৃশসি শুভমশুভং বেতি বিচারয়সি ॥১॥ স্বর্লোকঃ সুখলোকঃ। "যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং যত্তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্ ॥" ইতি শ্রুতিঃ। তৎপ্রধানত্বাল্লোকোঽপি স্বঃশব্দবাচ্যঃ। ঊর্দ্ধং গগনাদিত্যূর্দ্ধগঃ, সৎপথো ব্রহ্মমার্গঃ ক্রমমুক্তিস্থানমিত্যর্থঃ। দেবযানেন মার্গেণ অর্চ্চিরাদিপর্ব্ববতা চরন্ত্যস্মিন্নিতি দেবযানচরঃ ॥২॥

দেবদূত বলিল—"মহর্ষি! আপনার বুদ্ধিটা প্রশংসনীয়; কারণ, যে আপনি উত্তম ও সকলের আদরণীয় উপস্থিত স্বর্গসুখের বিষয়েও অনভিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিতেছেন ॥১॥

মুনি! যাহার নাম স্বর্গ; সে লোক ঐ উপরে রহিয়াছে; উহা ঊর্দ্ধগমনের স্থান, অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের পথ এবং সর্ব্বদাই ওখানে দেবযান সকল বিচরণ করে ॥২॥

মুদ্গলমুনি! যাহারা তপস্যা বা মহাযজ্ঞ না করিয়াছে, তাহারা এবং মিথ্যাপরায়ণ ও নাস্তিক লোকেরা সেখানে যাইতে পারে না ॥৩॥

ধার্ম্মিক, চিত্তজয়ী, জ্ঞানেন্দ্রিয়জয়ী, কর্ম্মেন্দ্রিয়জয়ী, বিদ্বেষবিহীন ও দাননিরত লোকেরা এবং সম্মুখযুদ্ধনিহত বীরেরা সেখানে যাইতে পারেন। আর, ব্রাহ্মণ! সকলেই শম ও দমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম করিয়া সজ্জনের আচরিত যে কোন পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে ॥৪—৫॥

দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্য! গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥৬॥
এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ।
ভাস্বন্তঃ কামসম্পন্না লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ।
মেরুঃ পর্ব্বতরাড়্ যত্র দেবোদ্যানানি মুদ্গল! ॥৮॥
নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
মনোজ্ঞাঃ সর্ব্বতো গন্ধাঃ সুখস্পর্শাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১০॥
শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যাঃ সর্ব্বতস্তত্র বৈ মুনে!।
ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি। বিশ্বে সর্ব্বে। যামা ধামাশ্চ তদাখ্যা দেবযোনিবিশেষাঃ। মৌদ্গল্যেতি স্বার্থে ষণ্। দেবনিকায়ানাং দেবসমূহানাম্। লোকা নিবাসদেশা বর্ত্তন্তে ॥৬—৭॥

ত্রয় ইতি। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়ঃ। যত্র পুণ্যকর্ম্মণাং বিহারা বিহরণস্থানভূতানি নন্দনাদীনি পুণ্যানি দেবোদ্যানানি বর্ত্তন্তে ॥৮—৯॥

বীভৎসমিতি। বীভৎসং বিষ্ঠাদি, অশুভং শবাদি। সুখস্পর্শা বায়ব ইতি শেষঃ ॥১০॥

শব্দা ইতি। শ্রুতিমনাংসি গ্রাহ্যাণি আকৃষ্যাণি যৈস্তে। আয়াসপরিদেবনে শ্রমবিলাপৌ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

পুংসঃ পুমাংসঃ ॥৩—৪॥ ধর্ম্মাগ্র্যং ধর্ম্মশ্রেষ্ঠং যোগম্ ॥৫॥ যামা ধামাশ্চ গণবিশেষাঃ ॥৬॥ দেবানাং নিকায়া আলয়া যেষু তেষাং দেবনিকায়ানাম্ ॥৭॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনা-

---

মুদ্গলমুনি! যে সকল দেবতা, সাধ্য, দেবর্ষি, যাম, ধাম ও অপ্সরা আছেন, ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ অনেক তেজোময় ও মঙ্গলময় লোক আছে; সে সকল লোকে সর্ব্বদাই অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায় ॥৬—৭॥

মুদ্গলমুনি! স্বর্ণময় পর্ব্বতরাজ সুমেরু তেত্রিশ হাজার যোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে; যাহার উপরে ধার্ম্মিকদিগের বিহারস্থান পুণ্যময় নন্দনপ্রভৃতি বহুতর দেবোদ্যান বিরাজ করিতেছে এবং যেখানে ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, শীত, গ্রীষ্ম ও ভয় নাই ॥৮—৯॥

আর সেখানে ঘৃণাজনক বা অমঙ্গলজনক কিছুই নাই এবং সে স্থানের সকল গন্ধই মনোহর ও সমস্ত বায়ুই সুখস্পর্শ ॥১০॥

ঈদৃশঃ স মুনে! লোকঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকঃ।
সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সংভবন্ত্যাত্মকর্ম্মভিঃ ॥১২॥
তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্।
কর্ম্মজান্যেব মৌদ্গল্য! ন মাতৃপিতৃজান্যুত ॥১৩॥
ন সংস্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব বা।
তেষাঞ্চ ন রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে! ॥১৪॥
ন ম্লায়ন্তি স্রজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মন্নেবংবিধৈশ্চ তে ॥১৫॥
ঈর্ষ্যাশোকক্লমাপেতা মোহমাৎসর্য্যবর্জ্জিতাঃ।
সুখং স্বর্গজিতস্তত্র বর্ত্তয়ন্তে মহামুনে! ॥১৬॥
তেষাং তথাবিধানান্তু লোকানাং মুনিপুঙ্গব!।
উপর্য্যুপরি লোকস্য লোকা দিব্যগুণান্বিতাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ঈদৃশ ইতি। স্বকর্ম্মফলং দেবকর্ম্মফলং ধর্ম্ম এব হেতুর্যস্য সঃ। সম্ভবন্তি গতাঃ ॥১২॥

তৈজসানীতি। উপপদ্যতাম্ উপপদ্যমানানাং গচ্ছতাম্। উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥১৩॥

নেতি। সংস্বেদো ঘর্ম্মঃ। তৈজসশরীরত্বাদেব ন সংস্বেদাদয় ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

নেতি। সংযুজ্যন্তে আরোহণায় মিলিতা ভবন্তি। এবংবিধৈরিত্যঙ্গুল্যা স্বানীতবিমান-প্রদর্শনম্ ॥১৫॥

ঈর্ষ্যেতি। স্বর্গজিতো লব্ধস্বর্গাঃ, সুখং যথা স্যাত্তথা বর্ত্তয়ন্তে জীবনং ধারয়ন্তি ॥১৬॥

তেষামিতি। লোকানাং জনানাং দেবানামিতি যাবৎ। লোকস্য স্বর্গস্য ॥১৭॥

মুনি! সেখানে সকল শব্দই শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী এবং সেখানে শোক, জরা, শ্রম ও বিলাপ নাই ॥১১॥

মুনি! সেই স্বর্গলোক দেবগণের কর্ম্মফলে এইরূপ হইয়াছে; সুতরাং মানুষও আপন পুণ্যের বলেই সেখানে যাইয়া থাকে ॥১২॥

মুদ্গল! স্বর্গগত লোকদিগের শরীরগুলি তেজোময় ও কর্ম্মজাত; কিন্তু মাতৃ-পিতৃজাত নহে ॥১৩॥

অতএব মুনি! সেখানে ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নাই এবং স্বর্গবাসীদের বস্ত্র ধূলিতে মলিন হয় না ॥১৪॥

ব্রাহ্মণ! তাঁহাদের দিব্যসৌরভসম্পন্ন ও মনোহর পুষ্পমালা সকল মলিন হয় না এবং তাঁহারা এইরূপ বিমানেই আরোহণ করিয়া থাকেন ॥১৫॥

মহর্ষি! স্বর্গবাসীদের ঈর্ষ্যা, শোক, ক্লান্তি, মোহ বা মাৎসর্য্য নাই; সুতরাং তাঁহারা সেখানে সুখে জীবন যাপন করেন ॥১৬॥

পরতো ব্রহ্মণস্তস্য লোকস্তেজোময়ঃ শুভঃ।
যত্র যান্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্! পূতাঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥১৮॥
ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষাং লোকাঃ পরতরে তান্ যজন্তীহ দেবতাঃ ॥১৯॥
স্বয়ম্প্রভাস্তে ভাস্বন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে।
ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ ॥২০॥
ন বর্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ।
তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্ত্তয়ঃ ॥২১॥
ন সুখে সুখকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ।
ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পরত ইতি। তস্য দেবলোকস্য, পরত উপরি, ব্রহ্মণো লোকো বর্ত্ততে ॥১৮॥
ঋভব ইতি। লোকা বাসদেশাঃ, পরতরে ব্রহ্মলোকমধ্যেঽপ্যুত্তমস্থানে বর্ত্তন্তে ॥১৯॥
স্বয়মিতি। কামদুঘা ইষ্টদাতারঃ। লোকৈশ্বর্য্যে পরসম্পদি মৎসরো নাস্তি ॥২০॥
নেতি। বিগ্রহস্ত ইতি বিগ্রহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা মূর্ত্তয়ো যেষাং তে তাদৃশা ন ॥২১॥
নেতি। সুখে সুখভোগসম্ভবেঽপি। সনাতনা নিত্যাঃ। অতএব নেত্যাদি ॥২২॥

মুনিশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ দেবলোকের উপরে উপরে আরও কতকগুলি দিব্যগুণসম্পন্ন লোক আছে ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ! সেই লোকগুলিরও উপরে তেজোময় ও মঙ্গলময় ব্রহ্মলোক রহিয়াছে; যেখানে ঋষিরা আপন আপন শুভকর্ম্মে পবিত্র হইয়া গমন করিয়া থাকেন ॥১৮॥

'ঋভু'-নামে আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা দেবতাদেরও দেবতা এবং তাঁহারা ব্রহ্মলোকের মধ্যেও অত্যন্ত উত্তমস্থানে বাস করেন; আর দেবতারা তাঁহাদের পূজা করেন ॥১৯॥

সেই ঋভুগণ এমনই তেজস্বী যে, তাঁহারা আপনাদের তেজেই আলোকিত থাকেন এবং সকলেরই অভীষ্ট পূরণ করেন; আর তাঁহাদের স্ত্রীকৃত দুঃখ বা পরশ্রীকাতরতা নাই ॥২০॥

এবং তাঁহারা অন্যের আহুতিদ্বারা জীবন ধারণ করেন না কিংবা অমৃত পান করেন না; আর তাঁহাদের দিব্য শরীর, সে শরীরগুলি আবার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না ॥২১॥

---

(১৮) পুরস্তাদ্ব্রাহ্মণাস্তত্র লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ—বা ব কা, পুরস্তাদ্ব্রহ্মণস্তত্র—পি।
(১৯) ধাস্নায়ো নাম—পি।

জরা মৃত্যুঃ কুতস্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ সুখং ন চ।
ন দুঃখং ন সুখং বাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে! ॥২৩॥
দেবানামপি মৌদ্গল্য! কাঙ্ক্ষিতা সা পরা গতিঃ।
দুষ্প্রাপা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ ॥২৪॥
ত্রয়স্ত্রিংশদিমে দেবা যেষাং লোকা মনীষিভিঃ।
গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্বা বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥২৫॥
সেয়ং দানকৃতা ব্যুষ্টিরনুপ্রাপ্তা সুখং ত্বয়া।
তাং ভুঙ্ক্ষ্ব সুকৃতৈর্লব্ধাং তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥২৬॥
এতৎ স্বর্গসুখং স্বর্গ-লোকা নানাবিধাস্তথা।
গুণাঃ স্বর্গস্য প্রোক্তাস্তে দোষানপি নিবোধ মে ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

জরেতি। সুখং দেববৎ প্রাক্তনকর্ম্মজসুখম্, পুনঃ সুখং মনুষ্যাদিবদধুনাতনকর্ম্মসুখম্ ॥২৩॥
দেবানামিতি। গতিরবস্থা। অগম্যা অলভ্যা, কামগোচরৈঃ কামিভির্জনৈঃ ॥২৪॥
অথ কিয়ৎসংখ্যকা ইম ইত্যাহ—ত্রয় ইতি। ইমে ঋভবো নাম ॥২৫॥
সেতি। সা ঋভুসম্বন্ধিনী। ব্যুষ্টিঃ সমৃদ্ধিঃ, "ব্যুষ্টিঃ স্তুতিফলর্দ্ধিষু" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

হ্যুপরি পরিধিরিত্যর্থঃ, উচ্ছ্রায়স্তু চতুরশীতিসহস্রং মানমিতি জম্বুখণ্ডে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥৮—১২॥ উপপদ্যতামুপগচ্ছতাম্ ॥১৩—১৪॥ এবংবিধৈরিতি দৃশ্যমানপ্রদর্শনম্ ॥১৫—২৫॥ ব্যুষ্টিঃ

দেবতাদেরও দেবতা এবং সনাতন সেই ঋভুগণ সুখভোগের সম্ভাবনা থাকিলেও সুখকামনা করেন না কিংবা কল্পপরিবর্ত্তনের সময়েও পরিবর্ত্তিত হন না ॥২২॥

মুনি! সেই ঋভুগণের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, প্রীতি, প্রাক্তনকর্ম্মজনিত সুখ, ঐহিক-কর্ম্মজনিত সুখ, দুঃখ, রাগ বা দ্বেষ ইহার কোনটাই নাই ॥২৩॥

মুদ্গলমুনি! দেবতারাও ঋভুগণের সেই পরম অবস্থার কামনা করেন এবং তাঁহাদের সেই দুর্লভ সিদ্ধি কামী লোকেরা লাভ করিতে পারে না ॥২৪॥

এই ঋভুরা সংখ্যায় তেত্রিশ জন; যাঁহাদের লোক—জ্ঞানীরা উত্তম নিয়ম ও যথাবিহিত দান করিয়া লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

মহর্ষি! আপনি দানদ্বারা অনায়াসে সেই ঋভুদের সম্পদ লাভ করিয়াছেন; সুতরাং আপনি এখন তপঃপ্রভাবে আলোকিত থাকিয়া সেই পুণ্যলব্ধ সম্পদ্ ভোগ করুন ॥২৬॥

(২৪) দেবতানাঞ্চ মৌদ্গল্য!—বা ব কা নি। (২৬)...অনুপ্রাপ্তা সুখাবহা—পি।
(২৭) এতৎ স্বর্গসুখং বিপ্র!—বা ব কা।

কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥২৮॥
সোঽত্র দোষো মম মতস্তস্যান্তে পতনঞ্চ যৎ।
সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদ্গল! ॥২৯॥
অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট্বা দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ।
যদ্ভবত্যবরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্ ॥৩০॥
সংজ্ঞামোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম্।
প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোর্ভয়ম্ ॥৩১॥
আব্রহ্মভবনাদেতে দোষা মৌদ্গল্য! দারুণাঃ।
নাকলোকে সুকৃতিনাং গুণাস্ত্বযুতশো নৃণাম্ ॥৩২॥
অয়ন্ত্বন্যো গুণঃ শ্রেষ্ঠশ্চ্যুতানাং স্বর্গতো মুনে!।
শুভানুশয়যোগেন মনুষ্যেষূপজায়তে ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। নিবোধ শৃণু। শ্রুত্বা চ যথেচ্ছং বিধেহীতি ভাবঃ ॥২৭॥
কৃতস্যেতি। তস্মূলচ্ছেদেনৈব ভুজ্যতে, ভোগেন ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষয়াদিত্যাশয়ঃ ॥২৮॥
স ইতি। একং জ্ঞানপূর্ব্বকং পতনম্, অন্যচ্চাজ্ঞানপূর্ব্বকমিতি ভেদঃ ॥২৯॥
অসন্তোষ ইতি। শ্রিয়ঃ পরসম্পদঃ। অবরে ব্রহ্মলোকাপেক্ষয়া নিকৃষ্টে স্বর্গে ॥৩০॥
সংজ্ঞেতি। সংজ্ঞামোহো বুদ্ধিভ্রমঃ, প্রধর্ষণমাক্রমণম্ ॥৩১॥
আব্রহ্মেতি। আ ব্রহ্মভবনাৎ ব্রহ্মলোকাদারভ্য। নাকলোকে স্বর্গলোকে ॥৩২॥

মুনি! এই স্বর্গসুখ, নানাবিধ স্বর্গলোক এবং স্বর্গের গুণের কথা আপনার নিকট বলিলাম; এখন আপনি আমার নিকট স্বর্গের দোষও শ্রবণ করুন ॥২৭॥

সেখানে কৃতকর্ম্মের যে ফলভোগ করা হয়, তাহা মূলচ্ছেদ করিয়াই করা হয়; কিন্তু নূতন অন্য কোন কর্ম্ম করা হয় না ॥২৮॥

মুদ্গলমুনি! কর্ম্মক্ষয়ের পরে জ্ঞাতভাবে যে পতন হয় এবং সুখভোগ করিবার সময়ে অজ্ঞাতভাবে যে পতন হয়, আমার মতে তাহাই স্বর্গের দোষ ॥২৯॥

পরের উজ্জ্বল সম্পদ্ দেখিয়া স্বর্গবাসী লোকদিগের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, সেটা গুরুতর দোষ ॥৩০॥

কণ্ঠের মালা মলিন হইতে লাগিলেই স্বর্গ হইতে পতনের সম্ভাবনা জন্মে, তখন বুদ্ধির ভ্রম ও রজোগুণের আক্রমণ হয়, তৎপরে ভয় জন্মে ॥৩১॥

মুদ্গলমুনি! ব্রহ্মলোক হইতে সকল স্বর্গেই এই সকল দারুণ দোষ রহিয়াছে; তবে পুণ্যবান্ লোকদিগের স্বর্গে গুণও বহুতরই আছে ॥৩২॥

তত্রাপি স মহাভাগঃ সুখভাগভিজায়তে।
ন চেৎ সংবুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং ততঃ ॥৩৪॥
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্! ফলভূমিরসৌ মতা ॥৩৫॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি মুদ্গল!।
তবানুকম্পয়া সাধো! সাধু গচ্ছাম মা চিরম্ ॥৩৬॥
ব্যাস উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু মৌদ্গল্যো বাক্যং বিমমৃশে ধিয়া।
বিমৃশ্য চ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবদূতমুবাচ হ ॥৩৭॥
দেবদূত! নমস্তেঽস্তু গচ্ছ তাত! যথাসুখম্।
মহাদোষেণ মে কার্য্যং ন স্বর্গেণ সুখেন বা ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

অন্বমিতি। শুভানুশয়যোগেন অবশিষ্টশুভাদৃষ্টসম্বন্ধেন ॥৩৩॥

তত্রেতি। সংবুধ্যতে ধর্ম্মজ্ঞানী ভবতি, ততস্তদা অধমতাম্ অধমযোনিতাম্ ॥৩৪॥

ইহেতি। ইয়ং পৃথিবী, অসৌ স্বর্গঃ, ফলভূমিঃ কর্ম্মফলভোগস্থানম্ ॥৩৫॥

এতদিতি। ত্বয়া সার্দ্ধং গমনমেব সাধু গমনমিতি ভাবঃ। মা চিরং বিলম্বং কুরু ॥৩৬॥

এতদিতি। এতদ্বাক্যং শ্রুত্বেতি সম্বন্ধঃ। বিমমৃশে স্বর্গে গন্তব্যং ন বেতি বিচারিতবান্ ॥৩৭॥

দেবেতি। মহান্ দোষো যত্র তেন। সুখেন স্বর্গীয়েণ ॥৩৮॥

মুনি! স্বর্গভ্রষ্ট লোকদিগের এই একটা শ্রেষ্ঠ গুণ যে, স্বর্গভ্রষ্ট লোক পূর্ব্ব শুভাদৃষ্টের সম্বন্ধবশতঃ মনুষ্যযোনিতেই জন্মগ্রহণ করে ॥৩৩॥

তাহাতেও সে মহাত্মা সুখীই হয়; তবে যদি তখন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ না করে, তাহা হইলে ক্রমিক অধমযোনিতে গমন করে ॥৩৪॥

ইহলোকে যে কর্ম্ম করা হয়, পরলোকে তাহার ফল ভোগ হয়; সুতরাং ব্রাহ্মণ! এইটা কর্ম্মভূমি, আর ঐটা (স্বর্গ) ফলভোগভূমি ॥৩৫॥

মুদ্গলমুনি! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট সে সমস্তই বলিলাম। এখন আপনার কৃপায় আমরা আপনার সহিত সুখেই যাইব; আপনি আর বিলম্ব করিবেন না” ॥৩৬॥

বেদব্যাস বলিলেন—“দেবদূতের এই সকল বাক্য শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুদ্গল মনে মনে বিবেচনা করিলেন এবং বিবেচনা করিয়া দেবদূতকে কহিলেন—॥৩৭॥

---

(৩৪)…ন চেৎ সংবধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং পুনঃ—পি।

পতনান্তে মহদ্দুঃখং পরিতাপঃ সুদারুণঃ।
স্বর্গভাজঃ পতন্তীহ তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে ॥৩৯॥
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন ব্যথন্তি চলন্তি বা।
তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গয়িষ্যামি কেবলম্ ॥৪০॥
ইত্যুক্ত্বা স মুনির্বাক্যং দেবদূতং বিসৃজ্য তম্।
শিলোঞ্ছবৃত্তির্ধর্ম্মাত্মা শমমাতিষ্ঠদুত্তমম্ ॥৪১॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ভূত্বা সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
জ্ঞানযোগেন শুদ্ধেন ধ্যাননিত্যো বভূব হ ॥৪২॥
ধ্যানযোগাদ্বলং লব্ধ্বা প্রাপ্য বুদ্ধিমনুত্তমাম্।
জগাম শাশ্বতীং সিদ্ধিং পরাং নির্ব্বাণলক্ষণাম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ কোঽসৌ দোষ ইতি দেবদূতোক্তমেবানুবদতি—পতনেতি। পতনান্তে স্বর্গাৎ ॥৩৯॥ যত্রেতি। ন চলন্তি বা ততো ন বা পতন্তি। অত্যন্তং নিত্যম্, কেবলং কৈবল্যাখ্যম্ ॥৪০॥ ইতীতি। শিলোঞ্ছৌ প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতৌ। শমং জ্ঞানেন্দ্রিয়নিরোধং যোগমিত্যর্থঃ ॥৪১॥ তুল্যেতি। অশ্মানো মণয়ঃ। ধ্যানং নিত্যং যস্য স নিত্যধ্যায়ীতি তাৎপর্য্যম্ ॥৪২॥ ধ্যানেতি। বলম্ আত্মানাত্মবিবেকশক্তিম্, অনুত্তমাং বুদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানম্ ॥৪৩॥

"দেবদূত! তোমাকে নমস্কার করি, বৎস! তুমি যথাসুখে গমন কর। কেন না, গুরুতরদোষযুক্ত স্বর্গ বা স্বর্গীয় সুখদ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ॥৩৮॥

কারণ, স্বর্গবাসীরা ভূতলে পতিত হইয়া থাকেন এবং পতনের পরে তাঁহাদের গুরুতর দুঃখ ও অতিদারুণ পরিতাপ জন্মে; অতএব সে স্বর্গ আমি কামনা করি না ॥৩৯॥

মানুষ যে স্থানে যাইয়া শোক করে না, দুঃখ পায় না এবং পতিতও হয় না, আমি সেই 'কৈবল্য'-নামক নিত্য স্থানের অন্বেষণ করিব" ॥৪০॥

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা মুদ্‌গলমুনি দেবদূতকে বিদায় দিয়া সেই শিলোঞ্ছবৃত্তি-দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া উত্তম যোগ অবলম্বন করিলেন ॥৪১॥

তখন তিনি নিন্দা ও প্রশংসাকে সমান জ্ঞান করিতেন এবং লোষ্ট্র, মণি ও কাঞ্চনকে তুল্যমূল্য মনে করিতেন, এইভাবে বিশুদ্ধ-জ্ঞানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা পরমাত্মচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন ॥৪২॥

ক্রমে মুদ্‌গলমুনি সেই ধ্যানযোগের প্রভাবে বিবেকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া,

---

(৩৯)···স্বর্গভাজশ্চরন্তীহ—বা ব কা, ···স্বার্গভাজশ্চ্যবন্তীহ—পি। (৪২) ইতঃ পরং যাবন্তি পুস্তকানি পর্য্যালোচ্যন্তে, তাবৎস্ব এব পাঠভেদা দৃশ্যন্তে।

তস্মাত্ত্বমপি কৌন্তেয়! ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি।
রাজ্যাৎ স্ফীতাৎ পরিভ্রষ্টস্তপসা তদবাপ্স্যসি ॥৪৪॥
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
পর্য্যায়েণোপসর্পন্তে নরং নেমিমরা ইব ॥৪৫॥
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্স্যস্যমিতবিক্রম!।
বর্ষাত্ত্রয়োদশাদূর্দ্ধং ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৪৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ব্যাসঃ পাণ্ডবনন্দনম্।
জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহি-দ্রৌণিকে মুদ্গলদেবদূতসংবাদে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ইদানীং প্রস্তুতমুখাপয়তি—তস্মাদিতি। তপসঃ সর্ব্বসাধকত্বাদিত্যর্থঃ। স্ফীতাদ্বিস্তৃতাৎ ॥৪৪॥
সুখস্যেতি। নেমিং চক্রপ্রান্তম্, অরা নাভিসংলগ্নতির্য্যক্‌কাষ্ঠানি ॥৪৫॥
পিত্রিতি। ব্যেতু অপগচ্ছতু, জ্বরো রাজ্যনাশাদিনিবন্ধনঃ সন্তাপঃ ॥৪৬॥
এবমিতি। পাণ্ডবশ্চাসৌ নন্দনঃ সর্ব্বেষামেবানন্দজনকশ্চেতি তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

আবার তাহার প্রভাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, নির্ব্বাণমুক্তিস্বরূপ চিরস্থায়িনী পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

অতএব কুন্তীনন্দন! তুমিও শোক করিতে পার না। কারণ, তুমি বিস্তৃত রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলেও তপস্যার প্রভাবে পুনরায় তাহা লাভ করিবে ॥৪৪॥

রথচক্রের মধ্যস্থিত তির্য্যক্ কাষ্ঠ সকল যেমন (দৃষ্টিপথবর্ত্তী) চক্রপ্রান্তের নিকট পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, তেমন সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ মানুষের নিকট পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় ॥৪৫॥

অমিতবিক্রম যুধিষ্ঠির! (বনবাস আরম্ভ অবধি) ত্রয়োদশ বৎসরের পর তুমি পুনরায় পৈতৃক রাজ্য লাভ করিবে; সুতরাং তোমার মনের সন্তাপ দূরীভূত হউক" ॥৪৬॥

* '...ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

(১৭। দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব।)

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

বসৎস্বেবং বনে তেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
রমমাণেষু চিত্রাভিঃ কথাভির্মুনিভিঃ সহ ॥১॥
সূর্য্যদত্তাক্ষয়ান্নেন কৃষ্ণায়া ভোজনাবধি।
ব্রাহ্মণাংস্তর্প্যমাণেষু যে চান্নার্থমুপাগতাঃ।
আরণ্যানাং মৃগাণাঞ্চ মাংসৈর্নানাবিধৈরপি ॥২॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাত্মানঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
কথং তেঽম্ববর্ত্তন্ত পাপাচারা মহামুনে! ॥৩॥
দুঃশাসনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ মতে স্থিতাঃ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবন্! বৈশম্পায়ন! পৃচ্ছতঃ ॥৪॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

বৎসস্বিতি। রমমাণেষু আমোদমানেষু। কৃষ্ণায়া দ্রৌপদ্যাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। অন্ববর্ত্তন্ত ব্যবাহরন্। আচক্ষ্ব ব্রূহি, পৃচ্ছতো মম সমীপে ॥১—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্পত্তিঃ ॥২৬—৪২॥ বলং পরবৈরাগ্যম্, বুদ্ধিং জ্ঞানম্ ॥৪৩—৪৪॥ নেমিং চক্রধারাম্, অরাঃ নাভিনেমিসন্ধানদারুণি ॥৪৫—৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৬॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জ্ঞানী ভগবান্ বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া তপস্যা করিবার জন্য পুনরায় আশ্রমের দিকেই গমন করিলেন ॥৪৭॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—"মহর্ষি! ভগবন্! বৈশম্পায়ন! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মহাত্মা পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবনে থাকিয়া মুনিদের সহিত নানাবিধ আলাপে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং দ্রৌপদীর ভোজন হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত—যাহারা অন্নের জন্য আসিত, তাহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে সূর্য্যদত্ত অক্ষয় অন্নদ্বারা ও নানাবিধ বন্য পশুর মাংসদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন,

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং তথা বৃত্তিং নগরে বসতামিব।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! তেষু পাপমরোচয়ৎ ॥৫॥
তথা তৈর্নিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ।
নানোপায়ৈরঘং তেষু চিন্তয়ৎসু দুরাত্মসু ॥৬॥
অভ্যাগচ্ছৎ স ধর্ম্মাত্মা তপস্বী সুমহাযশাঃ।
শিষ্যাযুতসমোপেতো দুর্ব্বাসা নাম কামতঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য মুনিং পরমকোপনম্।
দুর্য্যোধনো বিনীতাত্মা প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ শ্রীমানাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥৮॥
বিধিবৎ পূজয়ামাস স্বয়ং কিঙ্করবৎ স্থিতঃ।
অহানি কতিচিত্তত্র তস্থৌ স মুনিসত্তমঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। তথা আনন্দেন, বৃত্তিং স্থিতিম্। পাপমনিষ্টম্, অরোচয়ৎ কর্ত্তুমৈচ্ছৎ ॥৫॥

তথেতি। নিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ শঠবুদ্ধিভিঃ সহ। অঘমনিষ্টম্, তেষু পাণ্ডবেষু। দুরাত্মসু দুর্য্যোধনাদিষু শিষ্যাণামযুতেন সমমুপেত ইতি শিষ্যাযুতসমোপেতঃ। মকারলোপ আর্ষঃ ॥৬—৭॥

তমিতি। প্রশ্রয়েণ প্রণয়েন, দমেন অভিমানদমনেন চ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

বিধিবদিতি। তত্র দুর্য্যোধনভবনে ॥৯॥

তখন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতানুবর্ত্তী, দুরাত্মা ও পাপাচারী দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সকলে পাণ্ডবদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিত, তাহা বলুন” ॥১—৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! পাণ্ডবেরা নগরবাসীদেরই মত কাম্যকবনে আনন্দে বাস করিতেছেন, ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাদের অনিষ্টাচরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৫॥

দুরাত্মা দুর্য্যোধনপ্রভৃতি যখন শঠবুদ্ধি কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নানা উপায়ে পাণ্ডবগণের অনিষ্ট করিবার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মাত্মা, তপস্বী ও অত্যন্ত যশস্বী দুর্ব্বাসামুনি অযুত শিষ্যের সহিত দুর্য্যোধনভবনে আগমন করিলেন ॥৬—৭॥

তখন সুন্দরমূর্ত্তি দুর্য্যোধন সেই অত্যন্তক্রোধী মুনিকে আগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, অভিমান ত্যাগ করিয়া, প্রণয়পূর্ব্বক বিনীতভাবে আতিথ্যের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৮॥

তঞ্চ পর্য্যচরদ্রাজা দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! শাপাত্তস্য বিশঙ্কিতঃ ॥১০॥
ক্ষুধিতোঽস্মি দদস্বান্নং শীঘ্রং মম নরাধিপ!।
ইত্যুক্ত্বা গচ্ছতি স্নাতুং প্রত্যাগচ্ছতি বৈ চিরাৎ ॥১১॥
ন ভোক্ষ্যাম্যদ্য মে নাস্তি ক্ষুধেত্যুক্ত্বাত্যদর্শনম্।
অকস্মাদেত্য চ ব্রূতে ভোজয়াস্মাংস্ত্বরান্বিতঃ ॥১২॥
কদাচিচ্চ নিশীথে স উত্থায় নিকৃতৌ স্থিতঃ।
পূর্ব্ববৎ কারয়িত্বান্নং ন ভুঙ্‌ক্তে গর্হয়ন্ স্ম সঃ ॥১৩॥
বর্ত্তমানে তথা তস্মিন্ যদা দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
বিকৃতিং নৈতি ন ক্রোধং তদা তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ।
আহ চৈনং দুরাধর্ষো বরদোঽস্মীতি ভারত! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। পর্য্যচরৎ শুশ্রূষিতবান্, অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ ॥১০॥

অথ ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্দুর্ব্বাসসো দুর্য্যোধনপরীক্ষামাহ—ক্ষুধিত ইতি। গচ্ছতি স্ম ॥১১॥

নেতি। অদর্শনম্ এতি প্রাপ্নোতি স্ম স্থানান্তরং জগামেত্যর্থঃ ॥১২॥

কদাচিদিতি। নিকৃতৌ শাঠ্যে। গর্হয়ন্ বিনা কারণং দুর্য্যোধনমেব নিন্দন্ ॥১৩॥

বর্ত্তমান ইতি। তস্মিন্ মুনৌ। নৈতি ন প্রাপ্নোতি স্ম। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

এবং তিনি নিজেই ভৃত্যের মত থাকিয়া যথাবিধানে দুর্ব্বাসার পূজা করিলেন; মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাও কয়েক দিন সেখানে থাকিলেন ॥৯॥

মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন তখন দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতের আশঙ্কা করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥১০॥

"রাজা! আমার ক্ষুধা হইয়াছে, সত্বর অন্নদান কর"—এই কথা বলিয়া দুর্ব্বাসা স্নান করিতে যাইতেন, অথচ অতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিতেন ॥১১॥

"আজ আমার ক্ষুধা নাই; সুতরাং খাইব না"—এই কথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, আবার অকস্মাৎ আসিয়া বলিতেন—"সত্বর আমাকে ভোজন করাও" ॥১২॥

কোন দিন রাত্রিদ্বিতীয়প্রহরের সময় উঠিয়া শঠতা করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বের মত অন্ন প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিতেন না, অথচ তিরস্কার করিতেন ॥১৩॥

দুর্ব্বাসা এইরূপ আচরণ করিতে থাকিলেও যখন রাজা দুর্য্যোধন বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না, তখন দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বাসা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"ভরতনন্দন! আমি তোমাকে বর দান করিব" ॥১৪॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
ময়ি প্রীতে তু যদ্ধর্ম্ম্যং নালভ্যং বিদ্যতে তব ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অমন্যত পুনর্জাতমাত্মানং স সুযোধনঃ ॥১৬॥
প্রাগেব মন্ত্রিতশ্চাসীৎ কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ।
যাচনীয়ং মুনেস্তুষ্টাদিতি নিশ্চিত্য দুর্ম্মতিঃ ॥১৭॥
অতিহর্ষান্বিতো রাজা বরমেনমযাচত।
শিষ্যৈঃ সহ মম ব্রহ্মন্! যথা জাতোঽতিথির্ভবান্ ॥১৮॥
অস্মৎকুলে মহারাজো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
বনে বসতি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি। ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং নালভ্যম্। এতেনাধর্ম্ম্যমলভ্যমেবেতি সূচিতম্ ॥১৫॥
এতদিতি। আত্মানং পুনর্জাতমমন্যত, ইদানীং শাপদানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥
প্রাগিতি। মন্ত্রিতো বিষয়ঃ। রাজা দুর্য্যোধনঃ। বনে কাম্যকনামকে। কদা

ভারতভাবদীপঃ

বসৎস্বিতি ॥১—১৪॥ ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্ ॥১৫—২৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

পরে পুনরায় দুর্ব্বাসা বলিলেন—"দুর্য্যোধন! তোমার মঙ্গল হউক, যাহা তোমার মনে আছে, সেই বর গ্রহণ কর। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বলিয়া যাহা ধর্ম্ম-সঙ্গত, তাহা তোমার অপ্রাপ্য নহে" ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সন্তুষ্টচিত্ত মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন নিজের পুনর্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥১৬॥

'মুনি সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করিব' এইরূপ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পূর্ব্বেই কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তৎকালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, "ব্রহ্মন্! আপনি যেমন শিষ্যগণের সহিত আমার অতিথি হইয়াছেন, তেমনই শিষ্যগণের সহিত আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও অতিথি হইবেন। কারণ, তিনি আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক, গুণবান্ ও সচ্চরিত্র; তিনি এখন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতেছেন। আর, আপনার যদি আমার উপরে অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে রাজপুত্রী,

গুণবান্ শীলসম্পন্নস্তস্য ত্বমতিথির্ভব।
যদা চ রাজপুত্রী সা সুকুমারী যশস্বিনী ॥২০॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সর্ব্বান্ পতীংশ্চ বরবর্ণিনী।
বিশ্রান্তা চ স্বয়ং ভুক্ত্বা সুখাসীনা ভবেদ্‌যদা ॥২১॥
তদা ত্বং তত্র গচ্ছেথা যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
তথা করিষ্যে ত্বৎপ্রীত্যেত্যেবমুক্ত্বা সুযোধনম্ ॥২২॥
দুর্ব্বাসা অপি বিপ্রেন্দ্রো যথাগতমগাত্ততঃ।
কৃতার্থমিব চাত্মানং তদা মেনে সুযোধনঃ ॥২৩॥
করেণ চ করং গৃহ্য কর্ণস্য মুদিতো ভৃশম্।
কর্ণোঽপি ভ্রাতৃসহিতমিত্যুবাচ নৃপং তদা ॥২৪॥ (কুলকম্)

কর্ণ উবাচ।

দিষ্ট্যা কামঃ সুসংবৃত্তো দিষ্ট্যা কৌরব! বর্দ্ধসে।
দিষ্ট্যা তে শত্রবো মগ্না দুস্তরে ব্যসনার্ণবে ॥২৫॥
দুর্ব্বাসঃক্রোধজে বহ্নৌ পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
স্বৈরেব তে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অতিথির্ভবামীত্যাহ—যদেতি। বরবর্ণিনী দ্রৌপদী। দ্রৌপদ্যা ভোজনান্তে স্থাল্যন্নস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ তথৈব চ সূর্য্যস্য বরদানাৎ তদা চান্নদানাশক্যত্বাদ্দুর্ব্বাসসঃ শাপেন পাণ্ডবানাং সর্ব্বনাশায় "তদা ত্বং তত্র গচ্ছেথাঃ" ইত্যুক্তম্। তদা চাত্মানং কৃতার্থমিব মেনে, পাণ্ডবসর্ব্বনাশস্যাবশ্যম্ভাবিত্ব-সম্ভাবনাদিত্যাশয়ঃ। গৃহ্য গৃহীত্বা ॥১৭—২৪॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, কামঃ অস্মাকমভিলাষঃ, সুসংবৃত্তঃ সুসম্পন্নঃ ॥২৫॥

কোমলাঙ্গী, যশস্বিনী ও বরবর্ণিনী দ্রৌপদী যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পতিগণকে ভোজন করাইয়া এবং নিজে ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সুখে উপবেশন করিবেন, তখন আপনি সেখানে গমন করিবেন"। "তোমার প্রতি সন্তোষবশতঃ তাহাই করিব" এই কথা দুর্য্যোধনকে বলিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাও যথাস্থানে চলিয়া গেলেন; দুর্য্যোধনও তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হস্তদ্বারা কর্ণের হস্ত ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থের ন্যায় মনে করিলেন। কর্ণও তখন ভ্রাতাদের সহিত দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥১৭—২৪॥

কর্ণ কহিলেন—"কৌরবনন্দন। ভাগ্যবশতঃ আমাদের অভিলাষ সুসম্পন্ন হইল, ভাগ্যবশতঃ তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইল এবং ভাগ্যবশতই তোমার শত্রুগণ দুস্তর বিপৎসাগরে মগ্ন হইল ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্থং তে নিকৃতিপ্রজ্ঞা রাজন্! দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
হসন্তঃ প্রীতিমনসো জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে দুর্ব্বাস আতিথ্যে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কদাচিদ্দুর্ব্বাসাঃ সুখাসীনাংস্তু পাণ্ডবান্।
ভুক্ত্বা চাবস্থিতাং কৃষ্ণাং জ্ঞাত্বা তস্মিন্ বনে মুনিঃ।
অভ্যাগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিষ্যৈরযুতসম্মিতৈঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

দুর্ব্বাস ইতি। তমোঽন্ধকারং কর্ত্তব্যমূঢ়তামিত্যর্থঃ ॥২৬॥

ইত্থমিতি। নিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ শাঠ্যাভিজ্ঞাঃ। প্রীতমনসঃ সন্তুষ্টচিত্তাঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। ভুক্ত্বেত্যনেন পাণ্ডবানিত্যপি সম্বধ্যতে, তথৈব দুর্য্যোধনানুরোধাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

কারণ, পাণ্ডবেরা দুর্ব্বাসার কোপানলে পতিত হইল এবং তাহারা আপনাদের মহাপাপেই দুস্তর অন্ধকারে প্রবেশ করিল" ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! এইভাবে সেই শাঠ্যনিপুণ দুর্য্যোধনপ্রভৃতি হাসিতে হাসিতে আনন্দিতচিত্তে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥২৭॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন সময়ে পাণ্ডবগণ ভোজন করিয়া সুখে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং দ্রৌপদীও ভোজন করিয়া বিশ্রাম

* ইদং প্রকরণং পিতামহপুস্তকে নাস্তি। তচ্চান্ত্যায়ং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এতদ্বৃত্তান্তস্যাভিধানাৎ। '...একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

দৃষ্ট্বায়ান্তং তমতিথিং স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
জগামাভিমুখঃ শ্রীমান্ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥২॥
তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিং সম্যগুপবেশ্য বরাসনে।
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ।
আহ্নিকং ভগবন্! কৃত্বা শীঘ্রমেহীতি চাব্রবীৎ ॥৩॥
জগাম চ মুনিঃ সোঽপি স্নাতুং শিষ্যৈঃ সহানঘঃ।
ভোজয়েৎ সহশিষ্যং মাং কথমিত্যবিচিন্তয়ন্।
ন্যমজ্জৎ সলিলে চাপি মুনিসংঘঃ সমাহিতঃ ॥৪॥
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্! দ্রৌপদী যোষিতাং বরা।
চিন্তামবাপ পরমামন্নহেতোঃ পতিব্রতা ॥৫॥
সা চিন্তয়ন্তী চ যদা নান্নহেতুমবিন্দত।
মনসা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণং কংসনিসূদনম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্। অচ্যুতো বৈধনিয়মাদভ্রষ্টঃ ॥২॥
তস্মা ইতি। তস্মৈ দুর্ব্বাসসে, অঞ্জলিং বদ্ধা বিধায়। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥
জগামেতি। কথং ভোজয়েৎ, তাদৃশভোজ্যসংগ্রহাসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥
এতস্মিন্নিতি। অন্তরে অবসরে। অন্নহেতোঃ অন্নসংগ্রহার্থম্ ॥৫॥

করিতেছেন—ইহা জানিয়া দুর্ব্বাসামুনি অযুত শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বনে আগমন করিলেন ॥১॥

তখন সদাচারপরায়ণ ও মনোহরমূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে আসিতে দেখিয়া, ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন ॥২॥

এবং তিনি দুর্ব্বাসামুনিকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া, তাঁহার প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া, অতিথি হইবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং "ভগবন্! আপনারা আহ্নিক করিয়া সত্বর আগমন করুন" এই কথা বলিলেন ॥৩॥

'যুধিষ্ঠির এখনে শিষ্যবর্গের সহিত আমাকে কি করিয়া ভোজন করাইবেন' ইহা চিন্তা না করিয়াই নিষ্পাপ দুর্ব্বাসামুনিও শিষ্যগণের সহিত স্নান করিতে গেলেন এবং যাইয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া জলে নিমগ্ন হইলেন ॥৪॥

রাজা! এই সময়ে নারীশ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা দ্রৌপদী অন্নের জন্য গুরুতর চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন ॥৫॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! দেবকীনন্দনাব্যয়!।
বাসুদেব! জগন্নাথ! প্রণতার্ত্তিবিনাশন! ॥৭॥
বিশ্বাত্মন্! বিশ্বজনক! বিশ্বহর্ত্তঃ! প্রভোঽব্যয়!।
প্রপন্নপাল! গোপাল! প্রজাপাল! পরাৎপর! ॥৮॥
আকূতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্ত্তক! নতাস্মি তে।
বরেণ্য! বরদানন্ত! অগতীনাং গতির্ভব ॥৯॥ (বিশেষকম্)
পুরাণপুরুষ! প্রাণ! মনোবৃত্ত্যাদ্যগোচর!।
সর্ব্বাধ্যক্ষ! পরাধ্যক্ষ! ত্বামহং শরণং গতা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। অন্নহেতুম্ অন্নসংগ্রহোপায়ম্, অবিন্দত চিন্তয়াপি নালভত ॥৬॥

কৃষ্ণেতি। হে অব্যয়!। অবিনশ্বর! হে বিশ্বহর্ত্তঃ! জগৎসংহারক!। হে অব্যয়! অচল! চিদ্রূপতয়া নিষ্ক্রিয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ, বিশেষেণায়ত ইতি ব্যয়ঃ ন ব্যয়ঃ অব্যয় ইতি চ ব্যুৎপত্তেঃ। হে প্রপন্নপাল! বিপন্নরক্ষক!। পরাৎ হিরণ্যগর্ভাদপি পর! শ্রেষ্ঠ!। আকূতীনামভিপ্রায়রূপচিত্তবৃত্তীনাম্, চিত্তীনাং নির্ণয়রূপচিত্তবৃত্তীনাঞ্চ প্রবর্ত্তক! জীবরূপত্বাৎ। অগতীনাং নিরুপায়ানামস্মাকম্, গতিরুপায়ঃ ॥৭—৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ততেতি ॥১—৫॥ এতস্মিন্নন্তরে কালে ॥৬—৭॥ কৃষ্ণং পাপকর্ষকম্, কংসস্য কামাদেদুষ্ট-রাজ্ঞো বা নিষূদনং হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ অত্যাদরসূচনার্থং দ্বির্ব্বচনম্। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" ইতি শ্রুতিপ্রণীতঃ কৃষ্ণপদস্যার্থঃ। মহান্তৌ ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডাবষ্টম্ভক্ষমৌ বাহূ যস্য। "সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক" ইতি শ্রুতেঃ। অব্যয়াবিনাশিন্! অত্র দেবকীনন্দনস্যাব্যয়ত্বং বদন্ত্যা কৃষ্ণমূর্ত্তে-রভৌতিকত্বমুক্তম্, এবমাদিনামার্থঃ শঙ্করভগবৎপাদীয়ে বিষ্ণুসহস্রনামব্যাখ্যানে এব দ্রষ্টব্যঃ

তিনি চিন্তা করিয়াও যখন অন্নসংগ্রহের উপায় দেখিলেন না, তখন মনে মনে কংসনিসূদন কৃষ্ণের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৬॥

'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহু! দেবকীনন্দন! অবিনশ্বর! বাসুদেব! জগন্নাথ! প্রণত লোকের পীড়ানাশক! বিশ্বাত্মা! বিশ্বজনক! বিশ্বনাশক! প্রভু! অচল! বিপন্নরক্ষক! গোপাল! প্রজারক্ষক! পরাৎপর! আকূতি ও চিত্তিনামক চিত্তবৃত্তির প্রবর্ত্তক! আমি তোমার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি। আমরা নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি; অতএব হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি আমাদের উপায় হও ॥৭—৯॥

পুরাণপুরুষ! প্রাণ! মনোবৃত্তিপ্রভৃতির অগোচর! সর্ব্বাধ্যক্ষ! শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥১০॥

পাহি মাং কৃপয়া দেব ! শরণাগতবৎসল ! ।
নীলোৎপলদলশ্যাম ! পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ ! ।
পীতাম্বরপরীধান ! লসৎকৌস্তভভূষণ ! ॥১১॥
ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্ ।
পরাৎ পরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ ॥১২॥
ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
ত্বয়া নাথেন দেবেশ ! সর্ব্বাপদ্ভ্যো ভয়ং নহি ॥১৩॥
দুঃশাসনাদহং পূর্ব্বং সভায়াং মোচিতা যথা ।
তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি ॥১৪॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবং স্তুতস্তদা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণয়া ভক্তবৎসলঃ ।
দ্রৌপদ্যাং সঙ্কটঃ জ্ঞাত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥১৫॥
পার্শ্বস্থাং শয়নে ত্যক্ত্বা রুক্মিণীং কেশবঃ প্রভুঃ ।
তত্রাজগাম ত্বরিতো হ্যচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পুরাণেতি । হে প্রাণ ! প্রাণনহেতো ! জীবরূপত্বাৎ । আদিপদেন বুদ্ধিবৃত্তেগ্র্হণম্ ॥১০॥
পাহীতি । পদ্মগর্ভবৎ রক্তপদ্মকোষবৎ, অরুণে ঈক্ষণে যস্য সঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
ত্বমিতি । পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ । সর্ব্বত এব মুখং যস্য সঃ, সহস্রশীর্ষত্বাৎ ॥১২॥
ত্বামিতি । বীজং জগৎকারণম্, নিধানমাশ্রয়ম্ । নহি বিদ্যত ইতি শেষঃ ॥১৩॥
দুরিতি । দুঃশাসনাৎ দুঃশাসনকর্ত্তৃকবস্ত্রহরণবিপদঃ । সঙ্কটান্মহাবিপদঃ ॥১৪॥
এবমিতি । কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা । অচিন্ত্যগতিত্বাদেব ত্বরিতমাগমনমিতি ভাবঃ ॥১৫—১৬॥

দেব ! শরণাগতবৎসল ! নীলোৎপলতুল্য শ্যাম ! পদ্মকোষতুল্য রক্তনয়ন ! পীতবসন ! উজ্জ্বলকৌস্তভভূষণ ! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥১১॥

তুমি জগতের আদি ও অন্ত, তুমি পরম আশ্রয়, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জ্যোতি, তুমি জগতের আত্মা এবং তোমার মুখ সকল দিকে রহিয়াছে ॥১২॥

দেবদেব ! জ্ঞানীরা তোমাকেই জগতের প্রধান বীজ ও সমস্ত সম্পদের আশ্রয় বলিয়া থাকেন এবং তুমি রক্ষা করিলে কোন বিপদেই ভয় থাকে না ॥১৩॥

কৃষ্ণ ! তুমি পূর্ব্বে দ্যূতসভায় দুঃশাসন হইতে আমাকে যেমন উদ্ধার করিয়াছিলে, তেমন এই মহাবিপদ হইতেও আমাকে উদ্ধার কর' ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রৌপদী এইরূপ স্তব করিলে, তখনই ভক্তবৎসল দেবদেব জগৎপতি কৃষ্ণ শয্যায় পার্শ্ববর্ত্তিনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর

ততস্তং দ্রৌপদী দৃষ্ট্বা প্রণম্য পরয়া মুদা।
অব্রবীদ্বাসুদেবায় মুনেরাগমনাদিকম্ ॥১৭॥
ততস্তামব্রবীৎ কৃষ্ণঃ ক্ষুধিতোঽস্মি ভৃশাতুরঃ।
শীঘ্রং ভোজয় মাং কৃষ্ণে! পশ্চাৎ সর্ব্বং করিষ্যসি ॥১৮॥
নিশম্য তদ্বচঃ কৃষ্ণা লজ্জিতা বাক্যমব্রবীৎ।
স্থাল্যাং ভাস্করদত্তায়ামন্নং মদ্ভোজনাবধি ॥১৯॥
ভুক্তবত্যস্ম্যহং দেব! তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ কৃষ্ণাং কমললোচনঃ ॥২০॥
কৃষ্ণে! ন নর্ম্মকালোঽয়ং ক্ষুচ্ছ্রমেণাতুরে ময়ি।
শীঘ্রং গচ্ছ মম স্থালীমানয়িত্বা প্রদর্শয় ॥২১॥
ইতি নির্ব্বন্ধতঃ স্থালীমানায্য স যদূদ্বহঃ।
স্থাল্যাঃ কণ্ঠেঽথ সংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পরয়া অত্যন্তয়া, মুদা আনন্দেন ॥১৭॥
তত ইতি। ভৃশাতুরো নিতান্তপীড়িতঃ, ক্ষুধয়েবেত্যাশয়ঃ ॥১৮॥
নিশম্যেতি। অন্নং মদ্ভোজনাবধি তিষ্ঠতীতি শেষঃ, তথৈব ভাস্করবরদানাৎ ॥১৯॥
ভুক্তেতি। অহং ভুক্তবতী, সর্ব্বেষাং ভোজনস্যৈবাবসিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥২০॥
কৃষ্ণ ইতি। নর্ম্মকালঃ পরিহাসসময়ঃ। আনয়িত্বা আনীয় ॥২১॥

সেই স্থানে আগমন করিলেন। কারণ, প্রভাবশালী ও জগদীশ্বর কৃষ্ণের গতি অচিন্তনীয় ॥১৫—১৬॥

তাহার পর দ্রৌপদী কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পরম আনন্দে তাঁহার নিকট দুর্ব্বাসামুনির আগমনাদির কথা বলিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কহিলেন—"কৃষ্ণা! আমিও ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত; সুতরাং তুমি সত্বর আমাকে ভোজন করাও, পরে অন্য সকল করিবে" ॥১৮॥

কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া এই কথা বলিলেন—"সূর্য্যদত্ত স্থালীতে আমার ভোজনপর্য্যন্তই অন্ন থাকে ॥১৯॥

কিন্তু দেব! আমি ভোজন করিয়াছি; অতএব অন্ন আর নাই।" তখন কমল-লোচন ভগবান্ কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কহিলেন—॥২০॥

"দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে অত্যন্ত পীড়িত; সুতরাং এটা পরিহাসের সময় নহে; অতএব সত্বর যাও, স্থালীটা আনিয়া আমাকে দেখাও" ॥২১॥

উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
আকারয় মুনীন্ শীঘ্রং ভোজনায়েতি চাব্রবীৎ।
সহদেবং মহাবাহুঃ কৃষ্ণঃ ক্লেশবিনাশনঃ ॥২৪॥
ততো জগাম ত্বরিতো সহদেবো মহাযশাঃ।
আকারিতুং তু তান্ সর্ব্বান্ ভোজনার্থং নৃপোত্তম ! ॥২৫॥
স্নাতুং গতান্ দেবনদ্যাং দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীন্ মুনীন্।
তে চাবতীর্ণাঃ সলিলে কৃতবন্তোঽঘমর্ষণম্ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
দৃষ্ট্বোদ্গারান্ সান্নরসান্ তৃপ্ত্যা পরময়া যুতাঃ।
উত্তীর্য্য সলিলাত্তস্মাদ্দৃষ্টবন্তঃ পরস্পরম্ ॥২৭॥
দুর্ব্বাসসমভিপ্রেক্ষ্য সর্ব্বে তে মুনয়োঽব্রুবন্।
রাজ্ঞা হি কারয়িত্বান্নং বয়ং স্নাতুং সমাগতাঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নির্ব্বন্ধত আগ্রহাতিশয়াৎ। উপযুজ্য ভুক্ত্বা। প্রীয়তাং তৃপ্যতু ॥২২—২৩॥
আকারয়েতি। আকারয় আহ্বয়, "হূতিরাকারণাহ্বানম্" ইত্যমরঃ ॥২৪॥
তত ইতি। আকারিতুমাকারয়িতুমাহ্বাতুম্। অঘমর্ষণং তৎসূক্তজপম্ ॥২৫—২৬॥
দৃষ্ট্বেতি। দৃষ্টবন্তঃ, অকস্মাদুদ্গারদর্শনেন বিস্ময়াদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এইরূপ বিশেষ আগ্রহ করিয়া স্থালী আনাইয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন শাকান্ন দেখিয়া তাহাই ভোজন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—"আমার এই ভোজনদ্বারাই যজ্ঞভোজী, জগদীশ্বর ও বিশ্বাত্মা নারায়ণদেব তৃপ্ত ও তুষ্ট হউন" ॥২২—২৩॥

তদনন্তর জগতের ক্লেশনাশক মহাবাহু কৃষ্ণ সহদেবকে বলিলেন—"সহদেব ! ভোজন করিবার জন্য সত্বর মুনিগণকে আহ্বান কর" ॥২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন মহাযশা সহদেব ভোজন করিবার জন্য মুনিগণকে আহ্বান করিতে সত্বর গমন করিলেন ; ওদিকে দুর্ব্বাসাপ্রভৃতি মুনিরা তখন স্নান করিবার জন্য দেবনদীতে যাইয়া তাহার জলে নামিয়া অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিতেছিলেন ॥২৫—২৬॥

কিন্তু তাঁহারা তখন পরম তৃপ্তিযুক্ত হইয়া অন্নরসের সহিত আপন আপন উদ্গার দেখিয়া সেই জল হইতে উঠিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

---

(২৪)···ভীমসেনং মহাবাহুঃ—নি।

আকণ্ঠতৃপ্তা বিপ্রর্ষে! কিংস্বিদ্ভুঞ্জামহে বয়ম্।
বৃথা পাকঃ কৃতোঽস্মাভিস্তত্র কিং করবামহে ॥২৯॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

বৃথা পাকেন রাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্।
মাস্মানধাক্ষুদৃষ্টৈব পাণ্ডবাঃ ক্রূরচক্ষুষা ॥৩০॥
স্মৃত্বানুভাবং রাজর্ষেরম্বরীষস্য ধীমতঃ।
বিভেমি সুতরাং বিপ্রাঃ! হরিপাদাশ্রেয়াজ্জনাৎ ॥৩১॥
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ব্রতিনস্তপসি স্থিতাঃ।
সদাচাররতা নিত্যং বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥৩২॥
ক্রুদ্ধাস্তে নির্দ্দহেয়ুর্বৈ তূলরাশিমিবানলঃ।
তত এতানদৃষ্টৈব শিষ্যাঃ! শীঘ্রং পলায়ত ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দুর্ব্বাসসমিতি। মুনয়ঃ শিষ্যাঃ। রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ॥২৮॥
আকণ্ঠেতি। আকণ্ঠতৃপ্তাঃ ভোজনেনাকণ্ঠপূর্ণা ইব। কৃতঃ কারিতঃ ॥২৯॥
বৃথেতি। অধাক্ষুরিতি মাযোগেঽপ্যড়াগম আর্ষঃ ॥৩০॥
স্মৃত্বেতি। অনুভাবং প্রভাবম্, "অনুভাবঃ প্রভাবেঽপি" ইত্যমরঃ। সুতরামত্যন্তম্ ॥৩১॥
পাণ্ডবা ইতি। এভিঃ সর্ব্বৈগুণৈরেব পাণ্ডবেভ্যো ভয়সম্ভব ইতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

তাহার পর সেই মুনিরা সকলে দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া বলিলেন "মহর্ষি! আমরা রাজা দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলাম ॥২৮॥

এখন বোধ হইতেছে—যেন ভোজন করায় কণ্ঠপর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমরা এখন ভোজনই বা করিব কি, অনর্থক পাক করাইয়াছি, সে বিষয়েই বা করিব কি?" ॥২৯॥

দুর্ব্বাসা বলিলেন—"অনর্থক পাক করাইয়াছি বলিয়া আমরা রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি; অতএব পাণ্ডবেরা যেন ক্রূর দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া আমাদিগকে দগ্ধ না করেন ॥৩০॥

ব্রাহ্মণগণ! রাজর্ষি ও জ্ঞানী অম্বরীষরাজার প্রভাব স্মরণ করিয়া আমি হরির চরণাশ্রিত ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছি ॥৩১॥

পাণ্ডবেরা সকলেই মহাত্মা, ধার্ম্মিক, বীর, কৃতবিদ্য, ব্রতী, তপস্বী, সদাচারনিরত এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপরায়ণ" ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে মুনিনা গুরুণা তদা।
পাণ্ডবেভ্যো ভৃশং ভীতা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥৩৪॥
সহদেবো দেবনদ্যামপশ্যন্ মুনিসত্তমান্।
তীর্থেষ্বিতস্ততস্তস্যা বিচচার গবেষয়ন্ ॥৩৫॥
তত্রস্থেভ্যস্তাপসেভ্যঃ শ্রুত্বা তাংশ্চৈব বিদ্রুতান্।
যুধিষ্ঠিরমথাভ্যেত্য তং বৃত্তান্তং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৬॥
ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রতীক্ষন্তঃ কিয়ৎকালং জিতাত্মানোঽবতস্থিরে ॥৩৭॥
নিশীথেঽভ্যেত্য চাকস্মাদস্মান্ স ছলয়িষ্যতি।
কথঞ্চ নিস্তরেমাস্মাৎ কৃচ্ছ্রাদ্দৈবোপসাদিতাৎ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধা ইতি। পলায়তেতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৩৩॥
ইতীতি। দুদ্রুবুর্দ্রুতং পলায়িতাঃ ॥৩৪॥
সহেতি। তীর্থেষু ঘট্টেষু তীরস্থপুণ্যক্ষেত্রেষু বা। গবেষয়ন্ অন্বিষ্যন্ ॥৩৫॥
তত্রেতি। বিদ্রুতান্ দ্রুতং গতান্। ন্যবেদয়ৎ সহদেব ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৩৬॥
তত ইতি। প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষিণো দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীনামিতি শেষঃ ॥৩৭॥
নিশীথ ইতি। স দুর্ব্বাসাঃ। দৈবেন উপসাদিতাদানীতাৎ ॥৩৮॥

অগ্নি যেমন তূলরাশি দগ্ধ করেন, তেমন তাঁহারা আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব শিষ্যগণ! ইহাদিগকে না দেখিয়া সত্বর পলায়ন কর” ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গুরু দুর্ব্বাসামুনি এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই পাণ্ডবগণ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তখনই দশদিকে দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥৩৪॥

তাহার পর সহদেব আসিয়া সেই দেবনদীতে মুনিগণকে না দেখিয়া তাহার ঘাট-গুলিতে এবং তীরবর্ত্তী আশ্রমগুলিতে ইতস্ততঃ তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

‘তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন’ এই কথা তত্রত্য তপস্বিগণের নিকট শুনিয়া সহদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর সংযতচিত্ত পাণ্ডবেরা সকলেই সেই মুনিগণের প্রত্যাগমনের আশা করিয়া কিয়ৎকাল প্রতীক্ষায় রহিলেন ॥৩৭॥

---

(৩৫) ভীমসেনো দেবনদ্যাম—নি।

ইতি চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা নিশ্বসন্তো মুহুর্মুহুঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভবতামাপদং জ্ঞাত্বা ঋষেঃ পরমকোপনাৎ।
দ্রৌপদ্যা চিন্তিতঃ পার্থা অহং সত্বরমাগতঃ ॥৪০॥
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্মাদৃষের্দুর্ব্বাসসোঽল্পকম্।
তেজসা ভবতাং ভীতঃ পূর্ব্বমেব পলায়িতঃ ॥৪১॥
ধর্ম্মনিত্যাস্তু যে কেচিন্ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ।
আপৃচ্ছে বো গমিষ্যামি নিয়তং ভদ্রবস্তু বঃ ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈরিতং কেশবস্য বভূবুঃ স্বস্থমানসাঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ সহিতাঃ পার্থাস্তমূচুর্বিগতজ্বরাঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নিশ্বসন্ত ইতি নকারলোপাভাব আর্ষঃ। প্রত্যক্ষতাং গতঃ দ্রৌপদ্যন্তিকাদাগম্য ॥৩৯॥
ভবতামিতি। হে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ। সপত্নীপুত্রেঽপি পুত্রত্বাতিদেশাদিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥
নেতি। তস্মাদ্দুর্ব্বাসসঃ, অল্পকমপি। পলায়িতঃ সশিষ্যো দুর্ব্বাসা ইতি শেষঃ ॥৪১॥
উক্তার্থে হেতুমাহ—ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মো নিত্যো নিত্যানুষ্ঠেয়ো যেষাং তে। সীদন্তি বিপদ্যন্তে ॥৪২॥

'হয় ত, দুর্ব্বাসামুনি রাত্রিদ্বিতীয়প্রহরের সময় অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবেন; অতএব এই দৈবানীত বিপদ হইতে আমরা কিপ্রকারে উদ্ধার পাইব' ॥৩৮॥

এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া পাণ্ডবেরা বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন—ইহা জানিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণ আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥৩৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—"পাণ্ডবগণ! অত্যন্ত কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানিয়া দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন; তাই আমি সত্বর আসিয়াছি ॥৪০॥

এখন সেই দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের একটুকু ভয়ও নাই। কারণ, তিনি আপনাদের প্রভাবে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন ॥৪১॥

যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কখনও বিপন্ন হন না। সে যাহা হউক, আমি আপনাদের অনুমতি চাহিতেছি, আমি যাইব; আপনাদের নিয়তই মঙ্গল হউক" ॥৪২॥

ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ! দুস্তরামাপদং বিভো!।
তীর্ণাঃ প্লবমিবাসাদ্য মজ্জমানা মহার্ণবে ॥৪৪॥
স্বস্তি সাধয় ভদ্রং তে ইত্যাজ্ঞাতো যযৌ পুরীম্।
পাণ্ডবাশ্চ মহাভাগ! দ্রৌপদীসহিতাঃ প্রভো! ॥৪৫॥
ঊষুঃ প্রহৃষ্টমনসো বিহরন্তো বনাদ্বনম্।
ইতি তেঽভিহিতং রাজন্। যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
এবংবিধান্যলীকানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ।
পাণ্ডবেষু বনস্থেষু প্রযুক্তানি বৃথাঽভবন্ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে দুর্ব্বাস উপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। ঈরিতং বাক্যম্। স্বস্থমানসাঃ সুস্থচিত্তাঃ। বিগতজ্বরা নিরুদ্বেগাঃ ॥৪৩॥

ত্বয়েতি। নাথেন রক্ষকেণ। তীর্ণা বয়মিতি শেষঃ ॥৪৪॥

স্বস্তীতি। সাধয় গচ্ছ, "প্রায়েণ গন্তকঃ সাধির্গমেঃ স্থানে প্রযুজ্যতে" ইতি সাহিত্যদর্পণোক্তেঃ। যযৌ কৃষ্ণ ইতি শেষঃ। বিহরন্তো বিচরন্তঃ ॥৪৫—৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৮॥ আকূতীনাং চিত্তীনাঞ্চেতি চেতোবৃত্তিবিশেষাণাম্ ॥৯—২৫॥ দেবনত্বাং তত্রত্য এব তীর্থ-বিশেষে ॥২৬—৪৬॥ অলীকানি ছলানি। "অলীকং ত্বপ্রিয়েঽনৃতে" ইতি নানার্থঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত সুস্থচিত্ত হইলেন এবং নিরুদ্বেগে কৃষ্ণকে বলিলেন—॥৪৩॥

"প্রভু! গোবিন্দ! মহাসমুদ্রে মজ্জনোন্মুখ লোক যেমন ভেলা পাইয়া উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আমরা তোমাকে রক্ষক পাইয়া দুস্তর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম ॥৪৪॥

আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাইতে পার"। এইরূপ আদেশ করিলে কৃষ্ণ দ্বারকানগরীর দিকে প্রস্থান করিলেন। মহাভাগ রাজা! পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীর সহিত হৃষ্টচিত্তে এক বন হইতে অপর বনে বিচরণ করতঃ কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা! তুমি এখন আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট তাহা বলিলাম ॥৪৫—৪৬॥

পাণ্ডবেরা বনে বাস করিবার সময়ে দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা এইরূপ অনেক অনিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছিল এবং সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল ॥৪৭॥

* '…দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা '…চতুঃষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমঃ…'—নি।

ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ বহুমৃগেঽরণ্যে অটমানা মহারথাঃ ।
কাম্যকে ভরতশ্রেষ্ঠা বিজহ্রুস্তে যথামরাঃ ॥১॥
প্রেক্ষমাণা বহুবিধান্ বনোদ্দেশান্ সমন্ততঃ ।
যথর্ত্তুকালরম্যাশ্চ বনরাজীঃ সুপুষ্পিতাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
পাণ্ডবা মৃগয়াশীলাশ্চরন্তস্তন্মহদ্বনম্ ।
বিজহ্রুরিন্দ্রপ্রতিমাঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দমাঃ ॥৩॥
ততস্তে যৌগপদ্যেন যযুঃ সর্ব্বে চতুর্দ্দিশম্ ।
মৃগয়াং পুরুষব্যাঘ্রা ব্রাহ্মণার্থে পরন্তপাঃ ॥৪॥
দ্রৌপদীমাশ্রমে ন্যস্য তৃণবিন্দোরনুজ্ঞয়া ।
মহর্ষের্দীপ্ততপসো ধৌম্যস্য চ পুরোধসঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অলীকানি অপ্রিয়াণি, "অলীকন্ত্বপ্রিয়েঽনৃতে". ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তস্মিন্নিতি । বহবো মৃগা যত্র তস্মিন্ । বনোদ্দেশান্ বনসন্নিহিতস্থানানি ॥১—২॥
পাণ্ডবা ইতি । তৎ কাম্যকাখ্যম্ । ইন্দ্রপ্রতিমাঃ শক্তিসৌন্দর্য্যাদৌ ॥৩॥
তত ইতি । যৌগপদ্যেন একদৈবেত্যর্থঃ । মৃগয়াং কর্ত্তুম্ । ন্যস্য স্থাপয়িত্বা ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবগণ সকল দিকে বনসন্নিহিত নানাবিধ স্থান এবং পুষ্পসমন্বিত তত্তৎকালমনোহর বহুতর বন দেখিতে থাকিয়া বহু মৃগে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনে দেবগণের ন্যায় বিচরণ করতঃ বিহার করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

এবং ইন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী, শত্রুবিজয়ী ও মৃগয়াশীল পাণ্ডবেরা কাম্যকনামক সেই মহাবনেও কিছু কাল বিহার করিলেন ॥৩॥

তাহার পর কোন সময়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুবিজয়ী পাণ্ডবগণ—মহাতেজা ও মহর্ষি তৃণবিন্দুর এবং ধৌম্যপুরোহিতের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের জন্য মৃগয়া করিতে একদাই সকলে চতুর্দ্দিকে চলিয়া গেলেন ॥৪—৫॥

ততস্তু রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্মহাযশাঃ।
বিবাহকামঃ শাল্বেয়ান্ প্রয়াতঃ সোঽভবত্তদা ॥৬॥
মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেন সংবৃতঃ।
রাজভির্বহুভিঃ সার্দ্ধমুপায়াৎ কাম্যকঞ্চ সঃ ॥৭॥
তত্রাপশ্যৎ প্রিয়াং ভার্য্যাং পাণ্ডবানাং যশস্বিনীম্।
তিষ্ঠন্তীমাশ্রমদ্বারি দ্রৌপদীং নির্জ্জনে বনে ॥৮॥
বিভ্রাজমানাং বপুষা বিভ্রতীং রূপমুক্তমম্।
ভ্রাজয়ন্তীং বনোদ্দেশং নীলাভ্রমিব বিদ্যুতম্ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
অপ্সরা দেবকন্যা বা মায়া বা দেবনির্ম্মিতা।
ইতি কৃত্বাঞ্জলিং সর্ব্বে দদৃশুস্তামনিন্দিতাম্ ॥১০॥
ততঃ স রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ।
বিস্মিতস্ত্বনবদ্যাঙ্গীং দৃষ্ট্বা তাং দুষ্টমানসঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বার্দ্ধক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ। শাল্বেয়ান্ শাল্বদেশম্ ॥৬॥
মহতেতি। পরিবর্হেণ পরিচ্ছদেন। কাম্যকং বনম্ ॥৭॥
তত্রেতি। অপশ্যৎ স ইত্যনুবৃত্তিঃ। নীলাভ্রং নীলমেঘম্ ॥৮—৯॥
অপ্সরা ইতি। দেবৈর্নির্ম্মিতা কৃতা। ইতি ইত্থং বিকল্পেন ॥১০॥
তত ইতি। বৃদ্ধক্ষত্রস্যাপত্যং বার্দ্ধক্ষত্রিঃ। বিস্মিতঃ অভবদিতি শেষঃ ॥১১॥

সেই সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা মহাযশা জয়দ্রথ বিবাহ করিবার ইচ্ছায় শাল্বদেশে গমন করিতেছিলেন ॥৬॥

তিনি রাজার যোগ্য মূল্যবান্ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া বহুতর রাজার সহিত কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন ॥৭॥

এবং দেখিলেন—পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা ভার্য্যা, যশস্বিনী, শরীরশোভায় দীপ্তিমতী ও পরম সুন্দরী দ্রৌপদী তখন সেই নির্জ্জন-বন-মধ্যে আশ্রমদ্বারে অবস্থান করিতেছেন এবং বিদ্যুৎ যেমন নীলমেঘকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ সেই বনপ্রদেশটাকে উজ্জ্বল করিতেছেন ॥৮—৯॥

'ইনি কি অপ্সরা, না দেবকন্যা, না দৈবী মায়া' এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিয়া তাঁহারা সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখিতে লাগিলেন ॥১০॥

তাহার পর সিন্ধুদেশের রাজা ও বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন দুরাত্মা জয়দ্রথ সেই অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥১১॥

স কোটিকাস্যং রাজানমব্রবীৎ কামমোহিতঃ।
কস্য ত্বেষাঽনবদ্যাঙ্গী যদি বাপি ন মানুষী ॥১২॥
বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদিমাং প্রাপ্যাতিসুন্দরীম্।
এতামেবাহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্ ॥১৩॥
গচ্ছ জানীহি সৌম্যেমাং কস্য বাত্র কুতোঽপি বা।
কিমর্থমাগতা সুভ্রূরিদং কণ্টকিতং বনম্ ॥১৪॥
অপি নাম বরারোহা মামেষা লোকসুন্দরী।
ভজেদদ্যায়তাপাঙ্গী সুদতী তনুমধ্যমা ॥১৫॥
অপ্যহং কৃতকামঃ স্যামিমাং প্রাপ্য বরস্ত্রিয়ম্।
গচ্ছ জানীহি কো ন্বস্যা নাথ ইত্যেব কোটিক ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। কোটিকাস্যং তদাখ্যম্। যদি বেতি সম্ভাবনায়াম্ ॥১২॥

বিবাহেতি। বিবাহস্য অর্থঃ প্রয়োজনং নাস্তি, অনয়ৈব তস্য সিদ্ধত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

গচ্ছেতি। হে সৌম্য ! কোটিকাস্য ! । সুভ্রূঃ ইয়ং সুন্দরভ্রূযুগলা রমণী ॥১৪॥

অপীতি। বরারোহা মনোহরনিতম্বা। সুদতী সুন্দরদন্তশালিনী ॥১৫॥

অপীতি। কৃতকামঃ সম্পাদিতাভিলাষঃ। নাথো রক্ষকঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৬॥ পরিবর্হেণ পরিচ্ছদেন। "পরিবর্হস্তু রাজার্হবস্তুন্যপি পরিচ্ছদে" ইতি বিশ্বঃ ॥৭—৮॥ নীলাভ্রং নীলমেঘম্ ॥৯—১১॥ কোটিকাস্যং কোটী দুর্গমন্তঃপুরং তত্রাধিকৃতাঃ কোটিকাস্তেষামাস্যমিব মুখ্যম্। আখ্যমিতি পাঠে সংখ্যান্তরং বক্তারমিতি বা। অশ্যেতি পাঠে কোটিকা অশ্যা ব্যাপ্যা যস্যেতি বা রাজানং ক্ষত্রিয়ং প্রভুং বা। "রাজা প্রভৌ চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ে রজনীপতৌ" ইতি মেদিনী ॥১২—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৯॥

এবং তিনি কামমোহিত হইয়া কোটিকাস্য রাজাকে বলিলেন—"এই অনিন্দ্য-সুন্দরী কাহার ? আমার মনে হয়—ইনি মানুষী নহেন ॥১২॥

এই পরমসুন্দরীকে লাভ করায় আমার আর বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আমি ইহাকে লইয়াই আপন ভবনে চলিয়া যাইব ॥১৩॥

অতএব সৌম্য কোটিকাস্য ! তুমি ইহার নিকট যাও, যাইয়া জান যে, এই সুন্দরী কাহার, কি জন্যই বা কোথা হইতে এই কণ্টকপূর্ণ বনে আসিয়াছেন ॥১৩॥

সুন্দরনিতম্বা, ভুবনসুন্দরী, আয়তনয়না, মনোহরদন্তশালিনী ও ক্ষীণমধ্যা এই রমণী আজ আমাকে ভজন করিবেন কি ? ॥১৫॥

স কোটিকাস্যস্তচ্ছ্রুত্বা রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
উপেত্য পপ্রচ্ছ তদা ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে জয়দ্রথাগমনে ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

কোটিকাস্য উবাচ।

কা ত্বং কদম্বস্য বিনাম্য শাখামেকাশ্রমে তিষ্ঠসি শোভমানা।
দেদীপ্যমানাগ্নিশিখেব নক্তং ব্যাধূয়মানা পবনেন সুভ্রু! ॥১॥
অতীব রূপেণ সমন্বিতা ত্বং ন চাপ্যরণ্যেষু বিভেষি কিন্নু।
দেবী নু যক্ষী যদি দানবী বা বরাপ্সরা দৈত্যবরাঙ্গনা বা ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। প্রস্কন্দ্য অবপ্লুত্য, কুণ্ডলী কর্ণকুণ্ডলযুগলধারী। ক্রোষ্টা শৃগালঃ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

কেতি। কদম্বস্য বৃক্ষস্য, একা একাকিনী। নক্তং রাত্রৌ, ব্যাধূয়মানা কম্প্যমানা ॥১॥

অতীবেতি। ভয়কারণে সত্যপি যন্ন বিভেষি তদেবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥২॥

আমি এই উত্তম রমণীটাকে পাইয়া পূর্ণমনোরথ হইব কি?। অতএব কোটিক! যাও, যাইয়া জান যে, ইহার রক্ষক কে আছে" ॥১৬॥

কুণ্ডলধারী কোটিকাস্য সেই কথা শুনিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তখনই যাইয়া—শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রবধূর নিকট জিজ্ঞাসা করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিল ॥১৭॥

—ঃ*ঃ—

কোটিকাস্য বলিল—"সুন্দরি! রাত্রিতে বায়ুকম্পিত দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখার ন্যায় শোভা পাইতে থাকিয়া, কদম্ববৃক্ষের একটী শাখাকে নোয়াইয়া ধরিয়া আশ্রম-দ্বারে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছ; তুমি কে? ॥১॥

* '…চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…চতুঃ-ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

(১)…নিয়ম্য শাখাম—পি।

বপুষ্মতী বোরগরাজকন্যা বনেচরী বা ক্ষণদাচরস্ত্রী।
যদ্যেব রাজ্ঞো বরুণস্য পত্নী যমস্য সোমস্য ধনেশ্বরস্য ॥৩॥
ধাতুর্বিধাতুঃ সবিতুর্বিভোর্বা শুক্রস্য বা ত্বং সদনাৎ প্রপন্না।
স হ্যেব নঃ পৃচ্ছসি যে বয়ং স্ম ন চাপি জানীম তবেহ নাথম্ ॥৪॥
বয়ং হি মানং তব বর্দ্ধয়ন্তঃ পৃচ্ছাম ভদ্রে! প্রভবং প্রভুঞ্চ।
আচক্ষ্ব বন্ধূংশ্চ পতিং কুলঞ্চ তত্ত্বেন যচ্চেহ করোষি কার্য্যম্ ॥৫॥
অহন্তু রাজ্ঞঃ সুরথস্য পুত্রো যং কোটিকাস্যেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ।
অসৌ তু যস্তিষ্ঠতি কাঞ্চনাঙ্গে রথে হুতোঽগ্নিশ্চয়নে যথৈব।
ত্রিগর্ত্তরাজঃ কমলায়তাক্ষঃ ক্ষেমঙ্করো নাম স এষ বীরঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বপুরিতি। বপুষ্মতী মানুষীমূর্ত্তিধারিণী। উরগঃ সর্পঃ, ক্ষণদাচরো রাক্ষসঃ ॥৩॥
ধাতুরিতি। বিভোঃ প্রভোঃ। স্ম ইতি বিসর্গলোপ আর্ষঃ। নাথং রক্ষকম্ ॥৪॥
বয়মিতি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পিতা তম্, প্রভুং স্বামিনম্ ॥৫॥
অহমিতি। কাঞ্চনাঙ্গে স্বর্ণময়ে। চীয়তে অস্মিন্নিতি চয়নং স্থণ্ডিলং কুণ্ডং বা তত্র। কমলায়তাক্ষঃ পদ্মপত্রবৎ দীর্ঘনয়নঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কেতি ॥১—৩॥ ধাতুঃ প্রজাপতেঃ সরস্বতী বা, বিধাতুঃ কশ্যপস্য রুদ্রস্য বা, অদিতিঃ পার্ব্বতী বা, বিভোর্বিষ্ণোর্লক্ষ্মীর্বা ॥৪॥ প্রভবং পিতরম্, প্রভুং মহান্তম্ ॥৫॥ রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়স্য,

---

তুমি পরম রূপবতী, অথচ বনের ভিতরে ভয় পাইতেছ না কেন? তুমি কি কোন দেবী, না যক্ষী, না দানবী, না কোন প্রধান অপ্সরা, কিংবা কোন প্রধান দৈত্যের পত্নী? ॥২॥

অথবা তুমি নাগরাজের কন্যা, মানুষীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছ, কিংবা কোন রাক্ষসের স্ত্রী বনে বিচরণ করিতেছ; অথবা রাজা বরুণ, যম, চন্দ্র কিংবা কুবেরের পত্নী ॥৩॥

অথবা তুমি—প্রভু ধাতা, বিধাতা, সূর্য্য বা শুক্রের ভবন হইতে আসিয়াছ; কিন্তু আমরা যাহারা, তাহা ত তুমি আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে না; কিংবা আমরাও তোমার অভিভাবকের বিষয় জানিলাম না ॥৪॥

ভদ্রে! আমি তোমার সম্মানবৃদ্ধি করতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি—তোমার পিতা কে? অভিভাবকই বা কে? বন্ধু কাহারা? স্বামী কে? কোন্ বংশে জন্মিয়াছ? এখানে যে কার্য্য করিতেছ, তাহাই বা কি? এই সকল বিষয় সত্য বল ॥৫॥

তবে আমি সুরথরাজার পুত্র, যাঁহাকে লোকে 'কোটিকাস্য' বলিয়া জানে।

অস্মাৎ পরস্তেষ মহাধনুষ্মান্ পুত্রঃ কুলিন্দাধিপতের্ব্বরিষ্ঠঃ।
নিরীক্ষতে ত্বাং বিপুলায়তাক্ষঃ সুপুষ্পিতঃ পর্ব্বতবাসনিত্যঃ ॥৭॥
অসৌ তু যঃ পুষ্করিণীসমীপে শ্যামো যুবা তিষ্ঠতি দর্শনীয়ঃ।
ইক্ষ্বাকুরাজ্ঞঃ সুবলস্য পুত্রঃ স এষ হন্তা দ্বিষতাং সুগাত্রি ! ॥৮॥
যস্যানুযাত্রা ধ্বজিনঃ প্রযান্তি সৌবীরকা দ্বাদশ রাজপুত্রাঃ।
শোণাশ্বযুক্তেষু রথেষু সর্ব্বে মখেষু দীপ্তা ইব হব্যবাহাঃ ॥৯॥
অঙ্গারকঃ কুঞ্জরো গুপ্তকশ্চ শত্রুঞ্জয়ঃ সৃঞ্জয়সুপ্রবৃদ্ধৌ।
প্রভঙ্করোঽথ ভ্রমরো রবিশ্চ শূরঃ প্রতাপঃ কুহনশ্চ নাম ॥১০॥
যং ষট্‌সহস্রা রথিনোঽনুযান্তি নাগা হয়াশ্চৈব পদাতিনশ্চ।
জয়দ্রথো নাম যদি শ্রুতস্তে সৌবীররাজঃ সুভগে ! স এষঃ ॥১১॥
(বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অস্মাদিতি। সুপুষ্পিতঃ শোভনপুষ্পমালাধারী, পর্ব্বতবাসো নিত্যো যস্য সঃ ॥৭॥

অসাবিতি। দর্শনীয়ো মনোহরমূর্ত্তিঃ। হে সুগাত্রি ! সুন্দরাঙ্গি ! ॥৮॥

যস্যেতি। অনু পশ্চাদ্‌যাত্রা গমনং যেষাং তে, সৌবীরকাঃ সৌবীরদেশীয়াঃ। অথ কে তে দ্বাদশেত্যাহ—অঙ্গারক ইতি। এতানি তেষাং দ্বাদশানাং নামানি। পদাভ্যামতন্তি সততং গচ্ছন্তীতি পদাতিনঃ পদাতয়ঃ ॥৯—১১॥

ভারতভাবদীপঃ

চয়নে ইষ্টকোচ্চয়ে ॥৬—৮॥ অনুচক্রং সৈন্যমনু লক্ষ্যীকৃত্য প্রযান্তি। "চক্রং সৈন্যরথাঙ্গয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। পাঠান্তরেঽনুযাত্রা যাত্রোপকরণপালা ইত্যর্থঃ ॥৯—১০॥ পদাতিনঃ পত্ত্যা-

---

আর স্থণ্ডিলে আহুত অগ্নির ন্যায় ঐ যিনি স্বর্ণময় রথে অবস্থান করিতেছেন, উনি ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা পদ্মনয়ন ও বীর 'ক্ষেমঙ্কর' ॥৬॥

উঁহার পরবর্ত্তী বিশালনয়ন ও সুন্দর পুষ্পমালাধারী যে পুরুষটী তোমাকে দর্শন করিতেছেন, ইনি পর্ব্বতবাসী পুলিন্দাধিপতির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইনি মহাধনুর্দ্ধর ॥৭॥

সুন্দরি। পুষ্করিণীর নিকটে ঐ যে শ্যামবর্ণ সুন্দর যুবকটী দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি শত্রুহন্তা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুবলের পুত্র ॥৮॥

অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সৃঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, প্রভঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ ও কুহন—এই বার জন সৌবীররাজপুত্র রক্তবর্ণ ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ধ্বজ ধারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নির ন্যায় যাঁহার পশ্চাতে গমন করিতেছেন এবং ছয় হাজার রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি যাঁহার অনুগমন

তস্যাপরে ভ্রাতরোঽদীনসত্ত্বা বলাহকানীকবিদারণাদ্যাঃ।
সৌবীরবীরাঃ প্রবরা যুবানো রাজানমেতে বলিনোঽনুযান্তি ॥১২॥
এতৈঃ সহায়ৈরুপযাতি রাজা মরুদ্গণৈরিন্দ্র ইবাভিগুপ্তঃ।
অজানতাং খ্যাপয় নঃ সুকেশি! কস্যাসি ভার্য্যা দুহিতা চ কস্য ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীদ্দ্রৌপদী রাজপুত্ত্রী পৃষ্টা শিবীনাং প্রবরেণ তেন।
অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং সংগৃহ্নতী কৌশিকমুত্তরীয়ম্ ॥১৪॥
বুদ্ধ্যাভিজানামি নরেন্দ্রপুত্ত্র! ন মাদৃশী ত্বামভিভাষ্টুমর্হা।
ন ত্বেব বক্তাস্তি তবেহ বাক্যমন্যো নরো বাপ্যথবাপি নারী ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। অদীনসত্ত্বা অনল্লাধ্যবসায়াঃ, বলাহকাদীনি ত্রীণি নামানি ॥১২॥

এতৈরিতি। মরুতাং দেবানাং গণৈঃ, অভিগুপ্তো রক্ষিতঃ। খ্যাপয় ব্রূহি ॥১৩॥

অথেতি। শিবীনাং শিবিবংশীয়ানাম্, তেন কোটিকাস্যেন। কৌশিকং কুশময়ম্ ॥১৪॥

বুদ্ধ্যেতি। অভিভাষ্টুম্ অভিভাষিতুম্, ইড়াগমাভাব আর্ষঃ। বক্তেতি সাধুকারিণ্যর্থে তৃন্, তস্য চ নিষ্ঠাদিত্বাদ্বাক্যমিত্যত্র ন কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বাক্যং বাক্যোত্তরম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মতিতুং সততং গন্তুং শীলং যেষাং তে পদাতয়ঃ ॥১১—১৩॥ শিবীনাং শিবিবংশানাং ক্ষত্রিয়াণাম্, মন্দং স্বৈরম্, অবেক্ষ্য সঙ্কোচ্য। তদেবাহ—বিমুচ্যেতি। কৌশিকং কোশজম্

করিতেছে, ইনি সেই সৌবীররাজ 'জয়দ্রথ'। সুন্দরি! তুমি সম্ভবতঃ ইহার নাম শুনিয়াছ ॥৯—১১॥

এবং বলাহক, অনীক ও বিদারণপ্রভৃতি উঁহার অপর ভ্রাতারাও উঁহার অনুগমন করিতেছেন; উঁহারা অসাধারণ অধ্যবসায়ী, সৌবীরদেশের মধ্যে প্রধান বীর ও বলবান্ ॥১২॥

সুকেশি! দেবগণরক্ষিত ইন্দ্রের ন্যায় এই সকল সহায়কর্ত্তৃক রক্ষিত রাজা জয়দ্রথ গমন করিতেছেন। এদিকে আমরা তোমার বৃত্তান্ত কিছুই জানি না; সুতরাং তুমি বল যে, তুমি কাহার ভার্য্যা এবং কাহার কন্যা" ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—শিবিবংশপ্রধান কোটিকাস্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কুশময় উত্তরীয়ধারিণী রাজনন্দিনী দ্রৌপদী কদম্বশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক অল্প দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—॥১৪॥

(১৩) শ্লোকাৎ পরম্ '...পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...' —বা ব, '...পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

একা হ্যহং সম্প্রতি তেন বাচং দদানি বৈ ভদ্র ! নিবোধ চেদম্ ।
অহং হ্যরণ্যে কথমেকমেকা ত্বামালপেয়ং নিরতা স্বধর্ম্মে ॥১৬॥
জানামি চ ত্বাং সুরথস্য পুত্রং যং কোটিকাস্যেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ ।
তস্মাদহং শৈব্য ! তথৈব তুভ্যমাখ্যামি বন্ধূন্ প্রথিতং কুলঞ্চ ॥১৭॥
অপত্যমস্মি দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ কৃষ্ণেতি মাং শৈব ! বিদুর্মনুষ্যাঃ ।
সাহং বৃণে পঞ্চ জনান্ পতিত্বে যে খাণ্ডবপ্রস্থগতাঃ শ্রুতাস্তে ॥১৮॥
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জ্জুনৌ চ মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ ।
তে মাং নিবেশ্যেহ দিশশ্চতস্রো বিভজ্য পার্থা মৃগয়াং প্রয়াতাঃ ॥১৯॥
প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো জয়ঃ প্রতীচীং যমজাবুদীচীম্ ।
মন্যে তু তেষাং রথসত্তমানাং কালোঽভিতঃ প্রাপ্ত ইহোপযাতুম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । তিষ্ঠামীতি শেষঃ । দদানি উত্তরতয়া কথয়ানি । স্বধর্ম্মে গার্হস্থ্যে ॥১৬॥
জানামীতি । হে শৈব্য ! শিবিকুলোদ্ভব ! । আখ্যামি ব্রবীমি ॥১৭॥
অপত্যমিতি । খাণ্ডবপ্রস্থগতা ইন্দ্রপ্রস্থস্থিতাঃ, তে ত্বয়া ॥১৮॥
যুধীতি । নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা । বিভজ্য অহমস্যাং দিশি গচ্ছামীত্যাত্মনো বিভক্তীকৃত্য ॥১৯॥
প্রাচীমিতি । জয়োর্জ্জুনঃ । প্রয়াত ইতি বচনবিপরিণামেনানুবৃত্তিঃ । অভিতঃ সম্মুখে ॥২০॥

"রাজপুত্র ! আমি আপন বুদ্ধিতেই বুঝিতেছি যে, আপনার সহিত আমার মত লোকের কথা বলা উচিত নহে ; কিন্তু আপনার কথার উত্তর দেয়, এমন অন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক এখানে নাই ॥১৫॥

ভদ্র ! আমি এখন এখানে একা রহিয়াছি ; সেই জন্যই আপনার কথার উত্তর দিতেছি ; কিন্তু স্বধর্ম্মনিরতা একা আমি বনের ভিতরে একক আপনার সহিত কি করিয়া কথোপকথন করিতে পারি ॥১৬॥

শিবিনন্দন ! আমি জানিলাম যে, আপনি সুরথরাজার পুত্র, লোকে যাঁহাকে 'কোটিকাস্য' বলিয়া জানে। সেই জন্যই আমি আপনার নিকট বন্ধুবর্গের কথা ও প্রসিদ্ধ-বংশের কথা বলিব ॥১৭॥

শিবিনন্দন ! আমি দ্রুপদরাজার সন্তান, লোকে আমাকে 'কৃষ্ণা' বলিয়া জানে ; আর আপনি যাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী বলিয়া শুনিয়াছেন, সেই পাঁচ জনকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি ॥১৮॥

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব—ইঁহারা সকলেই আমাকে এই আশ্রমে রাখিয়া আপনাদিগকে বিভক্ত করিয়া মৃগয়া করিবার জন্য চারি দিকে গিয়াছেন ॥১৯॥

সম্মানিতা যাস্থথ তৈর্যথেষ্টং বিমুচ্য বাহানবরোহয়ধ্বম্।
প্রিয়াতিথির্ধর্ম্মসুতো মহাত্মা প্রীতো ভবিষ্যত্যভিবীক্ষ্য যুষ্মান্ ॥২১॥
এতাবদুক্ত্বা দ্রুপদাত্মজা সা শৈব্যাত্মজং চন্দ্রমুখী প্রতীতা।
বিবেশ তাং পর্ণশালাং প্রশস্তাং সঞ্চিন্ত্য তেষামতিথিত্বধর্ম্মম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে দ্রৌপদীবাক্যে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

সম্মানিতা ইতি। বাহান্ যানানি, অবরোহয়ধ্বম্ অপরান্ সর্ব্বানিতি শেষঃ ॥২১॥

এতাবদিতি। প্রতীতা অতিথিলাভাদেব হৃষ্টা। অতিথিত্বমেব ধর্ম্মস্তম্ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ভারতভাবদীপঃ

॥১৪॥ অভিভাষ্টুম্ অভিভাষিতুম্ ॥১৫॥ তেন কারণেন ॥১৮—১৭॥ পঞ্চ জনান্ পঞ্চ পুরুষান ॥১৮—১৯॥ জয়োঽর্জ্জুনঃ ॥২০—২১॥ তেষামর্থে অতিথিষু যোগ্যং স্বধর্ম্মং পূজাদিকং কর্ত্তুং সঞ্চিন্ত্য শালাং বিবেশ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২০॥

—ঃ*ঃ—

যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীম দক্ষিণদিকে, অর্জ্জুন পশ্চিমদিকে এবং নকুল ও সহদে. উত্তরদিকে গিয়াছেন। আমি মনে করি—সেই রথিশ্রেষ্ঠগণের আশ্রমে আসিবা. সময় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥২০॥

সুতরাং আপনারা তাঁহাদের দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত হইয়া যাইতে পারিবেন; অতএব আপনি যানবাহন পরিত্যাগ করাইয়া উঁহাদিগকে অবতরণ করান! অতিথি যাঁহার প্রিয়, সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র আপনাদিগকে দেখিয়া সন্তু হইবেন” ॥২১॥

কোটিকাস্যকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী দ্রৌপদী তাঁহাদিগকে অতিথি ভাবি: আনন্দিত হইয়া সেই প্রশস্ত পর্ণশালার ভিতরে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

—ঃ*ঃ—

(২২)…অতিথিস্বধর্ম্মম্—কা নি, …অতিথিং স্বধর্ম্মম্—পি। * ‘…ষট্‌পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমঃ…’—পি, ‘…পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—বা ব, ‘…ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—কা; ‘…সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—নি।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথাসীনেষু সর্ব্বেষু তেষু রাজসু ভারত!।
যদুক্তং কৃষ্ণয়া তত্র তৎ সর্ব্বং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১॥
কোটিকাস্যবচঃ শ্রুত্বা শৈব্যং সৌবীরকোঽব্রবীৎ।
যদা বাচং ব্যাহরন্ত্যামস্যাং মে রমতে মনঃ।
সীমন্তিনীনাং মুখ্যায়াং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্ ॥২॥
এতাং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো মেঽন্যা যথা শাখামৃগস্ত্রিয়ঃ।
প্রতিভান্তি মহাবাহো! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩॥
দর্শনাদেব হি মনস্তয়া মেঽপহৃতং ভৃশম্।
তাং সমাচক্ষ্ব কল্যাণীং যদি স্যাচ্ছৈব্য! মানুষী ॥৪॥

কোটিক উবাচ।

এষা বৈ দ্রৌপদী কৃষ্ণা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং মহিষী সম্মতা ভৃশম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথা দূরে, আসীনেষু স্থিতেষু। প্রত্যবেদয়ৎ কোটিকাস্য ইতি শেষঃ ॥১॥
কোটিকেতি। শৈব্যং কোটিকাস্যম্, সৌবীরকো জয়দ্রথঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
এতামিতি। শাখামৃগস্ত্রিয়ো বানরস্ত্রিয়ঃ, প্রতিভান্তি জ্ঞানবিষয়া ভবন্তি ॥৩॥
দর্শনাদিতি। সমাচক্ষ্ব কুলশীলাদিভির্বর্ণয়, যদি সা মানুষী স্যাৎ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয়! সেই রাজারা সকলে সেইরূপ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রমদ্বারে দ্রৌপদী যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় যাইয়া কোটিকাস্য তাঁহাদিগকে জানাইলেন ॥১॥

কোটিকাস্যের কথা শুনিয়া জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন—"এই রমণীপ্রধানা যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন উঁহার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল; অতএব তুমি ফিরিয়া আসিলে কেন? ॥২॥

মহাবাহু কোটিকাস্য! আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি যে, এই রমণীটাকে দেখিয়া অন্য রমণীগুলিকে আমার বানরীর মত বোধ হইতেছে ॥৩॥

শিবিনন্দন! দর্শনমাত্রই সেই রমণী আমার মনটাকে গুরুতর আকর্ষণ করিয়াছে; অতএব সে যদি মানবী হয়, তবে তাহার বিষয় বর্ণনা কর" ॥৪॥

সর্ব্বেষাঞ্চৈব পার্থানাং প্রিয়া বহুমতা সতী।
তয়া সমেত্য সৌবীর! সৌবীরাভিমুখো ব্রজ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পশ্যামো দ্রৌপদীমিতি।
পতিঃ সৌবীরসিন্ধূনাং দুষ্টভাবো জয়দ্রথঃ ॥৭॥
স প্রবিশ্যাশ্রমং পুণ্যং সিংহগোষ্ঠং বৃকো যথা।
আত্মনা সপ্তমঃ কৃষ্ণামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮॥
কুশলং তে বরারোহে! ভর্ত্তারস্তেঽপ্যনাময়াঃ।
যেষাং কুশলকামাসি তেঽপি কচ্চিদনাময়াঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এবেতি। রাজপুত্রী চেৎ কোঽসৌ রাজেত্যাহ—দ্রৌপদীতি। কৃষ্ণা নাম ॥৫॥

সর্ব্বেষামিতি। সমেত্য মিলিত্বা। সৌবীরাভিমুখঃ সৌবীরদেশাভিমুখঃ ॥৬॥

এবমিতি। সৌবীরসিন্ধূনাং তদাখ্যয়োর্দেশয়োঃ পতিঃ ॥৭॥

স ইতি। অত্র গোষ্ঠপদমাবাসপরম্, "নলিনীদলতালবৃন্তম্" ইত্যাদৌ তালবৃন্তশব্দস্য ব্যজনমাত্রপরত্ববৎ। আত্মনা সপ্তম ইত্যনেন অন্যেঽপি ষট্ প্রবিবিশুরিতি সূচিতম্ ॥৮॥

কুশলমিতি। অনাময়া নীরোগাঃ। যেষামপরেষাং বন্ধূনাম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তথেতি ॥১॥ সৌবীরকো জয়দ্রথঃ। যদাস্যাং মে মনো রমতে, তদা ভবান্ কথং বিনিবৃত্ত ইতি যোজ্যম্ ॥২—৭॥ সিংহগোষ্ঠং সিংহসভাম্। "গোষ্ঠং গোস্থানকং গোষ্ঠী

কোটিকাস্য বলিলেন—"ইনি দ্রুপদরাজার তনয়া যশস্বিনী 'কৃষ্ণা' এবং ইনি পঞ্চ পাণ্ডবেরই পরমসম্মতা মহিষী ॥৫॥

আর ইনি পাণ্ডবদের সকলেরই প্রীতি ও আদরের পাত্রী; অতএব সৌবীরনাথ। তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সৌবীরদেশের দিকেই গমন কর" ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কোটিকাস্য এইরূপ বলিলে, সৌবীর ও সিন্ধুদেশের অধিপতি দুষ্টস্বভাব জয়দ্রথ বলিলেন—"দ্রৌপদীকে দেখিব" ॥৭॥

তাহার পর ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র যেমন সিংহের আবাসে প্রবেশ করে, সেইরূপ জয়দ্রথ অপর ছয় জন সহচরকে লইয়া সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে এই কথা বলিলেন—॥৮॥

"বরবর্ণিনি! তোমার মঙ্গল ত? তোমার ভর্ত্তারা সুস্থ আছেন ত? এবং তুমি অন্য যাঁহাদের মঙ্গল কামনা কর, তাঁহারাও ভাল আছেন ত?" ॥৯॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কৌরব্যঃ কুশলী রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অহঞ্চ ভ্রাতরশ্চাস্য যাংশ্চান্যান্ পরিপৃচ্ছসি ॥১০॥
অপি তে কুশলং রাজ্যে রাষ্ট্রে কোষে বলে তথা।
কচ্চিদেকঃ শিবীনাঢ্যান্ সৌবীরান্ সহ সিন্ধুভিঃ।
অনুতিষ্ঠসি ধর্ম্মেণ যে চান্যে বিদিতাস্ত্বয়া ॥১১॥
পাদ্যং প্রতিগৃহাণেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ!।
মৃগান্ পঞ্চাশতঞ্চৈব প্রাতরাশং দদানি তে ॥১২॥
ঐণেয়ান্ পৃষতান্ ন্যঙ্কূন্ হরিণান্ শরভান্ শশান্।
ঋক্ষান্ রুরূন্ শম্বরাংশ্চ গবয়াংশ্চ মৃগান্ বহূন্ ॥১৩॥
বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব যাশ্চান্যা মৃগজাতয়ঃ।
প্রদাস্যতি স্বয়ং তুভ্যং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কৌরব্য ইতি। অহঞ্চ কুশলিনী, অস্য ভ্রাতরো ভীমাদয়শ্চ কুশলিন ইতি সম্বন্ধঃ ॥১০॥

অপীতি। রাজ্যে রাজত্বপদে, রাষ্ট্রে স্বাধিকৃতদেশে। বলে সৈন্যে। অনু লক্ষ্যীকৃত্য, ধর্ম্মেণ তিষ্ঠসি পালয়ন্ বর্ত্তসে। বিদিতাঃ স্বকীয়ত্বেন জ্ঞাতাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

পাদ্যমিতি। অশ্নুত ইত্যাশঃ খাদ্যং তম্, সহচরবাহুল্যাদ্বহুপ্রদানমিতি ভাবঃ ॥১২॥

ঐণেয়ানিতি। এতে মৃগবিশেষাঃ। স্বয়ং প্রদাস্যতি, অত্রাগত্যেতি শেষঃ ॥১৩—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সভাসংপালয়োঃ স্ত্রিয়া"মিতি মেদিনী। লিঙ্গং ত্ববিবক্ষিতং গোষ্ঠমিতি বা স্থানমেব। সপ্তমো বলাহকাদীন্ ষড়্ভ্রাতৄনুপলক্ষ্য আত্মনা শরীরেণ সপ্তানাং পূরণঃ ॥৮—১০॥ অনু-

---

দ্রৌপদী বলিলেন—"কুরুবংশজাত কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, আমি ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কুশলে আছি এবং আপনি অন্য যাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহারাও কুশলে আছেন ॥১০॥

আপনার রাজপদ, রাজ্য, কোষ ও সৈন্যগণের মঙ্গল ত? এবং আপনি একাই সমৃদ্ধ শিবিগণকে, সিন্ধুদেশের সহিত সৌবীরদেশকে, আর অন্য যত দেশ আপনার নিজের বলিয়া জানা আছে, সেগুলিকে ধর্ম্ম অনুসারে পালন করিতেছেন ত? ॥১১॥

রাজপুত্র! আপনি এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ করুন, আর আমি আপনাকে প্রাতঃকালের খাদ্যরূপে পঞ্চাশটী হরিণ দিব ॥১২॥

তা'র পর, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া নিজে আপনাকে বহুতর

জয়দ্রথ উবাচ।

কুশলং প্রাতরাশস্য সর্ব্বং মে দিৎসিতং ত্বয়া।
এহি মে রথমারোহ সুখমাপ্নুহি কেবলম্ ॥১৫॥
হৃতরাজ্যান্ গতশ্রীকান্ কৃপণান্ গতচেতসঃ।
অরণ্যবাসিনঃ পার্থান্ নানুরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥১৬॥
ন বৈ প্রাজ্ঞা গতশ্রীকং ভর্ত্তারমুপযুঞ্জতে।
যুঞ্জানমনুযুঞ্জীত ন শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে বসেৎ ॥১৭॥
শ্রিয়া বিহীনা রাজ্যাচ্চ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
অলং তে পাণ্ডুপুত্রাণাং ভক্ত্যা ক্লেশমুপাসিতুম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কুশলমিতি। কুশলং মম রাজ্যাদীনাঞ্চ মঙ্গলমিত্যেকং বাক্যম্। দিৎসিতং দাতুমিষ্টম্ ॥১৫॥

হৃতেতি। গতশ্রীকান্ নষ্টরাজলক্ষ্মীকান্, কৃপণান্ ক্ষুদ্রান্। অনুরোদ্ধুমপেক্ষিতুম্ ॥১৬॥

নেতি। প্রাজ্ঞা বুদ্ধিমতী স্ত্রী, গতশ্রীকং ভর্ত্তারম্, ন উপযুঞ্জতে ন সেবতে; কিন্তু যুঞ্জানং শ্রীযুক্তং ভর্ত্তারমেব, অনুযুঞ্জীত সেবেত, শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে তু নৈকত্র বসেৎ ॥১৭॥

শ্রিয়েতি। শাশ্বতীঃ সমা বহুন্ বৎসরান্ পাণ্ডবা ইতি শেষঃ। উপাসিতুং ভোক্তুম্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তিষ্ঠসি পালয়সি, বিদিতা লব্ধাঃ ॥১১—১৬॥ শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে সতীতি শেষঃ, হীনলক্ষ্মীকে ইত্যর্থঃ ॥১৭॥ সমাঃ সংবৎসরান্ ॥১৮—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে
একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২১॥

ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ভল্লুক, রুরু, শম্বর, গবয়, মৃগ, বরাহ, মহিষ এবং অন্য যতপ্রকার মৃগ আছে, সে সকল দান করিবেন" ॥১৩—১৪॥

জয়দ্রথ বলিলেন—"আমার ও আমার রাজ্যপ্রভৃতির মঙ্গল। তুমি আমাকে সর্ব্বপ্রকার প্রাতঃকালের খাদ্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, (তাহা এখন থাক্); তুমি আইস, আমার রথে উঠ, আর কেবল সুখভোগই করিতে থাক ॥১৫॥

দ্রৌপদি! তুমি—হৃতরাজ্য, সমৃদ্ধিশূন্য, ক্ষুদ্র, হৃদয়বিহীন ও বনবাসী পাণ্ডবগণের কোন অপেক্ষা রাখিবার যোগ্য নহ ॥১৬॥

দেখ—বুদ্ধিমতী স্ত্রী, সমৃদ্ধিবিহীন ভর্ত্তার সেবা করেন না, সমৃদ্ধিযুক্ত ভর্ত্তারই সেবা করিয়া থাকেন এবং ভর্ত্তার সম্পত্তি নষ্ট হইলে আর তাঁহার সহিত একত্র বাস করেন না ॥১৭॥

পাণ্ডবেরা বহু বৎসর যাবৎ রাজ্যভ্রষ্ট এবং সম্পত্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছে; অতএব তাহাদের প্রতি ভক্তিবশতঃ তুমি আর কষ্ট ভোগ করিও না ॥১৮॥

ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ! ত্যজৈনান্ সুখমাপ্নুহি ।
অখিলান্ সিন্ধুসৌবীরানাপ্নুহি ত্বং ময়া সহ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তা সিন্ধুরাজেন বাক্যং হৃদয়কম্পনম্ ।
কৃষ্ণা তস্মাদপাক্রামদ্দেশাৎ সা ভ্রূকুটীমুখী ॥২০॥
অবমত্যাস্য তদ্বাক্যমাক্ষিপ্য চ সুমধ্যমা ।
মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণা লজ্জসে নেতি সৈন্ধবম্ ॥২১॥
সা কাঙ্ক্ষমাণা ভর্ত্তৄণামুপযাতমনিন্দিতা ।
বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে জয়দ্রথদ্রৌপদীবাক্যে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ভার্য্যেতি । হে সুশ্রোণি ! সুনিতম্বে ! এনান্ পাণ্ডবান্ । সিন্ধুসৌবীরান্ দেশান্ ॥১৯॥
ইতীতি । অপাক্রামৎ অপাসরৎ । ভ্রূকুটী মুখে যস্যাঃ সা ॥২০॥
অবেতি । আক্ষিপ্য বিনিন্দ্য । মৈবং ব্রূহীতি শেষঃ । সৈন্ধবং সিন্ধুরাজম্ ॥২১॥
সেতি । উপযাতমুপস্থিতিম্ । আত্মনো বাক্যৈর্জয়দ্রথস্য বাক্যানি, যুঞ্জতী যুঞ্জানা তেন সার্দ্ধমালপন্তীত্যর্থঃ, পরমত্যন্তং জয়দ্রথং বিলোভয়ামাস, বিলম্বার্থমিতি ভাবঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সুনিতম্বে ! তুমি আমার ভার্য্যা হও, পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ কর এবং অনবরত সুখভোগ করিতে থাক, আর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া সমগ্র সিন্ধুদেশ ও সমগ্র সৌবীরদেশ লাভ কর” ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জয়দ্রথ এইরূপ হৃৎকম্পজনক বাক্য বলিলে, দ্রৌপদী ভ্রূকুটী করিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন ॥২০॥

পরে সুমধ্যমা দ্রৌপদী মনে মনে জয়দ্রথবাক্যের অবজ্ঞা ও নিন্দা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—“এরূপ কথা আর বলিবেন না, আপনার কি লজ্জা হয় না” ॥২১॥

তাহার পর তিনি ভর্ত্তাদের আগমন কামনা করিয়া জয়দ্রথের সহিত আলাপ করিতে থাকিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত লুব্ধ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

* ‘…সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ…’—পি, ‘…ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—বা ব, ‘…সপ্ত-ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—কা, ‘…অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—নি ।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:※:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সরোষরাগোপহতেন বল্গুনা সরাগনেত্রেণ নতোন্নতভ্রুবা।
মুখেন বিস্ফূর্য্য সুবীররাষ্ট্রপং ততোঽব্রবীত্তং দ্রুপদাত্মজা পুনঃ ॥১॥
যশস্বিনস্তীক্ষ্ণবিষান্ মহারথান্ অতিব্রুবন্ মূঢ়! ন লজ্জসে কথম্।
মহেন্দ্রকল্পান্ নিরতান্ স্বকর্ম্মসু স্থিতান্ সমূহেষ্বপি যক্ষরক্ষসাম্ ॥২॥
ন কিঞ্চিদীড্যং প্রবদন্তি পাপং বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা।
তপস্বিনং সম্পরিপূর্ণবিদ্যং ভষন্তি হৈবং শ্বনরাঃ সুবীর! ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। ততো দ্রুপদাত্মজা, রোষেণ যো রাগো রক্তিমা তেন সহেতি সরোষরাগঞ্চ তং উপহতং তেনৈব বিকৃতঞ্চেতি তেন, বল্গুনা সুন্দরেণ, রাগেণ রক্তিম্না সহেতি সরাগে নেত্রে যত্র তেন, তথা রোষাদেব নতে উন্নতে চ ভ্রুবৌ যত্র তেন তাদৃশেন মুখেন, সুবীররাষ্ট্রং পাতি রক্ষতীতি তম্, তং জয়দ্রথম্, বিস্ফূর্য্য আক্রম্য, পুনরব্রবীৎ ॥১॥

যশস্বিন ইতি। হে মূঢ়! ত্বম্, যুদ্ধজয়াদিনা যশস্বিনঃ, তীক্ষ্ণং বিষং তদ্বৎ ক্রোধো যেষাং তান্, মহারথান্, মহেন্দ্রকল্পান্, স্বকর্ম্মসু যজ্ঞাদিষু নিরতান্, তথা যক্ষরক্ষসাং সমূহেষ্বপি স্থিতান্ যুদ্ধাদাবচলান্ পাণ্ডবান্, অতিব্রুবন্ অতিক্রম্য কথয়ন্ নিন্দন্নিত্যর্থঃ, কথং ন লজ্জসে ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

সরোষেতি। রোষেণ রাগো রক্তিমা তেন সহিতং সরোষরাগং তদুপহতঞ্চ ম্লানঞ্চ তেন, বল্গুনা সুন্দরেণ, নতে স্বভাবত উন্নতে ক্রোধেন ভ্রুবৌ যস্যাস্তথা বিস্ফূর্য্য ফুৎকারং কৃত্বা ॥১॥ অতি অতিক্রম্য, ব্রুবন্ স্থিতানচলান্ যক্ষাদিভিরপ্যজেয়ানিত্যর্থঃ ॥২॥ ঈড্যং স্তুত্যম্, বনেচরং বানপ্রস্থম্, পাপং পাপবচনং প্রবদন্তি সন্ত ইতি শেষঃ। শ্বনরাঃ শুনকতুল্যা

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর দ্রৌপদীর সুন্দর মুখখানি ক্রোধে রক্তবর্ণ ও বিকৃত হইল, নয়নযুগল রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং ভ্রূযুগল অবনত ও উন্নত হইতে লাগিল; এহেন মুখদ্বারা তিনি জয়দ্রথকে আক্রমণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—॥১॥

"মূর্খ! যাঁহারা যশস্বী, তীক্ষ্ণবিষের ন্যায় ক্রোধশালী, মহারথ, ইন্দ্রতুল্য, স্বকর্ম্মনিরত এবং যক্ষ-রাক্ষসগণের যুদ্ধেও অচল, সেই পাণ্ডবগণকে তুমি নিন্দা করিতে থাকিয়া কেন লজ্জিত হইতেছ না ॥২॥

---

(৩)…ভজন্তি চৈবং সুনরাঃ সুবীর!—নি।

অহন্তু মন্যে তব নাস্তি কশ্চিদেতাদৃশে ক্ষত্রিয়সন্নিবেশে ।
যস্ত্বদ্য পাতালমুখে পতন্তং পাণৌ গৃহীত্বা প্রতিসংহরেত ॥৪॥
নাগং প্রভিন্নং গিরিকূটকল্পমুপত্যকাং হৈমবতীং চরন্তম্ ।
দণ্ডীব যূথাদপসেধসি ত্বং যো জেতুমাশংসসি ধর্ম্মরাজম্ ॥৫॥
বাল্যাৎ প্রসুপ্তস্য মহাবলস্য সিংহস্য পক্ষ্মাণি মুখাল্লুনাসি ।
পদা সমাহত্য পলায়মানঃ ক্রুদ্ধং যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমসেনম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। হে স্বৌবীর! স্বৌবীরদেশাধিপতে! ঈড্যং গুণাতিরেকাদিনা স্তুত্যম্, বনেচরং তপোবনবাসিনং বা, গৃহমেধিনং গৃহস্থং বা জনম্, পাপং নিন্দাম্, ন প্রবদন্তি সাধব ইতি শেষঃ। কিন্তু শ্বানঃ কুক্কুরা ইব নরাঃ শ্বনরা ভবাদৃশা জনাঃ, সম্পরিপূর্ণবিত্তং তপস্বিনম্, এবমেব, ভষন্তি ভৎর্সয়ন্তে। হেতি পাদপূরণে ॥৩॥

অহমিতি। অহন্তু মন্যে যৎ, এতাদৃশে ক্ষত্রিয়াণাং সন্নিবেশে সমাজে, তব কশ্চিদপি বন্ধুর্নাস্তি। যস্ত্বদ্য পাতালমুখে মহাগর্ত্তে পতন্তং ত্বাম্, পাণৌ গৃহীত্বা, প্রতিসংহরেত নিবারয়েৎ ॥৪॥

নাগমিতি। হে মূঢ়! ত্বম্, হৈমবতীমুপত্যকাং হিমালয়সন্নিহিতভূমিং চরন্তম্, গিরিকূটকল্পং পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যং বিশালম্, প্রভিন্নং মদস্রাবিণম্, নাগং হস্তিনম্, যূথাৎ স্বজাতীয়সমূহাৎ, দণ্ডী দণ্ডমাত্রধারী পুরুষ ইব, অপসেধসি অপকর্ষসি; যস্ত্বম্, ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরং জেতুমাশংসসি। তস্য জয়ং বিনা মম হরণমসম্ভবমেবেতি ভাবঃ ॥৫॥

বাল্যাদিতি। ত্বং বাল্যাৎ মূর্খত্বাদেব, পদা সমাহত্য পদাঘাতেন জাগরয়িত্বেত্যর্থঃ, প্রসুপ্তস্য নিদ্রিতপূর্ব্বস্য মহাবলস্য সিংহস্য মুখাৎ, পক্ষ্মাণি লোমানি, লুনাসি লবিতুং ছেত্তুমিচ্ছসি; যদা যতঃ, পলায়মান এব ক্রুদ্ধং ভীমসেনং দ্রক্ষ্যসি। ক্রুদ্ধভীমসেনান্তিকান্মম হরণেচ্ছা জাগরিতসিংহমুখলোমহরণেচ্ছেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

সৌবীররাজ! প্রশংসার যোগ্য লোক বনবাসীই হউন বা গৃহস্থই হউন, তাঁহাকে সাধুলোকেরা কোন নিন্দা করেন না; কিন্তু কুক্কুরতুল্য মানুষেরাই পূর্ণবিদ্যাশালী তপস্বীকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া থাকে ॥৩॥

তুমি আজ মহাগর্ত্তে পতিত হইতেছ, এই অবস্থায় যিনি হাত ধরিয়া তোমাকে বারণ করিবেন, এমন তোমার কোন বন্ধু এই ক্ষত্রিয়সমাজে নাই; ইহাই আমি মনে করি ॥৪॥

পর্ব্বতশৃঙ্গের তুল্য বিশাল ও মদস্রাবী কোন হস্তী হিমালয়সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করে, তখন কেবল দণ্ডদ্বারা সেই হস্তীকে তাহার যূথ হইতে যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে চায়, তাহার যে দশা ঘটে, তোমারও সেই দশাই ঘটিবে। কারণ, তুমি ধর্ম্মরাজকে জয় করিবার আশা করিতেছ ॥৫॥

মহাবলং ঘোরতরং প্রবৃদ্ধং জাতং হরিং পর্ব্বতকন্দরেষু।
প্রসুপ্তমুগ্রং প্রপদেন হংসি যঃ ক্রুদ্ধমাযোৎস্যসি জিষ্ণুমুগ্রম্ ॥৭॥
কৃষ্ণোরগৌ তীক্ষ্ণবিষৌ দ্বিজিহ্বৌ মত্তঃ পদাক্রামসি পুচ্ছদেশে।
যঃ পাণ্ডবাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাং জঘন্যজাভ্যাং প্রযুযুৎসসে ত্বম্ ॥৮॥
যথা চ বেণুঃ কদলী নলো বা ফলত্যভাবায় ন ভূতয়েত্মনঃ।
তথৈব মাং তৈঃ পরিরক্ষ্যমাণামাদাস্যসে কর্কটকীব গর্ভম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। যস্ত্বম্, ক্রুদ্ধম্, অতএবোগ্রম্, জিষ্ণুমর্জ্জুনম্, আযোৎস্যসি যোদ্ধুমিচ্ছসীত্যর্থঃ, স ত্বম্, প্রপদেন পদাগ্রেণ, পর্ব্বতকন্দরেষু জাতম্, কালক্রমেণ প্রবৃদ্ধম্, অতএব মহাবলং ঘোরতরম্ আকৃত্যা ভীষণতরম্, উগ্রং স্বভাবেনাপি ভীষণঞ্চ প্রসুপ্তং নিদ্রিতম্, হরিং সিংহম্, হংসি তাড়য়সি অর্জ্জুনেন সহ যুদ্ধং সিংহতাড়নমিব স্বমৃত্যুজনকমিত্যাশয়ঃ ॥৭॥

কৃষ্ণেতি। যস্ত্বম্, জঘন্যজাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাম্, পুরুষোত্তমাভ্যাং পাণ্ডবাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাং সহ, প্রযুযুৎসসে প্রযোদ্ধুমিচ্ছসি; স মত্তস্ত্বম্, পদা চরণেন তীক্ষ্ণবিষৌ দ্বিজিহ্বৌ চ, কৃষ্ণোরগৌ কৃষ্ণসর্পৌ, পুচ্ছদেশে আক্রামসি। পূর্ব্ববদ্ভাবঃ ॥৮॥

যথেতি। অপি চেতি চার্থঃ। যথা বেণুর্বংশঃ, কদলী রম্ভাতরুঃ, নলঃ স্বনামপ্রসিদ্ধতৃণবিশেষো বা, আত্মনঃ অভাবায় মরণায়ৈব, ফলতি ফলং ধত্তে, ন পুনর্ভূতয়ে সমৃদ্ধয়ে, ইব যথা বা কর্কটকী আত্মনঃ অভাবায়ৈব গর্ভমাধত্তে, তথৈব ত্বম্, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণাং মাম্ আত্মনঃ অভাবায়ৈব আদাস্যসে গ্রহীষ্যসি। ভূতয়েত্মন ইত্যাত্মশব্দস্য আকার লোপ আর্ষঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নরাস্ত্বাদৃশাস্ত্ব এবমুক্তরীত্যা ভষন্তি ব্রুবন্তি ॥৩॥ ক্ষত্রিয়সন্নিবেশে নৃপসমাজে, পাতালমুখে মহাগর্ত্তে, প্রতিসংহরেৎ প্রতিষেধেত ॥৪॥ উপত্যকামদ্রিসমীপভূমিম্, দণ্ডী দণ্ডমাত্রায়ুধো যূথাৎ সমূহাদপসেধসি অপকর্ষসি ॥৫॥ বাল্যাৎ মৌঢ্যাৎ, পক্ষ্মাণি মুখোপরিস্থকেশান্, পদা সমাহত্য লুনাসি ছিনৎসি ॥৬—৮॥ বেণ্বাদয়ঃ ফলিতা এব নশ্যন্তি, কর্কটী চ পরিণতগর্ভা

জয়দ্রথ! তুমি মূর্খ বলিয়াই পদাঘাত করিয়া নিদ্রিত মহাবল সিংহের মুখ হইতে লোমচ্ছেদন করিবার ইচ্ছা করিতেছ। যেহেতু তুমি পলায়ন করিতে থাকিয়াই ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে দর্শন করিবে ॥৬॥

যে তুমি ক্রুদ্ধ ও ভীষণমূর্ত্তি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তুমি নিশ্চয়ই—পর্ব্বতগুহাজাত, কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল এবং ভীষণাকৃতি ও ভীষণপ্রকৃতি নিদ্রিত সিংহকে চরণাগ্রদ্বারা আঘাত করিতেছ ॥৭॥

এবং যে তুমি—কনিষ্ঠ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তুমি মত্ত হইয়া চরণদ্বারা তীক্ষ্ণবিষ ও জিহ্বাদ্বয়শালী কৃষ্ণসর্পদ্বয়কে তাহাদের পুচ্ছদেশে আক্রমণ করিতেছ ॥৮॥

জয়দ্রথ উবাচ।

জানামি কৃষ্ণে! বিদিতং মমৈতদ্ যথাবিধাস্তে নরদেবপুত্রাঃ।
ন ত্বেবমেতেন বিভীষণেন শক্যা বয়ং ত্রাসয়িতুং ত্বয়াদ্য ॥১০॥
বয়ং পুনঃ সপ্তদশেষু কৃষ্ণে! কুলেষু সর্ব্বেঽনবমেষু জাতাঃ।
ষড়্ভ্যো গুণেভ্যোঽভ্যধিকা বিহীনান্ মন্যামহে দ্রৌপদি! পাণ্ডুপুত্রান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

জানামীতি। হে কৃষ্ণে। জানামি ত্বদ্বাক্যার্থং বুধ্যে, তথা তে নরদেবপুত্রা রাজপুত্রাঃ পাণ্ডবাঃ, যথাবিধাঃ, এতদপি মম বিদিতমাস্তে। কিন্তু অদ্য ত্বয়া, এবমীদৃশেন এতেন বিভীষণেন ভয়প্রদর্শনেন, বয়ং ত্রাসয়িতুং ন শক্যাঃ তদধিকবীরত্বাৎ ॥১০॥

বয়মিতি। হে কৃষ্ণে! বয়ং সর্ব্বেঽপি, অনবমেষু অনীচেষু, সপ্ত দশা বাল্য-কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্যাখ্যা জাতজনানামবস্থা যেষু তাদৃশেষু অকালমৃত্যুরহিতেষ্বিত্যর্থঃ, কুলেষু, জাতাঃ, পুনস্তথা ষড়্ভ্যো গুণেভ্যঃ "সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ" ইত্যমরোক্তৈঃ ষড়্ভির্গুণৈরভ্যধিকাশ্চ, রাজ্যসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব হে দ্রৌপদি! পাণ্ডুপুত্রান্ অস্মত্তো বিহীনান্ ন্যূনান্ মন্যামহে,তেষাং রাজ্যাসত্ত্বাৎ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

নশ্যতীতি লোকপ্রসিদ্ধম্ ॥৯॥ বিভীষণেন ভয়প্রদর্শনেন ॥১০॥ বয়মিতি। সপ্তদশ অষ্টৌ কর্ম্মাণি নব শক্ত্যাদয়শ্চ নিত্যং সন্তি যেষু তানি সপ্তদশানি। নিত্যযোগে মত্বর্থীয়োঽর্শ আদ্যচ্। তত্র—"কৃষির্বণিক্‌পথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জরবন্ধনম্। খন্যাকরকরাদানং শূন্যানাঞ্চ নিবেশনম্। অষ্টৌ সন্ধানকর্ম্মাণি নিযুক্তানি মনীষিভিঃ॥" ইতি। কর্ম্মাষ্টকং কোষবৃদ্ধিকরং তথা প্রভুশক্তির্মন্ত্রশক্তিরুৎসাহশক্তিঃ, প্রভুসিদ্ধির্মন্ত্রসিদ্ধিরুৎসাহসিদ্ধিঃ, প্রভূদয়ো মন্ত্রোদয় উৎসাহোদয়ঃ প্রভুত্বাদীনাং স্বরূপতঃ সামর্থ্যতঃ ফলতশ্চ যেষু নিত্যযোগ ইত্যর্থঃ। অনবমেষু অনীচেষু, ষড়্ভ্যো গুণেভ্যঃ ল্যব্লোপে পঞ্চমী। ষড়্গুণান্ প্রাপ্য পাণ্ডবেভ্যোঽভ্যধিকাঃ তে চ শৌর্য্যতেজোধৃতিদাক্ষিণ্যদানৈশ্বর্য্যাণি ভবতাপ্যুক্তাঃ; "শৌর্য্যং তেজ" ইতি যত্র যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং ধৈর্য্যে এবান্তর্ভূতমিতি ষড়েব ক্ষত্রিয়কর্ম্মাণি তস্য গণত্বেনোচ্যন্তে; সন্ধিবিগ্রহযানাসনদ্বৈধীভাবাশ্রয়াখ্যাস্তু গুণা নীতিশাস্ত্রোক্তা নেহ গৃহ্যন্তে তেষাং সর্ব্বেষামুৎকর্ষানাধায়কত্বাৎ হীনবল এব

আর, জয়দ্রথ। বংশ (বাঁশ), কদলীবৃক্ষ ও নল যেমন নিজের মৃত্যুর জন্যই ফল ধারণ করে; কিন্তু সম্পদের জন্য নহে; এবং কর্কটকী যেমন নিজের মৃত্যুর জন্যই গর্ভ ধারণ করে, তুমিও তেমনই পাণ্ডবরক্ষিত আমাকে গ্রহণ করিবে" ॥৯॥

জয়দ্রথ বলিলেন—"দ্রৌপদি! তোমার কথার অর্থ বুঝিয়াছি এবং সেই পাণ্ডবেরা যেমন, তাহাও আমার জানা আছে; কিন্তু তুমি আজ এইরূপ ভয় দেখাইয়া আমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না ॥১০॥

দ্রৌপদি! আমরা সকলেও অকালমৃত্যুশূন্য উচ্চবংশে জন্মিয়াছি এবং ছয়টী গুণেই অধিক আছি; অতএব আমরা পাণ্ডবগণকে নিকৃষ্ট বলিয়াই মনে করি ॥১১॥

সা ক্ষিপ্রমাতিষ্ঠ গজং রথং বা ন বাক্যমাত্রেণ বয়ং হি শক্যাঃ।
আশংস বা ত্বং কৃপণং বদন্তী সৌবীররাজস্য পুনঃ প্রসাদম্ ॥১২॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

মহাবলা কিং ত্বিহ দুর্ব্বলেব সৌবীররাজস্য মতাহমস্মি।
নাহং প্রমাথাদিহ সম্প্রতীতা সৌবীররাজং কৃপণং বদেয়ম্ ॥১৩॥
যস্যা হি কৃষ্ণৌ পদবীং চরেতাং সমাস্থিতাবেকরথে সমেতৌ।
ইন্দ্রোঽপি তাং নাপহরেৎ কথঞ্চিন্মনুষ্যমাত্রং কৃপণঃ কুতোঽন্যঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সা ত্বং ক্ষিপ্রমেব গজং রথং বা, আতিষ্ঠ আরোহ। কিন্তু ত্বয়া বাক্যমাত্রেণ বয়ং নিবারয়িতুং ন শক্যাঃ। বা অথবা, ত্বং কৃপণং সানুনয়ং বদন্তী সতী সৌবীররাজস্য মম, প্রসাদমনুগ্রহম্, পুনরাশংস যাচস্ব। তদা ত্বাং মুঞ্চামীত্যাশয়ঃ ॥১২॥

মহেতি। অহং মহাবলা সত্যপি, ইহ কিং নু, সৌবীররাজস্য তব, দুর্ব্বলেব মতাস্মি। তচ্চেত্তদা তদযুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ। অতএব সম্প্রতীতা আত্মনো মহাবলত্বে বিশ্বস্তাহম্, ইহ প্রমাথাদাক্রমণাৎ তদ্ভয়াদিত্যর্থঃ, সৌবীররাজং ত্বাম্, কৃপণং সানুনয়ম্, ন বদেয়ম্ ॥১৩॥

যস্যা ইতি। সমেতৌ মিলিতৌ কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, একরথে সমাস্থিতৌ আরূঢ়ৌ সন্তৌ, যস্যাঃ পদবীং পন্থানং চরেতাং যামনুসরেতামিত্যর্থঃ, তাম্, ইন্দ্রোঽপি, কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ, নাপহরেৎ নাপহর্ত্তুং শক্নুয়াৎ। অতএব কৃপণঃ ক্ষুদ্রঃ, অন্যো মনুষ্যমাত্রঃ, কুতস্তামপহরেৎ কুতোঽপি নেত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্ধিদ্বৈধাদীনি ইচ্ছতি ন প্রবল ইতি ॥১১॥ শক্যাঃ নিবারিতুমিতি শেষঃ। পুনরিতি পাণ্ডবপরাজয়ানন্তরং বা ইদানীমেব বা ত্বং মৎপ্রসাদমাশংস প্রার্থয় ॥১২॥ প্রমাথান্নিগ্রহাৎ, প্রতীতা সাদরা প্রখ্যাতা বা, সভায়াং বস্ত্ররাশিপ্রদানেন ভগবদনুগৃহীতত্বাৎ। "প্রতীতঃ সাদরে জ্ঞাতে হৃষ্টে" ইতি মেদিনী ॥১৩॥ কৃষ্ণৌ বাসুদেবার্জ্জুনৌ, পদবীং চরেতামন্বেষণং

সে যাহা হউক, দ্রৌপদি! তুমি সত্বর হস্তিপৃষ্ঠে বা রথে আরোহণ কর, কেবল বাক্যদ্বারা আমাদিগকে নিবারণ করিতে পারিবে না; অথবা তুমি অনুনয়োক্তিদ্বারা আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর" ॥১২॥

দ্রৌপদী বলিলেন—"আমি মহাবলা হইয়াও আজ সৌবীররাজের নিকট দুর্ব্বলা বলিয়া অবধারিত হইলাম না কি? আমি আপন বলে বিশ্বাস করি; সুতরাং আক্রমণের ভয়ে সৌবীররাজের নিকট কাতরোক্তি করিব না ॥১৩॥

কারণ, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মিলিত হইয়া একরথে আরোহণ করিয়া যাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইবেন, তাঁহাকে ইন্দ্রও কোন প্রকারে অপহরণ করিতে

(১৩) মহাবলা কিন্ত্বিহ—বা ব কা। (১৪)…কৃপণঃ কথক—পি।

যদা কিরীটী পরবীরঘাতী নিঘ্নন্ রথস্থো দ্বিষতাং মনাংসি।
মদন্তরে ত্বদ্ধ্বজিনীং প্রবেষ্টা কক্ষং দহন্নগ্নিরিবোষ্ণগেষু ॥১৫॥
জনার্দ্দনঃ সান্ধকবৃষ্ণিবীরো মহেষ্বাসাঃ কৈকেয়াশ্চাপি সর্ব্বে।
এতে হি সর্ব্বে মম রাজপুত্রাঃ প্রহৃষ্টরূপাঃ পদবীং চরেয়ুঃ ॥১৬॥
মৌর্ব্বীবিসৃষ্টাঃ স্তনয়িত্নুঘোষা গাণ্ডীবমুক্তাস্ত্বতিবেগবন্তঃ।
হস্তং সমাহত্য ধনঞ্জয়স্য ভীমাঃ শব্দং ঘোরতরং নদন্তি ॥১৭॥
গাণ্ডীবমুক্তাংশ্চ মহাশরৌঘান্ পতঙ্গসংঘানিব শীঘ্রবেগান্।
যদা দ্রষ্টাস্যর্জ্জুনেন প্রযুক্তান্ তদা স্ববুদ্ধিং প্রতিনিন্দিতাসি ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি। যদা যতঃ, রথস্থঃ পরবীরঘাতী কিরীটী অর্জ্জুনঃ, দ্বিষতাং মনাংসি, নিঘ্নন্ ভয়োৎপাদনেন নিহতানীব কুর্ব্বন্, উষ্ণগেষু নিদাঘপ্রাপিষু বনেষু, কক্ষং শুষ্কতৃণরাশিম্, দহন্নগ্নিরিব, মদন্তরে মদর্থে, তব ধ্বজিনীং সেনাম্, প্রবেষ্টা প্রবেক্ষ্যতি ॥১৫॥

জনেতি। অন্ধকবৃষ্ণিবীরৈঃ সহেতি সান্ধকবৃষ্ণিবীরঃ, জনার্দ্দনঃ কৃষ্ণঃ, মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ সর্ব্বে কৈকেয়াশ্চ, এতে সর্ব্বে হি রাজপুত্রাঃ, প্রহৃষ্টরূপাঃ সন্তঃ, মম পদবীং চরেয়ুঃ মামুদ্দর্ত্তুমনুসরেয়ুরিত্যর্থঃ ॥১৬॥

মৌর্ব্বীতি। মৌর্ব্বীবিসৃষ্টা গুণক্ষিপ্তাঃ, গাণ্ডীবমুক্তাঃ, অতিবেগবন্তঃ, স্তনয়িত্নোর্মেঘস্যেব ঘোষো ধ্বনির্যেষাং তে, ভীমা ভয়ঙ্করাঃ শরা ইতি শেষঃ, ধনঞ্জয়স্য অর্জ্জুনস্য হস্তম্, সমাহত্য তাড়য়িত্বা, ঘোরতরং শব্দং নদন্তি কুর্ব্বন্তি ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কুরুত এবেত্যর্থঃ ॥১৪॥ মদন্তরে মন্নিমিত্তম্, প্রবেষ্টা প্রকর্ষেণ বেষ্টয়িষ্যতি, উষ্ণগেষু নিদাঘেষু ॥১৫—১৬॥ গাণ্ডীবমুক্তা ইতি সূচনাচ্ছরা ইতি বিশেষ্যানির্দ্দেশো ন দোষায় ॥১৭—১৮॥

পারেন না; সুতরাং ক্ষুদ্র একটা মানুষ তাঁহাকে অপহরণ করিবে কি করিয়া? ॥১৪॥

কাতরোক্তি না করিবার অপর কারণ এই যে, শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের মন ভয়ে আকুল করিতে থাকিয়া, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণরাশির দাহকারী অগ্নির ন্যায় আমার জন্য তোমার সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবেন ॥১৫॥

অন্ধকবংশীয় বীরগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সহিত কৃষ্ণ এবং সমস্ত কৈকেয়গণ —এই সকল রাজপুত্রেরা হৃষ্টচিত্তে আমার অনুসরণ করিবেন ॥১৬॥

গাণ্ডীবধনু ও তাহার গুণদ্বারা নিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত বেগবান্ ও মেঘের তুল্য ধ্বনিযুক্ত ভয়ঙ্কর বাণ সকল অর্জ্জুনের হস্তে আঘাত করিয়া অতিভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া থাকে ॥১৭॥

সশঙ্খঘোষঃ সতলত্রঘোষো গাণ্ডীবধন্বা মুহুরুদ্বহংশ্চ।
যদা শরানর্পয়িতা তবোরসি তদা মনস্তে কিমিবাভবিষ্যৎ ॥১৯॥
গদাহস্তং ভীমমভিদ্রবন্তং মাদ্রীপুত্রৌ সংপতন্তৌ দিশশ্চ।
অমর্ষজং ক্রোধবিষং বমন্তৌ দৃষ্ট্বা চিরং তাপমুপৈষ্যসি ত্বম্ ॥২০॥
যথা চাহং নাভিচরে কথঞ্চিৎ পতীন্ মহার্হান্ মনসাপি জাতু।
তেনাদ্য সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং দ্রষ্টাস্মি পার্থৈঃ পরিকৃষ্যমাণম্ ॥২১॥
ন সম্ভ্রমং গন্তুমহং হি শক্ষ্যে ত্বয়া নৃশংসেন বিকৃষ্যমাণা।
সমাগতাহং হি কুরুপ্রবীরৈঃ পুনর্বনং কাম্যকমাগতাস্মি ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

গাণ্ডীবেতি। দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি। প্রতিনিন্দিতাসি, তয়ৈব মন্দরণে প্রবর্ত্তিতত্বাৎ ॥১৮॥

সেতি। শঙ্খঘোষেণ সহেতি সশঙ্খঘোষঃ, তলত্রঘোষেণ হস্তাবাপধ্বনিনা সহেতি সতলত্রঘোষশ্চ, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনঃ, মুহুঃ, উদ্বহন্ তূণীরাদুত্তোলয়ন্, যদা তব উরসি বক্ষসি, শরান্, অর্পয়িতা নিবেশয়িষ্যতি, তদা তব মনঃ, কিমিব কীদৃশম্, অভবিষ্যৎ ভবিষ্যতি। ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াতিপত্তিপ্রয়োগ আর্ষঃ ॥১৯॥

গদেতি। গদাহস্তম্, অভিদ্রবন্তং ত্বাং প্রতি ধাবন্তম, ভীমম্, সর্ব্বা দিশঃ সংপতন্তৌ বিচরন্তৌ, অমর্ষজম্ অক্ষমাজাতং ক্রোধবিষম্, বমন্তৌ উদ্গিরন্তৌ, মাদ্রীপুত্রৌ নকুলসহদেবৌ চ দৃষ্ট্বা, ত্বং চিরং তাপমুপৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥২০॥

যথেতি। অহং জাতু কদাচিদপি, মনসাপি মহার্হান্ অতীবপূজনীয়ান্ পতীন্, কথঞ্চিদপি যথা যৎ, ন অভিচরে তেষামনিষ্টং ন চিন্তয়ামীত্যর্থঃ, তেন সত্যেন যথার্থস্ত্রীধর্ম্মেণ, অদ্যাহম্, পার্থৈঃ পাণ্ডবৈঃ, বশীকৃতং পরিকৃষ্যমাণঞ্চ ত্বাম্, দ্রষ্টাস্মি দ্রক্ষ্যামি ॥২১॥

নেতি। নৃশংসেন ত্বয়া, বিকৃষ্যমাণা আকৃষ্যমাণাপ্যহম্, সম্ভ্রমমাকুলতাম্, গন্তুং প্রাপ্তুম্,

---

অর্জ্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত, গাণ্ডীবধনু হইতে নির্গত এবং পতঙ্গ-(ফড়িং) সমূহের ন্যায় শীঘ্রগামী মহাবাণসমূহ যখন তুমি দেখিতে থাকিবে, তখন নিজবুদ্ধিরও নিন্দা করিতে থাকিবে ॥১৮॥

শঙ্খধ্বনি ও তলত্রধ্বনিকারী অর্জ্জুন যখন তূণ হইতে মুহুর্মুহুঃ বাণ উত্তোলন করিয়া তোমার বক্ষে নিক্ষেপ করিবেন, তখন তোমার মনটা কিরূপ হইবে ॥১৯॥

ভীমসেন গদাহস্তে তোমার দিকে ধাবিত হইবেন, আর নকুল ও সহদেব অক্ষমাজাত-ক্রোধবিষ উদ্গার করিতে থাকিয়া সকল দিকে বিচরণ করিবেন; তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া তুমি দীর্ঘকাল সন্তাপ অনুভব করিবে ॥২০॥

আমি কখনও কোন প্রকারে মনে মনেও যে পরমপূজনীয় পতিগণের অনিষ্টচিন্তা করি নাই, সেই সতীধর্ম্মের বলে আজ আমি তোমাকে পাণ্ডবগণের বশীভূত ও আকৃষ্যমাণ দেখিব ॥২১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তাননুপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রা জিঘৃক্ষমাণানবভর্ৎসয়ন্তী।
প্রোবাচ মা মাং স্পৃশতেতি ভীতা ধৌম্যং প্রচুক্রোশ পুরোহিতং সা ॥২৩॥
জগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে জয়দ্রথস্তং সমবাক্ষিপৎ সা।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥২৪॥
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন মুহুর্বিনিশ্বস্য তু রাজপুত্রী।
সা কৃষ্যমাণা রথমারুরোহ ধৌম্যস্য পাদাবভিবাদ্য কৃষ্ণা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ন শক্যো, অপি তু ধৈর্য্যমেবাশ্রয়ামীত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ, অহম্, কুরুপ্রবীরৈঃ পাণ্ডবৈঃ সহ, পুনঃ সমাগতা সম্মিলিতা সতী, ইদং কাম্যকং বনমেব, আগতাস্মি, উক্তধর্ম্মবলাদেবেতি ভাবঃ ॥২২॥

সেতি। বিশালনেত্রা সা দ্রৌপদী, তান্ জয়দ্রথাদীন্, জিঘৃক্ষমাণান্ আত্মানং গ্রহীতুং ধর্ত্তুমিচ্ছন্, অনুপ্রেক্ষ্য দৃষ্ট্বা, অবভর্ৎসয়ন্তী তান্ তিরস্কুর্ব্বতী সতী, মাং মা স্পৃশত, ইতি প্রোবাচ, ভীতা সতী চ সা, পুরোহিতং ধৌম্যম্, প্রচুক্রোশ আজুহাব ॥২৩॥

জগ্রাহেতি। জয়দ্রথঃ, উত্তরবস্ত্রদেশে উত্তরীয়বস্ত্রাঞ্চলে, তাং দ্রৌপদীং জগ্রাহ। সা চ তং সমাক্ষিপৎ হস্তেন তরসা প্রাক্ষিপৎ। তয়া সমাক্ষিপ্ততনুশ্চ স পাপো জয়দ্রথঃ, নিকৃত্তমূলশ্ছিন্নমূলঃ, শাখী বৃক্ষ ইব ভূমৌ পপাত ॥২৪॥

প্রেতি। অথ জয়দ্রথেনোত্থায় মহাজবেন মহাবেগেন, প্রগৃহ্যমাণা কৃষ্যমাণা চ সা রাজপুত্রী কৃষ্ণা, মুহুর্বিনিশ্বস্য ধৌম্যস্য পাদাবভিবাদ্য চ, অগত্যা জয়দ্রথস্য রথমারুরোহ ॥২৫॥

নৃশংস! জয়দ্রথ! তুমি আমাকে আকর্ষণ করিলেও, আমি ভয়ে বিহ্বল হইব না। কারণ, নিশ্চয়ই আমি আবার কৌরবপ্রধান পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া এই কাম্যকবনে আগমন করিব" ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন জয়দ্রথপ্রভৃতি বীরগণ আপনাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে—ইহা দেখিয়া বিশালনয়না দ্রৌপদী তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করতঃ বলিলেন—"আমাকে স্পর্শ করিস্ না"। তাহার পর দ্রৌপদী ভীত হইয়া ধৌম্য-পুরোহিতকে ডাকিলেন ॥২৩॥

এই সময়ে জয়দ্রথ যাইয়া দ্রৌপদীর উত্তরীয়বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল; তখন দ্রৌপদী তাহাকে ধাক্কা দিলেন; সেই ধাক্কাতেই পাপাত্মা জয়দ্রথ, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥২৪॥

এবং তৎক্ষণাৎ মহাবেগে উঠিয়া যাইয়া জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ধরিয়া টানিতে লাগিল; তখন রাজনন্দিনী দ্রৌপদী বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবং ধৌম্য-পুরোহিতের চরণযুগলে প্রণাম করিয়া অগত্যা যাইয়া জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন ॥২৫॥

ধৌম্য উবাচ।

নেয়ং শক্যা ত্বয়া নেতুমবিজিত্য মহারথান্।
ধর্ম্মং ক্ষত্রস্য পৌরাণমবেক্ষস্ব জয়দ্রথ! ॥২৬॥
ক্ষুদ্রং কৃত্বা ফলং পাপং ত্বং প্রাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ।
আসাদ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ ধর্ম্মরাজপুরোগমান্ ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হ্রিয়মাণাং তাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
অন্বগচ্ছত্তদা ধৌম্যঃ পদাতিগণমধ্যগঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে দ্রৌপদীপ্রমাথে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

নেতি। পাণ্ডবান্ বিজিত্যৈব নয়েতি ভাবঃ। পৌরাণমিতি স্বার্থে অণ্ ॥২৬॥

ক্ষুদ্রমিতি। ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রজনোচিতং রহোহরণরূপং কার্য্যং কৃত্বা, পাপমনিষ্টম্ ॥২৭॥

ইতীতি। পদাতিগণমধ্যগঃ জয়দ্রথস্যৈব পদাতিসৈন্যগণমধ্যবর্ত্তী সন্ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

অভবিষ্যৎ ভবিষ্যতীত্যর্থে ব্যত্যয়েন লৃঙ্ ॥১৯॥ অধমেতি চ্ছেদঃ ॥২০—২১॥ সম্ভ্রমং ভয়ম্, আগতৈবাস্মি ন তু ত্বদ্বশে স্থাস্যামীত্যর্থঃ ॥২২—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২২॥

ধৌম্য বলিলেন—"জয়দ্রথ! তুমি ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি মহারথ পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া ইঁহাকে হরণ করিতে পার না ॥২৬॥

তুমি ক্ষুদ্রজনোচিত কার্য্য করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি মহাবীর পাণ্ডবগণের নিকটে ইহার মন্দ ফল ভোগ করিবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া তখনই ধৌম্যপুরোহিত জয়দ্রথের পদাতিসৈন্যগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া হ্রিয়মাণা সেই যশস্বিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

* '...অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...অষ্ট-ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দিশঃ সম্প্রবিহৃত্য পার্থা মৃগান্ বরাহান্ মহিষাংশ্চ হত্বা।
ধনুর্দ্ধরাঃ শ্রেষ্ঠতমাঃ পৃথিব্যাং পৃথক্ চরন্তঃ সহিতা বভূবুঃ ॥১॥
ততো মৃগব্যালগণানুকীর্ণং মহাবনং তদ্বিহগোপঘুষ্টম্।
ভ্রাতৄংশ্চ তানভ্যবদদ্যুধিষ্ঠিরঃ শ্রুত্বা গিরো ব্যাহরতাং মৃগাণাম্ ॥২॥
আদিত্যদীপ্তাং দিশমভ্যুপেত্য মৃগা দ্বিজাঃ ক্রূরমিমে বদন্তি।
আয়াসমুগ্রং প্রতিবেদয়ন্তো মহাবনং শত্রুভির্বাধ্যমানম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততঃ পৃথিব্যাং শ্রেষ্ঠতমা ধনুর্দ্ধরাঃ পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, প্রাগুক্তবিভাগানুসারেণ পৃথক্ পৃথক্ চরন্তঃ, চতস্র এব দিশঃ সম্প্রবিহৃত্য বিচর্য্য, মৃগান্ বরাহান্ মহিষাংশ্চ হত্বা, সহিতা আগত্যৈকত্র মিলিতা বভূবুঃ ॥১॥

তত ইতি। ততো যুধিষ্ঠিরঃ, মৃগাণাং ব্যালানাং হিংস্রজন্তূনাঞ্চ গণেন অনুকীর্ণং ব্যাপ্তং তৎ মহাবনং কাম্যকম্, বিহগোপঘুষ্টং সন্ত্রাস্তৈঃ পক্ষিভিরুপশব্দিতং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ, ব্যাহরতাং রুবতাং মৃগাণাং গিরো রবান্ শ্রুত্বা চ, তান্ ভ্রাতৄন্ অভ্যবদৎ ॥২॥

আদিত্যেতি। ইমে মৃগাঃ পশবঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ, আদিত্যদীপ্তাং দিশং প্রাচীমভ্যুপেত্য উগ্রমায়াসং যাতনাম্, মহাবনং কাম্যকঞ্চ, শত্রুভির্বাধ্যমানং পীড্যমানম্, প্রতিবেদয়ন্তো জ্ঞাপয়ন্তঃ, বদন্তি রুবন্তি। শাকুনজ্ঞানাদেবেদমুচ্যত ইতি ভাবঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ মহাবনং কাম্যকম্ ॥২॥ মহাবনং মহানালয়ঃ, "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইত্যুক্তে- গৃহিণী। "বনং নপুংসকং নীরে নিবাসালয়কাননে" ইতি মেদিনী। মহাধনমিতি পাঠে

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবেরা পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিয়া, চারি দিকেই যাইয়া, মৃগ, বরাহ ও মহিষ বধ করিয়া, ক্রমে যাইয়া একস্থানে সম্মিলিত হইলেন ॥১॥

তদনন্তর হরিণগণ ও হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনের মধ্যে পক্ষিগণ ব্যস্ত হইয়া রব করিতেছে ইহা দেখিয়া এবং শব্দায়মান পশুগণের রব শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—॥২॥

"এই সকল পশু ও পক্ষী পূর্ব্বদিকে যাইয়া ভয়ঙ্কর বেদনা ও কাম্যকবনে শত্রুগণের উৎপীড়ন জানাইতে থাকিয়া নিষ্ঠুর রব করিতেছে ॥৩॥

ক্ষিপ্রং নিবর্ত্তধ্বমলং মৃগৈর্নো মনো হি মে দূয়তি দহ্যতে চ।
বুদ্ধিং সমাচ্ছাদ্য চ মে সমন্যুরুদ্ধূয়তে প্রাণপতিঃ শরীরে ॥৪॥
সরঃ সুপর্ণেন হৃতোরগং যথা রাষ্ট্রং যথাঽরাজকমাত্তলক্ষ্মি।
এবংবিধং মে প্রতিভাতি কাম্যকং শৌণ্ডৈর্যথা পীতরসশ্চ কুম্ভঃ ॥৫॥
তে সৈন্ধবৈরত্যনিলোগ্রবেগৈর্মহাজবৈর্বাজিভিরুহ্যমানাঃ।
যুক্তৈর্বৃহদ্ভিঃ সুরথৈর্নৃবীরাস্তদাশ্রমায়াভিমুখা বভূবুঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্রমিতি। হে ভ্রাতরঃ! যূয়ং ক্ষিপ্রং নিবর্ত্তধ্বম্, নঃ অস্মাকং মৃগৈরলম্। হি যস্মাৎ, মে মনঃ, দূয়তি দূয়তে উদ্বেগেন তপ্যতে দহ্যতে চ। তথা মে শরীরে সমন্যুঃ সদৈন্যঃ প্রাণপতির্জীবঃ, বুদ্ধিং সমাচ্ছাদ্য আবৃত্য, উদ্ধূয়তে উদ্বেগেনৈব কম্প্যতে ॥৪॥

সর ইতি। যথা সুপর্ণেন গরুড়েন, হৃতোরগং নীতসর্পং সরঃ, যথা চ অরাজকং তথা আত্তা শত্রুভির্গৃহীতা লক্ষ্মীঃ সমৃদ্ধির্যস্মাত্তত্তাদৃশঞ্চ, রাষ্ট্রং রাজ্যম্, যথা চ শৌণ্ডৈর্মত্তৈর্জনৈঃ, পীতরসঃ পীতসুরাদ্রবঃ কুম্ভঃ, এবংবিধং তথা, কাম্যকং বনং মে প্রতিভাতি ॥৫॥

ত ইতি। তে নৃবীরাঃ পাণ্ডবাঃ তদৈব, বৃহদ্ভিঃ সুরথৈঃ শোভনরথৈঃ সহ যুক্তৈর্মিলিতৈঃ, অত্যনিলঃ অনিলবেগমতিক্রান্তঃ অতএব উগ্রো বেগো যেষাং তৈঃ; অতএব চ মহাজবৈর্মহাবেগৈঃ, সৈন্ধবৈঃ সিন্ধুদেশীয়ৈঃ, বাজিভিরশ্বৈঃ, উহ্যমানাঃ সন্তঃ, আশ্রমায় আশ্রমস্য অভিমুখা বভূবুঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মহচ্চ তদ্ধনং চেতি স্ত্রীরূপমেব ধনম্ ॥৩॥ সমাচ্ছাদ্য মোহয়িত্বা, সমন্যুঃ দৈন্যসহিতঃ, প্রাণানামাধ্যাত্মিকানামিন্দ্রিয়াণাম্, পতির্মুখ্যঃ প্রাণঃ ॥৪॥ অরাজকং রাজহীনম্, শৌণ্ডৈঃ শুণ্ডয়া বিদিতৈর্গজৈঃ, পীতরসঃ পীতজলঃ, যথা দাসীমুদকুম্ভং নয়ন্তীমনুলক্ষ্য মহামাত্রস্তল্লাঽজ্ঞাতমেব গজং তৎপৃষ্ঠতো নীত্বা তেন তজ্জলং শোষয়তি সা চাকস্মাদ্ঘটং লঘুতয়া রিক্তং ,শ্চাজ্জানাতি

অতএব ভ্রাতৃগণ! তোমরা সত্বর নিবৃত্ত হও, আর মৃগদ্বারা আমাদের প্রয়োজন নাই। কারণ, আমার মন উদ্বেগে সন্তপ্ত—এমন কি দগ্ধ হইতেছে এবং আমার শরীরের ভিতরে প্রাণটা অত্যন্ত কাতর হইয়া বুদ্ধিটাকে আবৃত করিয়া আশঙ্কায় কম্পিত হইতেছে ॥৪॥

গরুড় সর্পকে হরণ করিলে সরোবর যেমন হয়, শত্রুরা সমৃদ্ধি হরণ করিলে অরাজক রাজ্য যেমন হয় এবং সুরাপায়ীরা সমস্ত সুরা পান করিলে সুরাকুম্ভ যেমন হয়, তেমনই কাম্যকবনটা আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে ॥৫॥

সেই সময়েই মনুষ্যবীর পাণ্ডবগণ বিশাল ও মনোহর রথে আরোহণ করিয়া আশ্রমাভিমুখী হইলেন; তখন বায়ু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বেগশালী সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল ॥৬॥

তেষান্তু গোমায়ুরনল্পঘোষো নিবর্ত্ততাং বামমুপেত্য পার্শ্বম্ ।
প্রব্যাহরত্তৎ প্রবিমৃশ্য রাজা প্রোবাচ ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ ॥৭॥
যথা বদত্যেষ বিহীনযোনিঃ শালাবৃকো বামমুপেত্য পার্শ্বম্ ।
সুব্যক্তমস্মানবমন্য পাপৈঃ কৃতোঽভিমর্দ্দঃ কুরুভিঃ প্রসহ্য ॥৮॥
ইত্যেব তে তদ্বনমাবিশন্তো মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা ।
বালামপশ্যন্ত তদা রুদন্তীং ধাত্রেয়িকাং প্রেষ্যবধূং প্রিয়ায়াঃ ॥৯॥
তামিন্দ্রসেনস্ত্বরিতোঽভিসৃত্য রথাদবপ্লুত্য ততোঽভ্যধাবৎ ।
প্রোবাচ চৈনাং বচনং নরেন্দ্র ! ধাত্রেয়িকামার্ত্ততরস্তদানীম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। অনল্পঘোষো দীর্ঘধ্বনিঃ, গোমায়ুঃ শৃগালঃ, নিবর্ত্ততাং মৃগয়াতো নিবর্ত্তমানানাম্, তেষাং পাণ্ডবানাম্, বামং পার্শ্বমুপেত্য, প্রব্যাহরৎ শব্দিতবান্। তৎ প্রবিমৃশ্য আলোচ্য, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ প্রোবাচ ॥৭॥

যথেতি। এষ বিহীনযোনিস্তির্য্যগ্‌জাতিঃ শালাবৃকঃ শৃগালঃ, অস্মাকং বামং পার্শ্বমুপেত্য, যথা বদতি রৌতি; তথা মন্য ইতি শেষঃ, সুব্যক্তং ধ্রুবমেব, পাপৈঃ কুরুভিঃ, অস্মানবমত্য, প্রসহ্য বলেন, অভিমর্দ্দ আশ্রমপীড়নং কৃতঃ ॥৮॥

ইতীতি। ইত্যতঃ পরম্, তে পাণ্ডবাঃ, মহতি অরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা, তৎ কাম্যকং বনমাবিশন্ত এব তদা রুদন্তীং রুদতীম্, প্রিয়ায়া দ্রৌপদ্যাঃ, প্রেষ্যবধূং দাসভার্য্যাম্, বালাম্, ধাত্রেয়িকাং ধাত্রীতনয়াম্ অপশ্যন্ত ॥৯॥

তামিতি। হে নরেন্দ্র! জনমেজয়! ততস্তদানীমেব, আর্ত্ততর উদ্বেগেনাতীবপীড়িতঃ, ইন্দ্রসেনো নাম যুধিষ্ঠিরসারথিঃ, রথাদবপ্লুত্য অভ্যধাবৎ, ত্বরিতঃ, তাং ধাত্রেয়িকামভিসৃত্য চ, এনাং ধাত্রেয়িকাম্, ইদং বচনং প্রোবাচ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্বৎ অস্মাভিরজ্ঞাতোঽস্মকনং কশ্চিদ্ধরিষ্যতি তদা রিক্তকুম্ভবদ্বনং পশ্চাদ্রক্ষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥৫॥ সৈন্ধবৈঃ সিন্ধুদেশজৈর্বাজিভিরশ্বৈঃ, সুরথৈঃ শোভনরথৈঃ, সমানাধিকরণং তৃতীয়াত্রয়ম্ ॥৬—৮॥

সেই সময়ে উচ্চরাবী শৃগালগণ তাঁহাদের বামপার্শ্বে যাইয়া ডাকিতে লাগিল; তখন যুধিষ্ঠির সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥৭॥

"এই নিকৃষ্টপশু শৃগাল আমাদের বামপার্শ্বে যাইয়া যেরূপ ডাকিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে—নিশ্চয়ই পাপাত্মা কৌরবগণ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্ব্বক আমাদের আশ্রমের উৎপীড়ন করিয়াছে" ॥৮॥

মহাবনে মৃগয়াকারী পাণ্ডবেরা ইহার পরই সেই কাম্যকবনে প্রবেশ করিতে থাকিয়া দ্রৌপদীর দাসভার্য্যা বালিকা ধাত্রীতনয়াকে রোদন করিতে দেখিলেন ॥৯॥

কিং রোদিষি ত্বং পতিতা ধরণ্যাং কিং তে মুখং শুষ্যতি দীনবর্ণম্।
কচ্চিন্ন পাপৈঃ সুনৃশংসকৃদ্ভিঃ প্রমাথিতা দ্রৌপদী রাজপুত্রী।
অচিন্ত্যরূপা সুবিশালনেত্রা শরীরতুল্যা কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥১১॥
যদ্যেব দেবী পৃথিবীং প্রবিষ্টা দিবং প্রপন্নাপ্যথবা সমুদ্রম্।
তস্যা গমিষ্যন্তি পদং হি পার্থা যথা হি সন্তপ্যতি ধর্ম্মপুত্রঃ ॥১২॥
কো হীদৃশানামরিমর্দ্দনানাং ক্লেশক্ষমাণামপরাজিতানাম্।
প্রাণৈঃ সমামিষ্টতমাং জিহীর্ষেদনুত্তমং রত্নমিব প্রমূঢ়ঃ ॥১৩॥
ন বুধ্যতে নাথবতীমিহাদ্য বহিশ্চরং হৃদয়ং পাণ্ডবানাম্।
কস্যাদ্য কায়ং প্রতিভিদ্য ঘোরা মহীং প্রবেক্ষ্যন্তি শিতাঃ শরাগ্রাঃ ॥১৪॥
মা ত্বং শুচস্তাং প্রতি ভীরু! বিদ্ধি যথাদ্য কৃষ্ণা পুনরেষ্যতীতি।
নিহত্য সর্ব্বান্ দ্বিষতঃ সমগ্রান্ পার্থাঃ সমেষ্যন্ত্যথ যাজ্ঞসেন্যা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। দীনবর্ণং মলিনবর্ণঃ সৎ। প্রমাথিতা উৎপীড়িতা। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
যদিতি। দেবী দ্রৌপদী। দিবং স্বর্গমূর্দ্ধমিত্যর্থঃ, প্রপন্না প্রাপ্তা। পদং স্থানম্ ॥১২॥
ক ইতি। ইষ্টতমাং প্রিয়তমাম্, জিহীর্ষেৎ হর্ত্তুমিচ্ছেৎ, অনুত্তমং সর্ব্বোত্তমম্ ॥১৩॥
নেতি। ন বুধ্যতে স ইতি শেষঃ, নাথবতীং রক্ষকশালিনীম্। হৃদয়মিব ॥১৪॥

রাজা জনমেজয়! তাহার পর তখনই যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই ধাত্রীতনয়ার দিকে দৌড়াইল এবং সত্বরই তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে এই কথা বলিল—॥১০॥

"তুমি ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছ কেন? কি জন্যই বা তোমার মুখখানি মলিন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে? অতিনৃশংসকর্ম্মা পাপাত্মারা—অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী, বিশালনয়না এবং পাণ্ডবগণের শরীরতুল্যা রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে উৎপীড়িত করে নাই ত? ॥১১॥

দ্রৌপদী যদি পৃথিবীর ভিতরেও প্রবেশ করিয়া থাকেন, কিংবা স্বর্গেও যাইয়া থাকেন, অথবা সমুদ্রেও মগ্ন হইয়া থাকেন, তথাপি পাণ্ডবেরা অবশ্যই তাঁহার স্থানে যাইবেন। যে হেতু স্বয়ং ধর্ম্মপুত্রই সন্তপ্ত হইয়াছেন ॥১২॥

শত্রুমর্দ্দনকারী, কষ্টসহিষ্ণু ও সর্ব্বত্র অপরাজিত এইরূপ মহাবীরগণের প্রাণতুল্যা প্রিয়তমা ও সর্ব্বোত্তম রত্নসদৃশী দ্রৌপদীকে কোন্ মহামূর্খ হরণ করিবার ইচ্ছা করিবে? ॥১৩॥

সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী আজ এখানেও সনাথা এবং পাণ্ডবগণের বহিশ্চর-হৃদয়স্বরূপা। নিশিত ও ভয়ঙ্কর উত্তম শর সকল আজ কাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া ভূমির ভিতরে প্রবেশ করিবে? ॥১৪॥

অথাব্রবীচ্চারু মুখং বিমৃজ্য ধাত্রেয়িকা সারথিমিন্দ্রসেনম্।
জয়দ্রথেনাপহৃতা প্রমথ্য পঞ্চেন্দ্রকল্পান্ পরিভূয় কৃষ্ণা ॥১৬॥
তিষ্ঠন্তি বর্ত্মানি নবান্যমূনি বৃক্ষাশ্চ ন ম্লান্তি তথৈব ভগ্নাঃ।
আবর্ত্তয়ধ্বং হ্যনুযাত শীঘ্রং ন দূরযাতৈব হি রাজপুত্রী ॥১৭॥
সন্নহ্যধ্বং সর্ব্ব এবেন্দ্রকল্পা মহান্তি চারূণি চ দংশনানি।
গৃহ্নীত চাপানি মহাধনানি শরাংশ্চ শীঘ্রং পদবীং চরধ্বম্ ॥১৮॥
পুরা হি নির্ভৎসনদণ্ডমোহিতা প্রমূঢ়চিত্তা বদনেন শুষ্যতা।
দদাতি কস্মৈচিদনর্হতে তনুং বরাজ্যপূর্ণামিব ভস্মনি স্রুচম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। মা শুচঃ শোকং ন কুরু। সমগ্রান্ বীরাগ্রগণ্যানপি। সমেষ্যন্তি মিলিতা ভবিষ্যন্তি ॥১৫॥

অথেতি। প্রমথ্য বলেন নিপীড্য, পঞ্চ পাণ্ডবান্, পরিভূয় অবজ্ঞায় ॥১৬॥

তিষ্ঠন্তীতি। অমূনি বর্ত্মানি তদপহরণমার্গাঃ, অদ্যাপি নবান্যেব তিষ্ঠন্তি, ভগ্না বৃক্ষাশ্চ ইদানীমপি তথৈব ন ম্লান্তি ন ম্লায়ন্তি। অতএব শীঘ্রম্ আবর্ত্তয়ধ্বং রথান্ পরিবর্ত্তয়ত, অনুযাত অনুগচ্ছত চ। হি যস্মাৎ রাজপুত্রী দ্রৌপদী, ইদানীমপি ন দূরযাতৈব ॥১৭॥

সন্নিতি। ইন্দ্রকল্পা সর্ব্ব এব যূয়ম্, মহান্তি চারূণি চ দংশনানি বর্ম্মাণি, সন্নহ্যধ্বং গাত্রেষু বধ্নীত, মহাধনানি মহামূল্যানি চাপানি ধনূংষি শরাংশ্চ গৃহ্নীত, শীঘ্রঞ্চ পদবীং দ্রৌপদ্যাঃ পন্থানম্, চরধ্বং গচ্ছত ॥১৮॥

পুরেতি। হি যস্মাৎ, পুরা আগামিনি কালে, "নিকটাগামিকে পুরা" ইত্যমরঃ। নির্ভৎসনেন তিরস্কারেণ দণ্ডেন দণ্ডদানভয়েন চ মোহিতা, প্রমূঢ়চিত্তা, শুষ্যতা বদনেন চ

ভয়শীলে! তুমি দ্রৌপদীর জন্য শোক করিও না। কারণ, তুমি জানিয়া রাখ যে, দ্রৌপদী আজই আবার আসিবেন এবং শত্রুরা বীরশ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইবেন" ॥১৫॥

তাহার পর ধাত্রেয়িকা নিজের সুন্দর মুখখানিকে মুছিয়া সারথি ইন্দ্রসেনকে বলিল—"জয়দ্রথ, ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে অবজ্ঞা করিয়া উৎপীড়নপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে অপহরণ করিয়া নিয়াছে ॥১৬॥

এখনও তাহার ঐ নূতন পথ রহিয়াছে এবং এখনও ভগ্ন বৃক্ষ সকল ম্লান হয় নাই; অতএব তোমরা সত্বর রথ ফিরাও এবং তাঁহার অনুসরণ কর। কারণ, এখনও রাজনন্দিনী দ্রৌপদী দূরে যান নাই ॥১৭॥

ইন্দ্রতুল্য তোমরা সকলেই সত্বর বিশাল ও মনোহর বর্ম্ম পরিধান কর, মহামূল্য ধনু ও শর গ্রহণ কর এবং দ্রৌপদীর পথে প্রস্থান কর ॥১৮॥

পুরা তুষাগ্নাবিব হুয়তে হবিঃ পুরা শ্মশানে স্রগিবাপবিধ্যতে।
পুরা চ সোমোঽধ্বরগোঽবলিহ্যতে শুনা যথা বিপ্রজনে প্রমোহিতে ॥২০॥
মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা পুরা শৃগালো নলিনীং বিগাহতে।
মা বঃ প্রিয়ায়াঃ সুনসং সুলোচনং চন্দ্রপ্রভাবং বদনং প্রসন্নম্ ॥২১॥
স্পৃশ্যাচ্ছুভং কশ্চিদকৃত্যকারী শ্বা বৈ পুরোডাশমিবাধ্বরস্থম্।
এতানি বর্ত্মান্যনুযাত শীঘ্রং মা বঃ কালঃ ক্ষিপ্রমিহাত্যগাদ্বৈ ॥২২॥

(যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বিশিষ্টা দ্রৌপদী, বরাজ্যপূর্ণাম্ উত্তমঘৃতপূর্ণাম্, স্রুচং হোমপাত্রীম্, ভস্মনীব, অনর্হতে অযোগ্যায় কস্মৈচিজ্জনায়, তনুং দদাতি রমণায়ার্পয়তি ॥১৯॥

পুরেতি। পুরা তুষাগ্নৌ হবিরিব অযোগ্যে পুরুষে স্বতনুঃ হূয়তে দ্রৌপদ্যা অর্প্যতে, পুরা শ্মশানে স্রক্ পুষ্পমালেব অপবিধ্যতে অযোগ্যজনে দ্রৌপদ্যা স্বতনুঃ বিসৃজ্যতে, বিপ্রজনে সোমপানযোগ্যে ব্রাহ্মণজনে, কুতোঽপি প্রমোহিতে সতি, শুনা কুক্কুরেণ যথা অধ্বরগঃ যজ্ঞস্থানস্থঃ সোমো রসঃ অবলিহ্যতে আস্বদ্যতে, তথা দ্রৌপদী পুরা অযোগ্যেন পুরুষেণ উপভুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥২০॥

মহতীতি। শৃগালো মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা নলিনীং পদ্মসরসীং বিগাহতে। এতেন জয়দ্রথো মৃগয়াং বিধায় দ্রৌপদীং হৃতবানিতি সম্ভাব্যোদমুক্তমিতি প্রতীয়তে। অকৃত্যকারী কশ্চিৎ পুরুষঃ, শ্বা কুক্কুরঃ অধ্বরস্থং পুরোডাশং যজ্ঞোপকরণদ্রব্যবিশেষমিব, বো যুষ্মাকং প্রিয়ায়া দ্রৌপদ্যাঃ, শোভনা নাসা যস্য তৎ সুনসম্, সুলোচনম্, চন্দ্রপ্রভাবং চন্দ্রবৎ সুন্দরম্, প্রসন্নং নির্ম্মলম্, শুভঞ্চ বদনম্, মা স্পৃশ্যাৎ ন স্পৃশতু ন চুম্বত্বিত্যর্থঃ। অতএব এতানি বর্ত্মানি শীঘ্রমনুযাত, ক্ষিপ্রং শত্রুনাক্রাময়তেতি শেষঃ, ইহ বো যুষ্মাকং কালঃ, মা অত্যগাৎ নাতিক্রামতু। মাযোগেঽপ্যড়াগম আর্ষঃ ॥২১—২২॥

দ্রৌপদী একে মুগ্ধচিত্তা, তাহাতে আবার কেহ তিরস্কার করিলে এবং দণ্ড দিবার ভয় দেখাইলে তিনি আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন; তাহাতে উত্তম ঘৃতপূর্ণ হোমপাত্র যেমন ভস্মে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি পরে কোন অযোগ্য পুরুষকেও আপন দেহ সমর্পণ করিতে পারেন ॥১৯॥

আর, তুষের আগুনে যেমন ঘৃতের আহুতি দেয় এবং শ্মশানে যেমন পুষ্পমালা নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি পরে কোন অযোগ্য পুরুষকেও আত্মসমর্পণ করিতে পারেন এবং ব্রাহ্মণগণ অসতর্ক থাকিলে কুকুর আসিয়া যেমন যজ্ঞের সোমরস পান করে, তেমন পরে অযোগ্য পুরুষও তাঁহাকে ভোগ করিতে পারে ॥২০॥

একটা শৃগাল মহাবনে মৃগয়া করিয়া পরে কিন্তু পদ্মসরোবরে অবগাহন করিবে। আর এক কথা, কুক্কুর যেমন যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করে, সেই-

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভদ্রে! প্রতিক্রাম নিয়চ্ছ বাচং মাঽস্মৎসকাশে পরুষাণ্যবোচঃ।
রাজানো বা যদি বা রাজপুত্রা বলেন মত্তা বঞ্চনাং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা প্রযযুর্হি শীঘ্রং তান্যেব বর্ত্মান্যনুবর্ত্তমানাঃ।
মুহুর্মুহুর্ব্যালবদুচ্ছ্বসন্তো জ্যা বিক্ষিপন্তশ্চ মহাধনুর্ভ্যঃ ॥২৪॥
ততোঽপশ্যংস্তস্য সৈন্যস্য রেণুমুদ্ধূতং বৈ বাজিখুরপ্রণুন্নম্।
পদাতীনাং মধ্যগতঞ্চ ধৌম্যং বিক্রোশন্তং ভীমমভিদ্রবেতি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্র ইতি। ভদ্রে! প্রতিক্রাম অপসর, ঈদৃশীং বাচম্, নিয়চ্ছ নিরুন্ধি, অস্মৎসকাশে পরুষাণি দ্রৌপদীবিষয়ে কুৎসিতবচনানি, মা অবোচঃ ন ব্রূহি। রাজানো বা, যদি বা রাজপুত্রাঃ, বলেন মত্তাঃ সন্তঃ, বঞ্চনাং কার্য্যবৈফল্যং প্রাপ্নুবন্তি। এতেন বলমদাদেব জয়দ্রথো দ্রৌপদীং হৃতবানিতি সূচনেন তস্যাঃ কুৎসা নিরস্তা ॥২৩॥

এতাবদিতি। এতাবদুক্ত্বা পাণ্ডবাঃ, ব্যালবৎ সর্পবৎ, মুহুর্মুহুরুচ্ছ্বসন্তঃ, মহাধনুর্ভ্যঃ মহাধনুষাম্, জ্যা গুণাংশ্চ, বিক্ষিপন্তঃ সঞ্চালয়ন্তঃ, তান্যেব বর্ত্মানি, অনুবর্ত্তমানা অনুসরন্তশ্চ সন্তঃ, শীঘ্রং প্রযযুঃ ॥২৪॥

তত ইতি। ততঃ, বাজিনামশ্বানাং খুরৈঃ প্রণুন্নং ক্ষুণ্ণম্, উদ্ধূতং বায়ুনা উত্তোলিতম্, তস্য সৈন্যস্য, রেণুং ধূলিম্, পদাতীনাং মধ্যগতম্, 'অভিদ্রব অভিধাব' ইতি ভীমং বিক্রোশন্ত-

---

রূপ কোন অকার্য্যকারী পুরুষ যেন আপনাদের প্রিয়তমার সুন্দর নাসিকা ও নয়নসমন্বিত, চন্দ্রতুল্য মনোহর, নির্ম্মল এবং শুভলক্ষণসম্পন্ন মুখখানিকে স্পর্শ করে না; অতএব আপনারা সত্বর এই পথে অনুসরণ করুন এবং সত্বর শত্রুগণকে আক্রমণ করুন, আপনাদের সময় যেন অতিক্রম করে না" ॥২১—২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ভদ্রে! তুমি সরিয়া যাও, বাক্য সংবরণ কর এবং আমাদের নিকট এইরূপ কুৎসিত কথা আর বলিও না। রাজারা বা রাজপুত্রেরা বলমত্ত হইয়া প্রতারিতই হইয়া থাকেন" ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবেরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সর্পের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ত্যাগ ও মহাধনুগুলির গুণসঞ্চালন করিতে থাকিয়া এবং সেই পথগুলিরই অনুসরণ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা দেখিলেন—বিপক্ষসৈন্যের অশ্বখুরের ধূলিসমূহ উপরে উড়িতেছে এবং ধৌম্যপুরোহিত পদাতিসৈন্যের মধ্যে থাকিয়া 'ভীম! এই দিকে ধাবিত হও' বলিয়া ভীমকে উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন ॥২৫॥

তে সান্ত্ব্য ধৌম্যং পরিদীনসত্ত্বাঃ সুখং ভবানেত্বিতি রাজপুত্রাঃ।
শ্যেনা যথৈবামিষসম্প্রযুক্তা জবেন তৎ সৈন্যমথাভ্যধাবন্ ॥২৬॥
তেষাং মহেন্দ্রোপমবিক্রমাণাং সংরব্ধানাং ধর্ষণাদ্‌যাজ্ঞসেন্যাঃ।
ক্রোধঃ প্রজজ্বাল জয়দ্রথঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রিয়াং তস্য রথে স্থিতাঞ্চ ॥২৭॥
প্রচুক্রুশুশ্চাপ্যথ সিন্ধুরাজং বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ।
যমৌ চ রাজা চ মহাধনুর্দ্ধরাস্ততো দিশঃ সংমুমুহুঃ পরেষাম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে পার্থাগমনে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

মাহ্বয়ন্তং ধৌম্যঞ্চ, অপশ্যন্ পাণ্ডবা ইতি শেষঃ। ভীমস্য অবন্ধ্যকোপত্বাত্তস্যৈবাহ্বানমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ত ইতি। অথ, পরিদীনসত্ত্বা অনল্পাধ্যবসায়াঃ পরৈর্বর্জ্জনার্থত্বাৎ, তে রাজপুত্রা পাণ্ডবাঃ, 'ভবান্ সুখমনায়াসং যথা স্যাত্তথা, এতু আগচ্ছতু' ইতি ইত্থং ধৌম্যং সান্ত্ব্য সান্ত্বয়িত্বা, আমিষসম্প্রযুক্তা মাংসলোলুপাঃ শ্যেনাঃ পক্ষিণো যথা, তথৈব জবেন বেগেন, তৎ সৈন্য-মভ্যধাবন্ ॥২৬॥

তেষামিতি। যাজ্ঞসেন্যা ধর্ষণাদ্বলেন গ্রহণাৎ সংরব্ধানাং প্রাগেব জাতক্রোধানাং মহেন্দ্রোপম-বিক্রমাণাং তেষাং পাণ্ডবানাম্, জয়দ্রথঞ্চ তস্য রথে স্থিতাং প্রিয়াং দ্রৌপদীঞ্চ দৃষ্ট্বা, ক্রোধঃ ক্রোধানলঃ প্রজজ্বাল ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রেষ্যবধূং দাসভার্য্যাম্ ॥৯॥ অন্তিতরঃ সমীপতরঃ। আর্ত্ততর ইতি পাঠঃ ॥১০—১৮॥ পুরা যাবদনর্হন্তে তন্বং ন দদাতি তাবচ্ছীঘ্রমহযাতেতি চতুর্থেন সম্বন্ধঃ ॥১৯—২২॥ প্রতিক্রাম দূরে ভব, পরুষাণি অনর্হন্তে তন্বং দদাতীত্যাদীনি দুঃশ্রাব্যাণি, সত্ত্বহাৎ বঞ্চনাং স্বজনস্য তবৈব বধরূপাম্ ॥২৩—২৬॥ ধর্ষণাৎ পরাভবাৎ ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৩॥

তদনন্তর অসাধারণ অধ্যবসায়ী পাণ্ডবেরা 'আপনি অনায়াসে চলিয়া আসুন' এইভাবে ধৌম্যপুরোহিতকে আশ্বস্ত করিয়া, মাংসলোলুপ শ্যেনপক্ষিগণের ন্যায় বেগে সেই সৈন্যগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥

দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করায় ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পাণ্ডবগণ পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরে জয়দ্রথকে এবং তাঁহার রথে দ্রৌপদীকে দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল ॥২৭॥

---

* পিতামহপুস্তকে অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি। '...অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...উন-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ঘোরতরঃ শব্দো বনে সমভবত্তদা।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্ ॥১॥
তেষাং ধ্বজাগ্রাণ্যভিবীক্ষ্য রাজা স্বয়ং দুরাত্মা কুরুপুঙ্গবানাম্।
জয়দ্রথো যাজ্ঞসেনীমুবাচ রথে স্থিতাং ভানুমতীং হৃতৌজাঃ ॥২॥
আয়ান্তীমে পঞ্চ রথা মহান্তো মন্যে চ কৃষ্ণে! পতয়স্তবৈতে।
অজানতাং খ্যাপয় নঃ সুকেশি! পরং পরং পাণ্ডবানাং রথস্থম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। অথ বৃকোদরশ্চ, ধনঞ্জয়শ্চ, যমৌ নকুলসহদেবৌ চ, রাজা যুধিষ্ঠিরশ্চ, এতে মহাধনুর্দ্ধরাঃ সর্ব্ব এব, সিন্ধুরাজং জয়দ্রথম্, প্রচুক্রুশুঃ যুদ্ধায়াহূতবন্তঃ। ততশ্চ পরেষাং শত্রূণাম্, দিশঃ সংমুমুহুর্মোহবিষয়ীভূতা ভয়েন দিঙ্মোহঃ সঞ্জাত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। শব্দঃ কোলাহলঃ। ক্ষত্রিয়াণাং জয়দ্রথপক্ষগতানাম্ ॥১॥

তেষামিতি। তেষাং কুরুপুঙ্গবানাং পাণ্ডবানাং ধ্বজাগ্রাণি অভিবীক্ষ্য, হৃতং তেনাভিবীক্ষণেনৈব দূরীকৃতম্, ওজস্তেজো যস্য সঃ, দুরাত্মা রাজা স্বয়ং জয়দ্রথঃ, আত্মনো রথে স্থিতাম্, ভানুমতীং পাণ্ডবধ্বজাগ্রদর্শনেনৈব তেজস্বিনীং যাজ্ঞসেনীমুবাচ ॥২॥

তৎপরে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠির—এই মহাধনুর্দ্ধরেরা সকলেই জয়দ্রথকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন; তাহাতে শত্রুগণের দিঙ্মোহ উপস্থিত হইল ॥২৮॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বনমধ্যে ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া অসহিষ্ণু ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল ॥১॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র দেখিয়াই দুরাত্মা জয়দ্রথের তেজ নষ্ট হইল এবং দ্রৌপদীর তেজ বৃদ্ধি পাইল। তখন রাজা জয়দ্রথ নিজেই রথস্থিত দ্রৌপদীকে বলিলেন—॥২॥

---

(৩)…সা জানতী খ্যাপয়—বা ব কা নি।

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কিং তে জ্ঞাতৈর্মূঢ়! মহাধনুর্দ্ধরৈরনায়ুষ্যং কর্ম্ম কৃত্বাতিঘোরম্।
এতে বীরাঃ পতয়ো মে সমেতা ন বঃ শেষঃ কশ্চিদিহাস্তি যুদ্ধে ॥৪॥
আখ্যাতব্য ত্বেব সর্ব্বং মুমূর্ষো! ময়া তুভ্যং পৃষ্টয়া ধর্ম্ম এষঃ।
ন মে ব্যথা বিদ্যতে ত্বদ্ভয়ং বা সংপশ্যন্ত্যাঃ সানুজং ধর্ম্মরাজম্ ॥৫॥
যস্য ধ্বজাগ্রে নদতো মৃদঙ্গৌ নন্দোপনন্দৌ মধুরৌ যুক্তরূপৌ।
এতং স্বধর্ম্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞং সদা জনাঃ কৃত্যবন্তোঽনুযান্তি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

আয়ান্তীতি। হে কৃষ্ণে! ইমে মহান্তঃ পঞ্চ রথা আয়ান্তি, মন্যে চ এতে তব পতয়ঃ। হে সুকেশি! এতানজানতাম্, নঃ অস্মাকং সমীপে, পাণ্ডবানাং মধ্যে রথস্থং পরং পরম্ একমেকম্, খ্যাপয় বর্ণয় ॥৩॥

কিমিতি। হে মূঢ়! ন আয়ুষ্যম্ অনায়ুষ্যম্ আয়ুর্নাশকম্, অতিঘোরং মদপহরণরূপং কর্ম্ম কৃত্বা তে তব এতৈর্মহাধনুর্দ্ধরৈর্জ্ঞাতৈঃ, কিং ফলম্। এতে মে বীরাঃ পতয়ঃ সমেতা মিলিতাঃ। অতএব ইহ যুদ্ধে বো যুষ্মাকং মধ্যে কশ্চিদপি শেষঃ অবশিষ্টো নাস্তি ন স্থাস্যতীতি ভবিষ্যৎ-সমীপ্যে বর্ত্তমানা ॥৪॥

আখ্যাতব্যমিতি। হে মুমূর্ষো! তথাপি ত্বয়া পৃষ্টয়া ময়া এতৎ সর্ব্বমেব তুভ্যম্ আখ্যাতব্যম্। যেন হি, এষ মুমূর্ষুপৃষ্টস্য বক্তব্যত্বরূপো ধর্ম্মো বর্ত্ততে। কিঞ্চ সানুজং ধর্ম্মরাজং সংপশ্যন্ত্যা মে ব্যথা ত্বদ্ভয়ং বা ন বিদ্যতে, সর্ব্বথৈবাশ্বাসলাভাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

যস্যেতি। যুক্তরূপৌ পরস্পরমিলিতৌ, মধুরৌ মধুররবকারিণৌ, নন্দোপনন্দৌ নাম, মৃদঙ্গৌ যস্য ধ্বজাগ্রে, নদতঃ শব্দায়েতে; কৃত্যবন্তঃ কার্য্যসাধনার্থিনো জনাঃ, সদৈব স্বধর্ম্মার্থয়োর্বিনিশ্চয়জ্ঞং সূক্ষ্মনিরূপণদক্ষমেতম্, অনুযান্তি উপদেশগ্রহণায় সেবন্তে ॥৬॥

"দ্রৌপদি! এই পাঁচখানা বিশাল রথ আসিতেছে; আমি মনে করি—ইহারা তোমার পতি; কিন্তু সুকেশি! আমি ইঁহাদিগকে চিনি না; অতএব তুমি আমার নিকট এই রথস্থ পাণ্ডবগণের মধ্যে এক এক জনের পরিচয় দাও" ॥৩॥

দ্রৌপদী বলিলেন—"মূর্খ! তুমি মৃত্যুজনক অতিভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ, এখন এই মহাধনুর্দ্ধরগণের পরিচয় লইয়া কি ফল হইবে। এই আমার বীর পতিগণ মিলিত হইয়াছেন; সুতরাং এই যুদ্ধে তোমাদের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না ॥৪॥

হে মুমূর্ষু! তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া আমার সমস্তই বলিতে হইবে। কারণ, মুমূর্ষুর জিজ্ঞাসিত বিষয় বলাই ধর্ম্ম। আর এক কথা—আমি অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া আমার আর কষ্ট বা তোমা হইতে ভয় নাই ॥৫॥

য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌরঃ প্রচণ্ডঘোণস্তনুরায়তাক্ষঃ।
এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং বদন্তি যুধিষ্ঠিরং ধর্ম্মসুতং পতিং মে ॥৭॥
অপ্যেষ শত্রোঃ শরণাগতস্য দদ্যাৎ প্রাণান্ ধর্ম্মচারী নৃবীরঃ।
পরৈহ্যেনং মূঢ়! জবেন ভূতয়ে ত্বমাত্মনঃ প্রাঞ্জলির্ন্যস্তশস্ত্রঃ ॥৮॥
অথাপ্যেনং পশ্যসি যং রথস্থং মহাভুজং শালমিব প্রবৃদ্ধম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠং ভ্রূকুটীসংহতভ্রুবং বৃকোদরো নাম পতির্ম্মমৈষঃ ॥৯॥
আজানেয়া বলিনঃ সাধুদান্তা মহাবলাঃ শূরমুদাবহন্তি।
এতস্য কর্ম্মাণ্যতিমানুষাণি ভীমেতি শব্দোঽস্য গতঃ পৃথিব্যাম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। য এষঃ, জাম্বূনদবৎ স্বর্ণবৎ শুদ্ধগৌরঃ, প্রচণ্ডা বিশালা ঘোণা নাসিকা যস্য সঃ, তনুঃ অস্থূলদেহঃ, আয়তাক্ষো বিশাললোচনশ্চ পুরুষঃ, এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং ধর্ম্মসুতং যুধিষ্ঠিরং নাম মে পতিং বদন্তি জনা ইতি শেষঃ ॥৭॥

অপীতি। ধর্ম্মচারী এষ নৃবীরঃ, শরণাগতস্য শত্রোরপি প্রাণান্ দদ্যাৎ। অতএব হে মূঢ়! ত্বং ন্যস্তশস্ত্রঃ প্রাঞ্জলিশ্চ সন্, আত্মনো ভূতয়ে মঙ্গলায়, জবেন ত্বরয়া, এনং পরৈহি শরণং গচ্ছ ॥৮॥

অথেতি। শালং বৃক্ষমিব প্রবৃদ্ধমুন্নতম্, সন্দষ্টৌষ্ঠম্, ভ্রূকুট্যা সংহতে মিলিতে ভ্রুবৌ যস্য তম্, মহাভুজং যমেনং রথস্থং পশ্যসি, এষ বৃকোদর নাম মম পতিঃ ॥৯॥

আজেতি। বলিন উৎসাহিনঃ, সাধুদান্তাঃ সম্যক্ শিক্ষিতাঃ, মহাবলাঃ, অজানেয়ো-

---

পরস্পর সংযুক্ত ও মধুররবকারী 'নন্দ' ও 'উপনন্দ'-নামে দুইটী মৃদঙ্গ যাঁহার ধ্বজের উপরে থাকিয়া শব্দ করিতেছে, ইনি সূক্ষ্মভাবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ও অর্থ নিরূপণ করিতে পারেন বলিয়া কার্য্যসাধনার্থী লোকেরা সর্ব্বদাই ইঁহার সেবা করিয়া থাকে ॥৬॥

এই যিনি স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল গৌরবর্ণ, অস্থূলদেহ ও বিশালনয়ন এবং যাঁহার নাসিকা উন্নত, ইঁহাকে লোকেরা কৌরবশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মপুত্র 'যুধিষ্ঠির' বলিয়া থাকে; ইনি আমার পতি ॥৭॥

এই ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যবীর শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করিয়া থাকেন; সুতরাং মূর্খ! তুমি নিজের মঙ্গলের জন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, সত্বর যাইয়া উঁহার শরণাপন্ন হও ॥৮॥

আর, শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, মহাবাহু, ওষ্ঠদংশনকারী ও ভ্রূকুটী করায় সংযুক্তভ্রূযুগল এই যে বীরকে রথে দেখিতেছ, ইঁহার নাম—'ভীমসেন', ইনিও আমার পতি ॥৯॥

নাস্যাপরাদ্ধাঃ শেষমবাপ্নুবন্তি নায়ং বৈরং বিস্মরতে কদাচিৎ।
বৈরস্যান্তং সংবিধায়োপযাতি পশ্চাচ্ছান্তিং ন চ গচ্ছত্যতীব ॥১১॥
ধনুর্দ্ধরাগ্র্যো ধৃতিমান্ যশস্বী জিতেন্দ্রিয়ো বৃদ্ধসেবী নৃবীরঃ।
ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য ধনঞ্জয়ো নাম পতির্ম্মৈষঃ ॥১২॥
যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন কোপাত্ত্যজেদ্ধর্ম্মং ন নৃশংস্যঞ্চ কুর্য্যাৎ।
স এষ বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ কুন্তীসুতঃ শত্রুসহঃ প্রমাথী ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সুদাখ্যজাতীয়া অশ্বাঃ, এনং শূরম্, উদাবহন্তি রথাদিনা বহন্তি। এতস্য কর্ম্মাণি অতিমানুষাণি মানুষকর্ম্মাতিক্রান্তানি, তথা অস্য ভীমেতি শব্দো নাম, পৃথিব্যাং প্রসিদ্ধিং গতঃ ॥১০॥

নেতি। অস্যান্তিকে অপরাদ্ধা অপরাধিনো জনাঃ, শেষমবশিষ্টতাং নাবাপ্নুবন্তি, অয়ং কদাচিদপি বৈরং ন বিস্মরতে। কিঞ্চ অন্যো জনঃ বৈরস্যান্তং সংবিধায় পশ্চাৎ শান্তিমুপযাতি, অয়ন্তু বৈরস্যান্তমতীব সংবিধায়াপি শান্তিং ন চ গচ্ছতি ॥১১॥

ধনুরিতি। ধৃতিমান্ ধৈর্য্যশালী। বৃদ্ধসেবী উপদেশগ্রহণায়। শিষ্যঃ, তপস্যার্থপ্রয়াণকালে মন্ত্রগ্রহণাৎ ॥১২॥

য ইতি। নৃশংস্যং নৃশংসকার্য্যম্। প্রমাথী শত্রুমর্দ্দনকারী ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ অনায়ুষ্যমায়ুর্নাশকং মৃত্যুদমিত্যর্থঃ ॥৪—৭॥ পরৈহি শরণং গচ্ছ, এনং ধর্ম্মরাজম্ ॥৮—৯॥ আজানেয়া অশ্ববিশেষাঃ ॥১০॥ অপরাদ্ধাঃ অপরাধবন্তঃ, শেষং জীবনম্, বৈরস্যান্তং শত্রুনাশম্, সংবিধায় আহত্যোপযাতি কুর্ব্বন্নপি অতীব শান্তিং নোপৈতীতি মরণান্তানি বৈরাণীতি লোকে প্রসিদ্ধম্। অয়ন্তু মারয়িত্বাপি পুত্রপৌত্রাদিকমপি ন শেষয়তীত্য-

---

সুশিক্ষিত, উৎসাহী ও মহাবল আজানেয় অশ্বগণ এই বীরকে বহন করিতেছে, ইহার কর্ম্ম সকল অলৌকিক এবং ইহার 'ভীম' এই নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ॥১০॥

অপরাধীরা ইহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না এবং ইনি কখনও শত্রুতা বিস্মৃত হন না; আর অন্য লোক শত্রুতার অবসান করিয়া পরে শান্তি লাভ করে; কিন্তু ইনি সম্পূর্ণরূপে শত্রুতার অবসান করিয়াও শান্তি লাভ করেন না ॥১১॥

আর ইনি—ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, ধৈর্য্যশীল, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধসেবী, মনুষ্যমধ্যে বীর ও যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও শিষ্য অর্জ্জুন; ইনিও আমার পতি ॥১২॥

যিনি—ইচ্ছা, ভয় বা ক্রোধবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ বা নৃশংসকার্য্য করেন না এবং যিনি অগ্নির তুল্য তেজস্বী, শত্রুবেগসহনক্ষম ও শত্রুদমনকারী, ইনি সেই তৃতীয় কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ॥১৩॥

যঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞো ভয়ার্ত্তানাং ভয়হর্ত্তা মনীষী।
যস্যোত্তমং রূপমাহুঃ পৃথিব্যাং যং পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষন্তি সর্ব্বে।
প্রাণৈর্গরীয়াংসমনুব্রতং বৈ স এষ বীরো নকুলঃ পতির্মে ॥১৪॥
যঃ খড়্গযোধী লঘুচিত্রহস্তো মহাংশ্চ ধীমান্ সহদেবো দ্বিতীয়ঃ।
যস্যাদ্য কর্ম্ম দ্রক্ষ্যসে মূঢ়সত্ত্ব! শতক্রতোর্বা দৈত্যসেনাসু সংখ্যে ॥১৫॥
শূরঃ কৃতাস্ত্রো মতিমান্ মনস্বী প্রিয়ঙ্করো ধর্ম্মসুতস্য রাজ্ঞঃ।
য এষ চন্দ্রার্কসমানতেজা জঘন্যজঃ পাণ্ডবানাং প্রিয়শ্চ ॥১৬॥
বুদ্ধ্যা সমো যস্য নরো ন বিদ্যতে বক্তা তথা সৎসু বিনিশ্চয়জ্ঞঃ।
য এষ শূরো নিত্যমমর্ষণশ্চ ধীমান্ প্রাজ্ঞঃ সহদেবঃ পতির্মে ॥১৭॥

(বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

য ইতি। প্রাণৈর্গরীয়াংসং প্রাণাপেক্ষয়াপি প্রিয়তমম্, অনুব্রতমনুকূলম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

য ইতি। লঘুঃ শীঘ্রসঙ্কলনশীলঃ চিত্রো বিচিত্রভ্রমণশীলশ্চ হস্তো যস্য সঃ। সহদেবঃ প্রাচীনো রাজবিশেষঃ। হে মূঢ়সত্ত্ব! মূঢ়বুদ্ধে!। সংখ্যে যুদ্ধে, দৈত্যসেনাসু মধ্যে, শতক্রতোর্বা ইন্দ্রস্যেব, "বা স্যাদ্বিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে" ইতি বিশ্বঃ। কৃতাস্ত্রঃ শিক্ষিতাস্ত্রঃ। জঘন্যজঃ কনিষ্ঠঃ। সৎসু বিদ্বৎসু, বিনিশ্চয়জ্ঞঃ কার্য্যনিরূপণনিপুণঃ। অমর্ষণঃ ক্রোধী, প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চ। একার্থে বহুতরশব্দপ্রয়োগ ঋষীণাং স্বভাবঃ ॥১৫—১৭॥

আর, যিনি—সমস্ত ধর্ম্ম ও অর্থের নিরূপণ করিতে নিপুণ, ভয়ার্ত্তগণের ভয়হর্ত্তা ও বুদ্ধিমান্, যাঁহার রূপকে সকলেই পৃথিবীর মধ্যে উত্তম বলিয়া থাকে এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ও অনুকূল বলিয়া যাঁহাকে পাণ্ডবেরা সকলেই সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইনি সেই নকুল; এই বীরও আমার পতি ॥১৪॥

আর, যিনি খড়্গযোদ্ধা এবং সেই যুদ্ধের সময়ে যাঁহার হাতখানি দ্রুতবেগে ও বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং যিনি—উদারচেতা ও বুদ্ধিমান্ দ্বিতীয় সহদেবরাজার তুল্য; আর মূঢ়বুদ্ধি জয়দ্রথ! যুদ্ধে দৈত্যসৈন্যের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় আজ যাঁহার কার্য্য তুমি দেখিতে পাইবে এবং যিনি—বীর, অস্ত্রে সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, প্রশস্তচেতা, ধর্ম্মরাজের প্রিয়কার্য্যকারী, চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় ও কনিষ্ঠ; আর বুদ্ধিতে যাঁহার তুল্য মানুষ পৃথিবীতে নাই এবং যিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে বক্তা, কার্য্যনিরূপণে নিপুণ, বীর, সর্ব্বদা অসহিষ্ণু, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্, ইনি সেই সহদেব; ইনিও আমার পতি ॥১৫—১৭॥

ত্যজেৎ প্রাণান্ প্রবিশেদ্ধব্যবাহং ন ত্বেবৈষ ব্যাহরেদ্ধর্ম্মবাহ্যম্।
সদা মনস্বী ক্ষত্রধর্ম্মে রতশ্চ কুন্ত্যাঃ প্রাণৈরিষ্টতমো নৃবীরঃ ॥১৮॥
বিশীর্য্যন্তীং নাবমিবার্ণবান্তে রত্নাভিপূর্ণাং মকরস্য পৃষ্ঠে।
সেনাং তবেমাং হতসর্ব্বযোধাং বিক্ষোভিতাং দ্রক্ষ্যসি পাণ্ডুপুত্রৈঃ ॥১৯॥
ইত্যেতে বৈ কথিতাঃ পাণ্ডুপুত্রা যাংস্ত্বং মোহাদবমন্য প্রবৃত্তঃ।
যদ্যেতেভ্যো মুচ্যসেহভিন্নদেহঃ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্স্যসে জীব এব ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত্যজেদিতি। প্রাণৈস্তুল্যঃ কুন্ত্যা ইষ্টতমঃ প্রিয়তমঃ, মনস্বী প্রশস্তচেতাঃ, সদা ক্ষত্রধর্ম্মে রতশ্চ এষ নৃবীরঃ সহদেবঃ, প্রাণানপি ত্যজেৎ, হব্যবাহমগ্নিমপি প্রবিশেৎ, তথাপি তু ধর্ম্মবাহ্যং ধর্ম্মবহির্ভূতং বাক্যম্, ন ব্যাহরেদ্বদেৎ ॥১৮॥

বীতি। অর্ণবান্তে সমুদ্রমধ্যে, মকরস্য স্বনামপ্রসিদ্ধজলজন্তুবিশেষস্য পৃষ্ঠে লগিত্বেতি শেষঃ, বিক্ষোভিতামাদৌ তদুট্টঙ্কনেন সঞ্চালিতাম্, পরঞ্চ বিশীর্য্যন্তীং বিশীর্য্যমাণাম্, রত্নাভিপূর্ণাম্, নাবং তরণিমিব, তবেমাং সেনাম্, পাণ্ডুপুত্রৈরাদৌ বিক্ষোভিতাং প্রহারেণ সঞ্চালিতাম্, পরঞ্চ হতাঃ সর্ব্বে যোধা যোদ্ধারো যস্যাস্তাং তাদৃশীং দ্রক্ষ্যসি ॥১৯॥

ইতীতি। কথিতা বর্ণিতাঃ। প্রবৃত্তো মদপহরণ ইতি শেষঃ। জীবো জীবন্নেব ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্যক্তং দীর্ঘকোপিত্বমুক্তম্ ॥১১—১৩॥ যং পরিরক্ষন্তি স নকুল ইতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥১৪॥ মৃঢ়সত্ত্ব। মূঢ়বুদ্ধে! শতক্রতোর্বা শতক্রতোরিব ॥১৫—১৯॥ জীব এব জীবন্নেব অমৃত্বৈব পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্স্যসে ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

কুন্তীদেবীর প্রাণের তুল্য প্রিয়তম, প্রশস্তচিত্ত এবং সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত এই মনুষ্যবীর সহদেব বরং প্রাণ পরিত্যাগও করিতে পারেন এবং অগ্নিতে প্রবেশও করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মবহির্ভূত বাক্য বলিতে পারেন না ॥১৮॥

রত্নপূর্ণ নৌকা যেমন সমুদ্রের মধ্যে মকরের পৃষ্ঠে লাগিয়া প্রথমে বিক্ষুব্ধ হইয়া পরে ভাঙ্গিয়া যায়, তেমন পাণ্ডবেরা তোমার এই বাহিনীকে প্রথমে বিক্ষুব্ধ করিয়া, পরে ইহার সমস্ত যোদ্ধাকে সংহার করিবেন; তুমি ইহা দেখিতে পাইবে ॥১৯॥

তুমি মোহবশতঃ যাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই সেই পাণ্ডবগণের বর্ণনা করিলাম। তুমি যদি অক্ষত শরীরে ইঁহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পার, তবে জীবিত থাকিয়াই পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে” ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পার্থাঃ পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রকল্পাস্ত্যক্ত্বা ত্রস্তান্ প্রাঞ্জলীংস্তান্ পদাতীন্।
রথানীকং শরবর্ষান্ধকারং চক্রুঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্ব্বতঃ সন্নিগৃহ্য ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে দ্রৌপদীবাক্যে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সন্তিষ্ঠত প্রহরত তূর্ণং বিপরিধাবত।
ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা চোদয়ামাস তান্ নৃপান্ ॥১॥
ততো ঘোরতমঃ শব্দো রণে সমভবত্তদা।
ভীমার্জ্জুনযমান্ দৃষ্ট্বা সৈন্যানাং সযুধিষ্ঠিরান্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। রথানীকং রথিসৈন্যম্, শরবর্ষেণ অন্ধকারো যত্র তত্র। সন্নিগৃহ্য অভিভূয় ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

সমিতি। সন্তিষ্ঠত ন পলায়ধ্বম্। স্মেতি পাদপূরণে, সৈন্ধবো জয়দ্রথঃ ॥১॥
তত ইতি। শব্দঃ কোলাহলঃ। যমৌ নকুলসহদেবৌ। সযুধিষ্ঠিরান্ যুধিষ্ঠিরসহিতান্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পঞ্চেন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডব ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীত ও কৃতাঞ্জলি সেই পদাতিসৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল দিক্ হইতে আক্রমণ-পূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা রথী সৈন্যগণকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিলেন ॥২১॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর রাজা জয়দ্রথ সেই রাজপুত্রদিগকে এইভাবে যুদ্ধে প্রণোদিত করিলেন যে, "আপনারা দাঁড়ান, প্রহার করুন এবং সকল দিক্ হইতে ধাবিত হউন" ॥১॥

* '…উনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…সপ্ত-ত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

(১)…ইতি স সৈন্ধবো রাজা—পি।

শিবিসৌবীরসিন্ধূনাং বিষাদশ্চাপ্যজায়ত।
তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রান্ ব্যাঘ্রানিব বলোৎকটান্ ॥৩॥
হেমচিত্রসমুৎসেধাং সর্ব্বশৈক্যায়সীং গদাম্।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবদ্ভীমঃ সৈন্ধবং কালচোদিতম্ ॥৪॥
তদন্তরমথাবৃত্য কোটিকাস্যোঽভ্যহারয়ৎ।
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য বৃকোদরম্ ॥৫॥
শক্তিতোমরনারাচৈর্বীরবাহুপ্রচোদিতৈঃ।
কীর্য্যমাণোঽপি বহুভির্ন স ভীমোঽভ্যকম্পত ॥৬॥
গজন্তু সগজারোহং পদাতীংশ্চ চতুর্দ্দশ।
জঘান গদয়া ভীমঃ সৈন্ধবধ্বজিনীমুখে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

শিবীতি। শিবয়স্তদ্বংশীয়াঃ সৌবীরসিন্ধবশ্চ তত্তদ্দেশীয়াস্তেষাম্ ॥৩॥

হেমেতি। ভীমঃ, হেম্না হেমপট্টবেষ্টনেন চিত্রো বিচিত্রঃ সমুৎসেধ উপরিভাগো যস্যাস্তাম্, তথা সর্ব্বেষেব অবয়বেষু শৈক্যায়সী শৈক্যনামকলঘুলোহনির্ম্মিতেতি সর্ব্বশৈক্যায়সী তাং গদাং প্রগৃহ্য, পরাজয়ায় কালচোদিতং সৈন্ধবং জয়দ্রথমভ্যদ্রবৎ ॥৪॥

তদিতি। অথ কোটিকাস্যস্তন্নামাখ্যঃ প্রাগুক্তো রাজপুত্রঃ, মহতা রথানাং বংশেন সমূহেন, তয়োর্ভীমজয়দ্রথয়োঃ অন্তরং মধ্যদেশম্, আবৃত্য নিরুধ্য, বৃকোদরং পরিবার্য্য নিবার্য্য চ, অভ্যহারয়ৎ ভীমং প্রতি অস্ত্রাণি ন্যক্ষিপৎ ॥৫॥

শক্তীতি। বীরবাহুভিঃ প্রচোদিতৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ। কীর্য্যমাণোঽপি আচ্ছাদ্যমানোঽপি ॥৬॥

গজমিতি। সগজারোহম্ আরোহিসহিতম্। সৈন্ধবস্য ধ্বজিনীমুখে সেনাগ্রে ॥৭॥

তাহার পর যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখিয়া তখনই জয়দ্রথের সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল ॥২॥

এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় বলমত্ত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণকে দেখিয়া শিবিবংশীয় ও সিন্ধু-সৌবীরদেশীয় রাজগণের বিষাদ জন্মিল ॥৩॥

যাহার উপরিভাগ স্বর্ণপট্টবেষ্টিত এবং সমস্ত ভাগ শৈক্যলৌহে নির্ম্মিত ছিল, সেই গদা-ধারণ করিয়া ভীমসেন কালপ্রেরিত জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৪॥

তাহার পর কোটিকাস্য বিশাল রথসমূহদ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্যস্থান আবৃত করিয়া ভীমকে নিবারণপূর্ব্বক অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন বীরগণনিক্ষিপ্ত বহুতর শক্তি, তোমর ও নারাচদ্বারা আবৃত হইয়াও ভীমসেন বিচলিত হইলেন না ॥৬॥

পার্থঃ পঞ্চশতান্ শূরান্ পার্ব্বতীয়ান্ মহারথান্।
পরীপ্সমানঃ সৌবীরং জঘান ধ্বজিনীমুখে ॥৮॥
রাজা স্বয়ং সুবীরাণাং প্রবরাণাং প্রহারিণাম্।
নিমেষমাত্রেণ শতং জঘান সমরে তদা ॥৯॥
দদৃশে নকুলস্তত্র রথাৎ প্রস্কন্দ্য খড়্গধৃক্।
শিরাংসি পাদরক্ষাণাং বীজবৎ প্রবপন্ মুহুঃ ॥১০॥
সহদেবস্তু সংযায় রথেন গজযোধিনঃ।
পাতয়ামাস নারাচৈদ্রু্র্মেভ্য ইব বর্হিণঃ ॥১১॥
ততস্ত্রিগর্ত্তঃ সধনুরবতীর্য্য মহারথাৎ।
গদয়া চতুরো বাহান্ রাজ্ঞস্তস্য তদাবধীৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

পার্থ ইতি। পার্থোঽর্জ্জুনঃ, অন্যেষাং পৃথগুপাদানাৎ। পরীপ্সমানো ধর্ত্তুমিচ্ছন্ ॥৮॥
রাজেতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সুবীরাণাং সৌবীরদেশীয়ানাম্, প্রহারিণাং যোদ্ধৄণাম্ ॥৯॥
দদৃশ ইতি। প্রস্কন্দ্য অবপ্লুত্য। পাদরক্ষাণাং রথচক্ররক্ষকাণাম্, প্রবপন্ নিপাতয়ন্ ॥১০॥
সহেতি। গজযোধিনো বিপক্ষসৈন্যান্। বর্হিণো ময়ূরান্ ॥১১॥
তত ইতি। ত্রিগর্ত্তস্ত্রিগর্ত্তরাজঃ। বাহান্ অশ্বান্, রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য ॥১২॥

পরন্তু ভীমসেন গদাদ্বারা জয়দ্রথসৈন্যের সম্মুখভাগে অবস্থিত চৌদ্দ জন পদাতিকে এবং আরোহীর সহিত একটা হাতীকে সংহার করিলেন ॥৭॥

অর্জ্জুন জয়দ্রথকে ধরিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সৈন্যের সম্মুখভাগে পাঁচ শত পার্ব্বত্য মহারথ বীরকে বধ করিলেন ॥৮॥

তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষের মধ্যে সৌবীরদেশীয় প্রধান এক শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন ॥৯॥

সেই সময়ে ইহাও দেখা গেল যে, নকুল খড়্গধারণপূর্ব্বক রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ধান্যাদিবীজের ন্যায় চক্ররক্ষী সৈন্যগণের মস্তক সকল মুহুর্মুহুঃ নিপাতিত করিতেছেন ॥১০॥

এবং সহদেবও রথারোহণপূর্ব্বক জয়দ্রথের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া নারাচদ্বারা বৃক্ষ হইতে ময়ূরসমূহের ন্যায় গজারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥১১॥

তাহার পর ধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্তরাজ মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তখনই গদাদ্বারা যুধিষ্ঠিরের রথের চারিটা অশ্বকেই বধ করিলেন ॥১২॥

(১১) সহদেবস্তু সংযাতঃ—বা ব কা পি।

তমভ্যাসগতং রাজা পদাতিং কুন্তিনন্দনঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন বিব্যাধোরসি ধর্ম্মরাট্ ॥১৩॥
স ভিন্নহৃদয়ো বীরো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
পপাতাভিমুখং প্রাপ্তশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥১৪॥
ইন্দ্রসেনদ্বিতীয়স্তু রথাৎ প্রস্কন্দ্য ধর্ম্মরাট্।
হতাশ্বঃ সহদেবস্য প্রতিপেদে মহারথম্ ॥১৫॥
নকুলং ত্বভিসন্ধায় ক্ষেমঙ্করমহামুখৌ।
উভাবুভয়তস্তীক্ষ্ণৈঃ শরবর্ষৈরবর্ষতাম্ ॥১৬॥
তোমরৈরভিবর্ষন্তৌ জীমূতাবিব বার্ষিকৌ।
একৈকেন বিপাঠেন জঘ্নে মাদ্রবতীসুতঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অভ্যাসগতং সমীপোপস্থিতম্। উরসি বক্ষসি ॥১৩॥

স ইতি। ভিন্নহৃদয়ো বিদীর্ণবক্ষাঃ। অভিমুখং যুধিষ্ঠিরস্যৈব ॥১৪॥

ইন্দ্রেতি। প্রস্কন্দ্য হতাশ্বত্বাদেবাবপ্লুত্য। প্রতিপেদে প্রাপ আরুরোহেত্যর্থঃ ॥১৫॥

নকুলমিতি। ক্ষেমঙ্করমহামুখৌ তদাখ্যৌ বীরৌ। উভয়ত উভয়দিগ্‌ভ্যাম্ ॥১৬॥

তোমরৈরিতি। জীমূতৌ মেঘাবিব, বার্ষিকৌ বর্ষাকালীনৌ। বিপাঠেন তদাখ্যো-নাস্ত্রেণ ॥১৭॥

তখন যুধিষ্ঠির অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা নিকটবর্ত্তী ও পাদচারী ত্রিগর্ত্তরাজের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥১৩॥

তাহাতেই ত্রিগর্ত্তরাজের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল; তাই সম্মুখাগত বীর ত্রিগর্ত্তরাজ মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে থাকিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৪॥

তখন অশ্বগুলি নিহত হইয়াছিল বলিয়া যুধিষ্ঠির নিজ সারথি ইন্দ্রসেনের সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যাইয়া সহদেবের বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥১৫॥

এদিকে 'ক্ষেমঙ্কর' ও 'মহামুখ' নামক দুই মহাবীর নকুলকে লক্ষ্য করিয়া, দুই দিক্ হইতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

এবং বর্ষাকালের দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় তাঁহারা নকুলের উপরে তোমরও বর্ষণ করিতে থাকিলেন; তখন নকুল এক একটী বিপাঠ অস্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে বধ করিলেন ॥১৭॥

(১৪)...পপতাভিমুখঃ পার্থম্—বা ব কা পি।

ত্রিগর্ত্তরাজঃ সুরথস্তস্যাথ রথধূর্গতঃ।
রথমাক্ষেপয়ামাস গজেন গজযানবিৎ ॥১৮॥
নকুলস্ত্বপভীস্তস্মাদ্রথাচ্চর্ম্মাসিপাণিমান্।
উদ্‌ভ্রাম্য স্থানমাস্থায় তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৯॥
সুরথস্তং গজবরং বধায় নকুলস্য তু।
প্রেষয়ামাস সক্রোধমভ্যুচ্ছ্রিতকরং ততঃ ॥২০॥
নকুলস্তস্য নাগস্য সমীপপরিবর্ত্তিনঃ।
সবিষাণং ভুজং মূলে খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥২১॥
স বিনদ্য মহানাদং গজঃ কঙ্কণভূষণঃ।
পতন্নবাকৃশিরা ভূমৌ হস্ত্যারোহমপোথয়ৎ ॥২২॥
স তৎ কর্ম্ম মহৎ কৃত্বা শূরো মাদ্রবতীসুতঃ।
ভীমসেনরথং প্রাপ্য শর্ম্ম লেভে মহারথঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্রীতি। ত্রিগর্ত্তরাজঃ অপরঃ। রথধূর্গতো রথান্তিকগতঃ ॥১৮॥

নকুল ইতি। অপভীর্নির্ভয়ঃ। উদ্‌ভ্রাম্য চর্ম্মাসী ঘূর্ণয়িত্বা, স্থানং ভূতলম্ ॥১৯॥

সুরথ ইতি। অভ্যুচ্ছ্রিতকরং নকুলং প্রতি উত্তোলিতশুণ্ডম্ ॥২০॥

নকুল ইতি। নাগস্য হস্তিনঃ। সবিষাণং সদন্তম্, ভুজং শুণ্ডাম্ ॥২১॥

স ইতি। কঙ্কণং শেখরঃ, "কঙ্কণং শেখরে হস্তসূত্রমণ্ডনয়োরপি" ইতি বিশ্বঃ ॥২২॥

তাহার পর হস্তিযাননিপুণ 'সুরথ'-নামক অপর একজন ত্রিগর্ত্তরাজ নকুলের রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্তীদ্বারা সেই রথখানাকে আকর্ষণ করাইলেন ॥১৮॥

তখন অসি-চর্ম্মধারী নির্ভয়চিত্ত নকুল সেই অসি-চর্ম্ম ঘুরাইতে ঘুরাইতে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥১৯॥

তদনন্তর সুরথ নকুলকে বধ করিবার জন্য ক্রোধের সহিত সেই উত্তোলিতশুণ্ড হস্তিবরকে প্রেরণ করিলেন ॥২০॥

সেই হস্তী নিকটবর্ত্তী হইলে, নকুল খড়্গদ্বারা দন্তের সহিত তাহার শুঁড়টাকে মূলদেশেই ছেদন করিলেন ॥২১॥

তখন শিরোভূষণভূষিত সেই হস্তী বিশাল গর্জ্জন করিয়া অধোমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিয়া আরোহীকে নিষ্পেষিত করিল ॥২২॥

---

(১৯)...উদ্‌ভ্রান্তং স্থানমাস্থায়—বা ব কা, ...উদ্‌ভ্রান্তং স্থানমাসাদ্য—পি। (২২) গজঃ কঙ্কটভূষণঃ—পি।

ভীমস্ত্বাপততো রাজ্ঞঃ কোটিকাস্যস্য সঙ্গরে।
সূতস্য নুদতো বাহান্ ক্ষুরপ্রেণাহরচ্ছিরঃ ॥২৪॥
ন বুবোধ হতং সূতং স রাজা বাহুশালিনা।
তস্যাশ্বা ব্যদ্রবন্ সংখ্যে হতসূতাস্ততস্ততঃ ॥২৫॥
বিমুখং হতসূতং তং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
জঘান তলযুক্তেন প্রাসেনাভ্যেত্য পাণ্ডবঃ ॥২৬॥
দ্বাদশানান্তু সর্ব্বেষাং সৌবীরাণাং ধনঞ্জয়ঃ।
চকর্ত্ত নিশিতৈর্ভল্লৈর্ধনূংষি চ শিরাংসি চ ॥২৭॥
শিবীনিক্ষ্বাকুমুখ্যাংশ্চ ত্রিগর্ত্তান্ সৈন্ধবানপি।
জঘানাতিরথঃ সংখ্যে বাণগোচরমাগতান্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তৎ গজবধরূপম্। শর্ম্ম স্বস্তি ॥২৩॥
ভীম ইতি। আপতত আগচ্ছতঃ, সঙ্গরে যুদ্ধে। নুদতশ্চালয়তঃ, বাহান্ অশ্বান্ ॥২৪॥
নেতি। স কোটিকাস্যঃ, বাহুশালিনা ভীমেন। সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৫॥
বিমুখমিতি। তং কোটিকাস্যম্। তলযুক্তেন মুষ্টিসমন্বিতেন ॥২৬॥
দ্বাদশানামিতি। সৌবীরাণাং সৌবীরদেশীয়ানাং বীরাণাম্ ॥২৭॥
শিবীনিতি। সৈন্ধবান্ সিন্ধুদেশীয়ান্। অতিরথঃ অর্জ্জুনঃ, সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্তিষ্ঠতেতি ॥১—৪॥ অন্তরমভ্যাহারয়ৎ ভীমজয়দ্রথয়োর্মধ্যে প্রবেশেন ব্যবধানং কৃতবান্, রথবংশেন রথবর্গেণ ॥৫—২০॥ সবিষাণং ভুজম্, সদন্তং শুণ্ডদণ্ডম্, মূলে গণ্ডপ্রদেশে ॥২১—২৫॥

এদিকে বীর ও মহারথ নকুল সেই গুরুতর কার্য্য করিয়া ভীমসেনের রথে উঠিয়া স্বস্তি লাভ করিলেন ॥২৩॥

কোটিকাস্যরাজা যুদ্ধে ভীমের দিকে আসিতেছিলেন এবং তাঁহার সারথি ঘোড়াগুলিকে চালাইতেছিল; এই সময়ে ভীম ক্ষুরপ্রদ্বারা সেই সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥২৪॥

ভীম সারথিকে যে বধ করিয়াছেন, তাহা কোটিকাস্য বুঝিতেই পারিলেন না; কিন্তু সারথি নিহত হওয়ায় তাঁহার ঘোড়াগুলি যুদ্ধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল ॥২৫॥

তখন যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীমসেন নিকটবর্ত্তী হইয়া মুষ্টিযুক্ত প্রাসদ্বারা পরাঙ্মুখ ও হতসারথি সেই কোটিকাস্যকে বধ করিলেন ॥২৬॥

এদিকে অর্জ্জুন নিশিত ভল্লদ্বারা সৌবীরদেশীয় বার জন বীরের মধ্যে সকলেরই ধনু ও মস্তক ছেদন করিলেন ॥২৭॥

সাদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত বহবঃ সব্যসাচিনা।
সপতাকাশ্চ মাতঙ্গাঃ সধ্বজাশ্চ মহারথাঃ ॥২৯॥
প্রচ্ছাদ্য পৃথিবীং তস্থুঃ সর্ব্বমায়োধনং প্রতি।
শরীরাণ্যশিরস্কানি বিদেহানি শিরাংসি চ ॥৩০॥
শ্বগৃধ্রকঙ্ককাকোল-ভাসগোমায়ুবায়সাঃ।
অতৃপ্যংস্তত্র বীরাণাং হতানাং মাংসশোণিতৈঃ ॥৩১॥
হতেষু তেষু বীরেষু সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
বিমুচ্য কৃষ্ণাং সন্ত্রস্তঃ পলায়নমনাঽভবৎ ॥৩২॥
স তস্মিন্ সঙ্কুলে সৈন্যে দ্রৌপদীমবতার্য্য তাম্।
প্রাণপ্রেপ্সুরুপাধাবদ্বনং তত্র নরাধমঃ ॥৩৩॥
দ্রৌপদীং ধর্ম্মরাজস্তু দৃষ্ট্বা ধৌম্যপুরস্কৃতাম্।
মাদ্রীপুত্রেণ বীরেণ রথমারোপয়ত্তদা ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সাদিতা ইতি। সাদিতা নিপাতিতাঃ। মহান্তো রথা মহারথাঃ ॥২৯॥
প্রচ্ছাদ্যেতি। পৃথিবীং ভূমিম্, আয়োধনং যুদ্ধম্, যুদ্ধস্য সর্ব্বং স্থানমিত্যর্থঃ ॥৩০॥
শ্বেতি। কঙ্কাঃ পক্ষিবিশেষাঃ, কাকোলা দ্রোণকাকাঃ, বায়সাঃ সাধারণকাকাঃ ॥৩১॥
হতেম্বিতি। পলায়নমনাঃ পলায়নেচ্ছুঃ। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৩২॥
স ইতি। সঙ্কুলে বিশৃঙ্খলে। অবতার্য্য স্বরথাৎ। প্রাণপ্রেপ্সুঃ প্রাণরক্ষণেচ্ছুঃ ॥৩৩॥

এবং অতিরথ অর্জ্জুন যুদ্ধে বাণপথে উপস্থিত হওয়ামাত্রই শিবি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় এবং ত্রিগর্ত্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরদিগকে সংহার করিলেন ॥২৮॥

ক্রমে দেখা গেল—অর্জ্জুন পতাকার সহিত বহুতর হস্তীকে এবং ধ্বজের সহিত অনেক বড় বড় রথকে নিপাতিত করিয়াছেন ॥২৯॥

তখন মস্তকশূন্য বহুতর দেহ এবং দেহশূন্য বহুতর মস্তক সমগ্র যুদ্ধস্থানটাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছিল ॥৩০॥

সেই সময়ে কুকুর, হাড়গিলা, দাঁড়কাক, ভাস, শৃগাল ও সাধারণ কাক সকল নিহত বীরগণের রক্ত ও মাংসদ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল ॥৩১॥

সেই বীরগণ নিহত হইলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৩২॥

ক্রমে সেই নরাধম জয়দ্রথ আপন রথ হইতে দ্রৌপদীকে নামাইয়া দিয়া প্রাণরক্ষার জন্য বনের ভিতরে ধাবিত হইল ॥৩৩॥

(৩৩)...বনং যেন নরাধমঃ—বা ব কা পি।

ততস্তদ্বিদ্রুতং সৈন্যমপযাতে জয়দ্রথে।
আদিশ্যাদিশ্য নারাচৈরাজঘান বৃকোদরঃ ॥৩৫॥
সব্যসাচী তু তং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তং জয়দ্রথম্।
বারয়ামাস নিঘ্নন্তং ভীমং সৈন্ধবসৈনিকান্ ॥৩৬॥
অর্জ্জুন উবাচ।
যস্যাপচারাৎ প্রাপ্তোঽয়মস্মান্ ক্লেশো দুরাসদঃ।
তমস্মিন্ সমরোদ্দেশে ন পশ্যামি জয়দ্রথম্ ॥৩৭॥
তমেবান্বিষ ভদ্রং তে কিং তে যোধৈর্নিপাতিতৈঃ।
অনামিষমিদং কর্ম্ম কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

দ্রৌপদীমিতি। মাদ্রীপুত্রেণ সহদেবেন, তদীয়রথ এব ধর্ম্মরাজস্য প্রাগারোহণাৎ ॥৩৪॥
তত ইতি। বিদ্রুতং পলায়িতম্। আদিশ্যাদিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যাজ্ঞায়াজ্ঞায় ॥৩৫॥
সব্যেতি। সৈন্ধবস্য জয়দ্রথস্য সৈনিকান্ নিঘ্নন্তং ভীমং বারয়ামাস ॥৩৬॥
যস্যেতি। অপচারাদত্যাচারাৎ। সমরোদ্দেশে যুদ্ধভূমৌ ॥৩৭॥
তমিতি। অন্বিষ অন্বিষ্য। ইদং যোধনিপাতনরূপং কর্ম্ম, ন বিদ্যতে আমিষং লোভো যস্মিংস্তৎ, অবাঞ্ছনীয়মিত্যর্থঃ, "আমিষং পললে লোভে" ইত্যাদিবিশ্বঃ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তলযুক্তেন মুষ্টিযুক্তেন। "তলং স্বরূপে" ইত্যুপক্রম্য "চপেটে চ ৎসরৌ" বিতি মেদিনী। ৎসরুঃ খড়্গাদিমুষ্টিঃ ॥২৬—৩৪॥ আদিশ্য নাম বিশ্রাব্য ॥৩৫॥ সৈনিকান্ নিঘ্নন্তং ভীমং বারয়ামাস

তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ধৌম্যপুরোহিতের সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া তখনই সহদেবদ্বারা তাঁহাকে আপন রথে আরোহণ করাইলেন ॥৩৪॥

ওদিকে জয়দ্রথ পলায়ন করিলে তাঁহার সৈন্যগণও পলায়ন করিতে লাগিল; তখন ভীমসেন 'দাঁড়া দাঁড়া' বলিয়া আদেশ করিয়া করিয়া নারাচদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

জয়দ্রথ পলায়ন করিয়াছে এবং ভীম তাহার সৈন্য বিনাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন ভীমকে নিবারণ করিলেন ॥৩৬॥

অর্জ্জুন বলিলেন—"যাহার অত্যাচারে আমাদের এই দুঃসহ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেই জয়দ্রথকেই এই সমরস্থলে দেখিতেছি না ॥৩৭॥

অতএব তাহারই অন্বেষণ করুন; আপনার মঙ্গল হউক; এই যোদ্ধৃগণকে বিনাশ করায় আপনার কি ফল হইবে? এটা ত অবাঞ্ছনীয় কার্য্য। আপনিই বা কি মনে করেন?" ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তো ভীমসেনস্তু গুড়াকেশেন ধীমতা।
যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥৩৯॥

হতপ্রবীরা রিপবো ভূয়িষ্ঠং বিদ্রুতা দিশঃ।
গৃহীত্বা দ্রৌপদীং রাজন্! নিবর্ত্ততু ভবানিতঃ ॥৪০॥

যমাভ্যাং সহ রাজেন্দ্র! ধৌম্যেন চ মহাত্মনা।
প্রাপ্যাশ্রমপদং রাজন্! দ্রৌপদীং পরিসান্ত্বয় ॥৪১॥

নহি মে মোক্ষ্যতে জীবন্ মূঢ়ঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ।
পাতালতলসংস্থোঽপি যদি শক্রোঽস্য সারথিঃ ॥৪২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন হন্তব্যো মহাবাহো! দুরাত্মাপি স সৈন্ধবঃ।
দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশো নিয়ন্তা তেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেনেত্যর্থঃ ॥৩৯॥

হতেতি। হতাঃ প্রকৃষ্টা বীরা যেষাং তে। ভূয়িষ্ঠং বহুলং যথা স্যাত্তথা ॥৪০॥

যমাভ্যামিতি। যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্। আশ্রমপদমাশ্রমস্থানম্ ॥৪১॥

নহীতি। সৈন্ধবকো জয়দ্রথঃ, কুৎসায়াং কপ্রত্যয়ঃ। সারথিঃ সহায়ঃ ॥৪২॥

নেতি। সৈন্ধবো জয়দ্রথঃ। অভিসংস্মৃত্য জ্যেষ্ঠতাততনয়ায়া দুঃশলায়া বৈধব্যযাতনাম্ ইয়ন্তং কালং যাবচ্ছোকানুভবেন যশস্বিন্যাশ্চ গান্ধার্য্যাঃ শোকং বিভাব্যেতি ভাবঃ ॥৪৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন এই কথা বলিলে, বাগ্মী ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন—॥৩৯॥

"মহারাজ! শত্রুপক্ষের প্রধান প্রধান বীরই নিহত হইয়াছে এবং অনেকে নানাদিকে পলায়ন করিয়াছে; অতএব আপনি দ্রৌপদীকে লইয়া এস্থান হইতে ফিরিয়া যান ॥৪০॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! মহাত্মা ধৌম্যপুরোহিত এবং নকুল ও সহদেবের সহিত আপনি আশ্রমে যাইয়া দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করুন ॥৪১॥

জয়দ্রথ যদি পাতালেও যাইয়া থাকে এবং ইন্দ্রও যদি তাহার সহায় হন, তথাপি সে মূর্খ জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না" ॥৪২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহাবাহু! জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও, দুঃশলার বিষয় এবং যশস্বিনী গান্ধারীর বিষয় ভাবিয়া তাহাকে বধ করিও না" ॥৪৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা দ্রৌপদী ভীমমুবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া।
কুপিতা হ্রীমতী প্রাজ্ঞা পতী ভীমার্জ্জুনাবুভৌ ॥৪৪॥

কর্ত্তব্যঞ্চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।
সৈন্ধবাপসদঃ পাপো দুর্ম্মতিঃ কুলপাংসনঃ ॥৪৫॥

ভার্য্যাপহর্ত্তা যো বৈরী যশ্চ রাজ্যহরো রিপুঃ।
যাচমানোঽপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন ॥৪৬॥

ইত্যুক্তৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ যযতুর্যত্র সৈন্ধবঃ।
রাজা নিববৃতে কৃষ্ণামাদায় সপুরোহিতঃ ॥৪৭॥

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবৃষীমঠম্।
মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈরনুকীর্ণং দদর্শ হ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তচ্ছ্রুত্বেতি। 'ভীমং ভয়ঙ্করং যথা স্যাত্তথা উবাচ, ব্যাকুলেন্দ্রিয়া ক্ষুব্ধচিত্তা, হ্রীমতী লজ্জাবতী, অপরাধিনো মুক্ত্যাদেশাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥

কর্ত্তব্যমিতি। মহ্যং মম। সৈন্ধবশ্চাসৌ অপসদো নিকৃষ্টশ্চেতি সঃ ॥৪৫॥

ভার্য্যেতি। যাচমানোঽপি নিজমুক্তিমিতি শেষঃ ॥৪৬॥

ইতীতি। তৌ ভীমার্জ্জুনৌ। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সপুরোহিতো ধৌম্যসহিতঃ ॥৪৭॥

স ইতি। ব্যপবিদ্ধা দ্রৌপদীহরণকালীনসংঘর্ষেণ বিশৃঙ্খলীকৃতা বৃষ্যঃ ঋষীণামাসনানি মঠাশ্চাত্রাবাসাশ্চ যত্র তৎ। অনুকীর্ণং ব্যাপ্তম্ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ক্রুদ্ধা ও লজ্জিতা হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ও ভয়ঙ্করভাবে ভীম ও অর্জ্জুন—দুই স্বামীকেই কহিলেন—॥৪৪॥

"আমার প্রিয়কার্য্য যদি আপনাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে সেই নরাধম, পাপাত্মা, দুর্ম্মতি ও কুলদূষক নিকৃষ্ট সিন্ধুরাজকে বধই করিবেন ॥৪৫॥

যে লোক ভার্য্যাপহারী শত্রু এবং যে ব্যক্তি রাজ্যাপহারী বৈরী, সে যদি যুদ্ধে মুক্তি প্রার্থনাও করে, তথাপি কোন প্রকারেই তাহাকে মুক্ত করা উচিত নহে" ॥৪৬॥

দ্রৌপদী এইরূপ বলিলে, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও অর্জ্জুন—যেদিকে জয়দ্রথ গিয়াছিলেন, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীকে লইয়া ধৌম্যপুরোহিতের সহিত আশ্রমের দিকে ফিরিলেন ॥৪৭॥

তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ঋষিদের আসনগুলি বিকীর্ণ

দ্রৌপদীমনুশোচদ্ভির্ব্রাহ্মণৈস্তৈঃ সমাহিতৈঃ।
সমিয়ায় মহাপ্রাজ্ঞঃ সভার্য্যো ভ্রাতৃমধ্যগঃ ॥৪৯॥
তে চ তং মুদিতা দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রত্যাগতং নৃপম্।
জিত্বা তান্ সিন্ধুসৌবীরান্ দ্রৌপদীঞ্চাহৃতাং পুনঃ ॥৫০॥
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা তত্র চোপবিবেশ হ।
প্রবিবেশাশ্রমং কৃষ্ণা যমাভ্যাং সহ ভাবিনী ॥৫১॥
ভীমার্জ্জুনাবপি শ্রুত্বা ক্রোশমাত্রগতং রিপুম্।
স্বয়মশ্বাংস্তুদন্তৌ তৌ জবেনৈবাভ্যধাবতাম্ ॥৫২॥
ইদমত্যদ্ভুতং চাত্র চকারাতিরথোঽর্জ্জুনঃ।
ক্রোশমাত্রগতানশ্বান্ সৈন্ধবস্য জঘান যৎ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

দ্রৌপদীমিতি। সমাহিতৈর্দ্রৌপদ্যুদ্ধারে কৃতমনোযোগৈঃ। সমিয়ায় মিলিতো বভূব ॥৪৯॥
ত ইতি। তে ব্রাহ্মণাশ্চ, মুদিতা অভবন্নিতি শেষঃ ॥৫০॥
স ইতি। তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ। যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্, ভাবিনী আশ্রমানুরাগিণী ॥৫১॥
ভীমেতি। রিপুং জয়দ্রথম্। তুদন্তৌ কশাঘাতেন ব্যথয়ন্তৌ, জবেন বেগেন ॥৫২॥

এবং ছাত্রদের বাসস্থানগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; আর মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আসিয়া আশ্রমটীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥৪৮॥

এবং সেই ব্রাহ্মণেরা একাগ্রচিত্তে দ্রৌপদীর বিষয়ে শোক করিতেছেন। এমন সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের মধ্যে থাকিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যাইয়া সেই ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইলেন ॥৪৯॥

সেই সিন্ধুদেশীয় ও সৌবীরদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়া রাজা পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং দ্রৌপদীকেও আনয়ন করিয়াছেন—ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা আনন্দিত হইলেন ॥৫০॥

তখন রাজা সেই ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানেই উপবেশন করিলেন; আর আশ্রমানুরাগিণী দ্রৌপদী নকুল ও সহদেবের সহিত যাইয়া আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিলেন ॥৫১॥

এদিকে জয়দ্রথ একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন—ইহা শুনিয়া ভীম এবং অর্জ্জুনও নিজেরাই অশ্বগণকে চালাইতে থাকিয়া বেগে ধাবিত হইলেন ॥৫২॥

এই সময়ে অতিরথ অর্জ্জুন এই অত্যদ্ভুত কার্য্য করিলেন যে, জয়দ্রথের অশ্বগুলি একক্রোশ পথ গিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই সেগুলিকে বধ করিলেন ॥৫৩॥

---

(৫০) তে স্ম তং মুদিতা দৃষ্ট্বা—বা ব কা। (৫৩)...চকার পুরুষোঽর্জ্জুনঃ—বা ব কা পি।

স হি দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ কৃচ্ছ্রকালেঽপ্যসম্ভ্রমঃ।
অকরোদ্দুষ্করং কর্ম্ম শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ ॥৫৪॥
ততোঽভ্যধাবতাং বীরাবুভৌ ভীমধনঞ্জয়ৌ।
হতাশ্বং সৈন্ধবং ভীতমেকং ব্যাকুলচেতসম্ ॥৫৫॥
সৈন্ধবস্তু হতান্ দৃষ্ট্বা তথাশ্বান্ স্বান্ সুদুঃখিতঃ।
অতিবিক্রমকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
পলায়নকৃতোৎসাহঃ প্রাদ্রবদ্‌যেন বৈ বনম্ ॥৫৬॥
সৈন্ধবং ত্বভিসম্প্রেক্ষ্য পরাক্রান্তং পলায়নে।
অনুযায় মহাবাহুঃ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। অত্যদ্ভুতং কর্ম্ম। সৈন্ধবস্য জয়দ্রথস্য ॥৫৩॥

স ইতি। হি যস্মাৎ। অস্ত্রেণ দিব্যাস্ত্রমন্ত্রেণ অনুমন্ত্রিতৈঃ ॥৫৪॥

তত ইতি। সৈন্ধবং জয়দ্রথম্, ব্যাকুলচেতসং ভয়েন বিহ্বলচিত্তম্ ॥৫৫॥

সৈন্ধব ইতি। যেন পথা বনং প্রাদ্রবৎ তেনৈব পলায়নকৃতোৎসাহ আসীৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৬॥

সৈন্ধবমিতি। পরাক্রান্তং প্রবৃত্তম্। ফাল্গুনঃ অর্জ্জুনঃ ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৩৬॥ সমরোদ্দেশে যুদ্ধভূমৌ ॥৩৭॥ অধিব অধিচ্ছ ॥৩৮—৪২॥ দুঃশলাং দুর্য্যোধনভগিনীম্ ॥৪৩ ৪৭॥ অপবিদ্ধা ইতস্ততো বিশীর্ণা, বৃষ্যো ঋষীণামাসনানি মঠাশ্চ ছাত্রাণামালয়া যত্র তৎ ॥৪৮—৫৫॥ অতিবিক্রমযুক্তানি কর্ম্মাণি ॥৫৬—৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

কারণ, অর্জ্জুন স্বর্গীয় অস্ত্র জানিতেন এবং বিপদের সময়ও অধীর হইতেন না; তাই তিনি অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই বাণদ্বারা দুষ্কর কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন ॥৫৪॥

অশ্বগণ নিহত হইলে, একাকী জয়দ্রথ ভীত ও আকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন; তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন—দুই জনেই তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৫॥

জয়দ্রথ, নিজের অশ্বগুলিকে নিহত এবং অর্জ্জুনকে অতিবিক্রমের কার্য্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া—যে পথে বনে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥৫৬॥

তখন মহাবাহু অর্জ্জুন জয়দ্রথকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৫৭॥

অনেন বীর্য্যেণ কথং স্ত্রিয়ং প্রার্থয়সে বলাৎ।
রাজপুত্র! নিবর্ত্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৫৮॥
কথং হ্যনুচরান্ হিত্বা শত্রুমধ্যে পলায়সে।
ইত্যুচ্যমানঃ পার্থেন সৈন্ধবো ন ন্যবর্ত্তত ॥৫৯॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ভীমঃ সহসাভ্যদ্রবদ্বলী।
মা বধীরিতি পার্থস্তং দয়াবান্ প্রত্যভাষত ॥৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে জয়দ্রথপলায়নে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

অনেনেতি। এতেন বীর্য্যস্য নিতান্ত এব নিকর্ষঃ সূচিতঃ ॥৫৮॥

কথমিতি। হিত্বা পরিত্যজ্য। পার্থেনার্জ্জুনেন, ফাল্গুনোপক্রমাৎ ॥৫৯॥

তিষ্ঠেতি। ইতি ব্রুবন্নিতি শেষঃ। অভ্যদ্রবৎ অভ্যধাবৎ। পার্থোঽর্জ্জুনঃ ॥৬০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

"রাজপুত্র! তুমি এই বলে পরস্ত্রী হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে। তুমি নিবৃত্ত হও, তোমার পলায়ন করা উচিত নহে ॥৫৮॥

তুমি নিজের অনুচরগণকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে পলায়ন করিতেছ?"। অর্জ্জুন এইরূপ বলিলেও জয়দ্রথ ফিরিলেন না ॥৫৯॥

তৎক্ষণাৎ 'দাঁড়া' 'দাঁড়া' এই কথা বলিয়া বলবান্ ভীমসেন তাঁহার অনুসরণ করিলেন; তখন অর্জ্জুন দয়ার্দ্র হইয়া ভীমকে বলিলেন—"জয়দ্রথকে বধ করিবেন না" ॥৬০॥

—ঃ*ঃ—

* '…ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—ব। ব, '…একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ। *

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জয়দ্রথস্তু সংপ্রেক্ষ্য ভ্রাতরাবুদ্যতায়ুধৌ।
প্রাধাবত্তূর্ণমব্যগ্রো জীবিতেপ্সুঃ সুদুঃখিতঃ ॥১॥
তং ভীমসেনো ধাবন্তমবতীর্য্য রথাদ্বলী।
অভিদ্রুত্য নিজগ্রাহ কেশপক্ষে হ্যমর্ষণঃ ॥২॥
সমুদ্যম্য চ তং ভীমো নিষ্পিপেষ মহীতলে।
শিরো গৃহীত্বা রাজানং তাড়য়ামাস চৈব হ ॥৩॥
পুনঃ সঞ্জীবমানস্য তস্যোৎপতিতুমিচ্ছতঃ।
পদা মূর্দ্ধি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্বিলপিষ্যতঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

জয়েতি। ভ্রাতরৌ ভীমার্জ্জুনৌ। অব্যগ্রঃ পলায়নে অনাকুলঃ ॥১॥

তমিতি। কেশপক্ষে কেশপাশে, "পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থাঃ কচাৎ পরে" ইত্যমরঃ ॥২॥

সমিতি। সমুদ্যম্য সমুত্তোল্য, চকারাদ্ভূতলে নিপাত্য চ। রাজানং জয়দ্রথম্ ॥৩॥

পুনরিতি। সঞ্জীবমানস্য সঞ্জীবতঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বাদাগতচেতনস্যেত্যর্থঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জয়দ্রথ, ভীম ও অর্জ্জুনকে অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া, অতিদুঃখিত ও প্রাণরক্ষার্থী হইয়া, অবিহ্বলভাবে সত্বর পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১॥

তখন বলবান্ ও ক্রুদ্ধ ভীমসেন রথ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত যাইয়া ধাবনশীল জয়দ্রথের কেশকলাপ ধারণ করিলেন ॥২॥

এবং ভীমসেন জয়দ্রথকে উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ করিলেন, পরে আবার মস্তক ধারণ করিয়া তাড়ন করিলেন ॥৩॥

* ইতঃ পূর্ব্বং কা-নি-পুস্তকয়োঃ 'জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্ব' ইতি লিখিতম্। তন্ন সঙ্গচ্ছতে, প্রকরণৈক্যাৎ মুনিগণিতপর্ব্বশতাধিকপর্ব্বসম্ভবাৎ "দ্রৌপদীহরণং পর্ব্ব জয়দ্রথবিমোক্ষণম্। পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং সাবিত্র্যাশ্চৈবমদ্ভুতম্। রামোপাখ্যানমত্রৈব—" ইতি পর্ব্বসংগ্রহবচনে 'অত্রৈব দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণ্যেব জয়দ্রথবিমোক্ষণং পতিব্রতায়াঃ সাবিত্র্যা অদ্ভুতং মাহাত্ম্যং রামোপাখ্যানঞ্চ জ্ঞেয়ম্' ইতি ব্যাখ্যানস্যৈবৌচিত্যাৎ। ততশ্চ সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্য্যন্তং দ্রৌপদীহরণমেব পর্ব্ব, তৎপ্রসঙ্গেনৈব তদুত্থানাদিতি সুধীভির্ভাব্যম্।

তস্য জানূ দদৌ ভীমো জঘ্নে চৈনমরত্নিনা।
স মোহমগমদ্রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৫॥
সরোষং ভীমসেনন্তু বারয়ামাস ফাল্গুনঃ।
দুঃশলায়াঃ কৃতে রাজা যত্তদাহেতি কৌরবঃ ॥৬॥

ভীম উবাচ।

নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি।
কৃষ্ণায়াস্তদনর্হায়াঃ পরিক্লেষ্টা নরাধমঃ ॥৭॥
কিন্নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যদ্রাজা সততং ঘৃণী।
ত্বঞ্চ বালিশয়া বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মান্ প্রবাধসে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য জয়দ্রথস্য জানুদ্বয়োপরি আত্মনো জানূ দদৌ। অরত্নিনা কফোণিনা ॥৫॥
সেতি। কৃতে নিমিত্তে, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। তৎ "ন হন্তব্যো মহাবাহো।" ইত্যাদি ॥৬॥
নেতি। মত্তো মম সকাশাৎ। তদনর্হায়াঃ ক্লেশভোগাযোগ্যায়াঃ, পরিক্লেষ্টা ক্লেশদাতা ॥৭॥
কিমিতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ঘৃণী দয়াবান্। বালিশয়া মূর্খযোগ্যয়া ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

জয়দ্রথস্ত্বিতি ॥১—২॥ অত্রাস্য জয়দ্রথস্য পরদারহর্ত্তুঃ ক্ষত্রিয়াধমত্বাৎ পঞ্চধা মারণমুক্তং—শিরো গৃহীত্বেত্যাদিনা। শিরঃ কেশেষিত্যর্থঃ। তাড়য়ামাস চপেটাভিরিতি শেষঃ। যথোক্তং নীতিশাস্ত্রে—"বামপাণিকচোৎপীড়া ভূমৌ নিষ্পেষণং বলাৎ। মূর্দ্ধ্নি পাদপ্রহরণং জানুনোদরমর্দ্দনম্॥ মালুরাকারয়া মুষ্ট্যা কপোলে দৃঢ়তাড়নম্। কফোণিপাতোঽপাসকৃৎ সর্ব্বতস্তলতাড়নম্। তালেন যুদ্ধে ভ্রমণং মারণং স্মৃতমষ্টধা॥" ইতি। "চতুর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ং হন্যাৎ পঞ্চভিঃ ক্ষত্রিয়াধমম্। ষড়্ভির্বৈশ্যং সপ্তভিস্তু শূদ্রং সঙ্করমষ্টভিঃ॥" ইতি ॥৩—৭॥ ঘৃণী

পরে জয়দ্রথ কিঞ্চিৎ সজীব হইয়া আবার উঠিবার ইচ্ছা ও বিলাপ করিবার উপক্রম করিলেন; ভীম তখন তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন ॥৪॥

এবং ভীম তাঁহার জানুযুগলের উপরে নিজের জানুযুগল রাখিলেন এবং কফোণি-দ্বারা আঘাত করিলেন; সেই দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া জয়দ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥৫॥

তখন—যুধিষ্ঠির দুঃশলার নিমিত্ত সেই যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন, ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে বারণ করিলেন ॥৬॥

ভীম বলিলেন—"এই পাপাচারী আমার নিকট হইতে জীবন লাভ করিতে পারে না। কারণ, এই নরাধমটা, কষ্টভোগের অযোগ্যা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়াছে ॥৭॥

---

(৭)…পরিক্লেশান্নরাধমঃ—পি।

এবমুক্ত্বা সটাস্তস্য পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিঞ্চিদব্রুবতস্তদা ॥৯॥
বিকুৎসয়িত্বা রাজানং ততঃ প্রাহ বৃকোদরঃ।
জীবিতুঞ্চেচ্ছসে মূঢ়! হেতুং মে গদতঃ শৃণু ॥১০॥
দাসোঽস্মীতি সদা বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ।
এবং তে জীবিতং দদ্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ ॥১১॥
এবমস্ত্বিতি তং রাজা কৃষ্যমাণো জয়দ্রথঃ।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রং ভীমমাহবশোভিনম্ ॥১২॥
তত এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ।
রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুণ্ঠিতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সটা জটাঃ। চক্রে, মধ্যে মধ্যে মুণ্ডয়িত্বেতি ভাবঃ ॥৯॥

বীতি। রাজানং জয়দ্রথম্, বিকুৎসয়িত্বা দুষ্কার্য্যকরণাদ্বিনিন্দ্য। হেতুং জীবনস্য ॥১০॥

দাস ইতি। সংসৎসু পরিষৎসু, সভাসু মার্গাদৌ লোকসমূহেষু চ মধ্যে, "সভা দ্যূতসমূহয়োঃ। গোষ্ঠ্যাং সভ্যেষু শালায়াম্" ইতি হৈমঃ। বিধির্নিয়মনং বর্ত্ততে ॥১১॥

এবমিতি। আহবশোভিনম্, আয়াসাতিরেকেঽপি অবসাদাভাবাদিতি ভাবঃ ॥১২॥

তত ইতি। বিচেষ্টন্তং বন্ধননিবারণায় স্পন্দমানম্। পাংশুগুণ্ঠিতং ধূল্যাবৃতম্ ॥১৩॥

কিন্তু আমি কি করিতে পারি; যেহেতু রাজা সর্ব্বদাই দয়ালু এবং তুমিও মূর্খবুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বদাই আমাকে বাধা দিয়া থাক" ॥৮॥

এই কথা বলিয়া ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা মধ্যে মধ্যে মুণ্ডন করিয়া জয়দ্রথের মস্তকে পাঁচটা জটা করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে জয়দ্রথ কিছুই বলিলেন না ॥৯॥

তাহার পর ভীমসেন জয়দ্রথকে নিন্দা করিয়া বলিলেন—"মূর্খ! তুমি যদি বাঁচিতে চাও, তবে তাহার হেতু আমার নিকট শোন ॥১০॥

তুমি সভায় বা লোকসমাজে সর্ব্বদাই বলিবে যে, 'আমি উঁহাদের দাস'। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই আমি তোমার জীবন দান করিব। কারণ, যুদ্ধবিজয়ীরা বিজিতের উপরে এইরূপ বিধানই করিয়া থাকেন" ॥১১॥

এই কথা বলিয়া যুদ্ধশোভী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন—"এইরূপই হইবে" ॥১২॥

তদনন্তর জয়দ্রথ গাত্রসঞ্চালন করিতে থাকিলেও, কুন্তীনন্দন ভীমসেন অচৈতন্যপ্রায় ও ধূলিধূসরিত জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথে উঠাইলেন ॥১৩॥

---

(১০) বিকত্থয়িত্বা রাজানম্—বা ব, বিকল্পয়িত্বা রাজানম্—নি।

ততস্তং রথমাস্থায় ভীমঃ পার্থানুগস্তথা।
অভ্যেত্যাশ্রমমধ্যস্থমভ্যগচ্ছদ্‌যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪॥
দর্শয়ামাস ভীমস্তু তদবস্থং জয়দ্রথম্।
তং রাজা প্রাহসদ্‌দৃষ্ট্বা মুচ্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥১৫॥
রাজানঞ্চাব্রবীদ্ভীমো দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি।
দাসভাবং গতো হ্যেষ পাণ্ডূনাং পাপচেতনঃ ॥১৬॥
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ।
মুঞ্চেমমধমাচারং প্রমাণা যদি তে বয়ম্ ॥১৭॥
দ্রৌপদী চাব্রবীদ্ভীমমভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্।
দাসোঽয়ং মুচ্যতাং রাজ্ঞস্ত্বয়া পঞ্চসটঃ কৃতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আস্থায় আরুহ্য, পার্থানুগঃ অর্জ্জুনরথানুগামী সন্ ॥১৪॥

দর্শয়েতি। প্রাহসৎ, অন্তর এব ন পুনর্বহিঃ, ঔদার্য্যভঙ্গভয়াদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

রাজানমিতি। দ্রৌপদ্যাঃ সকাশে মুচ্যতামিতি ভবতা কথ্যতাম্। তদনুমত্যৈব মোক্তব্য ইতি ভাবঃ ॥১৬॥

তমিতি। তং ভীমম্, জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ। প্রমাণা গ্রাহ্যবচনাঃ ॥১৭॥

তাহার পর ভীমসেন রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রমমধ্যস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥১৪॥

এবং তিনি সেই বদ্ধ অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখাইলেন। তখন যুধিষ্ঠির সেই অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং বলিলেন—"ইহাকে ছাড়িয়া দাও" ॥১৫॥

তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"আপনি এই কথা দ্রৌপদীর নিকট বলুন। এই পাপাত্মা এখন পাণ্ডবগণের দাস হইয়াছে" ॥১৬॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির স্নেহের সহিত ভীমকে বলিলেন—"আমার কথা যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে তুমি এই নিকৃষ্টাচারীকে ছাড়িয়া দাও" ॥১৭॥

তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া ভীমকে বলিলেন—"আপনি ইহার মস্তকে পাঁচটা জটা করিয়া দিয়াছেন এবং ইনি রাজার দাস হইয়াছেন; এখন আপনি ইহাকে মুক্ত করিয়া দিন" ॥১৮॥

---

(১৬)···দ্রৌপদী কথয়িষ্যিতি—পি, ···দ্রৌপদ্যৈ কথয়েতি বৈ—নি। (১৭)···প্রমাণং যদি তে বয়ম—পি।

স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরম্।
ববন্দে বিহ্বলো রাজা তাংশ্চ দৃষ্ট্বা মুনীংস্তদা ॥১৯॥
তমুবাচ ঘৃণী রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
তথা জয়দ্রথং দৃষ্ট্বা গৃহীতং সব্যসাচিনা ॥২০॥
অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ পুনঃ ক্বচিৎ।
স্ত্রীকামঞ্চ ধিগস্তু ত্বাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়বান্।
এবংবিধং হি কঃ কুর্য্যাত্ত্বদন্যঃ পুরুষাধম ! ॥২১॥
গতসত্ত্বমিব জ্ঞাত্বা কর্ত্তারমশুভস্য তম্।
সম্প্রেক্ষ্য ভরতশ্রেষ্ঠঃ কৃপাঞ্চক্রে নরাধিপঃ ॥২২॥
ধর্ম্মে তে বর্দ্ধতাং বুদ্ধির্মা চাধর্ম্মে মনঃ কৃথাঃ।
সাশ্বঃ সরথপাদাতঃ স্বস্তি গচ্ছ জয়দ্রথ ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

দ্রৌপদীতি। যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্যেতি সম্বন্ধঃ। পঞ্চ সটা জটা যস্য সঃ ॥১৮॥
স ইতি। বিহ্বলঃ, লজ্জয়া বেদনয়া চাকুলঃ, রাজা জয়দ্রথঃ ॥১৯॥
তমিতি। ঘৃণী দয়াবান্। গৃহীতং প্রণয়াদরজ্ঞাপনার্থং ধৃতহস্তম্ ॥২০॥
অদাস ইতি। স্ত্রীকামং পরদারকামুকম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
বৈশম্পায়ন এব যুধিষ্ঠিরস্তেদৃশীং দয়াং প্রতি হেতুমাহ—গতেতি। গতসত্ত্বং নিষ্প্রাণম্ ॥২২॥
পুনর্যুধিষ্ঠির এবাহ—ধর্ম্ম ইতি। অবশিষ্টান্ স্বকীয়ানেবাশ্বাদীন্ গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ ॥২৩॥

তখন ভীমসেন মুক্ত করিয়া দিলে জয়দ্রথ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তত্রত্য মুনিগণকে দেখিয়া আকুল হইয়া তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিলেন ॥১৯॥

এই সময়ে অর্জ্জুন জয়দ্রথের হস্ত ধারণ করিলেন; ইহা দেখিয়া দয়ালু ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বলিলেন—॥২০॥

"পুরুষাধম! তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে; সুতরাং অদাস হইয়াই গমন কর; কিন্তু আর কখনও এরূপ কার্য্য করিও না। তুমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রসহায়শালী এবং পরস্ত্রীকামুক; সুতরাং তোমাকে ধিক্। কারণ, তুমি ভিন্ন কোন্ পুরুষ এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে" ॥২১॥

জয়দ্রথ সেই অকার্য্য করিয়া তৎকালে যেন মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছিলেন; ইহা জানিয়া এবং দেখিয়াই ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছিলেন ॥২২॥

---

(১৯)…ববন্দে বিহ্বলো রাজন্!—বা ব কা।

এবমুক্তস্তু সব্রীড়স্তূষ্ণীং কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
জগাম রাজা দুঃখার্ত্তো গঙ্গাদ্বারায় ভারত! ॥২৪॥
স দেবং শরণং গত্বা বিরূপাক্ষমুমাপতিম্।
তপশ্চচার বিপুলং তস্য প্রীতো বৃষধ্বজঃ ॥২৫॥
বলিং স্বয়ং প্রত্যগৃহ্লাৎ প্রীয়মাণস্ত্রিলোচনঃ।
বরঞ্চাস্মৈ দদৌ দেবঃ স জগ্রাহ চ তচ্ছৃণু ॥২৬॥
সমস্তান্ সরথান্ পঞ্চ জয়েয়ং যুধি পাণ্ডবান্।
ইতি রাজাঽব্রবীদ্দেবং নেতি দেবস্তমব্রবীৎ ॥২৭॥
অজয্যাংশ্চাপ্যবধ্যাংশ্চ বারয়িষ্যসি তান্ যুধি।
ঋতেঽর্জ্জুনং মহাবাহুং নরং নাম সুরেশ্বরম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সব্রীড়ঃ শত্রোরেব দয়ালাভাৎ সলজ্জঃ। রাজা জয়দ্রথঃ ॥২৪॥
স ইতি। স জয়দ্রথঃ। প্রীতঃ অভবদিতি শেষঃ ॥২৫॥
বলিমিতি। বলিং পূজোপহারম্। তৎ বরগ্রহণম্ ॥২৬॥
সমস্তানিতি। জয়েয়ং জেতুং শক্নুয়াম্। রাজা জয়দ্রথঃ, দেবং ত্রিলোচনম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দয়াবান্। বালিশয়া স্বল্পয়া, বাধসে শক্রং হন্তুং ন দদাসি ॥৮॥ সটাঃ জটাঃ, কেশসন্নিবেশে মধ্যে মধ্যে পঞ্চসু স্থানেষর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন ক্ষৌরবদ্বাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥৯—২৫॥ বলিমুপহারম্

(যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন—) "জয়দ্রথ! তোমার ধর্ম্ম বুদ্ধি বৃদ্ধিলাভ করুক এবং তুমি কখনও অধর্ম্মে মন দিও না। এখন তুমি নিজেরই অবশিষ্ট অশ্ব, রথ ও পদাতি লইয়া কুশলে গমন কর" ॥২৩॥

ভরতনন্দন! যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, জয়দ্রথ দুঃখিত, লজ্জিত এবং ঈষৎ অবনতমুখ হইয়া নীরবে গঙ্গাদ্বারের দিকে গমন করিলেন ॥২৪॥

সেখানে যাইয়া তিনি বিরূপাক্ষ ও উমাপতি মহাদেবের শরণাগত হইয়া গুরুতর তপস্যা করিলেন; তাহাতে মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ॥২৫॥

এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই আসিয়া জয়দ্রথের পূজার উপহার গ্রহণ করিলেন এবং উঁহাকে বরদান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তখন জয়দ্রথ যে বর চাহিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥২৬॥

জয়দ্রথ মহাদেবকে বলিলেন—"দেব! আমি যেন যুদ্ধে রথারোহী পঞ্চ পাণ্ডবদের সকলকেই জয় করিতে পারি"। তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন—"না" ॥২৭॥

বদর্য্যাং তপ্ততপসং নারায়ণসহায়কম্।
অজিতং সর্ব্বলোকানাং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
ময়া দত্তং পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্।
অবাপ লোকপালেভ্যো বজ্রাদীন্ স মহাশরান্ ॥৩০॥
দেবদেবো হ্যনন্তাত্মা বিষ্ণুঃ সুরগুরুঃ প্রভুঃ।
প্রধানপুরুষোঽব্যক্তো বিশ্বাত্মা বিশ্বমূর্ত্তিমান্।
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কালাগ্নির্দহতে জগৎ ॥৩১॥
সপর্ব্বতার্ণবদ্বীপং সশৈলবনকাননম্।
নির্দ্দহন্ নাগলোকাংশ্চ পাতালতলচারিণঃ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অজয্যানিতি। অজয্যান্ জেতুমশক্যান্। নারায়ণঃ সহায়ো যস্য তম্ ॥২৮—২৯॥

ময়েতি। দিব্যমলৌকিকম্। সঃ অর্জ্জুনঃ ॥৩০॥

দেবেতি। অব্যক্তঃ সূক্ষ্মঃ। কালাগ্নিরূপো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। পর্ব্বতো মৎস্যঃ, বনমুপবনং কাননঞ্চারণ্যমাত্রম্ ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। "পর্ব্বতঃ পাদপে পুংসি শাকমৎস্য-

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—২৮॥ নারায়ণঃ সহায়ো যস্য তং নারায়ণসহায়কম্ ॥২৯॥ শরং শৃণাতি হিনস্তীতি শরমস্ত্রম্ ॥৩০॥ নারায়ণসহায়স্যাজেয়ত্বং বক্তুং নারায়ণমাহাত্ম্যমেবাহ—দেবদেব ইত্যাদিনা। দেবানাং দ্যোতকানাং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিচক্ষুর্মনোবাচাং জ্যোতিষাং দেবঃ প্রকাশকঃ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ অনন্তস্ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য আত্মা স্বরূপং যস্য। প্রধানং ত্রিগুণাত্মিকা মায়া পুরুষশ্চিদ্রূপস্তদুভয়াত্মা চিদচিন্ময়ঃ। অব্যক্তো জগৎকারণরূপো বীজান্তর্গতবটতুল্যঃ অতএব বিশ্বাত্মা বিশ্ব এবাত্মা চেতনাংশেন বিশ্বমূর্ত্তিমান্ জড়াংশেন। এবং নারায়ণস্য জগদ্ধেতুত্বমুক্ত্বা তস্য জগৎসংহর্ত্তৃত্বমাহ—

যিনি নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত লোকেরই অজেয় এবং দেবগণের নিকটেও দুর্দ্ধর্ষ; সুতরাং সেই দেবপ্রধান-নরস্বরূপ মহাবাহু অর্জ্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণকে তুমি যুদ্ধে বারণ করিতে পারিবে; কিন্তু তাঁহাদিগকে জয় বা বধ করিতে পারিবে না ॥২৮—২৯॥

বিশেষতঃ, আমি অর্জ্জুনকে 'পাশুপত'-নামক অলৌকিক ও অতুলনীয় অস্ত্র দান করিয়াছি এবং তিনি দিক্‌পালগণের নিকট হইতে বজ্রপ্রভৃতি অস্ত্রও লাভ করিয়াছেন ॥৩০॥

দেবদেব, দেবগুরু, প্রভাবশালী, অনন্ত, প্রধানপুরুষ, সূক্ষ্ম, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বমূর্ত্তি বিষ্ণু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কালাগ্নিস্বরূপ হইয়া, পাতালবাসী

অথান্তরীক্ষে সুমহানানাবর্ণাঃ পয়োধরাঃ।
ঘোরস্বরা নিনদিনস্তড়িন্মালাবলম্বিনঃ।
সমুত্তিষ্ঠন্ দিশঃ সর্ব্বা বিবর্ষন্তঃ সমন্ততঃ ॥৩৩॥
ততোঽগ্নিং শময়ামাসুঃ সংবর্ত্তাগ্নিনিয়ামকাঃ।
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিস্তিষ্ঠন্ত্যাপূর্য্য সর্ব্বশঃ ॥৩৪॥
একার্ণবে তদা তস্মিন্ উপশান্তচরাচরে।
নষ্টচন্দ্রার্কপবনে গ্রহনক্ষত্রবর্জ্জিতে।
চতুর্যুগসহস্রান্তে সলিলেনাপ্লুতা মহী ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রভেদয়োঃ। দেবযুগ্যন্তরে শৈলে" ইতি মেদিনী। নাগলোকান্ নাগজনান্, "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ ॥৩১—৩২॥

অথেতি। সুমহান্তশ্চ তে নানাবর্ণাশ্চেতি তে। সমুত্তিষ্ঠন্নিত্যড়ভাব আর্ষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

তত ইতি। সংবর্ত্তাগ্নিনিয়ামকাঃ পয়োধরা ইত্যনুবৃত্তিঃ। অক্ষমাত্রাভিঃ সর্পবৎ স্থূলাভিঃ ॥৩৪॥

একেতি। উপশান্তানি নষ্টানি চরাচরাণি ভূতানি যত্র তস্মিন্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যুগান্তেতি। কালাগ্নিরূপো নারায়ণো নির্দহতে ॥৩১—৩২॥ বিনদিনো গর্জ্জন্তঃ, সমুত্তিষ্ঠন্ সমুদতিষ্ঠন্ উত্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥৩৩॥ নাশয়ামাসুঃ পয়োধরা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অক্ষমাত্রৈরথাক্ষমাত্রাভিঃ স্থূলাভিঃ, সামান্যে নপুংসকম্। যদ্বা ধারাভিরিতি, ধারাশব্দঃ আকারান্তঃ, সোমপাশব্দবৎ পুংলিঙ্গঃ। ধাবমানা এব রান্তি আদদতে ক্লেদনীয়ং বস্ত্বিতি ধারাঃ। রা

নাগদিগকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া—মৎস্য, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত সমগ্র জগৎ দগ্ধ করেন ॥৩১—৩২॥

তাহার পর বিশাল, নানাবর্ণ, ভয়ঙ্করস্বরে গর্জ্জনকারী ও বিদ্যুন্মালাধারী মেঘ সকল, সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত দিকে বর্ষণ করিতে থাকিয়া আকাশে উত্থিত হয় ॥৩৩॥

তৎপরে সেই প্রলয়াগ্নিনিবারক মেঘ সকল সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে এবং সর্পপ্রমাণ ধারাদ্বারা সমস্ত স্থান পূর্ণ করিয়া অবস্থান করে ॥৩৪॥

চারি সহস্র যুগের পরে যখন স্থাবর, জঙ্গম, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, গ্রহ ও নক্ষত্র থাকে না, তখন সেই অদ্বিতীয় সমুদ্রমধ্যে পৃথিবী জলমগ্না থাকেন ॥৩৫॥

---

(৩৩)…সুমহন্নানাবর্ণাঃ…বিনদিনঃ—বা ব কা নি। (৩৪) ততোঽগ্নিং নাশয়ামাসুঃ… অক্ষমাত্রৈশ্চ ধারাভিঃ—বা ব কা। (৩৫)…উপশান্তে চরাচরে—বা ব কা নি।

ততো নারায়ণাখ্যস্তু সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ স্বপ্তুকামস্ত্বতীন্দ্রিয়ঃ ॥৩৬॥
ফণাসহস্রবিকটং শেষং পর্য্যঙ্কভোগিনম্।
সহস্রমিব তিগ্মাংশুসংঘাতমমিতদ্যুতিম্।
কুন্দেন্দুহারগোক্ষীরমৃণালকুমুদপ্রভম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
তত্রাসৌ ভগবান্ দেবঃ স্বপন্ জলনিধৌ তদা।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তাং স্বাং রাত্রিং কুরুতে বিভুঃ ॥৩৮॥
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমপশ্যত।
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ইন্দ্রিয়বৎপ্রাণ্যভাবাদেবাতীন্দ্রিয়ঃ। শেষমনন্তনাগম্, পর্য্যঙ্ক ইব ভোগঃ শরীরমস্যাস্তীতি পর্য্যঙ্কভোগী তম্, তিগ্মাংশুসংঘাতং সূর্য্যসমূহম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। ঈদৃশং শেষমাশ্রিত্যেতি শেষঃ, স্বপ্তুকামো নিদ্রাতুমিচ্ছুর্ভবতি ॥৩৬—৩৭॥

তত্রেতি। দেবো নারায়ণঃ। তমসা অন্ধকারেণ। কুরুতে নয়তি ॥৩৮॥

সত্ত্বেতি। প্রবুদ্ধো জাগরিতঃ, শূন্যং প্রাণ্যাদিরহিতম্ ॥৩৯॥

ভারতভাবদীপঃ

আদানেঽস্মাৎ ক্বিপ্ ॥৩৫॥ একার্ণবে ইতি অবান্তরপ্রলয়ে অস্মিন্ পবননাশোক্তির্নিদাঘ ইব তদনুপলম্ভমাত্রপরা। চতুর্যুগসহস্রপ্রমাণং ব্রহ্মণো দিনম্, তদন্তে আপ্লুতা সলিলেন্তহিতেত্যর্থঃ ॥৩৫॥ নারায়ণ ইত্যাখ্যা নাম যস্য। যদ্বা নারায়ণাদেব আখ্যা প্রথা যস্য স হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রাত্মা বিশ্বাভিমানী অতএব সহস্রপাদাদিমান্। স্বপ্তুকামঃ স্বদিনান্তে ॥৩৬॥ ফণাসহস্রং ফণাসহস্রমধ্যতিষ্ঠদিতি শেষঃ। অমিতদ্যুতিমত্যন্তং দ্যোতমানম্ ॥৩৭—৩৮॥ সত্ত্বোদ্রেকাত্তমসোঽভিভবে সতি সত্ত্বস্যাবির্ভাবাৎ, শূন্যং প্রাণিসঞ্চারহীনম্ ॥৩৯॥ নারায়ণ-

---

তাহার পর সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর নারায়ণাখ্য পুরুষ অনন্তনাগকে অবলম্বন করিয়া শয়ন করিবার ইচ্ছা করেন। সেই অনন্তনাগ সহস্র ফণাদ্বারা বিকটমূর্ত্তি, সহস্র সূর্য্যসমূহের ন্যায় অমিততেজা এবং কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মুক্তার হার, গোদুগ্ধ, মৃণাল ও কুমুদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; আর তাঁহার শরীরটাই নারায়ণের পর্য্যঙ্ক হয় ॥৩৬—৩৭॥

প্রভাবশালী ঐ ভগবান্ নারায়ণ সমুদ্রমধ্যে সেই অনন্তনাগের শরীরের উপরে শয়ন করিয়া নৈশ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত আপন রাত্রি অতিবাহিত করেন ॥৩৮॥

ক্রমে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হওয়ায় নারায়ণ জাগরিত হইয়া জগৎটাকে শূন্য

---

(৩৭) ফটাসহস্রবিকটম্—বা ব ক।

আপো নারাস্তত্তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম।
অয়নং তেন চৈবাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৪০॥
প্রধ্যানসমকালন্তু প্রজাহেতোঃ সনাতনঃ।
ধ্যানমাত্রে তু ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ ॥৪১॥
ততশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্বিনিঃসৃতঃ।
তত্রোপবিষ্টঃ সহসা পদ্মে লোকপিতামহঃ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

আপ ইতি। তস্য দেবস্য তনবো দেহরূপাঃ, আপো জলম্, নারা ইতি ইত্যানুপূর্ব্বীকম্, অপাং জলস্য নাম শুশ্রুম। তাশ্চ নারা অয়নমাশ্রয়ঃ, তেন আস্তে তিষ্ঠতি। তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ, নারা অয়নং যস্যেতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥৪০॥

প্রেতি। প্রজাহেতোঃ প্রজাসৃষ্ট্যর্থম্, ধ্যানমাত্রে "স ঐক্ষত বহু স্যাম্" ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা আলোচনে তেন কৃতে সতি, তৎপ্রধ্যানসমকালমেব, তস্য ভগবতো নাভ্যাম্, সনাতন আকল্পান্ত-স্থায়ী পদ্মঃ সমুত্থিতো ভবতি ॥৪১॥

তত ইতি। লোকানাং মরীচ্যাদিসন্তানানাং পিতামহঃ। তত এব চ পিতামহাখ্যা ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

পদং নির্ব্বক্তি—আপ ইতি। নরাজ্জাতা নারাঃ। নূনরয়োর্বৃদ্ধিশ্চেতি গৌরাদিগণপাঠাৎ প্রাপ্তো ঙীষ্, গণকার্য্যস্যানিত্যত্বান্, তত্তনবস্তস্য নারায়ণস্যৈব তনবঃ। যথা সৌবর্ণং কুণ্ডলং সুবর্ণমেবৈবং নরজা আপো নর এবেত্যর্থঃ। নারা আপো দেহাদ্যাকারপরিণতা অয়নং নিবাসস্থানং যস্য। অথবা তাভিঃ সহ তত্তাদাত্ম্যং প্রাপ্যাস্তে ইতি বা নারায়ণ ইতি। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ। পরমাত্মন এব স্বসৃষ্টদেহে প্রবেশং দেহসম্বন্ধেন ভোক্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি, তেন চেতনা-চেতনং সর্ব্বং জগন্নারায়ণাত্মকমিত্যুক্তং ভবতি ॥৪০॥ প্রধ্যানেতি। ধ্যানসমকালে প্রজাহেতোঃ প্রজানামুৎপত্ত্যর্থং সনাতনশ্চিরন্তনো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্বিনিঃসৃতস্তাদৃশেন রূপেণ ধ্যাতুর্দৃষ্টৌ প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ততো ধ্যাতমাত্রে ধ্যানানন্তরং বিষ্ণোর্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ ॥৪১॥

দর্শন করেন। মহর্ষিরা এইখানে নারায়ণের বিষয়ে এই শ্লোকের উল্লেখ করেন ॥৩৯॥

'সেই ভগবানের দেহস্বরূপ জলই 'নারা'; এইরূপ জলের নাম শুনিয়াছি। সেই নারাই আশ্রয়; তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি থাকেন এবং সেই জন্যই তিনি নারায়ণ' ॥৪০॥

তাহার পর সেই নারায়ণ প্রজাসৃষ্টির জন্য চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তা করিবার সময়েই তাঁহার নাভিমণ্ডলে কল্পান্তস্থায়ী একটা পদ্ম উত্থিত হয় ॥৪১॥

তাহার পর চতুর্মুখ ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পদ্মেই উপবেশন করেন ॥৪২॥

শূন্যং দৃষ্ট্বা জগৎ কৃৎস্নং মানসানাত্মনঃ সমান্।
ততো মরীচিপ্রমুখান্ মহর্ষীনসৃজন্নব ॥৪৩॥
তেঽসৃজন্ সর্ব্বভূতানি ত্রসানি স্থাবরাণি চ।
যক্ষরাক্ষসভূতানি পিশাচোরগমানুষান্ ॥৪৪॥
সৃজতে ব্রহ্মমূর্ত্তিস্তু রক্ষতে পৌরুষী তনুঃ।
রৌদ্রী ভাবেন শময়েত্তিস্রোঽবস্থাঃ প্রজাপতেঃ ॥৪৫॥
ন শ্রুতং তে সিন্ধুপতে! বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
কথ্যমানানি মুনিভির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥৪৬॥
জলেন সমনুপ্রাপ্তে সর্ব্বতঃ পৃথিবীতলে।
তদা চৈকার্ণবে তস্মিন্নেকাকাশে প্রভুশ্চরন্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

শূন্যমিতি। নব—মরীচ্যত্রাঙ্গিরঃপুলস্ত্যপুলহক্রতুভৃগুবশিষ্ঠনারদান্ ॥৪৩॥
ত ইতি। ত্রসানি জঙ্গমানি। গোবৃষন্যায়াজ্জঙ্গমেষু বিশেষানাহ—যক্ষেত্যাদি ॥৪৪॥
সৃজত ইতি। পৌরুষী নারায়ণী। ভাবেন সংহারক্রিয়য়া। প্রজাপতেরীশ্বরস্য ॥৪৫॥
নেতি। যানি চরিত্রাণি কথ্যমানানি সন্তি, তেষাং শ্রুতং শ্রবণং নাসীদিতি কাকুঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিংশ্চ পদ্মে পিতামহ উপবিষ্ট ইতি ক্রমভঙ্গেন যোজ্যম্ ॥৪২॥ মরীচিপ্রমুখান্ "মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। বশিষ্ঠো নারদশ্চৈব ভৃগুর্নব মহর্ষয়ঃ ॥" ॥৪৩॥ ত্রসানি জঙ্গমানি ॥৪৪॥ প্রজাপতেরীশ্বরস্য মায়াশবলস্য তিস্রোঽবস্থা একৈকগুণোৎকর্ষনিমিত্তাঃ। রজস উৎকর্ষে ব্রহ্মা সন্ সৃজতে, সত্ত্বোৎকর্ষে পৌরুষীং বৈষ্ণবীং তনুং প্রবিশ্য রক্ষতি, তমস উৎকর্ষে রৌদ্রীভাবেন রুদ্রভাবেন শময়েদিতি ॥৪৫॥ হে সিন্ধুপতে! তে তব শ্রুতং শ্রবণং নাস্তি যতো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ কথ্যমানানি কথনীয়ানি কর্ম্মাণি ন বেৎসীতি শেষঃ ॥৪৬॥

তৎপরে তিনি সমগ্র জগৎটাকে শূন্য দেখিয়া মনের সঙ্কল্পদ্বারাই নিজের তুল্য মরীচিপ্রভৃতি নয় জন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেন ॥৪৩॥

সেই মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিরা আবার স্থাবর ও জঙ্গমরূপ সমস্ত ভূত এবং যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, সর্প ও মনুষ্য সৃষ্টি করেন ॥৪৪॥

ব্রহ্মমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুমূর্ত্তিতে রক্ষা করেন এবং রুদ্রমূর্ত্তিতে সংহার করেন; এই তিনটী অবস্থা ঈশ্বরের হইয়া থাকে ॥৪৫॥

সিন্ধুরাজ! মুনিরা এবং বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর যে সকল চরিত্রের কথা বলিয়া থাকেন, সেগুলি কি তোমার শুনা নাই? ॥৪৬॥

---

(৪৪) তে দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানি—বা ব কা।

নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে সমন্ততঃ ।
প্রতিষ্ঠানায় পৃথিবীং মার্গমাণস্তদাঽভবৎ ॥৪৮॥ (যুগ্মকম্)
জলে নিমগ্নাং গাং দৃষ্ট্বা চোদ্ধর্ত্তুং মনসেচ্ছতি ।
কিন্নু রূপমহং কৃত্বা সলিলাদুদ্ধরে মহীম্ ॥৪৯॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ।
জলক্রীড়াভিরুচিতং বারাহং রূপমস্মরৎ ॥৫০॥
কৃত্বা বরাহবপুষং বাঙ্ময়ং বেদসম্মিতম্ ।
দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥৫১॥
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং প্রদীপ্তিমৎ ।
মহামেঘৌঘনির্ঘোষং নীলজীমূতসন্নিভম্ ॥৫২॥
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ সংপ্রাবিশৎ প্রভুঃ ।
দংষ্ট্রেণৈকেন চোদ্ধৃত্য খে স্থানে ন্যবিশন্মহীম্ ॥৫৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

জলেনেতি। সমন্থপ্রাপ্তে ব্যাপ্তে। প্রাবৃট্‌কালে নিশায়াং খদ্যোত ইব-সমন্ততশ্চরন্ প্রভুর্নারায়ণঃ, প্রতিষ্ঠানায় স্থষ্টানাং ত্রসাদীনামবস্থানায় পৃথিবীং মার্গমাণোঽভবৎ ॥৪৭—৪৮॥

জল ইতি। গাং পৃথিবীম্। পৃথিব্যুদ্ধারায় রূপধারণে বিতর্কমাহ—কিমিতি ॥৪৯॥

এবমিতি। জলক্রীড়াভির্জলক্রীড়াস্থ, উচিতং যোগ্যম্ ॥৫০॥

কৃত্বেতি। বাঙ্ময়ং "চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে" ইত্যাদিশ্রুত্যা বাক্স্বরূপম্,

ভারতভাবদীপঃ

তান্যেব কর্ম্মাণ্যাহ—একার্ণবে সত্যোকাকাশে আকাশমাত্রে বায়ুতেজঃপৃথিবীরহিতে জলমাত্রে সতি ॥৪৭॥ খদ্যোত ইতি প্রকাশমাত্রত্বমুচ্যতে। প্রতিষ্ঠানায় লোকপ্রতিষ্ঠাপনার্থম্ ॥৪৮—৪৯॥ জলক্রীড়ায়ামভিরুচিতং প্রীতির্বিষয় ॥৫০॥ বরাহবপুষমাত্মানমিতি শেষঃ। বাঙ্ময়ং চতুর্ব্বেদময়ম্,

সমগ্র পৃথিবীটা জলব্যাপ্ত হইলে, জগৎটাই—একমাত্র সমুদ্রময় ও একমাত্র আকাশময় হইয়া থাকে; তখন—বর্ষাকালে রাত্রিতে একটী খদ্যোত যেমন সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সেইরূপ একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিয়া সৃষ্ট পদার্থগুলির থাকিবার জন্য পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে থাকেন ॥৪৭—৪৮॥

এবং তিনি পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করেন, আর ভাবেন যে, কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিব ॥৪৯॥

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া দিব্য চক্ষুতে দেখিয়া জলক্রীড়ার যোগ্য বরাহমূর্ত্তি স্মরণ করেন ॥৫০॥

তাহার পর প্রভু নারায়ণ—বাঙ্ময় ও বেদবোধিত আপন মূর্ত্তিতে বরাহমূর্ত্তি

পুনরেব মহাবাহুরপূর্ব্বাং তনুমাশ্রিতঃ।
নরস্য কৃত্বাঽর্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং প্রভুঃ ॥৫৪॥
দৈত্যেন্দ্রস্য সভাং গত্বা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা।
দৈত্যানামাদিপুরুষঃ সুরারির্দিতিনন্দনঃ ॥৫৫॥
দৃষ্ট্বা চাপূর্ব্ববপুষং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।
শূলোদ্যতকরঃ স্রগ্বী হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥৫৬॥
মেঘস্তনিতনির্ঘোষো নীলাভ্রচয়সন্নিভঃ।
দেবারির্দিতিজো বীরো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥৫৭॥ (কলাপকম্)
সমুপেত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্মৃগেন্দ্রেণ বলীয়সা।
নারসিংহেন বপুষা দারিতঃ করজৈর্ভৃশম্ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

বেদসম্মিতং "বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা বেদপ্রমিতম্, আত্মানমিতি শেষঃ, বরাহস্যেব বপুর্যস্য তং তাদৃশম্। মহাপর্ব্বতস্য বর্ম্মণঃ শরীরস্যেব আভা যস্য তম্। প্রদীপ্তিমদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। অপো জলম্, প্রভুর্বিষ্ণুঃ। দংষ্ট্রেণ দংষ্ট্রয়া। খে স্থানে আকাশদেশে ন্যবিশৎ স্বপ্রভাবেণৈব ন্যবেশয়ৎ ॥৫১—৫৩॥

নৃসিংহমূর্ত্তিমাহ পুনরিতি। তনোরপূর্ব্বত্বং প্রতিপাদয়তি—নরস্যেতি। সংস্পৃশ্য অতিষ্ঠদিতি শেষঃ। অপূর্ব্ববপুষং নৃসিংহম্। স্রগ্বী মালাধারী। নীলাভ্রচয়সন্নিভঃ নীলমেঘসমূহসদৃশঃ। সমুপাদ্রবৎ হন্তুমভ্যধাবৎ ॥৫৪—৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বেদসম্মিতং বেদপ্রমিতযজ্ঞরূপম্ ॥৫১॥ বর্ম্ম শরীরম্ ॥৫২॥ দংষ্ট্রেণ দংষ্ট্রয়া, ন্যবিশৎ ন্যবেশয়ৎ ॥৫৩॥ এবং বরাহাবতারমুক্ত্বা নরসিংহাবতারমাহ—পুনরেবেত্যাদিনা। অপূর্ব্বাং লোকে পূর্ব্বং ন দৃষ্টাম্ ॥৫৪—৫৭॥ মৃগেন্দ্রেণাপি সমুপেত্য দৈত্যসমীপে গত্বা সমুপাদ্রবন্, হিরণ্য-

---

করিয়া, যজ্ঞবরাহ হইয়া, জলে যাইয়া প্রবেশ করেন এবং একটা দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়া আকাশে স্থাপন করেন। সেই বরাহমূর্ত্তিটা—দশ যোজনবিস্তৃত, শতযোজন দীর্ঘ, মহাপর্ব্বততুল্য উচ্চ, তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত, প্রখরদীপ্তিসমন্বিত, মহামেঘতুল্য গর্জ্জনশীল এবং নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ॥৫১—৫৩॥

আবার মহাবাহু নারায়ণ—নীচের অর্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি এবং উপরের অর্দ্ধ সিংহাকৃতি—এইরূপ অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় যাইয়া, হস্তদ্বারা হস্তস্পর্শ করিয়া অবস্থান করেন। তখন দিতির পুত্র, দৈত্যগণের আদিপুরুষ, দেবতাদের শত্রু, মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বর, নীলমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও মালাধারী মহাবীর হিরণ্যকশিপু—অপূর্ব্বমূর্ত্তি নৃসিংহকে দেখিয়া, ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া, শূল উত্তোলন করিয়া ধাবিত হন ॥৫৪—৫৭॥

এবং নিহত্য ভগবান্ দৈত্যেন্দ্রং রিপুঘাতিনম্ ।
ভূয়োঽন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রভুর্লোকহিতায় চ ॥৫৯॥
কশ্যপস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ অদিত্যা গর্ভধারিতঃ ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রসূতা গর্ভমুত্তমম্ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)
দুর্দ্দিনাম্ভোদসদৃশো দীপ্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ ।
দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ শ্রীবৎসোরসি ভূষিতঃ ।
জটী যজ্ঞোপবীতী চ ভগবান্ বালরূপধৃক্ ॥৬১॥
যজ্ঞবাটং গতঃ শ্রীমান্ দানবেন্দ্রস্য বৈ তদা ।
বৃহস্পতিসহায়োঽসৌ প্রবিষ্টো বলিনো মখে ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সমিতি। মৃগেন্দ্রেণ সিংহবদ্দুস্তরকায়েণ। দারিতো হিরণ্যকশিপুঃ,করজৈর্নখৈঃ ॥৫৮॥

বামনাবতারমাহ—এবমিতি। অন্যো বামনঃ সন্। গর্ভে ধারিতো গর্ভধারিতঃ ॥৫৯—৬০॥

দুর্দ্দিনেতি। "মেঘাচ্ছন্নেঽহ্নি দুর্দ্দিনম্" ইত্যমরঃ। দুর্দ্দিনস্য অম্ভোদসদৃশঃ সজলমেঘবর্ণঃ, দীপ্তাক্ষ উজ্জ্বলনয়নঃ, বামনাকৃতিঃ খর্ব্বাকারঃ। উরসি বক্ষসি, শ্রীবৎসেন তদাখ্যেন রোমাবর্ত্তেন ভূষিতঃ। তৃতীয়ালোপ আর্ষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। যজ্ঞবাটং যজ্ঞপ্রদেশম্। বৃহস্পতিঃ সহায়ঃ সহচরো যস্য সঃ ॥৬১—৬২॥

ভারতভাবদীপঃ

কশিপুঃ করজৈর্নখৈর্দারিতঃ ॥৫৮॥ এবং নৃসিংহাবতারকথামুপসংহৃত্য বামনাবতারকথাং প্রস্তৌতি এবমিতি ॥৫৯॥ গর্ভে ধারিতঃ গর্ভধারিতঃ। সপ্তমীতি যোগবিভাগাৎ সমাসঃ ॥৬০॥ দুর্দ্দিনং প্রাবৃট্‌দিনম্, তত্র ভবোঽম্ভোদঃ কৃষ্ণমেঘস্তৎসদৃশঃ। "মেঘাচ্ছন্নেঽহ্নি দুর্দ্দিনম্" ইত্যমরঃ। শ্রীবৎসেনোরসিভূষিত ইত্যলুপ্তবিভক্তিকং পদম্। বালঃ বামনঃ ॥৬১॥ বাটং স্থানম্ ॥৬২॥

তাহার পর বলবান্ নরসিংহমূর্ত্তিধারী নারায়ণ অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণ নখদ্বারা সেই হিরণ্যকশিপুকে অত্যন্ত বিদীর্ণ করিলেন ॥৫৮॥

ভগবান্ ও প্রভু নারায়ণ এইভাবে শত্রুহন্তা হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া লোকহিতের জন্য পুনরায় অন্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; সে অবতারে তিনি কশ্যপের পুত্র হন, অদিতি তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অদিতি সেই উত্তম গর্ভ প্রসব করেন ॥৫৯—৬০॥

তখন তিনি মেঘাচ্ছন্নদিনের মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বলনয়ন, খর্ব্বাকৃতি, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত, জটা ও যজ্ঞোপবীতশালী এবং সুন্দর বালকমূর্ত্তি হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বলিরাজার যজ্ঞস্থানে গমন করেন এবং বৃহস্পতির সঙ্গে যজ্ঞে প্রবেশ করেন ॥৬১—৬২॥

তং দৃষ্ট্বা বামনতনুঃ প্রহৃষ্টো বলিরব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি দর্শনে বিপ্র! ব্রূহি ত্বং কিং দদানি তে।
এবমুক্তস্তু বলিনা বামনঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৬৩॥
স্বস্তীত্যুক্ত্বা বলিং দেবঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত।
মেদিনীং দানবপতে! দেহি মে বিক্রমত্রয়ম্ ॥৬৪॥
বলির্দদৌ প্রসন্নাত্মা বিপ্রায়ামিততেজসে।
ততো দিব্যাদ্ভুততমং রূপং বিক্রমতো হরেঃ ॥৬৫॥
বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যো জহারাশু স মেদিনীম্।
দদৌ শক্রায় চ মহীং বিষ্ণুর্দেবঃ সনাতনঃ ॥৬৬॥
এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তেন দেবাঃ প্রাদুরাসন্ বৈষ্ণবঞ্চোচ্যতে জগৎ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। পূর্ব্বত্র বলিন ইতি অত্র তু বলিরিতি দর্শনাদুভয়বিধো বলিশব্দঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৩॥

স্বস্তীতি। বিক্রাম্যতানেনেতি বিক্রমঃ পাদস্তত্ত্রয়ং মৎপাদত্রয়পরিমিতামিত্যর্থঃ ॥৬৪॥

বলিরিতি। রূপমাসীদিতি শেষঃ, বিক্রমতঃ পাদত্রয়ভূমিমাক্রামতঃ ॥৬৫॥

বিক্রমৈরিতি। বিক্রমৈঃ পাদক্ষেপৈঃ, অক্ষোভ্যঃ সঙ্কল্পাদচালনীয়ঃ ॥৬৬॥

তখন বলি সেই খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণটীকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আপনাকে দেখিয়াই আমি আনন্দিত হইয়াছি; অতএব আপনি বলুন—আপনাকে আমি কি দান করিব?"। বলি এইরূপ বলিলে, বামন প্রত্যুত্তর করিলেন ॥৬৩॥

বামনদেব 'স্বস্তি' বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিকে বলিলেন—"দানবরাজ! আমাকে আমার পাদত্রয়পরিমিত ভূমি দান করুন" ॥৬৪॥

তখন বলি প্রসন্নচিত্তে অমিততেজা বামনকে তাহাই দান করিলেন। তাহার পর বামন যখন সেই ত্রিপাদভূমি আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার রূপ—অলৌকিক ও অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছিল ॥৬৫॥

সঙ্কল্প হইতে অচালনীয় ও সনাতন বামনরূপী নারায়ণ তিন পাদক্ষেপেই সমগ্র পৃথিবী হরণ করিলেন এবং তাহা ইন্দ্রকে দিলেন ॥৬৬॥

জয়দ্রথ! এই তোমার নিকট বামনাবতারের কথা বলিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই দেবতারা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন এবং জগৎটাকে 'বৈষ্ণব' বলা হইয়া থাকে ॥৬৭॥

অসতাং নিগ্রহার্থায় ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
অবতীর্ণো মনুষ্যাণামজায়ত যদুক্ষয়ে।
স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণেতি পরিকীর্ত্ত্যতে ॥৬৮॥
অনাদ্যন্তমজং দেবং প্রভুং লোকনমস্কৃতম্।
যং দেবং বিদুষো গান্তি তস্য কর্ম্মাণি সৈন্ধব! ॥৬৯॥
যমাহুরজিতং কৃষ্ণং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্রীবৎসধারিণং দেবং পীতকৌষেয়বাসসম্।
প্রধানং শস্ত্রবিদুষাং তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥৭০॥
সহায়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
সমানস্যন্দনে পার্থমাস্থায় পরবীরহা ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। প্রাদুর্ভাবঃ অবতারঃ। প্রাদুরাসন্ অভ্যুদিতা অভবন্ ॥৬৭॥
অসতামিতি। মনুষ্যাণাং মধ্যে, যদুক্ষয়ে যদুগৃহে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৮॥
অনেতি। বিদুষো বিদ্বাংসঃ, গান্তি গায়ন্তি। তস্য কিয়ন্তি কর্ম্মাণি ময়োক্তানি ॥৬৯॥
যমিতি। তেন কৃষ্ণেন শস্ত্রবিদুষাং প্রধানমর্জ্জুনো রক্ষ্যতে। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৭০॥
সহায় ইতি। সমানস্যন্দনে একরথে, পার্থমর্জ্জুনম্, আস্থায়াশ্রিত্য তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥৭১॥

ভারতভাবদীপঃ

বলিনো বলেঃ, অয়মিকারান্ত ইন্নন্তশ্চ শব্দো দৃশ্যতে। দদানি স্বদীপ্সিতমিতি শেষঃ ॥৬৩—৬৪॥ দিব্যঞ্চ তদদ্ভুততমঞ্চ রূপং বভূবেতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥ অবতীর্ণোঽবতরণং কুর্ব্বন্নজায়ত আবির্ভূতঃ। যদুক্ষয়ে যদূনাং গৃহে ॥৬৮॥ তস্য কর্ম্মাণি বিদুষো বিদ্বাংসঃ, গান্তি গায়ন্তি ॥৬৯॥ সোঽর্জ্জুনঃ অস্ত্রবিদুষাং প্রধানং শ্রেষ্ঠঃ যম্ অজিতমাহুস্তেন কৃষ্ণেন

সেই ভগবান্ নারায়ণই দুর্জ্জনের নিগ্রহ এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুলে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাকেই 'কৃষ্ণ' বলা হয় ॥৬৮॥

সিন্ধুরাজ! জ্ঞানীরা যে দেবকে অনাদি, অনন্ত, অজ, নিয়ন্তা, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ও ক্রীড়াশীল বলিয়া থাকেন, আমি তাঁহার কিছু চরিত্র এই বলিলাম ॥৬৯॥

আর মুনিরা যাঁহাকে অজিত, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত এবং পীত-কৌষেয়-বস্ত্রপরিধায়ী কৃষ্ণ বলিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণই অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৭০॥

আর অতুলনীয় বিক্রমশালী, শত্রুবীরহন্তা ও পরম সুন্দরাকৃতি কৃষ্ণ সহায় হইয়া অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়া একরথে অবস্থান করেন ॥৭১॥

ন শক্যতে তেন জেতুং ত্রিদশৈরপি দুঃসহঃ।
কঃ পুনর্মানুষো ভাবো রণে পার্থং বিজেষ্যতে ॥৭২॥
তমেকং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বং যৌধিষ্ঠিরং বলম্।
চতুরঃ পাণ্ডবান্ রাজন্! দিনৈকং জেষ্যসে রিপূন্ ॥৭৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিং সর্ব্বপাপহরো হরঃ।
উমাপতিঃ পশুপতির্যজ্ঞহা ত্রিপুরার্দ্দনঃ ॥৭৪॥
বামনৈর্বিকটৈঃ কুব্জৈরুগ্রশ্রবণদর্শনৈঃ।
বৃতঃ পারিষদৈর্বীরৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৭৫॥
ত্র্যম্বকো রাজশার্দ্দূল! ভগনেত্রনিপাতনঃ।
উমাসহায়ো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৭৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

নেতি। ভাবো বীরত্বেন গৌরবিতোঽপি,"ভাবো গৌরবিতে জন্তৌ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৭২॥

তমিতি। তমর্জ্জুনম্। দিনৈকম্ একদিনম্ একবারমেবেত্যর্থঃ ॥৭৩॥

ইতীতি। নৃপতিং জয়দ্রথম্। যজ্ঞহা দক্ষযজ্ঞহন্তা। বামনৈঃ খর্ব্বৈঃ, উগ্রাণি শ্রবণদর্শনানি কর্ণনয়নানি যেষাং তৈঃ। ভগস্য দেববিশেষস্য নেত্রং দক্ষযজ্ঞে নিপাতিতবানিতি ভগনেত্রনিপাতনঃ। উমাসহায় উময়া পার্ব্বত্যা সহিতঃ ॥৭৪—৭৬॥

ভারতভাবদীপঃ

রক্ষ্যতে ॥৭০—৭১॥ তেন কৃষ্ণসহায়ত্বেন হেতুনা, ভাবঃ পূজ্যতমঃ। "ভাবঃ পূজ্যতমে লোকে" ইত্যনেকার্থঃ ॥৭২॥ দিনৈকমেকদিনমেব, ন সর্ব্বদা ॥৭৩—৭৫॥ দক্ষযজ্ঞে ভগস্য নেত্রং নিপাতিতবান্ ভগনেত্রনিপাতনঃ ॥৭৬—৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৬॥

সুতরাং সেই দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ হন না; অতএব কোন্ মানুষ সেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জয় করিবে? ॥৭২॥

অতএব জয়দ্রথ! তুমি—এক সেই অর্জ্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যকে এবং অপর চারি জন পাণ্ডবকে একদিনমাত্র জয় করিতে পারিবে" ॥৭৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তাহার পর সর্ব্বপাপনাশক, উমাপতি, পশুপতি, দক্ষযজ্ঞনাশক, ত্রিপুরাসুরহন্তা, ভগের নয়নবিধ্বংসী ও ত্রিলোচন মহাদেব—খর্ব্ব, বিকটমূর্ত্তি, উগ্রকর্ণ, উগ্রনয়ন ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীর পারিষদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥৭৪—৭৬॥

জয়দ্রথোঽপি মন্দাত্মা স্বমেব ভবনং যযৌ ।
পাণ্ডবাশ্চ বনে তস্মিন্ ন্যবসন্ কাম্যকে তথা ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে জয়দ্রথবিমোক্ষণে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ ।

এবং হৃতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্ ।
অত ঊর্দ্ধং নরব্যাঘ্রাঃ কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং কৃষ্ণাং মোক্ষয়িত্বা বিনির্জ্জিত্য জয়দ্রথম্ ।
আসাঞ্চক্রে মুনিগণৈর্ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২॥
তেষাং মধ্যে মহর্ষীণাং শৃণ্বতামনুশোচতাম্ ।
মার্কণ্ডেয়মিদং বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

জয়েতি। মন্দাত্মা বিষণ্ণমনাঃ, আশানুরূপবরালাভাদিতি ভাবঃ ॥৭৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এবমিতি। কৃষ্ণায়াং দ্রৌপদ্যাম্। অনুত্তমম্ অত্যধিকম্। ঊর্দ্ধং পরম্ ॥১॥

এবমিতি। আসাঞ্চক্রে অবতস্থে, মুনিগণৈঃ সহ ॥২॥

জয়দ্রথও বিষণ্ণমনে আপন ভবনেই প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যকবনেই বাস করিতে লাগিলেন" ॥৭৭॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—"মহর্ষি! জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিলে, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা এইরূপ গুরুতর কষ্ট পাইয়া তাহার পর কি করিয়াছিলেন?" ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে জয়দ্রথকে জয় করিয়া দ্রৌপদীকে মোচনপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ॥২॥

* '...ঊনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্! দেবর্ষীণাং ত্বং খ্যাতো ভূতভবিষ্যবিৎ।
সংশয়ং পরিপৃচ্ছামি ত্বং ছিন্ধি হৃদি মে স্থিতম্ ॥৪॥
দ্রুপদস্য সুতা হ্যেষা বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
অযোনিজা মহাভাগা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ ॥৫॥
মন্যে কালশ্চ ভগবান্ দৈবঞ্চ দুরতিক্রমম্।
ভবিতব্যঞ্চ ভূতানাং যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৬॥
ইমাং হি পত্নীমস্মাকং ধর্ম্মজ্ঞাং ধর্ম্মচারিণীম্।
সংস্পৃশেদীদৃশো ভাবঃ শুচিং স্তৈন্যমিবানৃতম্ ॥৭॥
নহি পাপং কৃতং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম বা নিন্দিতং ক্বচিৎ।
দ্রৌপদ্যা ব্রাহ্মণেষ্বেব ধর্ম্মঃ সুচরিতো মহান্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। শৃণ্বতাম্—অনুশোচনমেব, অনুশোচতাং দ্রৌপদীং পাণ্ডবাংশ্চ ॥৩॥

ভগবন্নিতি। ভূতভবিষ্যবিত্ত্বাদ্বর্ত্তমানবিদপি। সংশয়ং তদ্বিষয়ম্ ॥৪॥

দ্রুপদস্যেতি। বেদিমধ্যাদ্‌যজ্ঞবেদিতঃ। স্নুষা পুত্রবধূঃ ॥৫॥

মন্য ইতি। এতত্ত্রয়মেব দুরতিক্রমং মন্যে। ব্যতিক্রমঃ অন্যথাত্বম্ ॥৬॥

ইমামিতি। ভাবঃ অবস্থা, শুচিং নির্ম্মলং জনম্, অনৃতং স্তৈন্যং চৌর্য্যং চৌর্য্যাপবাদ ইব ॥৭॥

একদা সেই মহর্ষিদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডবদের বিষয়ে শোক করিতেছিলেন এবং অনেকে তাহা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট এই কথা বলিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন –"ভগবন্! আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমস্ত ঘটনাই জানেন বলিয়া দেবগণ এবং ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; অতএব আমি একটা সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার হৃদয়স্থিত সেই সন্দেহটা দূর করুন ॥৪॥

ইনি দ্রুপদরাজার তনয়া, যজ্ঞবেদি হইতে উত্থিত হইয়াছেন, অযোনিজা, মহাভাগা এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ॥৫॥

এদিকে মাহাত্ম্যশালী কাল, দৈব ও প্রাণিগণের ভবিতব্য—এই তিনটাকেই আমি দুরতিক্রম বলিয়া মনে করি। কারণ, যেগুলির ব্যতিক্রম হয় না ॥৬॥

মিথ্যা চৌর্য্যদোষ যেমন পবিত্র লোককে স্পর্শ করে, সেইরূপ এই প্রকার অবস্থা আসিয়া ধর্ম্মজ্ঞা ও ধর্ম্মচারিণী আমাদের এই পত্নীকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে ॥৭॥

(৬,...দৈবঞ্চ বিধিনির্ম্মিতম্—বা ব কা।

তাং জহার বলাদ্রাজা মূঢ়বুদ্ধির্জয়দ্রথঃ ।
তস্যাঃ সংহরণাৎ প্রাপ্তঃ শিরসঃ কেশপাতনম্ ॥৯॥
পরাজয়ঞ্চ সংগ্রামে সসহায়ঃ সমাপ্তবান্ ।
প্রত্যাহৃতা তথাস্মাভির্হত্বা তৎ সৈন্ধবং বলম্ ॥১০॥
তদ্দারহরণং প্রাপ্তমস্মাভিরবিতর্কিতম্ ।
দুঃখশ্চায়ং বনে বাসো মৃগয়ায়াঞ্চ জীবিকা ॥১১॥
হিংসা চ মৃগজাতীনাং বনৌকোভির্বনৌকসাম্ ।
জ্ঞাতিভির্বিপ্রবাসশ্চ মিথ্যাব্যবসিতৈরয়ম্ ॥১২॥
অস্তি নূনং ময়া কশ্চিদল্পভাগ্যতরো নৃপঃ ।
ভবতা দৃষ্টপূর্ব্বো বা শ্রুতপূর্ব্বোঽপি বা ভবেৎ ॥১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

নহীতি। ধর্ম্মঃ সেবাদানাদিঃ, সুচরিতঃ সম্যগাচরিতঃ ॥৮॥

তামিতি। সংহরণাদপহরণাৎ, প্রাপ্তো জয়দ্রথ এব ॥৯॥

পরেতি। সমাপ্তবান্ প্রাপ্তবান্ জয়দ্রথ ইত্যনুবৃত্তিঃ। সৈন্ধবং জয়দ্রথসম্বন্ধি ॥১০॥

তদিতি। দারহরণং ভার্য্যাহরণদুঃখম্, অবিতর্কিতং পূর্ব্বমচিন্তিতম্ ॥১১॥

হিংসেতি। বনৌকোভির্বনবাসিভিরস্মাভিঃ। বিপ্রবাসঃ অস্মাকং নির্ব্বাসনম্ ॥১২॥

দ্রৌপদী কখনও কোন পাপকার্য্য বা নিন্দিত কার্য্য করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণগণের বিষয়ে গুরুতর ধর্ম্ম আচরণই করিয়াছেন ॥৮॥

অথচ মূঢ়মতি জয়দ্রথরাজা তাঁহাকেই হরণ করিল। এবং তাঁহাকে হরণ করায় মস্তকের কেশমুণ্ডন প্রাপ্ত হইল। ॥৯॥

এবং জয়দ্রথ সহচরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল; আর আমরা তাহার সৈন্যগণকে সংহার করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিলাম ॥১০॥

আমরা সেই অতর্কিত ভার্য্যাহরণদুঃখ পাইলাম, এই দুঃখকর বনবাস চলিতেছে এবং মৃগয়ায় জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে ॥১১॥

আর আমরা বনবাসী হইয়াও বনবাসী মৃগজাতিরই হিংসা করিতেছি এবং মিথ্যাচারী জ্ঞাতিরা আমাদের এই নির্ব্বাসন ঘটাইয়া দিয়াছে ॥১২॥

(৯)…তস্যাঃ সংহরণাৎ পাপঃ শিরসঃ কেশপাতনম্—বা ব কা। (১২)…মিথ্যাব্যবসিতৈরিয়ম্—বা ব কা নি। (১৩)…অল্পভাগ্যতরো নরঃ—বা ব কা নি। * '…ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভ!।
রক্ষসা জানকী তস্য হৃতা ভার্য্যা বলীয়সা ॥১॥
আশ্রমাদ্রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
মায়ামাস্থায় তরসা হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
প্রত্যাজহার তাং রামঃ সুগ্রীববলমাশ্রিতঃ।
বদ্ধ্বা সেতুং সমুদ্রস্য দগ্ধ্বা লঙ্কাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অস্তীতি। নূনং তর্কে, ময়া সদৃশ ইতি শেষঃ ॥১৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

"আচার্য্যাণামিয়ং শৈলী যৎ সংক্ষেপেণাভিধায় বিস্তরেণাভিধত্তে" ইতি নিয়মাৎ প্রথমং সংক্ষেপেণ রামচরিতমাহ—প্রাপ্তমিতি। জানকী জনকপুত্রী। তরসা বলেন ॥১—২॥

প্রতীতি। রামঃ শিতৈঃ শরৈঃ তাং জানকীং প্রত্যাজহারেতি সম্বন্ধঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ দৈবং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিধিঃ সদসৎকর্ম্মণী তাভ্যাং নির্ম্মিতম্ ॥৬॥ ঈদৃশো ভাবঃ পরেণ হরণম্ ॥৭—১১॥ মিথ্যাব্যবসিতৈঃ বৃথাতাপসবেষধরৈঃ ইয়ং হিংসা ক্রিয়তে ইতি শেষঃ ॥১২॥ ময়া সম ইতি শেষঃ ॥১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৭॥

অতএব জিজ্ঞাসা করি—আমার মত অত্যন্ত অল্পভাগ্যশালী কোন রাজা আছেন কি? কিংবা আপনি পূর্ব্বেও সেরূপ কোন রাজাকে দেখিয়াছেন বা তাঁহার বিষয় শুনিয়াছেন কি?" ॥১৩॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভরতশ্রেষ্ঠ! রামচন্দ্র অতুলনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। কারণ, রাক্ষসাধিপতি, মহাবলশালী ও দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এবং বলপূর্ব্বক জটায়ুপক্ষীকে বধ করিয়া রামেরই আশ্রম হইতে তাঁহারই ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥১—২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মিন্ রামঃ কুলে জাতঃ কিংবীর্য্যঃ কিংপরাক্রমঃ।
রাবণঃ কস্য পুত্রো বা কিং বৈরং তস্য তেন চ ॥৪॥
এতন্মে ভগবন্! সর্ব্বং সম্যগাখ্যাতুমর্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অজো নামাভবদ্রাজা মহানিক্ষ্বাকুবংশজঃ।
তস্য পুত্রো দশরথঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ ॥৬॥
অভবংস্তস্য চত্বারঃ পুত্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চ মহাবলঃ ॥৭॥
রামস্য মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী ভরতস্য চ।
সুতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াঃ পরন্তপৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কস্মিন্নিতি। কিং কীদৃশং বীর্য্যং যস্য সঃ। অন্যত্রাপ্যেবম্। কিং কিংহেতুকম্ ॥৪॥
এতদিতি। সম্যক্ বিস্তরেণ। প্রাক্শ্রবণাদক্লিষ্টকর্ম্মণ ইত্যুক্তম্ ॥৫॥
অজ ইতি। শশ্বৎ সর্ব্বদা, স্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠশালী, শুচিঃ পবিত্রঃ ॥৬॥
অভবন্নিতি। ধর্ম্মার্থয়োঃ কোবিদা বিচক্ষণাঃ ॥৭॥
রামস্যেতি। কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা রাজ্ঞো দশরথস্য ভার্য্যা ইত্যর্থঃ ॥৮॥

তাহার পর রামচন্দ্র সুগ্রীবের বল অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও লঙ্কাদাহ করিয়া নিশিত বাণদ্বারা সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন” ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“রাম কোন্ বংশে জন্মিয়াছিলেন? কিপ্রকারই বা তাঁহার বল ও বিক্রম ছিল? এবং রাবণই বা কাঁহার পুত্র ছিলেন? আর কি কারণেই বা তাঁহার রামের সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছিল? ॥৪॥

ভগবন্! সেই সমস্ত বিষয় আপনি বিস্তরক্রমে বলুন। আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“‘অজ’-নামে ইক্ষ্বাকুবংশজাত এক মহারাজ ছিলেন এবং ‘দশরথ’-নামে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল; সেই দশরথ সর্ব্বদা বেদপাঠে নিরত ও পবিত্র থাকিতেন ॥৬॥

সেই দশরথের মহাবলশালী চারিটী পুত্র হইয়াছিল; তাঁহাদের নাম ছিল—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন; তাঁহারা যথাকালে ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে বিচক্ষণ হইয়াছিলেন ॥৭॥

বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্যাত্মজা বিভো ! ।
যাং চকার স্বয়ং ত্বষ্টা রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥৯॥
এতদ্রামস্য তে জন্ম সীতায়াশ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
রাবণস্যাপি তে জন্ম ব্যাখ্যাস্যামি জনেশ্বর ! ॥১০॥
পিতামহো রাবণস্য সাক্ষাদ্দেবঃ প্রজাপতিঃ ।
স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বলোকানাং প্রভুঃ স্রষ্টা মহাতপাঃ ॥১১॥
পুলস্ত্যো নাম তস্যাসীন্মানসো দয়িতঃ সুতঃ ।
তস্য বৈশ্রবণো নাম গবি পুত্রোঽভবৎ প্রভুঃ ॥১২॥
পিতরং স সমুৎসৃজ্য পিতামহমুপস্থিতঃ ।
তস্য কোপাৎ পিতা রাজন্ ! সসর্জ্জাত্মানমাত্মনা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বিদেহেতি। ত্বষ্টা প্রজাপতিরেব স্বয়ং চকার, অযোনিজেতি তাৎপর্য্যম্ ॥৯॥

এতদিতি। ব্যাখ্যাস্যামি বদিষ্যামি। জনেশ্বরেতি যুধিষ্ঠিরসম্বোধনম্ ॥১০॥

পিতেতি। প্রজাপতির্ব্রহ্মা। নারায়ণনাভিপদ্মাৎ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ ॥১১॥

পুলস্ত্য ইতি। মানসঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ জাতঃ। গবি তদাখ্যায়াং ভার্য্যায়াম্ ॥১২॥

পিতরমিতি। স বৈশ্রবণঃ। পিতা পুলস্ত্যঃ, সসর্জ্জ ব্যক্ত্যন্তররূপেণ জনয়ামাস ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তমিতি ॥১॥ মায়াং সন্ন্যাসিবেশম্ ॥২—৮॥ ত্বষ্টা প্রজাপতিঃ, স্বয়মেব সঙ্কল্পেন চকার, ন তু মৈথুনদ্বারা অযোনিজামিত্যর্থঃ ॥৯—১১॥ গবি গোসংজ্ঞায়াং ভার্য্যায়াম্ ॥১২॥ তস্য

রামের মাতা কৌশল্যা এবং ভরতের মাতা ছিলেন কৈকেয়ী; আর পরন্তপ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রার পুত্র ছিলেন ॥৮॥

নরনাথ! ওদিকে 'জনক'-নামে বিদেহদেশে এক রাজা ছিলেন; সীতা ছিলেন তাঁহার কন্যা। স্বয়ং প্রজাপতি যাঁহাকে রামের প্রিয়তমা মহিষী করিয়াছিলেন ॥৯॥

রাজা! এই তোমার নিকট রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম; এখন রাবণের জন্মবৃত্তান্তও তোমার নিকট বলিব ॥১০॥

সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং মহাতপা ও স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাই রাবণের সাক্ষাৎ পিতামহ ছিলেন ॥১১॥

'পুলস্ত্য'-নামে তাঁহার একটী প্রিয়তম মানস পুত্র ছিল এবং গোনাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সেই পুলস্ত্যের 'বৈশ্রবণ'-নামে একটী প্রভাবশালী পুত্র হইয়াছিল ॥১২॥

রাজা! সেই বৈশ্রবণ, পিতা পুলস্ত্যকে ত্যাগ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার

স জজ্ঞে বিশ্রবা নাম তস্যাত্মার্দ্ধেন বৈ দ্বিজঃ।
প্রতীকারায় সক্রোধস্ততো বৈশ্রবণস্য বৈ ॥১৪॥
পিতামহস্তু প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্য হ।
অমরত্বং ধনেশত্বং লোকপালত্বমেব চ ॥১৫॥
ঈশানেন তথা সখ্যং পুত্রঞ্চ নলকূবরম্।
রাজধানীনিবেশঞ্চ লঙ্কাং রক্ষোগণান্বিতাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
বিমানং পুষ্পকং নাম কামগঞ্চ দদৌ প্রভুঃ।
যক্ষাণামাধিপত্যঞ্চ রাজরাজত্বমেব চ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামরাবণজন্মকথনে অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তস্য পুলস্ত্যস্য, আত্মার্দ্ধেন দেহার্দ্ধেন, দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ সন্ ॥১৪॥

পিতেতি। প্রীতাত্মা বৈশ্রবণেন স্বসেবনাদেবেতি ভাবঃ। ঈশানেন শিবেন ॥১৫—১৬॥

বিমানমিতি। প্রভুঃ পিতামহ এব। রাজ্ঞাং মনুষ্যনৃপাণাং রাজত্বম্ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

বৈশ্রবণস্য, কোপান্মাং ত্যক্ত্বা মৎপিতরং সেবত ইত্যতিজ্বলনাৎ বৈশ্রবণং বাধিতুং পুলস্ত্য এব যোগবলেন বিশ্রবঃসংজ্ঞং দেহান্তরং চক্রে ইত্যর্থঃ ॥১৩—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৮॥

সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে পিতা পুলস্ত্য তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই নিজেকে অন্য পুরুষরূপে সৃষ্টি করিলেন ॥১৩॥

তাহার পর বৈশ্রবণের পিতৃবিদ্বেষের প্রতিশোধ দিবার জন্য পুলস্ত্যের অর্দ্ধাংশে 'বিশ্রবা'-নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মিলেন ॥১৪॥

এদিকে ব্রহ্মা বৈশ্রবণের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবতা, ধনপতি, লোকপাল ও শিবের সখা করিলেন, 'নলকূবর'-নামে একটী পুত্র দান করিলেন এবং রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কানগরীকে তাঁহার রাজধানী করিয়া দিলেন ॥১৫—১৬॥

আর ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে 'পুষ্পক'-নামে কামগামী একখানি বিমান, যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব দান করিলেন" ॥১৭॥

* '...একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পুলস্ত্যস্য তু যঃ ক্রোধাদর্দ্ধদেহোঽভবন্মুনিঃ।
বিশ্রবা নাম সক্রোধঃ স বৈশ্রবণমৈক্ষত ॥১॥
বুবুধে তং তু সক্রোধং পিতরং রাক্ষসেশ্বরঃ।
কুবেরস্তৎপ্রসাদার্থং যততে স্ম সদা নৃপ! ॥২॥
স রাজরাজো লঙ্কায়াং ন্যবসন্ নরবাহনঃ।
রাক্ষসীঃ প্রদদৌ তিস্রঃ পিতুর্বৈ পরিচারিকাঃ ॥৩॥
তাস্তদা তং মহাত্মানং সন্তোষয়িতুমুদ্যতাঃ।
ঋষিং ভরতশার্দ্দূল! নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪॥
পুষ্পোৎকটা চ রাকা চ মালিনী চ বিশাংপতে!।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়া রাজন্! শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পুলস্ত্যস্যেতি। স বিশ্রবা সক্রোধ এব বৈশ্রবণমৈক্ষত, পূর্ব্বদেহাপ্রীতেরিত্যাশয়ঃ ॥১॥
বুবুধ ইতি। পিতরং বিশ্রবসম্, পিতুঃ পুলস্ত্যস্য দেহার্দ্ধরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥২॥
স ইতি। রাজরাজঃ কুবেরঃ। পিতুর্বিশ্রবসঃ ॥৩॥
তা ইতি। তং বিশ্রবসম্। পুষ্পোৎকটাদীনি তাসাং তিসৃণাং নামানি ॥৪—৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ক্রোধবশতঃ পুলস্ত্যের অর্দ্ধদেহ 'বিশ্রবা'-নামক যে মুনি হইয়াছিল, সেই বিশ্রবাও ক্রোধের সহিতই কুবেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন ॥১॥

রাজা! তাহাতে রাক্ষসাধিপতি কুবেরও, পিতা বিশ্রবাকে ক্রুদ্ধ বলিয়াই বুঝিতে পারিতেন; তাই তিনি সর্ব্বদাই পিতার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতেন ॥২॥

একদা নরবাহন কুবের লঙ্কায় থাকিয়াই তিনটী রাক্ষসীকে পরিচারিকারূপে পিতা বিশ্রবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! তখন হইতে নৃত্য-গীতনিপুণা ও পরমসুন্দরী, 'পুষ্পোৎকটা', 'রাকা' ও 'মালিনী'-নাম্নী সেই তিনটী কন্যা আপন আপন মঙ্গল কামনা করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সেই মহাত্মা বিশ্রবামুনিকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৪—৫॥

স তাসাং ভগবাংস্তুষ্টো মহাত্মা প্রদদৌ বরান্ ।
লোকপালোপমান্ পুত্ত্রানেকৈকস্যা যথেপ্সিতান্ ॥৬॥
পুষ্পোৎকটায়াং জজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্ত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি ॥৭॥
রাকায়া মিথুনং জজ্ঞে খরঃ শূর্পণখা তথা ।
মালিনী জনয়ামাস পুত্ত্রমেকং বিভীষণম্ ॥৮॥
বিভীষণস্তু রূপেণ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকোঽভবৎ ।
স বভূব মহাভাগো ধর্ম্মগোপ্তা ক্রিয়ারতিঃ ॥৯॥
দশগ্রীবস্তু সর্ব্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
মহোৎসাহো মহাবীর্য্যো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥১০॥
কুম্ভকর্ণো বলেনাসীৎ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকো যুধি ।
মায়াবী রণশৌণ্ডশ্চ রৌদ্রশ্চ রজনীচরঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। যথেপ্সিতানিত্যনেন তাসামিচ্ছানুসারেণৈব পুত্ত্রোৎপত্তিরিতি দর্শিতম্ ॥৬॥

পুষ্পেতি। দশগ্রীব এব জ্যেষ্ঠঃ, পাঠক্রমাপেক্ষয়া বক্ষ্যমাণশ্রুতিক্রমস্য বলবত্ত্বাৎ ॥৭॥

রাকায়া ইতি। মিথুনং স্ত্রীপুরুষযুগলম্ ॥৮॥

বিভীষণ ইতি। ধর্ম্মস্য গোপ্তা রক্ষিতা, ক্রিয়ায়াং ধর্ম্মকার্য্য এব রতিরনুরাগো যস্য সঃ ॥৯॥

দশেতি। মহদ্বীর্য্যং মানসিকবলং যস্য সঃ, মহান্তৌ সত্ত্বপরাক্রমৌ দৈহিকবলবিক্রমৌ যস্য স তাদৃশশ্চ আসীৎ ॥১০॥

কুম্ভেতি। মায়াবী কূটকৌশলী, রণশৌণ্ডো যুদ্ধমত্তঃ ॥১১॥

ক্রমে ভগবান্ বিশ্রবামুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দিলেন যে, "ইচ্ছানুসারে তোমাদের এক এক জনের লোকপালসদৃশ পুত্র হইবে" ॥৬॥

তাহার পর পুষ্পোৎকটার গর্ভে 'রাবণ' ও 'কুম্ভকর্ণ'-নামে দুই পুত্র জন্মিল; তাঁহারা যথাকালে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ও জগতে অসাধারণ বলবান্ হইয়াছিলেন ॥৭॥

রাকার গর্ভে 'খর' ও 'শূর্পণখা' জন্ম গ্রহণ করেন; আর মালিনী 'বিভীষণ'-নামে একটীমাত্র পুত্র প্রসব করেন ॥৮॥

বিভীষণ রূপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তিনি মহাত্মা, ধর্ম্মরক্ষক ও ধর্ম্ম-কার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন ॥৯॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অত্যন্ত উৎসাহী এবং অত্যন্ত মানসিক বল, দৈহিক বল ও পরাক্রমশালী ছিলেন ॥১০॥

---

(১০)...শ্রেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ—ব্যা ব কা নি।

খরো ধনুষি বিক্রান্তো ব্রহ্মদ্বিট্ পিশিতাশনঃ।
সিদ্ধবিঘ্নকরী চাপি রৌদ্রা শূর্পণখা তথা ॥১২॥
সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ।
ঊষুঃ পিত্রা সহ রতা গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥১৩॥
ততো বৈশ্রবণং তত্র দদৃশুর্নরবাহনম্।
পিত্রা সার্দ্ধং সমাসীনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্ ॥১৪॥
জাতামর্ষাস্ততস্তে তু তপসে ধৃতনিশ্চয়াঃ।
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাসুর্ঘোরেণ তপসা তদা ॥১৫॥
অতিষ্ঠদেকপাদেন সহস্রং পরিবৎসরান্।
বায়ুভক্ষো দশগ্রীবঃ পঞ্চাগ্নিঃ সুসমাহিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

খর ইতি। ব্রহ্মদ্বিট্ বেদবিদ্বেষী, পিশিতাশনো রাক্ষসঃ ॥১২॥
সর্ব্ব ইতি। ঊষুর্বাসং চক্রুঃ, পিত্রা বিশ্রবসা, রতাঃ পিতর্য্যনুরক্তাঃ ॥১৩॥
তত ইতি। বৈশ্রবণং কুবেরম্। পিত্রা বিশ্রবসা, ঋদ্ধ্যা বেশাদিসম্পদা ॥১৪॥
জাতেতি। জাতামর্ষাঃ, জাতের্ষ্যাঃ তে রাবণাদয়ঃ ॥১৫॥
অতিষ্ঠদিতি। সম্মুখে দ্বাবগ্নী পশ্চাদ্দ্বৌ উপরি চ সূর্য্য ইতি পঞ্চাগ্নয়ো যস্য সঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পুলস্ত্যস্যেতি ॥১॥ পিতরং বিশ্রবসম্, রাক্ষসেশ্বরঃ কুবেরো রক্ষঃপুরীনায়কত্বাৎ ॥২—১২॥ পিত্রা বিশ্রবসা ॥১৩—১৫॥ পঞ্চাগ্নিঃ দিশশ্চত্বার একঃ সূর্য্য ইতি পঞ্চানামগ্নীনাং মধ্যগঃ পঞ্চাগ্নিঃ

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ দৈহিকবলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যুদ্ধে মায়াবী, যুদ্ধে মত্ত এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ছিলেন ॥১১॥

আর রাক্ষস খর ধনুর্যুদ্ধে বিক্রমশালী ও বেদবিদ্বেষী ছিলেন এবং শূর্পণখা সিদ্ধপুরুষগণের বিঘ্নকারিণী ও রৌদ্রমূর্ত্তি ছিল ॥১২॥

তাঁহারা সকলেই বেদবিৎ, বীর, যথানিয়মে ব্রতচারী ও পিতার অনুরক্ত ছিলেন এবং পিতার সহিতই গন্ধমাদনপর্ব্বতে বাস করিতেন ॥১৩॥

তাহার পর একদা তাঁহারা দেখিলেন—মহাসমৃদ্ধিশালী নরবাহন কুবের আসিয়া পিতার সহিত সেইখানে বসিয়া আছেন ॥১৪॥

তদনন্তর রাবণপ্রভৃতি ঈর্ষ্যান্বিত এবং তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া তখন হইতেই ভয়ঙ্কর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

রাবণ বায়ুমাত্র ভক্ষণ করতঃ একাগ্রচিত্তে পঞ্চাগ্নির মধ্যে সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত একচরণে দাঁড়াইয়া থাকিলেন ॥১৬॥

অধঃশায়ী কুম্ভকর্ণো যতাহারো যতব্রতঃ।
বিভীষণঃ শীর্ণপর্ণমেকমভ্যবহারয়ৎ ॥১৭॥
উপবাসরতির্ধীমান্ সদা জপ্যপরায়ণঃ।
তমেব কালমাতিষ্ঠত্তীব্রং ব্রতমুদারধীঃ ॥১৮॥
খরঃ শূর্পণখা চৈব তেষাং বৈ তপ্যতাং তপঃ।
পরিচর্য্যাঞ্চ রক্ষাঞ্চ চক্রতুর্হৃষ্টমানসৌ ॥১৯॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্ছিত্ত্বা দশাননঃ।
জুহোত্যগ্নৌ দুরাধর্ষস্তেনাতুষ্যজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০॥
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গত্বা তপসস্তানবারয়ৎ।
প্রলোভ্য বরদানেন সর্ব্বানেব পৃথক্ পৃথক্ ॥২১॥
ব্রহ্মোবাচ।
প্রীতোঽস্মি বো নিবর্ত্তধ্বং বরান্ বৃণুত পুত্রকাঃ!।
যদ্যদিষ্টমৃতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্তু তৎ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

অধ ইতি। একং প্রত্যহমেকৈকম্ অভ্যবহারয়ৎ ভুক্তবান্। অড়ভাব আর্ষঃ ॥১৭॥
উপেতি। তং কালমেব তৎসহস্রবৎসরপর্য্যন্তমেব। উদারধীর্বিভীষণঃ ॥১৮॥
খর ইতি। তপস আনুকূল্যকরণাত্তয়োরপি যথাকথঞ্চিত্তপোঽনুষ্ঠানমিতি ভাবঃ ॥১৯॥
পূর্ণ ইতি। দুরাধর্ষঃ অত্যন্তসাহসী। জগৎপ্রভুর্ব্রহ্মা ॥২০॥
তত ইতি। বরদানেন পৃথক্ পৃথক্ প্রলোভ্যেতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥

কুম্ভকর্ণ সংযত ভোজনে ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভূতলে শয়ন করিতেন; আর বিভীষণ প্রতিদিন একটী করিয়া শীর্ণ পর্ণ ভোজন করিতেন ॥১৭॥

এবং জ্ঞানী ও উদারবুদ্ধি বিভীষণ সর্ব্বদা উপবাসনিরত ও জপপরায়ণ থাকিয়া সেই সহস্র বৎসরপর্য্যন্তই তীব্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন ॥১৮॥

আর খর ও শূর্পণখা হৃষ্টচিত্তে সেই তপস্বীদের পরিচর্য্যা ও রক্ষা করিলেন ॥১৯॥

এইভাবে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্দ্ধর্ষ রাবণ নিজের মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন; তাহাতেই ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন ॥২০॥

তাহার পর ব্রহ্মা নিজেই যাইয়া প্রত্যেককেই বরদানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের সকলকেই তপস্যা হইতে নিবারণ করিলেন ॥২১॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"পুত্রগণ! তোমাদের উপরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বর গ্রহণ কর; এক অমরত্ব ব্যতীত তোমাদের যাহা যাহা অভীষ্ট, তাহা তাহাই হইবে ॥২২॥

যদ্‌যদগ্নৌ হুতং পূর্ব্বং শিরস্তে মহদীপ্সয়া।
তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেপ্সয়া ॥২৩॥
বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরস্তথা।
ভবিষ্যসি রণেঽরীণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪॥

রাবণ উবাচ।

গন্ধর্ব্বদেবাসুরতো যক্ষরাক্ষসতস্তথা।
সর্পকিন্নরভূতেভ্যো ন মে ভূয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫॥

ব্রহ্মোবাচ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে ন তেভ্যোঽস্তি ভয়ং তব।
ঋতে মনুষ্যাদ্ভদ্রং তে তথা তদ্বিহিতং ময়া ॥২৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তুষ্টঃ সমভবত্তদা।
অবমেনে হি দুর্বুদ্ধির্মনুষ্যান্ পুরুষাদকঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রীত ইতি। বো যুষ্মাকমুপরি, নিবর্ত্তধ্বং তপসঃ। একমমরত্বম্, ঋতে বিনা ॥২২॥
যদিতি। তে ত্বয়া, মহতাং ফলানামীপ্সয়েতি মহদীপ্সয়া ॥২৩॥
বৈরূপ্যমিতি। তে তব দেহে শিরশ্ছেদকৃতং বৈরূপ্যঞ্চ ন স্থাস্যতীতি শেষঃ ॥২৪॥
গন্ধর্ব্বেতি। ভূতা দেবযোনিবিশেষাঃ। ইয়মেব মে প্রার্থনেতি ভাবঃ ॥২৫॥
য ইতি। মনুষ্যাদৃতে বিনা, তথৈব প্রার্থিতত্বাদিত্যাশয়ঃ। তে তব ভদ্রমস্তু ॥২৬॥

তুমি গুরুতর ফললাভের ইচ্ছায় পূর্ব্বে অগ্নিতে যে যে মস্তক আহুতি দিয়াছ, সে সবগুলিই তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার দেহে আবার হইবে ॥২৩॥

সুতরাং তোমার দেহে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি কামরূপী ও যুদ্ধে শত্রুবিজয়ী হইবে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" ॥২৪॥

রাবণ বলিলেন—"দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূত হইতে যেন আমার পরাভব হয় না" ॥২৫॥

ব্রহ্মা কহিলেন—"মনুষ্য ব্যতীত এই যে সকল প্রাণীর কথা তুমি বলিলে, সে সকল হইতে তোমার ভয় হইবে না। আমি সেই প্রকারই করিয়া রাখিয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক" ॥২৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, রাবণ তখন সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, দুর্বুদ্ধি রাবণ মনুষ্যভোজী বলিয়াই মনুষ্যগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥২৭॥

(২৩) যদ্‌যদগ্নৌ হুতং সর্ব্বম্—বা ব কা নি।

কুম্ভকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ।
স বব্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা গ্রস্তচেতনঃ ॥২৮॥
তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ।
বরং বৃণীষ্ব পুত্র! ত্বং প্রীতোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯॥

বিভীষণ উবাচ।

পরমাপদ্গতস্যাপি নাধর্ম্মে মে মতির্ভবেৎ।
অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্! ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥৩০॥

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্ষণ!।
নাধর্ম্মে ধীয়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদানি তে ॥৩১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাক্ষসস্তু বরং লব্ধ্বা দশগ্রীবো বিশাংপতে!।
লঙ্কায়াশ্চ্যাবয়ামাস যুধি জিত্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। যতঃ পুরুষাদকো মনুষ্যভোক্তা, অতো মনুষ্যানবমেনে ॥২৭॥
কুম্ভেতি। ইন্দ্রাদীনাং প্রপিতামহত্বাদ্ব্রহ্মা প্রপিতামহোঽপি। তমসা মোহেন ॥২৮॥
তথেতি। উবাচ প্রপিতামহ ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥২৯॥
পরমেতি। পরমাপদ্গতস্যাপি অত্যন্তবিপন্নস্যাপি। প্রতিভাতু চিত্তে স্ফুরতু ॥৩০॥
যস্মাদিতি। ধীয়তে আধ্রিয়তে অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। "ধীঙ্ আধারে" ইতি দিবাদৌ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৬॥ বিভীষণস্তপোঽতিষ্ঠদিত্যন্বয়ঃ ॥১৭—২২॥ মহদীপ্সয়া শ্রেষ্ঠপদাপেক্ষয়া ॥২৩—২৭॥ তমসেতি অনিষ্টামপি নিদ্রাং মোহাদ্বৃতবানিত্যর্থঃ ॥২৮—৩০॥ যোনৌ ক্ষেত্রে, ন তু

তাহার পর ব্রহ্মা সেইভাবেই কুম্ভকর্ণকে বলিলেন। তখন মুগ্ধবুদ্ধি কুম্ভকর্ণ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা প্রার্থনা করিলেন ॥২৮॥

"তাহাই হইবে" এই কথা কুম্ভকর্ণকে বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে এই কথা বার বার বলিলেন যে, "পুত্র! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর" ॥২৯॥

বিভীষণ বলিলেন—"ভগবন্! অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থাতেও যেন আমার বুদ্ধি পাপের দিকে যায় না; আর অশিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্রও আমার বিদিত হউক" ॥৩০॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"শত্রুকর্ষণ! তুমি রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াছ; তথাপি তোমার বুদ্ধি যখন অধর্ম্মের দিকে যাইতেছে না, তখন তোমাকে আমি অযাচিত অমরত্ব দান করিলাম" ॥৩১॥

হিত্বা স ভগবাল্লঙ্কামাবিশদ্‌গন্ধমাদনম্‌।
গন্ধর্ব্বযক্ষানুগতো রক্ষঃকিম্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩॥
বিমানং পুষ্পকং তস্য জহারাক্রম্য রাবণঃ।
শশাপ তং বৈশ্রবণো ন ত্বামেতদ্বহিষ্যতি ॥৩৪॥
যস্তু ত্বাং সমরে হন্তা তমেবৈতদ্বহিষ্যতি।
অবমন্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্রং ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫॥
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্‌।
অন্বগচ্ছন্মহারাজং শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬॥
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভ্রাতা ভ্রাত্রে ধনেশ্বরঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ শ্রীমান্‌ যক্ষরাক্ষসসৈন্যয়োঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষস ইতি। চ্যাবয়ামাস বহিশ্চকার। ধনেশ্বরং কুবেরম্‌ ॥৩২॥
হিত্বেতি। স কুবেরঃ, ভগবান্‌ ধনাদিসম্পত্তিমান্‌ ॥৩৩॥
বিমানমিতি। বৈশ্রবণঃ কুবেরঃ। এতদ্বিমানং কর্ত্তৃ ত্বাং ন বহিষ্যতি ন বক্ষ্যতি ॥৩৪॥
য ইতি। হন্তা হনিষ্যতি। গুরুং জ্যেষ্ঠভ্রাতরম্‌। ন ভবিষ্যসি ন স্থাস্যসি মরিষ্যসীত্যর্থঃ ॥৩৫॥
বিভীষণ ইতি। সতাং মার্গমিত্যনেন রাবণো দুর্জ্জন ইতি সূচিতম্‌। মহারাজং কুবেরম্‌ ॥৩৬॥
তস্মা ইতি। ভগবান্‌ মাহাত্ম্যবান্‌। শ্রীমান্‌ সম্পত্তিমান্‌ ॥৩৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! রাক্ষস রাবণ সেইরূপ বর লাভ করায় যুদ্ধে জয় করিয়া কুবেরকে লঙ্কা হইতে বাহির করিয়া দিলেন ॥৩২॥

তখন অসাধারণ-সম্পত্তিশালী কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের সহিত যাইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

এবং রাবণ আক্রমণ করিয়া কুবেরের পুষ্পকবিমান হরণ করিলেন। তখন কুবের তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, "এ বিমান তোমাকে বহন করিবে না ॥৩৪॥

কিন্তু যিনি যুদ্ধে তোমাকে বধ করিবেন, এই বিমান তাঁহাকেই বহন করিবে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা; সুতরাং গুরু; অতএব আমাকে অবজ্ঞা করায় তুমি শীঘ্রই মরিবে" ॥৩৫॥

বিশেষ সম্পত্তিশালী ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনের পথ স্মরণ করিয়া কুবেরেরই অনুগমন করিলেন ॥৩৬॥

---

(৩৬)…অন্বগচ্ছন্মহারাজ।—বা ব কা নি।

রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্ব্বে সমেত্য রাজানমভ্যষিঞ্চন্ দশাননম্ ॥৩৮॥
দশগ্রীবস্তু দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ।
আক্রম্য রত্নান্যহরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯॥
রাবয়ামাস লোকান্ যত্তস্মাদ্রাবণ উচ্যতে।
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসা ইতি। পুরুষাদা নরভোজিনঃ। সমেত্য লঙ্কামিতি শেষঃ ॥৩৮॥

দশেতি। বলোৎকটো বলমত্তঃ। বিহায়সা গগনেন গচ্ছতীতি বিহঙ্গমঃ ॥৩৯॥

রাবেতি। রাবয়ামাস উৎপীড়নেন রোদয়ামাস। ইনন্তশব্দার্থকরুধাতোর্ণিচ্ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

রেতোঽত্র রাক্ষসমস্তি তস্মান্মাতৃদোষাদেব ক্রৌর্য্যং রাবণাদীনামিত্যর্থঃ। "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৩১—৩৪॥ ন ভবিষ্যসি মরিষ্যসি ॥৩৫॥ অন্বগচ্ছৎ কুবেরমিতি শেষঃ ॥৩৬—৩৮॥ রত্নানি—"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমভিধীয়তে" ইতি। বিহঙ্গমঃ খেচরঃ ॥৩৯॥ রাবয়ামাস হিংসার্থস্য রুঙো রূপমিদম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৯॥

তাহাতে মাহাত্ম্য ও সম্পত্তিশালী ভ্রাতা কুবের, ভ্রাতা বিভীষণের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষ ও রাক্ষসসৈন্যের সেনাপতিপদ দান করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর নরভোজী রাক্ষসেরা এবং মহাবল পিশাচেরা সকলে আসিয়া রাবণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥৩৮॥

তদনন্তর বলমত্ত, কামরূপী ও আকাশগামী রাবণ আক্রমণ করিয়া দেবগণ ও দৈত্যগণের রত্ন সকল হরণ করিলেন ॥৩৯॥

কামবলী দশানন দেবগণের পর্য্যন্ত ভয় জন্মাইতে থাকিয়া উৎপীড়ন করিয়া সকল লোককে কাঁদাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রাবণ' বলে" ॥৪০॥

---

* '…দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা।
হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১॥

অগ্নিরুবাচ।

যোঽসৌ বিশ্রবসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ।
অবধ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুরা ॥২॥
স বাধতে প্রজাঃ সর্ব্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ।
ততো নস্ত্রাতু ভগবান্ নান্যস্ত্রাতা হি বিদ্যতে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ব্রহ্মোবাচ।

ন স দেবাসুরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো!।
বিহিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্য নিগ্রহঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সিদ্ধা যোগসিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ঃ। অতএব ব্রহ্মসমীপগমনসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥১॥

য ইতি। ভগবতা ভবতা। বাধতে পীড়য়তি, বিপ্রকারৈর্নানাপ্রকারৈঃ। ত্রাতু ত্রায়তাম্ ॥২—৩॥

নেতি। তত্র তদ্দমনবিষয়ে, যৎ কার্য্যং কর্ত্তব্যম্, তন্ময়া পূর্ব্বমেব বিহিতম্। অতস্তস্য নিগ্রহঃ, অভিত আসন্নঃ, "সমীপোভয়তঃশীঘ্রসাকল্যাভিমুখেঽভিতঃ" ইত্যমরঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর যোগসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিরা ও দেবর্ষিরা সকলে অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥১॥

অগ্নি বলিলেন—"ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে সেই যে বিশ্রবার পুত্র মহাবল দশাননকে বর দান করিয়া অবধ্য করিয়াছিলেন, সেই মহাবল দশানন সম্প্রতি নানাপ্রকারে সমস্ত লোককে উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি আমাদিগকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করুন; আপনি ভিন্ন আমাদের অন্য কেহ রক্ষক নাই" ॥২—৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"অগ্নি! দেবগণ ও অসুরগণ রাবণকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তাহার দমনবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিয়া রাখিয়াছি; অতএব তাহার দমন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ॥৪॥

তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ মন্নিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কর্ম্ম করিষ্যতি ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পিতামহস্ততস্তেষাং সন্নিধৌ শক্রমব্রবীৎ।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সম্ভব ত্বং মহীতলে ॥ ॥
বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সর্ব্বশঃ।
জনয়ধ্বং সুতান্ বীরান্ কামরূপবলান্বিতান্ ॥৭॥
ততো ভাগানুভাগেন দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
অবতর্ত্তুং মহীং সর্ব্বে মন্ত্রয়ামাসুরঞ্জসা ॥৮॥
তেষাং সমক্ষং গন্ধর্ব্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ।
শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯॥
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্ব্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবত্তদা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অথ কথং তস্য নিগ্রহোঽভবিত ইত্যাহ—তদিতি। তৎ রাবণনিগ্রহরূপং কর্ম্ম ॥৫॥
পিতেতি। শক্রমিন্দ্রম্। সম্ভব জায়স্ব ॥৬॥
বিষ্ণোরিতি। ঋক্ষীষু ভল্লুকস্ত্রীষু ॥৭॥
তত ইতি। অঞ্জসা দ্রুতম্, "দ্রাগ্ ঝটিত্যঞ্জসাহ্নায়" ইত্যমরঃ ॥৮॥
তেষামিতি। শশাস উপদিদেশ, বরদো দেবো ব্রহ্মা ॥৯॥

কারণ, আমার অনুরোধে চতুর্ভুজ ও যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু রাবণকে দমন করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং তিনিই সে কার্য্য করিবেন" ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকটেই ইন্দ্রকে কহিলেন—"ইন্দ্র! তুমি সকল দেবগণের সহিত যাইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ কর ॥৬॥

তোমরা যাইয়া ভল্লুকীগণ ও বানরীগণের গর্ভে বিষ্ণুর সহায়স্বরূপ কামরূপী ও কামবলী বীর পুত্র সকল উৎপাদন কর" ॥৭॥

তদনন্তর দেবগণ, দানবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ অংশাংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার জন্য সত্বর মন্ত্রণা করিলেন ॥৮॥

পরে বরদাতা ব্রহ্মা তাঁহাদের সমক্ষেই 'দুন্দুভী'-নাম্নী গন্ধর্ব্বীকে বলিলেন যে, "তুমি কার্য্য সিদ্ধির জন্য ভূতলে গমন কর" ॥৯॥

তাহার পর দুন্দুভীগন্ধর্ব্বী ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তখনই যাইয়া 'মন্থরা'-নাম্নী এক কুব্জা হইল ॥১০॥

শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সর্ব্বে তে সুরসত্তমাঃ।
বানরর্ক্ষবরস্ত্রীষু জনয়ামাসুরাত্মজান্ ॥১১॥
তেঽম্ববর্ত্তন্ পিতৄন্ সর্ব্বে যশসা চ বলেন চ।
ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শালতালশিলায়ুধাঃ ॥১২॥
বজ্রসংহাননাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চৌঘবলাস্তথা।
কামবীর্য্যবলাশ্চৈব সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩॥
নাগাযুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে।
যত্রেচ্ছকনিবাসাশ্চ কেচিদত্র বনৌকসঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পিতেতি। মন্থরা নাম, কুব্জত্বেন মন্থরগমনাদিতি ভাবঃ ॥১০॥

শক্রেতি। বানরর্ক্ষবরা বানরভল্লুকশ্রেষ্ঠাস্তেষাং স্ত্রীষু ॥১১॥

ত ইতি। অন্ববর্ত্তন্ অন্বকুর্ব্বন্। ভেত্তারো ভেদনসমর্থাঃ ॥১২॥

বজ্রেতি। বজ্রস্যেব সংহননং দৃঢ়ং শরীরং যেষাং তে, ওঘস্যেব অন্যবানরর্ক্ষসমূহস্যেব প্রত্যেকতো বলং যেষাং তে, কামেন ইচ্ছানুসারেণ বীর্য্যং মানসিকী শক্তিঃ বলং দৈহিকী শক্তিশ্চ যেষাং তে তাদৃশাশ্চ অভবন্নিতি শেষঃ ॥১৩॥

নাগেতি। নাগাযুতসমপ্রাণা দশসহস্রহস্তিতুল্যবলাঃ, জবে বেগে। যত্র ইচ্ছা তত্র নিবাসো যেষাং তে, অত্র এষু, কেচিদ্বনৌকসো বনবাসিন আসন্ ॥১৪॥

আর ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই প্রধান দেবগণ যাইয়া প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুক-স্ত্রীগণের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥১১॥

সেই সকল পুত্রেরা যশে ও বলে তাহাদের পিতাদের অনুকরণ করিতে লাগিল এবং তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ভেদ করিতে পারিত ; আর শাল, তাল ও শিলা তাহাদের অস্ত্র ছিল ॥১২॥

সেই বানরগণ ও ভল্লুকগণের মধ্যে সকলের শরীরই বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিল, প্রত্যেকের বলই অন্য বানর-ভল্লুকসমূহের তুল্য ছিল, তাহাদের মানসিক বল ও দৈহিক বল ইচ্ছানুসারে হইত এবং তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ হইয়াছিল ॥১৩॥

আর তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ও বায়ুর তুল্য বেগবান্ হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি—যেখানে ইচ্ছা হইত, সেইখানেই বাস করিত, আর কতকগুলি বনেই থাকিত ॥১৪॥

---

(১৪)…যথেচ্ছকনিপাতাশ্চ—পি, …যথেচ্ছবিনিপাতাশ্চ—নি।

এবং বিধায় তৎ সর্ব্বং ভগবাল্লোঁকভাবনঃ।
মন্থরাং বোধয়ামাস যদ্‌যৎ কার্য্যং যথা তথা ॥১৫॥
সা তদ্বচনমাজ্ঞায় তথা চক্রে মনোজবা।
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরসন্ধুক্ষণে রতা ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে বানরাদ্যুৎপত্তৌ ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। যথা যদ্‌যৎ কার্য্যং কর্ত্তব্যং তথা তত্তন্মন্থরাং বোধয়ামাস ॥১৫॥

সেতি। আজ্ঞায় শ্রুত্বা, মনস ইব জবো বেগো যস্যাঃ সা ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ বিপ্রকারৈর্বিবিধৈঃ প্রকারৈঃ ॥৪—১২॥ বজ্রসংহননা বজ্রবদ্দৃঢ়াঙ্গাঃ ॥১৩॥ যত্রেচ্ছা তত্রৈব নিবাসো যেষাং তে যত্রেচ্ছকনিবাসাঃ ॥১৪॥ যদ্‌যৎ কার্য্যং কৈকেয়ীপ্রলোভনং রামপ্রব্রাজনাদি চ ॥১৫॥ সন্ধুক্ষণে দীপনে ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩০॥

—:*:—

ভগবান্ ব্রহ্মা এইভাবে সেই সমস্ত করিয়া, যে ভাবে যাহা যাহা করিতে হইবে, সেইভাবে তাহা তাহা মন্থরাকে বুঝাইয়া দিলেন ॥১৫॥

তৎপরে মনের ন্যায় বেগশালিনী মন্থরা ব্রহ্মার উপদেশ শুনিয়া সেই ভাবেই সকল করিয়াছিল। সে—প্রথমে দশরথের গৃহে যাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া পরস্পর শত্রুতানল জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইল” ॥১৬॥

—:*:—

(১৬) সা তদ্বচঃ সমাজ্ঞায়—বা ব কা নি। * ‘...ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্।
প্রস্থানকারণং ব্রহ্মন্! শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১॥
কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সম্প্রস্থিতৌ বনে ব্রহ্মন্! মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জাতপুত্রো দশরথঃ প্রীতিমানভবন্নৃপ!।
ক্রিয়ারতির্ধর্ম্মরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩॥
ক্রমেণ চাস্য তে পুত্রা ব্যবর্দ্ধন্ত মহৌজসঃ।
বেদেষু সরহস্যেষু ধনুর্ব্বেদেষু পারগাঃ ॥৪॥
চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ কৃতদারাশ্চ পার্থিব!।
যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ সুখী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমিতি। প্রস্থানকারণং রামাদীনামেব বনপ্রয়াণহেতুম্ ॥১॥
কথমিতি। সংক্ষেপার্থং প্রষ্ট্রা সীতাবিবাহাদিবৃত্তান্তানাং পরিহারাৎ বক্ত্রাপি তে পরিহৃতাঃ ॥২॥
জাতেতি। ক্রিয়াসু প্রজাপালনাদিব্যাপারেষু রতিরনুরাগো যস্য সঃ ॥৩॥
ক্রমেণেতি। সরহস্যেষু গুপ্তসঙ্কেতমন্ত্রাদিসহিতেষু ধনুর্ব্বেদেষু ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহর্ষি! আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রামপ্রভৃতির জন্মের কথা বলিয়াছেন; এখন আমি তাঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি তাহা বলুন ॥১॥

মহর্ষি! দশরথনন্দন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ও যশস্বিনী সীতা—ইহারা বনে গিয়াছিলেন কেন?" ॥২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! সর্ব্বদা প্রজাপালনানুরাগী, ধর্ম্মনিরত ও বৃদ্ধ-সেবক দশরথ পুত্র জন্মিবার পরই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৩॥

ক্রমে তাঁহার সেই পুত্রেরা বৃদ্ধি পাইলেন, মহাতেজা হইয়া উঠিলেন এবং বেদে ও মন্ত্রসঙ্কেতাদির সহিত ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইলেন ॥৪॥

জ্যেষ্ঠো রামোঽভবত্তেষাং রময়ামাস হি প্রজাঃ।
মনোহরতয়া ধীমান্ পিতুর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬॥
ততঃ স রাজা মতিমান্ মত্বাত্মানং বয়োঽধিকম্।
মন্ত্রয়ামাস সচিবৈর্ধর্ম্মজ্ঞৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭॥
অভিষেকায় রামস্য যৌবরাজ্যেন ভারত!।
প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্ব্বে মেনিরে মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥৮॥
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
দীর্ঘবাহুং মহোরস্কং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৯॥
দীপ্যমানং শ্রিয়া বীরং শক্রাদনবরং রণে।
পারগং সর্ব্বধর্ম্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতৌ ॥১০॥
সর্ব্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদম্।
জিতেন্দ্রিয়মমিত্রাণামপি দৃষ্টিমনোহরম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

চরিতেতি। চত্বার এব পুত্রা ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে শেষঃ ॥৫॥

জ্যেষ্ঠ ইতি। রামশব্দস্য ত্রিধা যোগার্থমাহ—রময়ামাসেত্যাদি। তথা চ প্রজারমণাদ্রামঃ, মনোহরতয়া রামঃ, "রামো নীলচারুসিতে ত্রিষু" ইত্যমরঃ, তথা পিতুর্দশরথস্য হৃদয়ং নন্দয়তি, রময়তীতি রামশ্চ ॥৬॥

তত ইতি। মন্ত্রয়ামাস তৎকালীন কর্ত্তব্যং বিচারয়ামাস ॥৭॥

অভীতি। প্রাপ্তকালম্ উপস্থিতং সময়ম্ ॥৮॥

লোহিতেতি। মহান্তৌ বলবত্তয়া প্রশস্তৌ বাহূ যস্য তম্, দীর্ঘৌ আজানুলম্বিতৌ বাহূ

রাজা! তাহার পর যখন তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করিলেন, তখন দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত ও সুখী হইলেন ॥৫॥

সেই দশরথপুত্রগণের মধ্যে রাম ছিলেন জ্যেষ্ঠ; সেই ধীমান্ প্রজারঞ্জক হইয়াছিলেন, মনোহরমূর্ত্তি ছিলেন এবং পিতার হৃদয় আনন্দিত করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল—'রাম' ॥৬॥

তাহার পর একদা বুদ্ধিমান্ দশরথরাজা আপনাকে বৃদ্ধ মনে করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত তৎকালের কর্ত্তব্য বিষয় মন্ত্রণা করিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন! তখন সেই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠেরা সকলেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন ॥৮॥

কুরুনন্দন! আরক্তনয়ন, প্রশস্তবাহু, দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশ, মত্ত হস্তীর ন্যায় মন্থরগামী, কান্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল, যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য বীর,

নিয়ন্তারমসাধূনাং গোপ্তারং ধর্ম্মচারিণাম্।
ধৃতিমন্তমনাধৃষ্যং জেতারমপরাজিতম্ ॥১২॥
পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধনম্।
সংদৃশ্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছৎ কুরুনন্দন! ॥১৩॥ (কুলকম্)
চিন্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামস্য বীর্য্যবান্।
অভ্যভাষত ভদ্রং তে প্রীয়মাণঃ পুরোহিতম্ ॥১৪॥
অদ্য পুষ্যো নিশি ব্রহ্মন্! পুণ্যং যোগমুপৈষ্যতি।
সম্ভারাঃ সংভ্রিয়ন্তাং মে রামশ্চোপনিমন্ত্র্যতাম্ ॥১৫॥
ইতি তদ্রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্থরা।
কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

যস্য তম্, মহোরস্কং বিশালবক্ষসম্। অনবরম্ অন্যূনম্। সর্ব্বেণ প্রকারেণ অনুরক্তাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রজা যস্মিন্ তম্। অমিত্রাণাং শত্রূণামপি। নিয়ন্তারং সৎপথে চালয়িতারম্, গোপ্তারং রক্ষকম্, ধৃতিমন্তং ধৈর্য্যশালিনম্, অনাধৃষ্যম্ অদমনীয়ম্। পুত্রং রামম্, কৌশল্যায়া নন্দিবর্দ্ধনম্ আনন্দবর্দ্ধকম্ ॥৯—১৩॥

চিন্তয়ন্নিতি। মহাতেজা দশরথঃ। তে তব পুরোহিতস্যৈব ভদ্রমস্তিতি শেষঃ ॥১৪॥

অদ্যেতি। পুষ্যো নাম নক্ষত্রম্। পুণ্যং শুভম্। সম্ভারা অভিষেকোপকরণানি ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তমিতি ॥১—৫॥ রামপদং নির্ব্বক্তি - জ্যেষ্ঠ ইতি ॥৬—৮॥ মহান্তৌ শত্রুজয়ক্ষমৌ বাহূ যস্য তং দীর্ঘাবাজানুপর্য্যন্তৌ বাহূ যস্য তম্ ॥৯—১০॥ সর্ব্বশোঽনুরক্তাঃ প্রকৃতঃ প্রজা যস্মিংস্তং সর্ব্বানুরক্তপ্রকৃতিম্ ॥১১—১৩॥ ভদ্রং তে ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রত্যাশীর্ব্বচনম্, পুরোহিতং

সমস্ত ধর্ম্মের পারগামী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য, সর্ব্বপ্রকারে প্রজারঞ্জক, সমস্ত বিদ্যায় বিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুদেরও নয়ন-মনোহারী, দুর্জ্জনগণের নিয়ন্তা, ধার্ম্মিকদিগের রক্ষক, ধৈর্য্যশীল, দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, অপরাজিত এবং কৌশল্যাদেবীর আনন্দবর্দ্ধক পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিয়া রাজা দশরথ তখন পরম প্রীতি লাভ করিতেন ॥৯—১৩॥

তাহার পর একদা মহাতেজা ও বীর্য্যবান্ দশরথরাজা রামের গুণগ্রাম চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইয়া পুরোহিতকে বলিলেন—"আপনার মঙ্গল হউক—॥১৪॥

আজ রাত্রিতে পুষ্যানক্ষত্র শুভযোগের সহিত মিলিত হইবে; অতএব তখনই রামের অভিষেকের উপকরণ আয়োজন করিতে আরম্ভ করা হউক এবং আমার রামকে ডাকা হউক" ॥১৫॥

---

(১২) নিহন্তারমসাধূনাম্—পি।

অদ্য কৈকেয়ি ! দৌর্ভাগ্যং রাজ্ঞা তে খ্যাপিতং মহৎ ।
আশীবিষস্ত্বাং সংক্রুদ্ধশ্চণ্ডো দশতু দুর্ভগে ! ॥১৭॥
সুভগা খলু কৌশল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে ।
কুতো হি তব সৌভাগ্যং যস্যাঃ পুত্রো ন রাজ্যভাক্ ॥১৮॥
সা তদ্বচনমাজ্ঞায় সর্ব্বাভরণভূষিতা ।
বেদীবিলগ্নমধ্যেব বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯॥
বিবিক্তে পতিমাসাদ্য হসন্তীব শুচিস্মিতা ।
প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
সত্যপ্রতিজ্ঞ ! যন্মে ত্বং কামমেকং নিসৃষ্টবান্ ।
উপাকুরুষ্ব তদ্রাজন্ ! তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। প্রতিশ্রুত্য আকর্ণ্য। কালে উপযুক্তসময়ে, ভেদযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

অদ্যেতি। আশীবিষস্তীক্ষ্ণবিষঃ সর্পঃ। তবেদানীং জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব শ্রেয় ইত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

মরণস্য শ্রেয়স্ত্বং প্রতি হেতুমাহ—সুভগেতি। যস্যাস্তব ॥১৮॥

সেতি। আজ্ঞায় শ্রুত্বা। বেদ্যাঃ পিপীলিকায়া ইব বিলগ্নঃ কৃশঃ মধ্যঃ কটীদেশো যস্যাঃ সা। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে। বিবিক্তে নির্জ্জনস্থানে ॥১৯—২০॥

সত্যেতি। কামমভীষ্টম্, নিসৃষ্টবান্ দত্তবান্ দাতুং প্রতিশ্রুতবানিত্যর্থঃ। উপাকুরুষ্ব দেহি। সঙ্কটাৎ অদানে বিপদ্রূপাৎ প্রতিশ্রবাৎ, মুচ্যস্ব মুক্তো ভব ॥২১॥

এইরূপ সেই রাজার বাক্য শুনিয়া মন্থরা কৈকেয়ীর নিকট যাইয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা বলিল—॥১৬॥

"কৈকেয়ি! আজ রাজা তোমার গুরুতর দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব দুর্ভগে! ক্রুদ্ধ ও ভীষণ তীক্ষ্ণবিষ সর্প তোমাকে দংশন করুক ॥১৭॥

কৌশল্যাই ভাগ্যবতী, যাহার পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে; আর তোমার সৌভাগ্য কোথায়? যাহার পুত্র রাজ্য পাইবে না" ॥১৮॥

নির্ম্মল-মৃদুহাসিনী ও পিপীলিকার ন্যায় কৃশমধ্যা কৈকেয়ী মন্থরার সেই কথা শুনিয়া, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, পরমসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া, হাস্য করিতে করিতেই যেন নির্জ্জনে পতির নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রণয়ই যেন প্রকাশ করিতে থাকিয়া এই মধুর বাক্য বলিলেন—॥১৯—২০॥

"সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা! আপনি আমাকে যে একটী বর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা এখন দিন এবং সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন" ॥২১॥

রাজোবাচ।

বরং দদানি তে হন্ত তদ্‌গৃহাণ যদিচ্ছসি।
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বদ্ধঃ কোঽদ্য বিমুচ্যতাম্ ॥২২॥
ধনং দদানি কস্যাদ্য হ্রিয়তাং কস্য বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণস্বাদিহান্যত্র যৎ কিঞ্চিদ্বিত্তমস্তি মে ॥২৩॥
পৃথিব্যাং রাজরাজোঽস্মি চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
যস্তেঽভিলষিতঃ কামো ব্রূহি কল্যাণি! মা চিরম্ ॥২৪॥
সা তদ্বচনমাজ্ঞায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্।
আত্মনো বলমাজ্ঞায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫॥
আভিষেচনিকং যত্তে রামার্থমুপকল্পিতম্।
ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি। হন্তেতি হর্ষে। হর্ষশ্চ তাদৃশসুন্দরীদর্শনাৎ ॥২২॥
ধনমিতি। কস্য কস্মৈ। যৎ কিঞ্চিদ্বিত্তং ধনমস্তি, তৎ সর্ব্বমেব মে ইত্যর্থঃ ॥২৩॥
পৃথিব্যামিতি। রাজরাজঃ সম্রাট্, চাতুর্বর্ণ্যস্য ব্রাহ্মণাদীনাং চতুর্ণাং বর্ণানাম্ ॥২৪॥
সেতি। আজ্ঞায় শ্রুত্বা, পরিগৃহ্য ধৃত্বা। বলং প্রণয়েনাকর্ষণশক্তিম্ ॥২৫॥
আভীতি। তে ত্বয়া, উপকল্পিতং সংগৃহীতম্। অবাপ্নোতু স্বাভিষেকায় ॥২৬॥

রাজা বলিলেন—"ভাল, তোমাকে বর দান করিব; অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই গ্রহণ কর। (সুতরাং বল—) আজ কোন্ অবধ্য লোককে বধ করিব? কিংবা আজ কোন্ বদ্ধ লোককে মুক্ত করিব? ॥২২॥

আজ কাহাকে ধন দান করিব? কিংবা কাহার ধন হরণ করিব?। কারণ, এই ভূতলে ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত অন্যত্র যে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই আমার ॥২৩॥

কেন না, আমি পৃথিবীর সম্রাট্ এবং চারি বর্ণেরই রক্ষক; অতএব কল্যাণি! তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহাই বল, বিলম্ব করিও না" ॥২৪॥

তখন কৈকেয়ী দশরথের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া এবং নিজের শক্তি বুঝিয়া, তাহার পর তাঁহাকে বলিলেন- ॥২৫॥

"রাজা! আপনি রামের জন্য যে অভিষেকের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভরত লাভ করুক এবং রাম বনে গমন করুক" ॥২৬॥

(২৬) শ্লোকাৎ পরম্ 'নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ। চীরাজিনজটাধারী রামো বসতু তাপসঃ।'—নি।

স তদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্ ।
দুঃখার্ত্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ! ন কিঞ্চিদ্ব্যাজহার হ ॥২৭॥
ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীর্য্যবান্ ।
বনং প্রতস্থে ধর্ম্মাত্মা রাজা সত্যো ভবত্বিতি ॥২৮॥
তমন্বগচ্ছল্লক্ষ্মীবান্ ধনুষ্মাল্লঁক্ষ্মণস্তদা ।
সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯॥
ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথস্তদা ।
সমযুজ্যত দেহস্য কালপর্য্যয়ধর্ম্মণা ॥৩০॥
রামস্তু গতমাজ্ঞায় রাজানঞ্চ তথা গতম্ ।
আনায্য ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। দারুণোদয়ং ভয়ঙ্করাবির্ভাবম্। ব্যাজহার উবাচ ॥২৭॥
তত ইতি। তথা "তদ্‌গৃহাণ যদিচ্ছসি" ইত্যেবম্, উক্তমুক্তবন্তম্ ॥২৮॥
তমিতি। লক্ষ্মীবান্ কান্তিমান্। ভদ্রং ত ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রত্যাশীর্ব্বাদঃ ॥২৯॥
তত ইতি। কালপর্য্যয় আয়ুর্নাশ এব ধর্ম্মো বৃত্তির্যস্য তেন মৃত্যুনা ॥৩০॥
রামমিতি। তথা মৃত্যুম্, গতং প্রাপ্তম্। আনায্য মাতুলালয়াৎ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

বশিষ্ঠম্ ॥১৩—১৮॥ বেদীব বিলগ্নঃ কৃশো মধ্যো যস্যাঃ ॥১৯—২০॥ কামং বরম্, উপাকুরুষ দেহি, সঙ্কটাৎ কষ্টাৎ ॥২১—২৮॥ সীতা লাঙ্গলপদ্ধতিস্ততো জাতত্বাদিয়মপি সীতা,

---

ভরতশ্রেষ্ঠ ! দশরথরাজা সেই ভয়ঙ্কর অপ্রিয় কথা শুনিয়া, দুঃখে পীড়িত হইয়া কিছুই বলিলেন না ॥২৭॥

তাহার পর অসাধারণ মানসিক-বলশালী ও ধর্ম্মাত্মা রাম—পিতা সেইরূপ বলিয়াছেন জানিয়া এবং তিনি 'সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন' ইহা ভাবিয়া বনে প্রস্থান করিলেন ॥২৮॥

তখন সুন্দরমূর্ত্তি ও ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা, বৈদেহী ও জনকনন্দিনী সীতা তাঁহার অনুগমন করিলেন। তোমার মঙ্গল হউক ॥২৯॥

রাম বনে চলিয়া গেলে, তাহার পরই দশরথের মৃত্যু হইল ॥৩০॥

রাম বনে গিয়াছেন, দশরথও মরিয়াছেন—ইহা জানিয়া কৈকেয়ী ভরতকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন—॥৩১॥

---

(৩০) ততো বনগতে রামে—বা ব কা পি।

গতো দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ রামলক্ষ্মণৌ।
গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২॥
তামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা নৃশংসং বত তে কৃতম্।
পতিং হত্বা কুলঞ্চেদমুৎসাদ্য ধনলুব্ধয়া ॥৩৩॥
অযশঃ পাতয়িত্বা মে মূর্দ্ধ্নি, ত্বং কুলপাংসনে!।
সকামা ভব মে মাতরিত্যুক্ত্বা প্ররুরোদ হ ॥৩৪॥
স চারিত্রং বিশোধ্যাথ সর্ব্বপ্রকৃতিসন্নিধৌ।
অন্বয়াদ্ভ্রাতরং রামং বিনিবর্ত্তনলালসঃ ॥৩৫॥
কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ সুদুঃখিতঃ।
অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥৩৬॥
বশিষ্ঠবামদেবাভ্যাং বিপ্রৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ।
পৌরজানপদৈঃ সার্দ্ধং রামানয়নকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

গত ইতি। ক্ষেমং মঙ্গলময়ম্, নিহতকণ্টকম্ উৎসারিতশত্রুকম্ ॥৩২॥
তামিতি। নৃশংসং ঘাতুকং কর্ম্ম, বত খেদে, তে ত্বয়া ॥৩৩॥
অযশ ইতি। কুলপাংসনে! বংশদূষিকে!। ত্বমেব সকামা ভব, নাহম্ ॥৩৪॥
স ইতি। বিশোধ্য নির্দ্দোষতয়া প্রমাণীকৃত্য। প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ ॥৩৫॥
কৌশল্যামিতি। স ভরতঃ, যযৌ বনম্। বামদেব ঋষিবিশেষঃ ॥৩৬—৩৭॥

"ভরত! রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন, রাম এবং লক্ষ্মণও বনে রহিয়াছে; অতএব তুমি এই শত্রুশূন্য মঙ্গলময় বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর" ॥৩২॥

তখন ধর্ম্মাত্মা ভরত কৈকেয়ীকে বলিলেন—"হায়! তুমি ধনলুব্ধ হইয়া পতিকে হত্যা করিয়া এবং এই বংশটাকেও উৎসন্ন দিয়া নৃশংসের কার্য্য করিয়াছ ॥৩৩॥

কুলদূষিকে! তুমি আমার মাথায় নিন্দা চাপাইয়া এখন পূর্ণকামা হও" এই কথা বলিয়া ভরত রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তাহার পর ভরত সমস্ত প্রজার নিকটে নিজের চরিত্রের নির্দোষতা প্রমাণ করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥৩৫॥

কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে যানে আরোহণ করাইয়া আগে পাঠাইয়া দিয়া অতিদুঃখিত ভরত, রামকে আনিবার ইচ্ছায় শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, বামদেব, অন্য সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণের সহিত বনে গমন করিলেন ॥৩৬—৩৭॥

দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষ্মণম্ ।
তাপসানামলঙ্কারং ধারয়ন্তং ধনুর্দ্ধরম্ ॥৩৮॥
বিসর্জ্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্রাজ্যং পুরস্কৃত্যাস্য পাদুকে ॥৩৯॥
রামস্তু পুনরাশঙ্ক্য পৌরজানপদাগমম্ ।
প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০॥
সৎকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ।
নদীং গোদাবরীং রম্যামাশ্রিত্য ন্যবসত্তদা ॥৪১॥
বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্পণখাকৃতম্ ।
খরেণাসীন্মহদ্বৈরং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২॥
রক্ষার্থং তাপসানান্তু রাঘবো ধর্ম্মবৎসলঃ ।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি জঘান ভুবি রাক্ষসান্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

দদর্শেতি । চিত্রকূটো নাম পর্ব্বতঃ । তাপসানামলঙ্কারং বল্কলাদিকম্ ॥৩৮॥
বিসর্জ্জিত ইতি । পিতুর্বচনকারিণা পিতৃসত্যরক্ষার্থিনা । অস্য রামস্য ॥৩৯॥
রাম ইতি । শরভঙ্গস্য তদাখ্যস্য ঋষেরাশ্রমম্ ॥৪০॥
সদিতি । ত্যক্তপ্রাণং শরভঙ্গম্, সৎকৃত্য দগ্ধ্বা ॥৪১॥
বসত ইতি । অস্য বিস্তরস্তু রামায়ণে দ্রষ্টব্যঃ ॥৪২॥

ভরত যাইয়া দেখিলেন—ধনুর্দ্ধর রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বিগণের অলঙ্কার তরুবল্কল-প্রভৃতি ধারণ করিয়া চিত্রকূটপর্ব্বতে বাস করিতেছেন ॥৩৮॥

তাহার পর পিতৃসত্যপালনকারী রাম ভরতকে বিদায় দিলেন; তখন ভরত নন্দিগ্রামে যাইয়া রামের পাদুকা দুইখানি সম্মুখে রাখিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

এদিকে রাম পুনরায় পৌর-জানপদগণের আগমন আশঙ্কা করিয়া শরভঙ্গের আশ্রমে যাইবার জন্য মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

ক্রমে তিনি দণ্ডকারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরভঙ্গের সৎকার করিয়া মনোহর গোদাবরীনদীর তীরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

রামচন্দ্র সেইখানে বাস করিতে থাকিলে, শূর্পণখা—জনস্থানবাসী খরের সহিত তাঁহার গুরুতর শত্রুতা ঘটাইয়া দিল ॥৪২॥

তাহার পর ধর্ম্মবৎসল রাম তপস্বিগণের রক্ষার জন্য ভূতলে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিলেন ॥৪৩॥

দূষণঞ্চ খরঞ্চৈব নিহত্য সুমহাবলৌ।
চক্রে ক্ষেমং পুনর্ধীমান্ ধর্ম্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪॥
হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্পণখা পুনঃ।
যযৌ নিকৃত্তনাসোষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥৪৫॥
ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী দুঃখমূর্চ্ছিতা।
পপাত পাদয়োর্ভ্রাতুঃ সংশুষ্করুধিরাননা ॥৪৬॥
তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উৎপপতাসনাৎ ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭॥
স্বানমাত্যান্ বিসৃজ্যাথ বিবিক্তে তামুবাচ সঃ।
কেনাস্যেবং কৃতা ভদ্রে! মামচিন্ত্যাবমন্য চ ॥৪৮॥
কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাদ্য সর্ব্বগাত্রৈর্নিষেবতে।
কঃ শিরস্যগ্নিমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে সুখম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষার্থমিতি। রাক্ষসান্ খরানুচরান্ ॥৪৩॥
দূষণমিতি। দূষণং খরসহায়ং রাক্ষসবিশেষম্ ॥৪৪॥
হতেম্বিতি। নিকৃত্তৌ ছিন্নৌ নাসৌষ্ঠৌ যস্যাঃ সা, ভ্রাতু রাবণস্য ॥৪৫॥
তত ইতি। সংশুষ্কং রুধিরং যস্য তত্তাদৃশমাননং যস্যাঃ সা ॥৪৬॥
তামিতি। উৎপপাত উত্তস্থৌ। উপস্পৃশন্ সংঘর্ষন্ ॥৪৭॥
স্বানিতি। স্বান্ নিজানপি। বিবিক্তে নির্জ্জনে, "বিবিক্তৌ পূতবিজনৌ" ইত্যমরঃ ॥৪৮॥
ক ইতি। স্বপতে স্বপিতি। ত্বদপমাননং তীক্ষ্ণশূলনিষেবণাদিকমিবেতি ভাবঃ ॥৪৯॥

বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্র পুনরায় অতিমহাবল খর ও দূষণকে বধ করিয়া সেই তপোবনকে মঙ্গলময় করিলেন ॥৪৪॥

সেই রাক্ষসেরা নিহত হইলে, তাহার পর ছিন্ননাসিকা ও ছিন্নৌষ্ঠী শূর্পণখা পুনরায় রাবণের রাজধানী লঙ্কায় গেল ॥৪৫॥

তাহার পর দুঃখসমাকুলা ও শুষ্কবদনা শূর্পণখা রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইল ॥৪৬॥

তখন রাবণ শূর্পণখাকে সেইরূপ বিকৃত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করতঃ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৪৭॥

তদনন্তর রাবণ নিজের মন্ত্রীদিগকেও বিদায় দিয়া সেই নির্জ্জনস্থানে শূর্পণখাকে বলিলেন—"ভদ্রে! কোন্ ব্যক্তি আমাকে স্মরণ না করিয়া বা অবজ্ঞা করিয়া তোমাকে এইরূপ করিয়া দিয়াছে? ॥৪৮॥

আশীবিষং ঘোরতরং পাদেন স্পৃশতীহ কঃ।
সিংহং কেশরিণং কশ্চ দংষ্ট্রায়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০॥
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য নেত্রেভ্যস্তেজসোঽর্চ্চিষঃ।
নিশ্চেরুর্দহ্যতো রাত্রৌ বৃক্ষস্যেব সরন্ধ্রতঃ ॥৫১॥
তস্য তৎ সর্ব্বমাচখ্যৌ ভগিনী রামবিক্রমম্।
খরদূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২॥
স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপসান্ত্ব্য চ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

আশীতি। কেশরিণং জটাযুক্তম্। স্পৃশ্য স্পৃষ্ট্বা। পূর্ব্ববদেব ভাবঃ ॥৫০॥
ইতীতি। নেত্রেভ্যঃ দশাননগতবিংশতিনয়নেভ্যঃ। দহ্যতো দহ্যমানস্য ॥৫১॥
তস্যেতি। ভগিনী শূর্পণখা। খরদূষণসংযুক্তং খরদূষণপরাভবসহিতম্ ॥৫২॥
স ইতি। কৃত্যমাত্মনঃ কর্ত্তব্যম্। আচক্রমে উৎপপাত। বিধিং কার্য্যম্ ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বিদেহাপত্যত্বাৎ বৈদেহী ॥২৯॥ কালপর্য্যয়ধর্ম্মণা মৃত্যুনা ॥৩০—৩৪॥ চারিত্রং বিশোধ্যেদং কৈকেয্যৈব কৃতং ন তু ময়েতি প্রদর্শ্য ॥৩৫—৪৯॥ সিংহং হিংস্রম্, কেশরিণং সটাবন্তং মৃগরাজম্ ॥৫০॥ স্রোতোভ্যশ্চক্ষুরাদিরন্ধ্রেভ্যঃ, তেজসোঽর্চ্চিষোঽগ্নের্জ্বালাঃ ॥৫১॥ খরদূষণ-

---

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত অঙ্গে তীক্ষ্ণশূল সংলগ্ন করিয়া রহিয়াছে, কোন্ ব্যক্তি মস্তকে অগ্নি স্থাপন করিয়া বিশ্বস্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে ॥৪৯॥

কোন্ ব্যক্তি চরণদ্বারা ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পকে স্পর্শ করিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি জটাযুক্ত সিংহের দন্ত ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে ?” ॥৫০॥

রাবণ এইরূপ বলিতে লাগিলে, রাত্রিতে দহ্যমান বৃক্ষের রন্ধ্র হইতে যেমন অগ্নির শিখা নির্গত হয়, সেইরূপ রাবণের নয়ন হইতে তেজের শিখা নির্গত হইতে লাগিল ॥৫১॥

তখন শূর্পণখা রাবণের নিকটে রামের বিক্রম, খর-দূষণের পরাভব এবং অন্যান্য রাক্ষসের পরাভবপ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বলিল ॥৫২॥

তাহার পর রাবণ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, শূর্পণখাকে আশ্বাস দিয়া এবং লঙ্কানগরীর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন ॥৫৩॥

---

(৫১)···স্রোতোভ্যস্তেজসোঽর্চ্চিষঃ—বা ব কা পি। (৫২) শ্লোকাৎ পরম্ ‘ততো জ্ঞাতিবধং জ্ঞাত্বা রাবণঃ কালচোদিতঃ। রামস্য বধমাকাঙ্ক্ষন্ মারীচং মনসাগমৎ ॥’—পি নি।

ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্ব্বতমেব চ ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪॥
তমতীত্যাথ গোকর্ণমভ্যগচ্ছদ্দশাননঃ ।
দয়িতং স্থানমব্যগ্রং শূলপাণের্মহাত্মনঃ ॥৫৫॥
তত্রাভ্যগচ্ছন্মারীচং পূর্ব্বামাত্যং দশাননঃ ।
পুরা রামভয়াদেব তাপস্যং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রাবণগমনে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

ত্রিকূটমিতি। মকরো জলজন্তুবিশেষঃ। গম্ভীরোদং গভীরজলম্ ॥৫৪॥
তমিতি। গোকর্ণং তীর্থযাত্রাপ্রকরণোক্তং তীর্থবিশেষম্। অব্যগ্রমভ্যগচ্ছৎ ॥৫৫॥
তত্রেতি। পুরা বিশ্বামিত্রযজ্ঞনাশোপক্রমসময়ে, তাপস্যং তপস্বিত্বম্ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

সংযুক্তং তৎপরাভবসহিতম্ ॥৫২॥ বিধিং রক্ষাম্ ॥৫৩॥ পুরা রামভয়াদ্বিশ্বামিত্রযজ্ঞপ্রসঙ্গেন জাতাৎ ॥৫৪—৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩১॥

—:*:—

তৎপরে তিনি ত্রিকূটপর্ব্বত ও কালপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মকরালয় ও গভীরজল মহাসমুদ্র দর্শন করিলেন ॥৫৪॥

তদনন্তর রাবণ সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুস্থভাবে মহাত্মা মহাদেবের প্রিয়স্থান গোকর্ণতীর্থে গমন করিলেন ॥৫৫॥

রাবণেরই পূর্ব্বমন্ত্রী মারীচ পূর্ব্বে রামের ভয়েই যেখানে তপস্বী হইয়া রহিয়াছিলেন, সেইখানে যাইয়া রাবণ সেই মারীচের নিকট উপস্থিত হইলেন” ॥৫৬॥

—:*:—

* '...চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:•:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মারীচস্ত্বথ সম্ভ্রান্তো দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
পূজয়ামাস সৎকারৈঃ ফলমূলাদিভিস্ততঃ ॥১॥
বিশ্রান্তঞ্চৈনমাসীনমন্বাসীনঃ স রাক্ষসঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২॥
ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং পুরে তব।
কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা ভজন্তে ত্বাং যথা পুরা ॥৩॥
কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর!।
কৃতমিত্যেব তদ্বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥৪॥
শশংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সর্ব্বং রামচেষ্টিতম্।
সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মারীচ ইতি। সম্ভ্রান্তো ব্যস্তচিত্তঃ, আকস্মিকরাবণদর্শনাদেবেতি ভাবঃ ॥১॥
বিশ্রান্তমিতি। অন্বাসীনঃ লক্ষ্যীকৃত্য সম্মুখে উপবিষ্টঃ। প্রশ্রিতং প্রশ্রয়ান্বিতম্ ॥২॥
নেতি। প্রকৃতিমান্ স্বাভাবিকীমবস্থাং প্রাপ্তঃ। প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ ॥৩॥
কিমিতি। ইহ অত্র স্থানে। কার্য্যং প্রয়োজনম্। কৃতং ময়া, বিদ্ধি জানীহি ॥৪॥
শশংসেতি। সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব, কার্য্যাণি আত্মনঃ কর্ত্তব্যানি ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর মারীচ রাবণকে আগত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ফলমূলাদিদ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিল ॥১॥

তখন বাক্যবিৎ রাবণ উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিলে, বাক্যবিৎ মারীচ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া প্রণয় সহকারে বলিতে লাগিল—॥২॥

"মহারাজ! আপনার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে; অতএব (জিজ্ঞাসা করি—) আপনার পুরে মঙ্গল ত? এবং প্রজারা পূর্ব্বের ন্যায় আপনার অনুরক্ত আছে ত? ॥৩॥

রাক্ষসরাজ! আপনার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি! তাহা যদি অতি দুষ্করও হয়, তথাপি আমি তাহা করিয়াছি বলিয়াই মনে করুন" ॥৪॥

---

(২)…উবাচ প্রস্তুতং বাক্যম্—বা ব কা, …উবাচ প্রশ্রিতো বাক্যম্—পি।

মারীচস্ত্বব্রবীচ্ছ্রুত্বা সমাসেনৈব রাবণম্ ।
অলং তে রামমাসাদ্য বীর্য্যজ্ঞো হ্যস্মি তস্য বৈ ॥৬॥
বাণবেগং হি কস্তস্য শক্তঃ সোঢ়ুং মহাত্মনঃ।
প্রব্রজ্যায়াং হি মে হেতুঃ স এব পুরুষর্ষভঃ।
বিনাশমুখমেতত্তে কেনাখ্যাতং দুরাত্মনা ॥৭॥
তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভর্ৎসয়ন্ ।
অকুর্ব্বতোঽস্মদ্বচনং স্যান্মৃত্যুরপি তে ধ্রুবম্ ॥৮॥
মারীচশ্চিন্তয়ামাস বিশিষ্টান্মরণং বরম্ ।
অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্য যন্মতম্ ॥৯॥
ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্ ।
কিং তে সাহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোঽপি তৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

মারীচ ইতি। আসাদ্য যুদ্ধায় প্রাপ্য অলম্। "অলং খল্বোঃ—" ইত্যাদিনা ক্ত্বা ॥৬॥

বাণেতি। হেতুঃ, বিশ্বামিত্রযজ্ঞে বাণবেগেন তেনৈব মে নিরসনাদিত্যাশয়ঃ। বিনাশমুখং মৃত্যুকারণম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

তমিতি। অস্মদ্বচনমকুর্ব্বতোঽপি তে ধ্রুবমেব মৃত্যুঃ স্যাৎ, ময়া হননাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥

মারীচ ইতি। বিশিষ্টাৎ উত্তমাৎ, তৎপুণ্যসংক্রমাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া সংক্ষেপেই রামের সেই সমস্ত ব্যবহার এবং নিজের কর্ত্তব্য বিষয় মারীচকে বলিলেন ॥৫॥

মারীচ তাহা শুনিয়া সংক্ষেপেই রাবণকে বলিল—"মহারাজ! আপনি রামের নিকট যাইবেন না; কারণ, আমি তাঁহার বিক্রম জানি ॥৬॥

কোন্ ব্যক্তি সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়? সেই পুরুষশ্রেষ্ঠই আমার এই প্রব্রজ্যার কারণ!; অতএব কোন্ দুরাত্মা আপনার এই মৃত্যুর কারণ বলিয়া দিয়াছে!" ॥৭॥

তদনন্তর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনাপূর্ব্বক মারীচকে বলিলেন—"আমার আদেশ পালন না করিলেও তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে" ॥৮॥

তখন মারীচ চিন্তা করিল—'অবশ্য মৃত্যু উপস্থিত হইলে, উত্তম ব্যক্তির হাতেই মৃত্যু ভাল; অতএব রাবণের যে মত, তাহাই আমি করিব' ॥৯॥

তাহার পর মারীচ রাবণকে বলিল—"আমি আপনার কি সাহায্য করিব বলুন; আমি অসমর্থ হইলেও তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইব" ॥১০॥

(১০)…কিং তে সহ্যং ময়া কার্য্যম্—বা ব কা পি।

তমব্রবীদ্দশগ্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রলোভয়।
রত্নশৃঙ্গো মৃগো ভূত্বা রত্নচিত্রতনূরুহঃ।
ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ত্বাং রামং চোদয়িষ্যতি ॥১১॥
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি।
তামাদায়াপনেষ্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি।
ভার্য্যাবিয়োগাদ্দুর্বুদ্ধিরেতৎ সাহ্যং কুরুষ্ব মে ॥১২॥
ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কৃত্বোদকমথাত্মনঃ।
রাবণং পুরতো যান্তমন্বগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ ॥১৩॥
ততস্তস্যাশ্রমং গত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
চক্রতুস্তত্তথা সর্ব্বমুভৌ যৎ পূর্ব্বমন্ত্রিতম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সাহ্যং সাহায্যম্। সাহায্যার্থে সাহ্যশব্দঃ পূর্ব্বমপি বহুশঃ প্রযুক্তঃ ॥১০॥

তমিতি। রত্নৈশ্চিত্রাণি তনূরুহাণি লোমানি যস্য সঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

অপেতি। কাকুৎস্থে রামে। ন ভবিষ্যতি ন স্থাস্যতি মরিষ্যতীত্যর্থঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

ইতীতি। উদকমাত্মন এব তর্পণং জীবতো বৃষোৎসর্গবৎ, মরণনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত ইতি। অক্লিষ্টং ক্লেশরহিতং কর্ম্ম যস্য তস্য সর্ব্বকর্ম্মনিপুণস্যেত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মারীচ ইতি ॥১॥ প্রস্তুতং পুষ্কলার্থবৎ ॥২—৫॥ রামমাসাদ্যালং রামং নৈবাসাদয়েরিত্যর্থঃ। "অলং খল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বে"তি নিষেধার্থকালংশব্দযোগে ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ ॥৬—১২॥

তখন রাবণ মারীচকে কহিলেন—"তুমি সেইখানে যাও, যাইয়া রত্নশৃঙ্গ এবং রত্নবিচিত্রলোমা হরিণ হইয়া সীতাকে প্রলুব্ধ কর; তাহাতে সীতা তোমাকে দেখিয়া (তোমাকে ধরিবার জন্য) অবশ্যই রামকে প্রেরণ করিবে ॥১১॥

তখন রাম আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে, সীতা আমার বশীভূত হইবে। সেই সময়ে আমি সীতাকে ধরিয়া অপহরণ করিব; সেই ভার্য্যাবিরহদুঃখেই রাম মরিয়া যাইবে। তুমি আমার এই সাহায্য কর" ॥১২॥

রাবণ এইরূপ বলিলে, মারীচ অতিদুঃখিত হইয়া নিজের তর্পণ করিয়া অগ্রগামী রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥১৩॥

তাহার পর রাবণ ও মারীচ দুই জনেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের আশ্রমে যাইয়া পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥১৪॥

(১২)…এতৎ সহ্যং কুরুষ্ব মে—বা ব কা পি।

রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্।
মৃগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দেশমুপজগ্মতুঃ ॥১৫॥
দর্শয়ামাস মারীচো বৈদেহীং মৃগরূপধৃক্।
চোদয়ামাস তস্যার্থে সা রামং বিধিচোদিতা ॥১৬॥
রামস্তস্যাঃ প্রিয়ং কুর্ব্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ।
রক্ষার্থে লক্ষ্মণং ন্যস্য প্রযযৌ মৃগলিপ্সয়া ॥১৭॥
স ধন্বী বদ্ধতূণীরঃ খড়্গগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
অন্বধাবন্মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা ॥১৮॥
সোঽন্তর্হিতঃ পুনস্তস্য দর্শনং রাক্ষসো ব্রজন্।
চকর্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

রাবণ ইতি। যতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ, মুণ্ডো মুণ্ডিতমস্তকঃ, কুণ্ডী কমণ্ডলুমান্, ত্রিদণ্ডধৃক্ বাঙ্মনঃকায়সংযমরূপদণ্ডত্রয়ধারী সন্ন্যাসিরূপধারীত্যর্থঃ ॥১৫॥

দর্শয়েতি। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ। চোদয়ামাস প্রেরয়ামাস ॥১৬॥

রাম ইতি। রক্ষার্থে সীতায়া ইতি শেষঃ, ন্যস্য আশ্রম এব স্থাপয়িত্বা ॥১৭॥

স ইতি। খড়্গঃ গোধা জ্যাঘাতবারণম্ অঙ্গুলিত্রঞ্চাস্যাস্তীতি সঃ। তারাভিস্তারাচিহ্নৈশ্চিহ্নিতো মৃগস্তারামৃগস্তম্, মৃগীরূপধারিণীমাত্মজাং ধর্ষয়িতুং মৃগরূপধারিণং ব্রহ্মাণমিবেত্যর্থঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

উদকমৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥১৩—১৭॥ গোধা জ্যাঘাতবারণম্ অঙ্গুলিত্রঞ্চ তদ্বান্। তারামৃগং তারারূপং মৃগম্, প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং মৃগো ভূত্বা জগাম তস্য রুদ্রঃ শিরোঽচ্ছিনত্তদেত-

রাবণ—জিতেন্দ্রিয়, মুণ্ডিতমস্তক ও কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এবং মারীচ হরিণ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥১৫॥

ক্রমে মৃগরূপধারী মারীচ সীতাকে আত্মদর্শন করাইলেন; দৈবপ্রেরিত সীতাও তাহাকে ধরিবার জন্য রামকে পাঠাইলেন ॥১৬॥

রাম, সীতার প্রিয়কার্য্য করিবেন বলিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে আশ্রমে রাখিয়া, ধনু লইয়া, সেই হরিণকে ধরিবার ইচ্ছায় সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥১৭॥

পূর্ব্বকালে মহাদেব যেমন বিচিত্র মৃগরূপধারী ব্রহ্মার পশ্চাৎ ধাবন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম—ধনু, তূণ, তরবারি, জ্যাঘাতবারণ ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া মৃগরূপধারী মারীচের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন ॥১৮॥

(১৯)···দর্শনং রাক্ষসোঽব্রজৎ—বা ব কা শি।

নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্।
অমোঘং শরমাদায় জঘান মৃগরূপিণম্ ॥২০॥
স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা।
হা সীতে! লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্ত্তস্বরেণ হ।
শুশ্রাব তস্য বৈদেহী ততস্তাং করুণাং গিরম্ ॥২১॥
সা প্রাধাবদ্‌যতঃ শব্দস্তামুবাচাথ লক্ষ্মণঃ।
অলং তে শঙ্কয়া ভীরু! কো রামং প্রহরিষ্যতি ॥২২॥
মুহূর্ত্তাদ্‌দ্রক্ষ্যসে রামং ভর্ত্তারং ত্বং শুচিস্মিতে!।
ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্য্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ॥২৩॥
হতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন শুক্লচারিত্রভূষণম্।
সা তং পরুষমারব্ধা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। রাক্ষসো মারীচঃ। মহদধ্বানং দূরপথম্। আকারাভাব আর্ষঃ ॥১৯॥
নিশেতি। প্রতিভানবান্ প্রখরবুদ্ধিঃ। মৃগরূপিণং রাক্ষসম্ ॥২০॥
স ইতি। রামস্বরং রামতুল্যকণ্ঠধ্বনিম্। তত আশ্রমাদেব। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
সেতি। যতঃ স্থানাৎ স শব্দ আগচ্ছত্তত্র প্রাধাবদিত্যর্থঃ ॥২২॥
মুহূর্ত্তাদিতি। পর্য্যশঙ্কত আত্মকামুকতয়া সংশয়িতবতী ॥২৩॥
হতেতি। শুক্লং নির্ম্মলং চারিত্রমেব ভূষণং যস্য তম্। আরব্ধা প্রবৃত্তা ॥২৪॥

মারীচ তখন এক একবার অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আবার রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে থাকিল; এইভাবে সে—রামকে বহু দূরে লইয়া গেল; তখন রাম তাহাকে বুঝিতে পারিলেন ॥১৯॥

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রাম সেই হরিণকে রাক্ষস বুঝিয়া অব্যর্থ বাণ লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন ॥২০॥

মারীচ তখন রামের বাণে আহত হইয়া, রামের তুল্য কণ্ঠস্বর করিয়া,"হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" এইরূপ আর্ত্তস্বরে আহ্বান করিল; সীতা আশ্রম হইতেই তাহার সেই করুণ বাক্য শুনিতে পাইলেন ॥২১॥

তাহার পর যে স্থান হইতে সেই শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে সীতা ধাবিত হইলেন; তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—"ভয়শীলে। আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না; কোন্ ব্যক্তি রামকে প্রহার করিতে পারে? ॥২২॥

নির্ম্মলহাসিনি। আপনি মুহূর্ত্তমধ্যেই ভর্ত্তা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন"। লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, সীতা রোদন করিতে থাকিয়া লক্ষ্মণের উপরে আশঙ্কা করিলেন ॥২৩॥

নৈষ কামো ভবেন্মূঢ়! যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা।
অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হন্যামাত্মানমাত্মনা ॥২৫॥
পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্বা বিশেয়ং বা হুতাশনম্।
রামং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন।
নিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দ্দূলী ক্রোষ্টুকং যথা ॥২৬॥
এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রিয়রাঘবঃ।
পিধায় কর্ণৌ সদ্‌বৃত্তঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ ॥২৭॥
স রামস্য পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্দ্ধরঃ।
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো রাবণঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥২৮॥
অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ।
যতিবেশপ্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নেতি। ভবেৎ সফল ইতি শেষঃ। তৎকারণমাহ—অপীতি ॥২৫॥

পতেয়মিতি। নিহীনমপকৃষ্টম্। ক্রোষ্টুকং শৃগালম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

এতাদৃশমিতি। সদ্‌বৃত্তঃ সচ্চরিত্রঃ। যেন পথা রাঘবো গতস্তেনৈব প্রস্থিত ইত্যর্থঃ ॥২৭॥

স ইতি। পদং পদচিহ্নাবলীম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। রক্ষো রাক্ষসঃ। অভব্যঃ অসাধুঃ, ভব্যরূপেণ সাধুরূপেণ। যতিবেশেন প্রতিচ্ছন্ন আবৃতস্বরূপঃ ॥২৮—২৯॥

এবং সাধ্বী ও পতিব্রতা সীতা স্ত্রীজাতির স্বভাবসুলভ লঘুতাবশতঃ নির্ম্মলচরিত্র লক্ষ্মণকে নিষ্ঠুর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥২৪॥

"মূঢ়! তুমি মনে মনে যাহা প্রার্থনা করিতেছ, সে বিষয়ের অভিলাষ তোমার সফল হইবে না। কেন না, আমি অস্ত্র লইয়া নিজেই আত্মহত্যা করিব ॥২৫॥

নিকৃষ্ট! আমি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইব, কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব; কিন্তু ব্যাঘ্রী যেমন শৃগালের সেবা করে না, সেইরূপ আমি ভর্ত্তা রামকে পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রকারেই তোমার সেবা করিব না" ॥২৬॥

রামপ্রিয় ও সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ সীতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া কর্ণযুগল আবৃত করিয়া—যে পথে রাম গিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

ক্রমে ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ রামের চরণচিহ্নশ্রেণী ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

(২৬)…বিহীনমুপতিষ্ঠেয়ম্—বা। (২৮) শ্লোকস্য পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরম্ 'অদীক্ষমাণো বিষৌ...প্রযযৌ লক্ষ্মণস্তদা' ইত্যদ্ধমধিকম্—বা ব ক নি।

সা তমালক্ষ্য সংপ্রাপ্তং ধর্ম্মজ্ঞা জনকাত্মজা।
নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূলাসনাদিভিঃ ॥৩০॥
অবমন্য ততঃ সর্ব্বং স্বং রূপং প্রতিপদ্য চ।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩১॥
সীতে! রাক্ষসরাজোঽহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ।
মম লঙ্কা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩২॥
তত্র ত্বং বরনারীষু শোভিষ্যসি ময়া সহ।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি! তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৩॥
এবমাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্যাথ জানকী।
পিধায় কর্ণৌ সুশ্রোণী মৈবমিত্যব্রবীদ্বচঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। আলক্ষ্য দৃষ্ট্বা সম্প্রাপ্তমাগতম্, ধর্ম্মজ্ঞা আতিথ্যাদিধর্ম্মবিৎ ॥৩০॥
অবেতি। সর্ব্বং সীতয়া দিৎসিতং ফলাদিকম্। প্রতিপদ্য প্রাপ্য ॥৩১॥
সীত ইতি। বিশ্রুতো জগদ্বিখ্যাতঃ। লঙ্কেতি নাম্না রম্যা পুরী মম ॥৩২॥
তত্রেতি। শোভনে শ্রোণী নিতম্বৌ যস্যাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৩৩॥
এবমিতি। পিধায় হস্তাভ্যামাচ্ছাদ্য, পাপশ্রবণেঽপি পাপোদয়াদিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

এই সময়ে দেখা গেল—ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় সন্ন্যাসিবেশে আবৃতস্বরূপ এবং অসাধু হইয়াও সাধুরূপী রাক্ষস রাবণ অনিন্দ্যসুন্দরী সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় সেইখানে উপস্থিত হইলেন ॥২৮—২৯॥

তখন ধর্ম্মজ্ঞা সীতা তাঁহাকে আগত দেখিয়া ফল, মূল ও আসনপ্রভৃতিদ্বারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৩০॥

তদনন্তর রাবণ সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া নিজের রূপ ধরিয়া এইভাবে সীতাকে প্রলুব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—॥৩১॥

"সীতা! আমি রাক্ষসদের রাজা জগদ্বিখ্যাত রাবণ এবং মহাসমুদ্রের ওপারে আমার লঙ্কানাম্নী মনোহর নগরী রহিয়াছে ॥৩২॥

সুশ্রোণি! তুমি সেইখানে উত্তম রমণীগণের মধ্যে আমার সহিত শোভা পাইবে; অতএব তুমি তপস্বী রামকে ত্যাগ কর এবং আমার ভার্য্যা হও" ॥৩৩॥

সুনিতম্বা জানকী রাবণের এই জাতীয় অনেক বাক্য শুনিয়া কর্ণযুগল আবৃত করিয়া বলিলেন—"এরূপ আর বলিবেন না ॥৩৪॥

প্রপতেদ্দ্যৌঃ সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ।
শৈত্যমগ্নিরিয়ান্নাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৫॥
কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্।
উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৬॥
কথং হি পীত্বা মাধ্বীকং পীত্বা চ মাধুমাধবীম্।
লোভং সৌবীরকে কুর্য্যান্নারী কাচিদিতি স্মরে ॥৩৭॥
ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিধুন্বানা করৌ মুহুঃ ॥৩৮॥
তামভিদ্রুত্য সুশ্রোণীং রাবণঃ প্রত্যষেধয়ৎ।
ভর্ৎসয়িত্বা চ রূক্ষেণ স্বরেণ গতচেতনাম্।
মূর্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ ঊর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। দ্যৌর্গগনম্। শকলীভবেৎ খণ্ডখণ্ডীভবেৎ। ইয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ ॥৩৫॥

কথমিতি। করেণুর্হস্তিনী, ভিন্নকরটং মদস্রাবিগণ্ডম্, পদ্মিনং পদ্মমালাযুক্তম্, বনগোচরং বনচারিণম্, মহানাগং মহাহস্তিনম্, উপস্থায় নিষেব্য, কথং শূকরং স্পৃশেৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ। মহাহস্তিসদৃশং রামমপহায় শূকরসদৃশং ত্বাং ন ভজামীত্যাশয়ঃ ॥৩৬॥

কথমিতি। মাধ্বীকং পুষ্পজং মদ্যম্, মধুমাধবীং ক্ষৌদ্রজং মদ্যম্, সৌবীরকে কাঞ্জিকে। ইতি স্মরে চিন্তয়ামি। রামাপেক্ষয়া ত্বং সর্ব্বথা নিকৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥৩৭॥

ইতীতি। প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী স্পন্দমানোষ্ঠযুগলা, বিধুন্বানা কম্পয়ন্তী ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মৃগশীর্ষং নাম নক্ষত্রম্ ॥১৮—২২॥ পর্য্যশঙ্কত লক্ষ্মণো ময্যভিলাষবানিতি শঙ্কামকরোৎ ॥২৩—৩৫॥ ভিন্নকরটং ভিন্নগণ্ডস্থলং মত্তং করেণুর্হস্তিনী ॥৩৬॥ মাধ্বীকং মধু পুষ্পজং মদ্যম্, মধুমাধবীং ক্ষৌদ্রজাং সুরাম্, সৌবীরং কাঞ্জিকম্ ॥৩৭—৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩২॥

যদি নক্ষত্রের সহিত আকাশ পড়িয়া যায়, কিংবা পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় অথবা অগ্নি শীতল হয়, তথাপি আমি রামকে ত্যাগ করিব না ॥৩৫॥

কারণ, হস্তিনী—মদস্রাবী, পদ্মমালাধারী ও বনচারী মহাহস্তীর সেবা করিয়া কি প্রকারে শূকরকে স্পর্শ করিবে? ॥৩৬॥

কোন্ রমণী পুষ্পজাত মদ্য ও মধুজাত মদ্য পান করিয়া কি প্রকারে যে কাঁজীতে লোভ করে, ইহাই আমি চিন্তা করি" ॥৩৭॥

ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা বার বার হস্তযুগল সঞ্চালিত করিয়া এইভাবে রাবণকে বলিয়া সে স্থান হইতে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৩৮॥

তাং দদর্শ ততো গৃধ্রো জটায়ুর্গিরিগোচরঃ।
রুদতীং রামরামেতি ম্রিয়মাণাং তপস্বিনীম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সীতাহরণে
দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সখা দশরথস্যাসীজ্জটায়ুররুণাত্মজঃ।
গৃধ্ররাজো মহাবীরঃ সম্পাতির্যস্য সোদরঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। মূর্দ্ধজেষু কেশেষু। আচক্রমে উৎপপাত। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

তামিতি। গিরিগোচরঃ পর্ব্বতস্থঃ। তপস্বিনীং শোচনীয়াম্ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে
দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

সখেতি। অরুণস্য গরুড়াগ্রজস্য আত্মজঃ। গৃধ্রঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥১॥

তখন রাবণ দ্রুত যাইয়া সীতাকে নিষেধ করিলেন এবং মূর্চ্ছিতপ্রায়া সীতাকে রূক্ষস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে লইয়া আকাশে উঠিলেন ॥৩৯॥

তদনন্তর পর্ব্বতস্থিত জটায়ুপক্ষী দেখিলেন—তপস্বিনী সীতা 'রাম রাম' বলিয়া রোদন করিতেছেন এবং রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন" ॥৪০॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"অরুণ যাঁহার পিতা এবং সম্পাতি যাঁহার সহোদর ছিলেন, সেই মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথরাজার সখা ছিলেন ॥১॥

---

* '...পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাঙ্কগতাং স্নুষাম্।
সক্রোধোঽভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥২॥
অথৈনমব্রবীদ্‌গৃধ্রো মুঞ্চ মুঞ্চেতি মৈথিলীম্।
ধ্রিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর! ॥৩॥
নহি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে বধূম্।
উক্ত্বৈবং রাক্ষসেন্দ্রং তং চকর্ত্ত নখরৈর্ভৃশম্ ॥৪॥
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈশ্চ বহুশো জর্জ্জরীকৃতঃ।
চক্ষার রুধিরং ভূরি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥৫॥
স বধ্যমানো গৃধ্রেণ রামপ্রিয়হিতৈষিণা।
খড়্গমাদায় চিচ্ছেদ পক্ষৌ তস্য পতত্রিণঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স্নুষাং পুত্রবধূম্, দশরথস্য সখিত্বা জটায়ুষস্তৎস্থানপাতিত্বাদিতি ভাবঃ ॥২॥
অথেতি। এনং রাবণম্, গৃধ্রো জটায়ুঃ। ধ্রিয়মাণে অবতিষ্ঠমানে ॥৩॥
নহীতি। নোৎসৃজসে ন ত্যজসি। চকর্ত্ত চিচ্ছেদ, নখরৈর্নখৈঃ ॥৪॥
পক্ষেতি। চক্ষার অসৃগ্নিঃসারয়ামাস। প্রস্রবণৈঃ প্রণালীভির্জ্জলমিব ॥৫॥
স ইতি। স রাবণঃ, বধ্যমানঃ প্রহ্রিয়মাণঃ। পতত্রিণো জটায়ুষঃ ॥৬॥

তিনি তখন দেখিলেন—পুত্রবধূ সীতা রাবণের ক্রোড়ে রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥

তাহার পর জটায়ু রাবণকে বলিলেন—"নিশাচর! তুই সীতাকে পরিত্যাগ কর্ পরিত্যাগ কর্। কারণ, আমি থাকিতে তুই কি করিয়া উঁহাকে হরণ করিবি? ॥৩॥

তুই যদি সীতাকে পরিত্যাগ না করিস্, তবে জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবি না"। এই কথা বলিয়াই জটায়ু নখদ্বারা রাবণকে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিলেন ॥৪॥

এবং তিনি পক্ষ ও চঞ্চুপ্রহারদ্বারা রাবণের বহু অঙ্গ জর্জ্জরীভূত করিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে প্রণালীদ্বারা যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ রাবণের গাত্র হইতে প্রচুর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥৫॥

রামের প্রিয় ও হিতৈষী জটায়ু যখন ঐরূপে প্রহার করিতে লাগিলেন, তখন রাবণ খড়্গ ধারণ করিয়া জটায়ুর পক্ষদ্বয় ছেদন করিলেন ॥৬॥

(৩)…মুঞ্চ মুঞ্চ স্বমৈথিলীম্—বা ব কা পি। (৫)…বহুশো জর্জ্জরীকৃতম্—বা ব কা।

নিহত্য গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভ্রশিখরোপমম্ ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাঙ্কেন রাক্ষসঃ ॥৭॥
যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্যত্যাশ্রমমণ্ডলম্ ।
সরো বা সরিতো বাপি তত্র মুঞ্চতি ভূষণম্ ॥৮॥
সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্ ।
তত্র বাসো মহদ্দিব্যমুৎসসর্জ্জ মনস্বিনী ॥৯॥
তত্তেষাং বানরেন্দ্রাণাং পপাত পবনোদ্ধতম্ ।
মধ্যে সুপীতং পঞ্চানাং বিদ্যুন্মেঘান্তরে যথা ॥১০॥
অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব ।
দদর্শাথ পুরীং রম্যাং বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

নিহত্যেতি। ভিন্নানি বিদীর্ণানি অভ্রাণি মেঘা যেন তাদৃশং যচ্ছিখরং তদুপমম্ ॥৭॥
যত্রেতি। মুঞ্চতি, রাম এতদ্দৃষ্ট্বা যত্রাত্মসংবাদং জ্ঞাতুং শক্নুয়াদিত্যাশয়েতি ভাবঃ ॥৮॥
সেতি। গিরেঃ প্রস্থে সানুদেশে সমতলভূমাবিতি যাবৎ। পূর্ব্ববদ্ভাবঃ ॥৯॥
তদিতি। পবনোদ্ধতং বায়ুচালিতং সৎ। সুপীতং মনোহরপীতবর্ণম্ ॥১০॥
অচিরেণেতি। অতিচক্রাম সাগরমিতি শেষঃ, খেচরো রাবণঃ। ইব বাক্যালঙ্কারে ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

সখেতি ॥১—২॥ স্বমৈথিলীং স্বা চাসৌ মৈথিলী চ স্বা আত্মীয়া স্নুষা মৈথিলস্যতেত্যর্থঃ, ম্রিয়মাণে জীবতি সতি ॥৩॥ নখরৈর্নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ॥৪॥ চস্কার সুস্রাব ॥৫—৬॥ অঙ্কেনোৎসঙ্গেন ॥৭—৮॥ গিরিপ্রস্থে পর্ব্বতশিখরে। "প্রস্থোঽস্ত্রিয়াং মানভেদে সানাবত্যুচ্চবস্তুনি" ইতি

এইভাবে রাবণ, মেঘভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়া সীতাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক উপরের দিকে উঠিলেন ॥৭॥

তখন সীতা যেখানে যেখানে আশ্রম, জলাশয়, কিংবা নদী দেখিতে লাগিলেন, সেইখানে সেইখানেই নিজের এক একখানি অলঙ্কার ফেলিয়া দিতে থাকিলেন ॥৮॥

তাহার পর তিনি এক পর্ব্বতের সমতলভূমিতে প্রধান পাঁচটা বানর দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ সেখানে উত্তম ও বিশাল উত্তরীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

তখন মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পাঁচটা বানরের মধ্যে বায়ুচালিত হইয়া যাইয়া সেই সুন্দর ও পীতবর্ণ বস্ত্রখানা পতিত হইল ॥১০॥

তাহার পর রাবণ আকাশপথে গমন করিতে থাকিয়া অচিরকালমধ্যেই

প্রাকারবপ্রসংবাধাং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং সসীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২॥
এবং হৃতায়াং বৈদেহ্যাং রামো হত্বা মহামৃগম্।
নিবৃত্তো দদৃশে ধীমান্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তদা ॥১৩॥
কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতে।
ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তোঽসীতি ব্যগর্হয়ৎ ॥১৪॥
মৃগরূপধরেণাথ রক্ষসা সোঽপকর্ষণম্।
ভ্রাতুরাগমনঞ্চৈব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫॥
গর্হয়ন্নেব রামস্তু ত্বরিতস্তং সমাসদৎ।
অপি জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্যামি লক্ষ্মণ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রাকারেতি। প্রাকারৈরিষ্টকাবেষ্টনৈঃ বপ্রৈস্তন্মূলস্থমৃত্তিকাস্তূপৈশ্চ সংবাধাং ব্যাপ্তাম্ ॥১২॥

এবমিতি। নিবৃত্ত আশ্রমং প্রত্যাগচ্ছন্, দদৃশে দদর্শ ॥১৩॥

কথমিতি। বৈদেহীমুৎসৃজ্য কথং প্রাপ্তঃ অত্রাগতোঽসীতি ব্যগর্হয়ন্নাম: ॥১৪॥

মৃগেতি। স রামঃ, অপকর্ষণম্ আত্মনো দূর আকর্ষণম্ ॥১৫॥

গর্হয়ন্নিতি। রামস্তু লক্ষ্মণং পূর্ব্বোক্তপ্রকারং গর্হয়ন্নেব, হে লক্ষ্মণ! বৈদেহী জীবতি তাং পশ্যামি, অপি কিম্, ইতি ব্রুবন্নেব তং লক্ষ্মণম্, সমাসদৎ প্রাপৎ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী ॥৯—১১॥ প্রাকারঃ পরিধিভিত্তিঃ, বপ্রস্তদ্বাহ্যং বেণুময়ং দুর্গং তাভ্যাং সংবাধাং দুর্গমাম্। "বপ্রঃ স্থানে পুমানস্ত্রী বেণুক্ষেত্রে চ পেটকে" ইতি মেদিনী ॥১২—১৩॥ কথং

সমুদ্র অতিক্রম করিলেন এবং বহুদ্বারসমন্বিত ও চিত্তাকর্ষক একটী সুন্দর পুরী দর্শন করিলেন ॥১১॥

তৎপরে রাবণ সীতার সহিত সেই প্রাচীরবেষ্টিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত লঙ্কাপুরীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১২॥

এইভাবে সীতাকে হরণ করিয়া নিলে পর, ধীমান্ রাম মহামৃগ বধ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখিলেন ॥১৩॥

তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়াই এই বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিলেন যে—"তুমি রাক্ষসসেবিত বনে একাকিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন আসিলে?" ॥১৪॥

তাহার পর রাম, মৃগরূপধারি-রাক্ষসকর্ত্তৃক নিজের দূরে আকর্ষণ এবং লক্ষ্মণের তথা হইতে আগমন—এই সমস্ত চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥১৫॥

এবং রাম উক্ত প্রকার নিন্দা করিয়াই "লক্ষ্মণ! সীতা জীবিত আছেন কি?

তস্য তৎ সর্ব্বমাচখ্যৌ সীতায়া লক্ষ্মণো বচঃ।
যদুক্তবত্যসদৃশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭॥
দহ্যমানেন তু হৃদা রামোঽভ্যপতদাশ্রমম্।
স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পর্ব্বতোপমম্ ॥১৮॥
রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃষ্য বলবদ্ধনুঃ।
অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্ততস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯॥
স তাবুবাচ তেজস্বী সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
গৃধ্ররাজোঽস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্য বৈ ॥২০॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ্য ধনুষী শুভে।
কোঽয়ং পিতরমস্মাকং নাম্নাহেত্যূচতুশ্চ তৌ ॥২১॥
ততো দদৃশতুস্তৌ তং ছিন্নপক্ষদ্বয়ং খগম্।
তয়োঃ শশংস গৃধ্রস্তু সীতার্থে রাবণাদ্বধম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য রামস্যান্তিকে। পশ্চিমং "নৈষ কামঃ" ইত্যাদিকং শেষম্ ॥১৭॥
দহ্যেতি। দহ্যমানেন সীতায়া বিরক্তিশ্রুত্যা সন্তাপেন চেতি ভাবঃ ॥১৮॥
রাক্ষসমিতি। বলবৎ সাতিশয়ম্, বিকৃষ্য আকৃষ্য, তং হন্তুমিত্যাশয়ঃ ॥১৯॥
স ইতি। স জটায়ুঃ। বাং যুবয়োঃ, ভদ্রং মঙ্গলমস্ত্বিতি শেষঃ ॥২০॥
তস্যেতি। সংগৃহ্য কেবলং ধৃত্বা। আহ ব্রবীতি। তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২১॥
তত ইতি। গৃধ্রস্তয়োঃ সমীপে সীতার্থে রাবণাদাত্মনো বধং শশংস ॥২২॥

তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইব কি?" এইরূপ বলিতে বলিতে সত্বর লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৬॥

তখন সীতা প্রথমে যাহা বলিয়াছিলেন এবং শেষে যে অসঙ্গত কথা কহিয়াছিলেন, সে সমস্তই লক্ষ্মণ রামের নিকট বলিলেন ॥১৭॥

তখন রাম সন্তপ্তচিত্তে আশ্রমে আগমন করিলেন এবং ভূপতিত পর্ব্বতপ্রমাণ একটা গৃধ্র দর্শন করিলেন ॥১৮॥

তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই সেই গৃধ্রকে রাক্ষস মনে করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥

তখন সেই গৃধ্র রাম ও লক্ষ্মণকে বলিল—"আমি গৃধ্ররাজ ও দশরথের সখা; তোমাদের মঙ্গল হউক" ॥২০॥

তখন রাম ও লক্ষ্মণ তাহার সেই কথা শুনিয়া মঙ্গলময় ধনু দুইখানা কেবল ধারণ করিয়া বলিলেন—"এ কে আমাদের পিতার নাম বলিতেছে?" ॥২১॥

অপৃচ্ছদ্রাঘবো গৃধ্রং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ।
তস্য গৃধ্রঃ শিরঃকম্পেরাচচক্ষে মমার চ ॥২৩॥
দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিত্বাঽস্য তদিঙ্গিতম্।
সৎকারং লম্ভয়ামাস সখায়ং পূজয়ন্ পিতুঃ ॥২৪॥
ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবৃষীকটম্।
বিধ্বস্তকলসং শূন্যং গোমায়ুশতসঙ্কুলম্ ॥২৫॥
দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ বৈদেহীহরণাদ্দিতৌ।
জগ্মতুর্দণ্ডকারণ্যং দক্ষিণেন পরন্তপৌ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
বনে মহতি তস্মিংস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
দদর্শ মৃগযূথানি দ্রবমাণানি সর্ব্বশঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অপৃচ্ছদিতি। শিরঃকম্পেরাচচক্ষে, বচনোচ্চারণশক্তিলোপাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

দক্ষিণামিতি। তদিঙ্গিতং তচ্ছিরঃকম্পসূচিতাং দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৪॥

তত ইতি। ব্যপবিদ্ধাঃ সীতাহরণকালীনসংঘর্ষেণ বিশৃঙ্খলীকৃতা বৃষ্যঃ ঋষীণামাসনানি কটা যত্র তৎ, শূন্যং সীতারহিতম্। পরন্তপৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২৫—২৬॥

বন ইতি। দ্রবমাণানি ভয়েন পলায়মানানি, সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি ॥২৭॥

তাহার পর তাঁহারা ছিন্নপক্ষ জটায়ুকে দেখিলেন এবং "সীতাকে রক্ষা করিতে যাওয়ায় রাবণ তাঁহাকে বধ করিয়াছে"—এই কথা জটায়ু তাঁহাদের নিকট বলিলেন ॥২২॥

তখন রাম জটায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "রাবণ কোন্ দিকে গিয়াছে?"। পরে জটায়ু মস্তককম্পনদ্বারা তাহা জানাইলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন ॥২৩॥

তখন রাম জটায়ুর ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিক্ বুঝিতে পারিয়া, পিতার সখা বলিয়া জটায়ুর দাহসংকার করিলেন ॥২৪॥

তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রমে যাইয়া দেখিলেন—ঋষিদের বসিবার আসনগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে, জলের কলসগুলি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, আশ্রমে কেহ নাই এবং অনেক শিয়াল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া পরন্তপ রাম ও লক্ষ্মণ সীতাহরণের দুঃখে ও শোকে আকুল ও পীড়িত হইয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৫—২৬॥

ক্রমে রাম ও লক্ষ্মণ দেখিলেন—সেই মহারণ্যে সর্ব্বপ্রকার পশুশ্রেণী পলায়ন করিতেছে ॥২৭॥

(২৫)…ব্যপবিদ্ধবৃষীমঠম্—বা ব কা, …ব্যপবিদ্ধং বৃষীমুতম্—পি।

শব্দঞ্চ ঘোরং সত্ত্বানাং দাবাগ্নেরিব বর্দ্ধতঃ।
অপশ্যতাং মুহূর্ত্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥২৮॥
মেঘপর্ব্বতসঙ্কাশং শালস্কন্ধং মহাভুজম্।
উরোগতবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
যদৃচ্ছয়াঽথ তদ্রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্।
বিষাদমগমৎ সদ্যঃ সৌমিত্রিরথ ভারত ! ॥৩০॥
স রামমভিসংপ্রেক্ষ্য কৃষ্যতে যেন তন্মুখম্।
বিষণ্ণশ্চাব্রবীদ্রামং পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥৩১॥
হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা মম চায়মুপপ্লবঃ।
রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্য মরণং তথা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শব্দমিতি। অপশ্যতামিতি শেষঃ, সত্ত্বানাং প্রাণিনাম্। কবন্ধং শিরঃশূন্যং দেহম্। উরোগতে বক্ষঃস্থিতে বিশালে অক্ষিণী যস্য তম্, মহত্যুদরে মহন্মুখং যস্য তঞ্চ ॥২৮—২৯॥

যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া সঙ্কল্পশূন্যভাবেন, ন তু ভক্ষণেচ্ছয়েত্যর্থঃ ॥৩০॥

স ইতি। যেন দিগ্‌বিভাগেন তস্য কবন্ধস্য মুখমাসীৎ, তস্মিন্ দিগ্‌বিভাগে, তেন কবন্ধেন রামমভিসংপ্রেক্ষ্য স লক্ষ্মণঃ কৃষ্যতে স্ম। বিষণ্ণশ্চ লক্ষ্মণঃ ॥৩১॥

হরণমিতি। উপপ্লবো মহতী বিপৎ। সর্ব্বথা দুঃসময়োঽয়মস্মাকমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

এবং বর্দ্ধমান দাবাগ্নির ন্যায় জন্তুগণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা দেখিলেন—মেঘপর্ব্বতের ন্যায় ভয়ঙ্করাকৃতি একটা কবন্ধ আসিতেছে; তাহার স্কন্ধযুগল শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, বাহুযুগল অতিবৃহৎ, বক্ষঃস্থলে প্রকাণ্ড নয়নযুগল এবং বিশাল উদরের উপরে বিশাল মুখ ছিল ॥২৮—২৯॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিল; তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

ক্রমে সেই কবন্ধ রামের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মণকে নিজের মুখের দিকে টানিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হইয়া রামকে বলিলেন—"আমার এই অবস্থা দেখুন ॥৩১॥

সীতার হরণ, আমার এই বিপদ্, আপনার রাজ্যভ্রংশ এবং পিতার মৃত্যু, (কি দুঃসময় দেখুন) ॥৩২॥

---

(২৯) মেরুপর্ব্বতসঙ্কাশম্—পি।

নাহং ত্বাং সহ বৈদেহ্যা সমেতং কোশলাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩॥
দ্রক্ষ্যান্ত্যার্য্যস্য ধন্যা যে কুশ-লাজ-শমী-জলৈঃ।
অভিষিক্তস্য বদনং সোমং শান্তঘনং যথা ॥৩৪॥
এবং বহুবিধং ধীমান্ বিললাপ স লক্ষ্মণঃ।
তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ সম্ভ্রমেষ্বপ্যসম্ভ্রমঃ ॥৩৫॥
মা বিষীদ নরব্যাঘ্র! নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
ছিন্ধ্যস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সব্যো ময়া ভুজঃ ॥৩৬॥
ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পাতিতঃ।
খড়্গেন ভৃশতীক্ষ্ণেন নিকৃত্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭॥
ততোঽস্য দক্ষিণং বাহুং খড়্গেনাজঘ্নিবান্ বলী।
সৌমিত্রিরপি সংপ্রেক্ষ্য ভ্রাতরং রাঘবং স্থিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। কোশলাগতম্ অযোধ্যাস্থিতম্। ন দ্রক্ষ্যামি, ইদানীমেব মে মরণাৎ ॥৩৩॥
দ্রক্ষ্যন্তীতি। কুশ-লাজ-শমীযুক্তানি জলানি তৈঃ। শান্তঘনম্ অপগতমেঘম্ ॥৩৪॥
এবমিতি। সম্ভ্রমেষ্বপি ব্যস্ততাকালেষ্বপি, অসম্ভ্রমঃ অব্যস্তঃ ধীর ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥
মেতি। ময়ি স্থিতে এষ ন কশ্চিৎ অকিঞ্চিৎকর ইত্যর্থঃ। সব্যো বামঃ ॥৩৬॥
ইতীতি। নিকৃত্তশ্ছিন্নঃ, তিলকাণ্ডবৎ তিলবৃক্ষনালবৎ ॥৩৭॥

হায়! আমি আর আপনাকে সীতার সহিত অযোধ্যানগরে পৈতৃক রাজত্বপদে অবস্থিত দেখিতে পাইব না ॥৩৩॥

কুশ, লাজ (খই) ও শমীপত্রযুক্ত জলদ্বারা আপনি যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তখন যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই মেঘবিহীন চন্দ্রের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল দর্শন করিবেন” ॥৩৪॥

বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন, অধীরতার সময়েও অত্যন্ত ধীরস্বভাব রাম তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৫॥

“পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি বিষণ্ণ হইও না। কারণ, আমি থাকিতে এ, কেহই নহে। তুমি ইহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আর আমি ইহার বাম বাহু ছেদন করিয়াছি” ॥৩৬॥

এইরূপ বলিতে বলিতেই রাম অতিতীক্ষ্ণ তরবারিদ্বারা তিলনালের ন্যায় কবন্ধের বাম বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩৭॥

(৩৪)... কুশলাঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ—পি।

পুনর্জঘান পার্শ্বে বৈ তরস্বী লক্ষ্মণো ভৃশম্ ।
গতাসুরপতদ্ভূমৌ কবন্ধঃ সুমহাংস্ততঃ ॥৩৯॥
তস্য দেহাদ্বিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনঃ ।
দদৃশে দিবমাস্থায় দিবি সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৪০॥
পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্ত্বং প্রব্রূহি পৃচ্ছতঃ ।
কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪১॥
তস্যাচচক্ষে গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরহং নৃপ ! ।
প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আহ্বয়িবান্ আহতবান্ । দক্ষিণং বাহুমসিনৈব ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৮॥
পুনরিতি । তং কবন্ধং তং রাক্ষসম্ । গতাসুর্নির্গতপ্রাণঃ ॥৩৯॥
তস্যেতি । দদৃশে রামলক্ষ্মণাভ্যামিত্যর্থঃ, দিবমাস্থায় দিবং উৎপত্য ইতি শেষঃ ॥৪০॥
পপ্রচ্ছেতি । কাময়া স্বেচ্ছয়ৈব, ইদং চিত্রং শরীরং কিম্, এতচ্চাশ্চর্য্যং মে প্রতিভাতি ॥৪১॥
তস্যেতি । আচচক্ষে স পুরুষ ইতি শেষঃ । বিশ্বাবসুর্নাম ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তোঽশীতি সুগমঃ ॥১৪—১৯॥ বাং পুনস্তাঃ ॥২০॥ আহ ক্রুদ্ধ ॥২১—২৮॥ উরসি নেত্রে উদরে মুখে চ যস্য সকবন্ধঃ দীর্ঘৈঃ পুনান্ ॥২৯—৩০॥ যেন বহুবন্ধুনা তথাঃ হতাস্তু ॥৩১—৩৪॥ এবং বহুবিধং রামবধেহী, অসৌ নিকৃত্তঃ ॥৩৫—৩৯॥ বিনিঃসৃত্য দিব-

তাহার পর বলবান্ লক্ষ্মণও, ভ্রাতা রাম রহিয়াছেন দেখিয়া তরবারিদ্বারা কবন্ধের দক্ষিণবাহুর উপরে আঘাত করিলেন ॥৩৮॥

এবং লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসের পার্শ্বদেশে পুনরায় গুরুতর আঘাত করিলেন ; তাহাতেই সেই অতিবিশাল কবন্ধ গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৯॥

তখন দিব্যমূর্ত্তি একটী পুরুষ সেই কবন্ধের দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে উঠিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ; ইহা রাম ও লক্ষ্মণ দেখিলেন ॥৪০॥

পরে বাগ্মী রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, তুমি কে ? তুমি কি আপন ইচ্ছাতেই এই বিচিত্র শরীর ধারণ করিলে ? ইহা ত আমার আশ্চর্য্য বলিয়া ধারণা হইতেছে" ॥৪১॥

তখন সেই পুরুষ রামের নিকট বলিল—"রাজা ! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম 'বিভাবসু' । আমি ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষস হইয়াছিলাম" ॥৪২॥

রাবণেন হৃতা সীতা রাজ্ঞা লঙ্কানিবাসিনা।
সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং স তে সাহ্বং করিষ্যতি ॥৪৩॥
এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণ্ডবাযুতা।
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য সন্নিকর্ষে তড়াগিনী ॥৪৪॥
বসতে তত্র সুগ্রীবশ্চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সহ।
ভ্রাতা বানররাজস্য বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫॥
তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয়।
সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিষ্যতি ॥৪৬॥
এতাবচ্ছক্যমস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকীম্।
ধ্রুবং বানররাজস্য বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

রাবণেনেতি। সাহ্বং সীতোদ্ধারে সাহায্যম্। সাহ্বশব্দঃ সাহায্যার্থে মুনিষু রূঢ়ঃ ॥৪৩॥

এষেতি। পম্পা নাম, শিবং দেহোপকারিত্বান্মঙ্গলময়ং জলং যস্যাঃ সা ॥৪৪॥

বসত ইতি। চতুর্ভিঃ—মৈন্দ-দ্বিবিদ-হনূমজ্জাম্ববদ্ভিঃ, এষামেব বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥৪৫॥

তেনেতি। সমানঃ শীলং বৃত্তমবস্থা যস্য সঃ, তস্যাপি রাজ্যনাশাৎ ॥৪৬॥

এতাবদিতি। দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি। বানররাজস্য সুগ্রীবস্য ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দর্শনোঽভূৎ, পুরুষঃ কবন্ধদেহধারী, স চ দদৃশে দৃষ্টঃ ॥৪০॥ কাময়া ইচ্ছয়া ॥৪১—৪৩॥ পম্পা নামতঃ, তড়াগিনী সরসী ॥৪৪—৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপ ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

লঙ্কানিবাসী রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছেন; অতএব আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন, তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ॥৪৩॥

ঋষ্যমূকপর্ব্বতের নিকট নির্ম্মল জল ও হংস-কারণ্ডব-(খড়হাঁস) যুক্ত এই পম্পা-সরোবর দেখা যাইতেছে ॥৪৪॥

স্বর্ণমালাধারী বানররাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীব চারি জন মন্ত্রীর সহিত সেইখানে বাস করিতেছেন ॥৪৫॥

আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আপনার দুঃখের কারণ তাঁহাকে জানান। তাঁহারও আপনার মতই অবস্থা; সুতরাং তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ॥৪৬॥

---

(৪৩)…রাজ্ঞা লঙ্কাধিবাসিনা—বা ব কা নি, …সহ্বং করিষ্যতি—বা ব কা পি। (৪৬)…সমানশীলো ভবতা—পি।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ।
বিস্ময়ং জগ্মতুশ্চোভৌ প্রবীরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে কবন্ধবধে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:০:—

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽবিদূরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্।
সীতাহরণদুঃখার্ত্তঃ পম্পাং রামঃ সমাসদৎ ॥১॥
মারুতেন সুশীতেন সুখেনামৃতগন্ধিনা।
সেব্যমানো বনে তস্মিন্ জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। বিস্ময়ং জগ্মতুঃ, কবন্ধতৎপুরুষতদ্ব্যাপারদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। অবিদূরে অনধিকদূরে, প্রভূতানি কমলানি উৎপলানি কুমুদানি চ যস্যাং তাম্ ॥১॥
মারুতেনেতি। সুখেন সুখস্পর্শেন, অমৃতগন্ধিনা সুধাবৎ সৌরভশালিনা ॥২॥

আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনি সীতাদেবীকে দেখিতে পাইবেন। কারণ, নিশ্চয়ই সুগ্রীবের রাবণের বাসস্থান জানা আছে" ॥৪৭॥

এই কথাগুলি বলিয়াই সেই মহোজ্জল দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হইল। তখন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনই বিস্মিত হইলেন" ॥৪৮॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর সীতাহরণদুঃখার্ত্ত রাম (ও লক্ষ্মণ) অনধিক দূরবর্ত্তী প্রচুর পদ্ম ও কুমুদসমন্বিত পম্পাসরোবরে গমন করিলেন ॥১॥

তখন সুশীতল, সুখস্পর্শ ও অমৃতের ন্যায় সৌরভশালী বায়ু আসিয়া

* '...ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...উনাশী-ত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—হা, '...অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কান্তামনুস্মরন্।
কামবাণাভিসন্তপ্তঃ সৌমিত্রিস্তমথাব্রবীৎ ॥৩॥
ন ত্বামেবংবিধো ভাবঃ স্প্রষ্টুমর্হতি মানদ!।
আত্মবন্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বৃদ্ধশীলিনম্ ॥৪॥
প্রবৃত্তিরুপলব্ধা তে বৈদেহ্যা রাবণস্য চ।
তাং ত্বং পুরুষকারেণ বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয় ॥৫॥
অভিগচ্ছাব সুগ্রীবং শৈলস্থং হরিপুঙ্গবম্।
ময়ি শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস ॥৬॥
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে কার্য্যে চানন্তরোঽভবৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বীতি। কামবাণাভিসন্তপ্তঃ, তাদৃশবায়োরুদ্দীপকত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩॥
নেতি। বৃদ্ধশীলিনং বৃদ্ধোপদেশগ্রাহিণং ত্বাম্। আত্মবন্তং স্বাস্থ্যং প্রতি যত্নবন্তম্ ॥৪॥
প্রেতি। প্রবৃত্তির্বার্ত্তা, তে ত্বয়া। উপপাদয় সফলীকুরু ॥৫॥
অভীতি। হরিপুঙ্গবং বানরশ্রেষ্ঠম্। ময়ি স্থিতে সতি। সমাশ্বস সমাশ্বসিহি ॥৬॥
এবমিতি। প্রকৃতিং স্বভাবম্। অনন্তরঃ অবহিঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। অবিদূরে সমীপে, নলিনীং পুষ্করিণীম্ উৎপলানি কুমুদানি ॥১॥ অমৃতগন্ধিনাঽমৃতসদৃশেন ॥২—৪॥ উপপাদয় সফলীকুরু ॥৫—৬॥ অনন্তরঃ সংলগ্নঃ ॥৭—৮॥

তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে লাগিল; তাহাতে রাম সেই বনের ভিতরেই সীতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥২॥

তিনি সেখানে সীতাকে স্মরণ করিয়া কামবাণে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—॥৩॥

"আর্য্য! আপনি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং স্বাস্থ্যের দিকে যত্নবান্ লোককে যেমন কোন ব্যাধি আসিয়া স্পর্শ করে না, তেমন আপনাকেও এইরূপ ভাব স্পর্শ করিতে পারে না ॥৪॥

তা'র পর আপনি, জানকীর ও রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন; অতএব এখন বুদ্ধি ও পুরুষকারদ্বারা সেই বিষয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করুন ॥৫॥

চলুন—আমরা, পর্ব্বতবাসী বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকট যাই। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়; সুতরাং আমি আছি বলিয়া আপনি আশ্বস্ত হউন" ॥৬॥

নিষেব্য বারি পম্পায়াস্তর্পয়িত্বা পিতৄনপি।
প্রতস্থতুরুভৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৮॥
তাবৃষ্যমূকমভেত্য বহুমূলফলদ্রুমম্।
গির্য্যগ্রে বানরান্ পঞ্চ বীরৌ দদৃশতুস্তদা ॥৯॥
সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ।
বুদ্ধিমন্তং হনূমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০॥
তেন সম্ভাষ্য পূর্ব্বং তৌ সুগ্রীবমভিজগ্মতুঃ।
সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ! ॥১১॥
তদ্বাসো দর্শয়ামাসুস্তস্য কার্য্যে নিবেদিতে।
বানরাণান্তু যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাসৃজৎ ॥১২॥
তৎ:প্রত্যয়করং লব্ধা সুগ্রীবং প্লবগাধিপম্।
পৃথিব্যাং বনরৈশ্বর্য্যে স্বয়ং রামোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নিষেব্যেতি। পম্পায়াঃ সরস্যাঃ। প্রতস্থতুঃ ঋষ্যমূকপর্ব্বতে প্রস্থিতবন্তৌ ॥৮॥
তাবিতি। বহবো মূলফলদ্রুমা যত্র তম্। গির্য্যগ্রে ঋষ্যমূকোপরি ॥৯॥
সুগ্রীব ইতি। তয়োঃ পর্ব্বতাধঃস্থিতয়ো রামলক্ষ্মণয়োরন্তিকে ॥১০॥
তেনেতি। তেন হনূমতা সহ, সম্ভাষ্য সম্ভাষণেন সুগ্রীবাবস্থানমবগম্য ॥১১॥
তদিতি। বাসো বস্ত্রম্, দর্শয়ামাসুস্তে বানরাঃ, তস্য রামস্য ॥১২॥

লক্ষ্মণ এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিলে, রাম প্রকৃতিস্থ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই পম্পাসরোবরের জলে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া ঋষ্যমূকপর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

ক্রমে তাঁহারা বহুতর ফল, মূল ও বৃক্ষসমন্বিত ঋষ্যমূকপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার উপরে পাঁচটা বানরকে দেখিতে পাইলেন ॥৯॥

তখন সুগ্রীব হিমালয়ের ন্যায় বিশালমূর্ত্তি ও বুদ্ধিমান্ বানরমন্ত্রী হনূমান্‌কে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥১০॥

তখন তাঁহারা প্রথমে হনূমানের সহিত আলাপ করিয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন; পরে রাম সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন ॥১১॥

রাম নিজের কার্য্য জানাইলে, হরণকালীন সীতা যে বস্ত্রখানি বানরদের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রখানি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইল ॥১২॥

প্রতিজজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্।
সুগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং নৃপ ! ॥১৪॥
ইত্যুক্ত্বা সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্য চ পরস্পরম্।
অভ্যেত্য সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং তস্থুর্যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫॥
সুগ্রীবস্তু ননাদোচ্চৈর্মহামেঘৌঘনিস্বনঃ।
নাস্য তন্মমৃষে বালী তারা তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৬॥
যথা নদতি সুগ্রীবো বলবানেষ বানরঃ।
মন্যে চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥১৭॥
হেমমালী ততো বালী তারা তারাধিপাননাম্।
প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। প্রত্যয়করং বিশ্বাসজনকম্, তৎ বস্ত্রম্। বানরৈশ্বর্য্যে বানররাজত্বে ॥১৩॥

প্রতীতি। কাকুৎস্থো রামঃ। পুনরানয়নং প্রতিজজ্ঞ ইতি সম্বন্ধঃ ॥১৪॥

ইতীতি। ইতি উক্তপ্রকারং বচসাপি উক্ত্বা, সময়ং শপথম্, বিশ্বাস্য সপ্ততালভেদাদিনা বিশ্বাসং জনয়িত্বা ॥১৫॥

সুগ্রীব ইতি। মমৃষে সেহে। তারা নাম বালিভোগ্যা বানরী ॥১৬॥

কিমুক্ত্বা প্রত্যষেধয়দিত্যাহ—যথেতি। প্রাপ্ত আগতঃ, নিষ্ক্রান্তুং নিষ্ক্রমিতুম্ ॥১৭॥

রাম সেই বিশ্বাসজনক বস্ত্রখানি পাইয়া বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে পৃথিবীর বানররাজত্বে নিজেই অভিষিক্ত করিলেন ॥১৩॥

আর রাম যুদ্ধে বালীকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সুগ্রীবও সীতাকে পুনরায় আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন ॥১৪॥

এইরূপ বলিয়া শপথ করিয়া এবং পরস্পর বিশ্বাস জন্মাইয়া সকলেই কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

কিয়ৎপরে সুগ্রীব মহামেঘসমূহের ন্যায় গম্ভীর স্বরে উচ্চ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন; বালী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; কিন্তু তারা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন (বলিলেন—) ॥১৬॥

"এই বলবান্ বানর সুগ্রীব যেরূপ সিংহনাদ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—তিনি আশ্রয় লাভ করিয়াই আসিয়াছেন; অতএব আপনি নির্গত হইতে পারেন না" ॥১৭॥

তাহার পর স্বর্ণমালাধারী, বাগ্মী, তারার পতি ও বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা তারাকে এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

(১৬) সুগ্রীবঃ প্রাপ্য কিষ্কিন্ধ্যাং ননাদৌঘনিভস্বনঃ—বা ব কা নি।

সর্ব্বভূতরুতজ্ঞা ত্বং পশ্য বুদ্ধ্যা সমন্বিতা।
কেন চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো মমৈষ ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯॥
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু তারা তারাধিপপ্রভা।
পতিমিত্যব্রবীৎ প্রাজ্ঞা শৃণু সর্ব্বং কপীশ্বর! ॥২০॥
হৃতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ।
তুল্যারিমিত্রতাং প্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ ধনুর্দ্ধরঃ ॥২১॥
ভ্রাতা চাস্য মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২॥
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনূমাংশ্চানিলাত্মজঃ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ সুগ্রীবসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩॥
সর্ব্ব এতে মহাত্মানো বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ।
অলং তব বিনাশায় রামবীর্য্যবলাশ্রয়াৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

হেমেতি। তারাধিপশ্চন্দ্র ইব আননং যস্যাস্তাম্। পতিস্তারায়া এব ॥১৮॥
সর্ব্বেতি। ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধবান্ ॥১৯॥
চিন্তয়িত্বেতি। তারাধিপস্য চন্দ্রস্যেব প্রভা যস্যাঃ সা শুভ্রবর্ণেত্যর্থঃ ॥২০॥
হৃতেতি। মহাসত্ত্বো মহাবলঃ। তুল্যে অরিমিত্রে যয়োস্তৌ তদ্ভাবং সখ্যমিত্যর্থঃ ॥২১॥
ভ্রাতেতি। মেধাবী বুদ্ধিমান্, কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে সুগ্রীবকর্ত্তব্যবিষয়নিষ্পত্তয়ে ॥২২॥
মৈন্দ ইতি। মৈন্দাদীনি বানরনামানি। ঋক্ষরাজো ভল্লূকরাজ ॥২৩॥

"তারা! তুমি সমস্ত প্রাণীরই রবের অর্থ জান এবং স্বভাবতও বুদ্ধিমতী; অতএব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ দেখি—আমার এই ভ্রাতা কাহাকে সহায় করিয়া আসিয়াছে" ॥১৯॥

তখন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি ও বুদ্ধিমতী তারা একটুকাল চিন্তা করিয়া বালীকে বলিলেন—"বানররাজ! সমস্তই শ্রবণ করুন—॥২০॥

মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর দশরথপুত্র রামের পত্নী সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়াছেন; সেই জন্যই রাম আসিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন ॥২১॥

আর রামের ভ্রাতা, সুমিত্রার পুত্র, মহাবাহু, অপরাজিত এবং বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণও সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন ॥২২॥

তা'র পর মৈন্দ, দ্বিবিদ, পবননন্দন হনূমান্ এবং ভল্লূকরাজ জাম্ববান্—এই চারি জন সুগ্রীবের মন্ত্রীও তাঁহার কার্য্য সাধনের জন্য রহিয়াছেন ॥২৩॥

তস্যাস্তদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কপীশ্বরঃ।
পর্য্যশঙ্কত তাম্‌ঈর্ষ্যুঃ সুগ্রীবগতমানসাম্ ॥২৫॥
তারাং পরুষমুক্ত্বা তু নির্জগাম গুহামুখাৎ।
স্থিতং মাল্যবতোঽভ্যাসে সুগ্রীবং সোঽভ্যভাষত ॥২৬॥
অসকৃত্ত্বং ময়া পূর্ব্বং নির্জ্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ ॥২৭॥
ইত্যুক্তঃ প্রাহ সুগ্রীবো ভ্রাতরং হেতুমদ্বচঃ।
প্রাপ্তকালমমিত্রঘ্নো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮॥
হৃতরাজ্যস্য মে রাজন্! হৃতভার্য্যস্য চ ত্বয়া।
কিং নু জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্ব ইতি। অলং সমর্থাঃ। বীর্য্যং মানসিকী শক্তিঃ, বলঞ্চ দৈহিকী শক্তিঃ ॥২৪॥
তস্যা ইতি। আক্ষিপ্য আকৃষ্য নিবার্য্যেত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যুঃ সুগ্রীবং প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতঃ ॥২৫॥
তারামিতি। পরুষং নিষ্ঠুরম্। মাল্যবতঃ পর্ব্বতস্য, অভ্যাসে সমীপে ॥২৬॥
অসকৃদিতি। জীবিতপ্রিয় ইত্যনেন পলায়নং সূচিতম্ ॥২৭॥
ইতীতি। সম্বোধয়ন্নিব হৃতদারত্বাদিপ্রামাণ্যং জ্ঞাপয়ন্নিব ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ঋষ্যমূকং পর্ব্বতম্ ॥১—১৫॥ ওঘো জলবৃন্দস্তন্নিভঃ স্বনো যস্য সঃ, "ওঘো বেগে জলস্য চ। বৃন্দে পরম্পরায়াং চ" ইতি মেদিনী ॥১৬॥ আশ্রয়বান্ পরবলাশ্রিতঃ ॥১৭—২৪॥ ঈর্ষুরীর্ষ্যালুঃ ॥২৫—২৮॥

ইঁহারা সকলেই মহাত্মা, বুদ্ধিমান্ ও মহাবল; সুতরাং ইঁহারা রামের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন" ॥২৪॥

তারার এই হিতবাক্যে বাধা দিয়া ঈর্ষ্যান্বিত বালী তারাকে সুগ্রীবানুরক্তা বলিয়া আশঙ্কা করিলেন ॥২৫॥

পরে বালী তারাকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলিয়া গুহাদ্বার হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবান্‌পর্ব্বতের নিকটে স্থিত সুগ্রীবকে যাইয়া বলিলেন—॥২৬॥

"সুগ্রীব! আমি পূর্ব্বে তোকে বহুবার জয় করিয়াছি; আবার তুই জীবনপ্রিয় ও জ্ঞাতি ইহা জানিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি; কিন্তু এখন আবার মরণের জন্য তোর এত ত্বরা কেন?" ॥২৭॥

বালী এইরূপ বলিলে, শত্রুহন্তা সুগ্রীব রামকে শুনাইতে থাকিয়াই যেন সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত এই কথা বালীকে বলিলেন—॥২৮॥

(২৯) হৃতদারস্য মে রাজন্! হৃতরাজ্যস্য চ ত্বয়া—বা ব কা নি।

এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ।
সমরে বালিসুগ্রীবৌ শালতালশিলায়ুধৌ ॥৩০॥
উভৌ জঘ্নতুরন্যোন্যমুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ।
উভৌ ববল্গতুশ্চিত্রং মুষ্টিভিশ্চ নিজঘ্নতুঃ ॥৩১॥
উভৌ রুধিরসংসিক্তৌ নখদন্তপরিক্ষতৌ।
শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২॥
ন বিশেষস্তয়োর্যুদ্ধে যদা কশ্চন দৃশ্যতে।
সুগ্রীবস্য তদা মালাং হনূমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩॥
স মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।
শ্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালয়া ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

হৃতেতি। জীবিতসামর্থ্যং জীবনসাফল্যম্, ইতি হেতোর্মাং সমাগতং বিদ্ধি ॥২৯॥
এবমিতি। সন্নিপেততুঃ সম্মিলিতৌ বভূবতুঃ ॥৩০॥
উভাবিতি। চিত্রমাশ্চর্য্যম্, ববল্গতুঃ উৎপতনমবপতনঞ্চ চক্রতুঃ ॥৩১॥
উভাবিতি। পুষ্পিতৌ সঞ্জাতপুষ্পৌ, কিংশুকৌ বৃক্ষাবিব ॥৩২॥
নেতি। বিশেষ আকৃতিবৈষম্যম্। অতএব বালিনিশ্চয়াভাবাৎ প্রহারাসম্ভবঃ ॥৩৩॥
স ইতি। স সুগ্রীবঃ। মেঘমালয়া সন্ধ্যাকালীনয়া নানাবর্ণয়েতি ভাবঃ ॥৩৪॥

"রাজা! আপনি আমার রাজ্য নিয়াছেন, ভার্য্যাটীকেও হরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমার জীবনে আর ফল কি; ইহা ভাবিয়াই আমি আসিয়াছি—জানিবেন" ॥২৯॥

এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া শাল, তাল ও শিলারূপ অস্ত্রধারী সেই বালী ও সুগ্রীব যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৩০॥

দুই জনই পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন, দুই জনই ভূতলে পতিত হইতে থাকিলেন এবং দুই জনই আশ্চর্য্য উল্লম্ফন-প্রলম্ফন করিতে লাগিলেন ও মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

এবং দুই জনই নখে ও দন্তে পরিক্ষত ও রুধিরসিক্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় তখন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩২॥

যুদ্ধে যখন বালী ও সুগ্রীবের কোন আকৃতিবৈষম্য দেখা যাইতে লাগিল না, তখন হনূমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠে এক ছড়া ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিলেন ॥৩৩॥

তখন মেঘমালাদ্বারা সুশোভিত মহাপর্ব্বত মলয়ের ন্যায় সুগ্রীব কণ্ঠলগ্ন মালাদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৪॥

কৃতচিহ্নস্তু সুগ্রীবং রামো দৃষ্ট্বা মহাধনুঃ।
বিচকর্ষ ধনুঃশ্রেষ্ঠং বালিমুদ্দিশ্য লক্ষ্যবিৎ ॥৩৫॥
বিস্ফারস্তস্য ধনুষো যন্ত্রস্যেব তদা বভৌ।
বিতত্রাস তদা বালী শরেণাভিহতো হৃদি ॥৩৬॥
স ভিন্নহৃদয়ো বালী বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
দদর্শাবস্থিতং রামমারাৎ সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭॥
গর্হয়িত্বা স কাকুৎস্থং পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিমিব চ্যুতম্ ॥৩৮॥
হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

কৃতেতি। মহদ্ধনুর্যস্য সঃ। বালিমিতি দর্শনাদ্বালিশব্দ ইদন্তশ্চ মন্তব্যঃ ॥৩৫॥

বীতি। বিস্ফারঃ শরক্ষেপকালীনঃ শব্দঃ। যন্ত্রস্য বৃহদ্গোলকক্ষেপকবৃহন্নালীকস্য। বভৌ সর্ব্বত্র প্রচকাশে। বিতত্রাস বিশেষেণ ভীতো বভূব ॥৩৬॥

স ইতি। ভিন্নহৃদয়ো বিদীর্ণবক্ষাঃ। আরাদ্দূরে, "আরাদ্দূরসমীপয়োঃ" ইত্যমরঃ ॥৩৭॥

গর্হয়িত্বেতি। গর্হয়িত্বা গোপনেন বধাদ্বিনিন্দ্য। তারাপতিং চন্দ্রম্, চ্যুতং গগনাৎ ॥৩৮॥

হত ইতি। প্রত্যপদ্যত প্রাপ্নোৎ। নিপতিতেশ্বরাং হতভর্ত্তৃকাং তারাঞ্চ প্রত্যপদ্যত ॥৩৯॥

তখন মহাধনুর্দ্ধর ও লক্ষ্যবিৎ রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কৃতচিহ্ন দেখিয়া বালীকে লক্ষ্য করিয়া নিজের মহাধনু আকর্ষণ করিলেন ॥৩৫॥

তখন কামানের শব্দের ন্যায় সেই ধনুর শব্দ হইল এবং বালী বাণদ্বারা বক্ষে আহত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥৩৬॥

পরে বিদীর্ণহৃদয় বালী মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে থাকিয়া লক্ষ্মণের সহিত দূরে অবস্থিত রামকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর বালী রামকে নিন্দা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন তারা আসিয়া আকাশচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় ভূপতিত বালীকে দর্শন করিলেন ॥৩৮॥

বালী নিহত হইলে, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজধানী এবং হতভর্ত্তৃকা ও চন্দ্রমুখী সেই তারাকে লাভ করিলেন ॥৩৯॥

---

(৩৭)...রামং ততঃ সৌমিত্রিণা সহ—বা ব কা নি। (৩৮)...তারাধিপসমোজ্জ্বলম্—বা ব কা নি।

রামস্তু চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে।
নিবাসমকরোদ্ধীমান্ সুগ্রীবেণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০॥
রাবণোঽপি পুরীং গত্বা লঙ্কাং কামবলাহৃতঃ।
সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১॥
অশোকবনিকাভ্যাসে তাপসাশ্রমসন্নিভে।
ভর্তৃস্মরণতন্বঙ্গী তাপসীবেশধারিণী ॥৪২॥
উপবাসতপঃশীলা তত্র সা পৃথুলেক্ষণা।
উবাস দুঃখবসতিং ফলমূলকৃতাশনা ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসিশূলপরশু-মুদ্গরালাতধারিণীঃ ॥৪৪॥
দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রাম ইতি। মাল্যবতঃ পর্ব্বতস্য। অভ্যুপস্থিতঃ সর্ব্বথা সেবিতঃ ॥৪০॥

রাবণ ইতি। নন্দনং নন্দনবনগতং ভবনং তদুপমে ॥৪১॥

অশোকেতি। অশোকবনিকায়াঃ ক্ষুদ্রাশোকবনস্য অভ্যাসে সমীপে। ভর্ত্তুঃ স্মরণেন তন্বঙ্গী ক্ষীণগাত্রী। দুঃখবসতিং কুর্ব্বাণেতি শেষঃ ॥৪২—৪৩॥

দিদেশেতি। অলাতং জ্বলৎকাষ্ঠম্। রাক্ষসীনামাকৃতীরাহ—দ্ব্যক্ষীমিত্যাদি ॥৪৪—৪৫॥

রাম, মঙ্গলময় মাল্যবান্পর্ব্বতের উপরে চারি মাস বাস করিলেন ; তৎকালে বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন ॥৪০॥

ওদিকে কামার্ত্ত রাবণও লঙ্কাপুরীতে যাইয়া নন্দনভবনতুল্য কোন ভবনে সীতাদেবীকে রাখিলেন ॥৪১॥

ভর্ত্তার স্মরণে ক্ষীণদেহা, তাপসীবেশা, উপবাসনিরতা, কদাচিৎ ফলমূলমাত্রভোজিনী ও বিশালনয়না সীতা, তপস্বীর আশ্রমের তুল্য সেই ক্ষুদ্র অশোকবনের নিকটে অতিদুঃখে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪২—৪৩॥

রাবণ, সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাস, অসি, শূল, পরশু, মুদ্গর ও জ্বলৎকাষ্ঠধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে আদেশ করিলেন ; আর একনয়না, দ্বিনয়না, ত্রিনয়না, ললাটনয়না, দীর্ঘজিহ্বা, জিহ্বাশূন্যা, ত্রিস্তনী, একচরণা ও ত্রিজটা—এইরূপ রাক্ষসীগণকেও আজ্ঞা করিলেন ॥৪৪—৪৫॥

---

(৪১)···লঙ্কাং কামবলাৎ কৃতঃ—বা ব কা নি।

এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্য্যাসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥৪৬॥
তাস্তু তামায়তাপাঙ্গীং পিশাচ্যো দারুণস্বরাঃ।
তর্জ্জয়ন্তি সদা রৌদ্রাঃ পরুষব্যঞ্জনাক্ষরাঃ ॥৪৭॥
খাদাম পাটয়ামৈনাং তিলশঃ প্রবিভজ্যতাম্।
যেয়ং ভর্ত্তারমস্মাকমবমন্যেহ জীবতি ॥৪৮॥
ইত্যেবং ভর্ৎস্যমানা সা ত্রাস্যমানা পুনঃ পুনঃ।
ভর্ত্তৃশোকসমাবিষ্টা নিশ্বস্যেদমুবাচ তাঃ ॥৪৯॥
আর্য্যাঃ! খাদত মাং শীঘ্রং ন মে জীবিতমীপ্সিতম্।
বিনা তং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

এতা ইতি। করভোৎকটমূর্দ্ধজা উষ্ট্রকেশতুল্যবিকটকেশকলাপাঃ ॥৪৬॥
তা ইতি। পিশাচ্যঃ পিশাচীবদ্ঘৃণিতাঃ। পরুষব্যঞ্জনাক্ষরা নিষ্ঠুরভাষিণ্যঃ ॥৪৭॥
খাদামেতি। প্রবিভজ্যতাং খণ্ডখণ্ডীক্রিয়তাম্। ভর্ত্তারং রাবণম্ ॥৪৮॥
ইতীতি। সা সীতা, ত্রাস্যমানা ভয়প্রদর্শনেনাকুলীক্রিয়মাণা ॥৪৯॥
আর্য্যা ইতি। জীবিতং জীবনম্, ন ঈপ্সিতং ন রক্ষিতুমিষ্টম্, তং রামম্ ॥৫০॥

এইরূপ রাক্ষসীরা এবং উজ্জ্বল নয়ন ও উষ্ট্রতুল্যবিকটকেশধারিণী অন্যান্য রাক্ষসীরাও সতর্ক থাকিয়া দিবারাত্র সীতাদেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥৪৬॥

পিশাচীর ন্যায় ঘৃণিতস্বভাবা, দারুণকণ্ঠস্বরা, দারুণাকৃতি ও নিষ্ঠুরভাষিণী সেই রাক্ষসীরা সর্ব্বদাই দীর্ঘনয়না সীতাকে ভর্ৎসনা করিত ॥৪৭॥

"আমরা এটাকে খাইয়া ফেলিব বা ফাঁড়িয়া ফেলিব; কিংবা তোমরা এটাকে তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড কর; যে এইটা আমাদের রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে" ॥৪৮॥

এইভাবে সেই রাক্ষসীরা বার বার সীতাকে ভর্ৎসনা করিত এবং ভয় দেখাইত; তখন পতিশোকাকুলা সীতা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিতেন—॥৪৯॥

"মাননীয়াগণ! আপনারা সত্বর আমাকে ভক্ষণ করুন; কারণ, সেই পদ্মনয়ন ও কৃষ্ণকুঞ্চিত-কেশ রামচন্দ্র ব্যতীত আমি আমার জীবন রাখিতে ইচ্ছা করি না ॥৫০॥

---

(৪৯) ইত্যেবং পরিভর্ৎস্যন্তী ত্রাস্যমানা পুনঃ পুনঃ—বা ব কা, ...ত্রাসয়ানা পুনঃ পুনঃ—নি।

অপ্যেবাহং নিরাহারা জীবিতপ্রিয়বর্জ্জিতা।
শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১॥
ন ত্বন্যমভিগচ্ছেয়ং পুমাংসং রাঘবাদৃতে।
ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যস্তাঃ খরস্বনাঃ।
আখ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্ব্বমাদৃতাঃ ॥৫৩॥
গতাসু তাসু সর্ব্বাসু ত্রিজটা নাম রাক্ষসী।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীং ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪॥
সীতে! বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্বিশ্বাসং কুরু মে সখি!।
ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু! শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫॥
অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বৃদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
স রামস্য হিতান্বেষী ত্বদর্থে হি স মাঽব্রবীৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তাভিরভক্ষণে কর্ত্তব্যমাহ—অপীতি। জীবিতপ্রিয়েণ রামেণ বর্জ্জিতা। ব্যালী সর্পী ॥৫১॥
নেতি। অনন্তরং যৎ কর্ত্তব্যং তৎ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥৫২॥
তস্যা ইতি। খরস্বনাস্তীব্রকণ্ঠস্বরাঃ। আদৃতাঃ সযত্নাঃ ॥৫৩॥
গতাস্বিতি। নামেত্যনেন পূর্ব্বোক্তেব ন বিকটরূপেতি সূচিতম্ ॥৫৪॥
সীত ইতি। বামৌ সুন্দরৌ উরূ যস্যাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৫৫॥

(আপনারা যদি ভক্ষণ না করেন, তবে) পতিবিরহিণী আমি তালবৃক্ষস্থিত সর্পীর ন্যায় অনাহারে থাকিয়া অঙ্গ সকল শুষ্ক করিব ॥৫১॥

কিন্তু রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষের সংসর্গ করিব না—এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন এবং ইহার পরে আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন" ॥৫২॥

সীতার সেই কথা শুনিয়া সেই রূক্ষস্বরা রাক্ষসীরা সেই সমস্ত রাবণের নিকট বলিবার জন্য যত্নসহকারে গমন করিল ॥৫৩॥

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে, ধর্ম্মজ্ঞা ও প্রিয়বাদিনী 'ত্রিজটা'-নাম্নী এক রাক্ষসী সীতাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল—॥৫৪॥

"সখি! সীতে! আমি তোমার নিকট কিছু বলিব, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, ভয় ত্যাগ কর এবং আমার এই বাক্য শ্রবণ কর ॥৫৫॥

বুদ্ধিমান্ ও বৃদ্ধ 'অবিন্ধ্য'-নামে এক রাক্ষসশ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি রামের হিতৈষী। যে হেতু, তিনি তোমার জন্য আমাকে বলিয়াছেন ॥৫৬॥

সীতা মদ্বচনাদ্বাচ্যা সমাসাদ্য প্রসাদ্য চ।
ভর্ত্তা তে কুশলী রামো লক্ষ্মণানুগতো বলী ॥৫৭॥
সখ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা।
কৃতবান্ রাঘবঃ শ্রীমাংস্ত্বদর্থে চ সমুদ্যতঃ ॥৫৮॥
মা চ তেঽস্তু ভয়ং ভীরু! রাবণাল্লোকগর্হিতাৎ।
নলকূবরশাপেন রক্ষিতা হ্যসি নন্দিনি! ॥৫৯॥
শপ্তো হ্যেষ পুরা পাপো বধূং রম্ভাং পরামৃশন্।
ন শক্নোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০॥
ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্ত্তা সুগ্রীবেণাভিরক্ষিতঃ।
সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্বাঞ্চেতো মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

অবিন্ধ্য ইতি। মেধাবী বুদ্ধিমান্। মা মাম্, অবদৎ ॥৫৬॥
সীতেতি। সমাসাদ্য স্বয়মেব প্রাপ্য, ন তু ব্যক্ত্যন্তরং প্রেষ্য, প্রকাশসম্ভবাৎ ॥৫৭॥
সখ্যমিতি। বানররাজেন সুগ্রীবেণ। ত্বদর্থে ত্বদুদ্ধারার্থে ॥৫৮॥
মেতি। নলকূবরঃ তদাখ্যঃ কুবেরপুত্রস্তস্য শাপেন ॥৫৯॥
অথ কথং তস্য শাপ ইত্যাহ—শপ্ত ইতি। বধূং ভোগ্যাং ভার্য্যাম্। অবশামনধীনাম্ ॥৬০॥
বিশেষেণাশ্বাসয়তি—ক্ষিপ্রমিতি। ইতো রাবণভবনাৎ ॥৬১॥

"ত্রিজটা! তুমি আমার বাক্য অনুসারে নিজেই যাইয়া এবং প্রসন্ন করিয়া তাঁকে বলিবে যে, তোমার ভর্ত্তা বলবান্ রাম, লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন ॥৫৭॥

আর শ্রীমান্ রাম, ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখিত্ব করিয়াছেন এবং তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥৫৮॥

ভীরু! ভুবননিন্দিত রাবণ হইতে তোমার যেন ভয় হয় না। কারণ, নন্দিনি! তুমি নলকূবরের শাপেই রক্ষিত রহিয়াছ ॥৫৯॥

পূর্ব্বে এই পাপাত্মা, নলকূবরের ভোগ্যা রম্ভাকে স্পর্শ করায় নলকূবর উহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন; তাহাতেই ঐ অজিতেন্দ্রিয় রাবণ কোন অবশা নারীর সহিত বলপূর্ব্বক সংসর্গ করিতে সমর্থ হয় না ॥৬০॥

তোমার বুদ্ধিমান্ ভর্ত্তা সুগ্রীবকর্ত্তৃক রক্ষিত ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সত্বরই আসিবেন এবং এস্থান হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন ॥৬১॥

---

(৫৭)...সমাশ্বাস্য প্রসাদ্য চ—বা ব কা নি। (৬০)...রম্ভাং পরামৃষন্—বা কা পি।

স্বপ্না হি সুমহাঘোরা দৃষ্টা মেঽনিষ্টদর্শনাঃ।
বিনাশায়াস্য দুর্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২॥
দারুণো হ্যেষ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্ম্মা নিশাচরঃ।
স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সর্ব্বেষাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥৬৩॥
স্পর্দ্ধতে সর্ব্বদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতনঃ।
ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তস্য বৈ ॥৬৪॥
তৈলাবসিক্তো বিকচো মজ্জন্ পঙ্কে দশাননঃ।
অসকৃৎ খরযুক্তে তু রথে নৃত্যন্নিব স্থিতঃ ॥৬৫॥
কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে নগ্নাঃ পতিতমূর্দ্ধজাঃ।
গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ॥৬৬॥
শ্বেতাতপত্রঃ সোষ্ণীষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
শ্বেতপর্ব্বতমারূঢ় এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্না ইতি। মে ময়া, অনিষ্টদর্শনা বিপৎস্থচকাঃ ॥৬২॥
দারুণ ইতি। এষ রাবণঃ। স্বভাবাদেব ক্ষুদ্রকর্ম্মেতি সম্বন্ধঃ ॥৬৩॥
স্পর্দ্ধত ইতি। কালেন উপহতচেতনো নাশিতবুদ্ধিঃ। বিনাশস্য লিঙ্গানি চিহ্নানি ॥৬৪॥
তৈলেতি। বিকচঃ কেশহীনঃ। খরযুক্তে গর্দ্দভযুক্তে। আসকৃন্নৃত্যন্নিতি সম্বন্ধঃ ॥৬৫॥
কুম্ভেতি। পতিতমূর্দ্ধজাঃ স্খলিতকেশাঃ। আশাং দিশম্ ॥৬৬॥
শ্বেতেতি। শ্বেতাতপত্র উপরিধৃতশ্বেতচ্ছত্রঃ। শুভলক্ষণান্যেতানীতি ভাবঃ ॥৬৭॥

কারণ, এই দুর্বুদ্ধি পৌলস্ত্যকুলনাশক রাবণের বিনাশের জন্যই আমি অতিদারুণ ও বিপৎসূচক অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি ॥৬২॥

দুরাত্মা ও স্বভাবতঃ নিকৃষ্টকর্ম্মা এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা (রাবণটা) স্বভাবের দোষেই সকলের ভয়বর্দ্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥৬৩॥

কালে বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় যে রাবণ সকল দেবতার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে, আমি তাহার বিনাশের চিহ্ন সকল স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥৬৪॥

রাবণ তৈলাক্তদেহে ও মুণ্ডিতমস্তকে কর্দ্দমের ভিতরেই যেন মগ্ন হইতেছে এবং বার বার নৃত্য করতঃ গর্দ্দভযুক্ত রথেই যেন রহিয়াছে ॥৬৫॥

আর এই কুম্ভকর্ণপ্রভৃতি রাক্ষসেরাও যেন নগ্ন হইয়া, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে ॥৬৬॥

---

(৬৫) তৈলাভিষিক্তঃ—বা ব কা নি।

সচিবাশ্চাস্য চত্বারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
শ্বেতপর্ব্বতমারূঢ়া মোক্ষ্যন্তেঽস্মান্মহাভয়াৎ ॥৬৮॥
রামস্যাস্ত্রেণ পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সসাগরাঃ।
যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯॥
হস্তিসক্থিসমারূঢ়ো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্।
লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টো দিধক্ষুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৭০॥
রুদতী রুধিরার্দ্রাঙ্গী ব্যাঘ্রেণ পরিরক্ষিতা।
অসকৃত্ত্বং ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

সচিবা ইতি। অস্য বিভীষণস্য। স্বপ্নে শ্বেতদর্শনমেব শুভসূচকমিত্যাশয়ঃ ॥৬৮॥
রামস্যেতি। পরিক্ষিপ্তা পরিবেষ্টিতা স্বপ্নে দৃষ্টা। অতএবাহ—যশসেতি ॥৬৯॥
হস্তীতি। মধুনা যুক্তং পায়সং মধুপায়সং মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৭০॥
রুদতীতি। দৃষ্টা স্বপ্ন ইত্যেব প্রকরণাৎ ॥৭১॥

ভারতভাবদীপঃ

জীবিতসামর্থ্যং জীবনস্য শ্লাঘ্যত্বম্ ॥২৮—৪৫॥ করভোৎকটমূর্দ্ধজা উষ্ট্রসদৃশকেশাঃ ॥৪৬॥ পরুষব্যঞ্জনস্বরাত্মকাঃ শব্দা যাসাং তাঃ ॥৪৭—৫৯॥ বধূং স্নুষাম্ ॥৬০—৬৮॥ পরিক্ষিপ্তা ব্যাপ্তা ॥৬৯—৭৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুস্ত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৪॥

কিন্তু একমাত্র বিভীষণই যেন শ্বেতচ্ছত্র, উষ্ণীষ, শুক্লমাল্য ও শুক্লানুলেপন ধারণ করিয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন ॥৬৭॥

আর বিভীষণের চারি জন মন্ত্রীও যেন শ্বেতমাল্য ও শ্বেতানুলেপন ধারণ করিয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাও এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইবেন ॥৬৮॥

এবং রামের অস্ত্রেই যেন সসাগরা পৃথিবী পরিবেষ্টিত রহিয়াছে; সুতরাং তোমার পতি যশদ্বারা সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ করিবেন ॥৬৯॥

আর আমি স্বপ্নে দেখিলাম—লক্ষ্মণ যেন হস্তীর উরুদেশে আরোহণ করিয়া মধু ও পায়স ভোজন করিতে থাকিয়া সকল দিক্ই দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥৭০॥

আর তুমি ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া রক্তাক্তদেহে রোদন করিতে করিতে যেন উত্তরদিকে যাইতেছ, ইহা আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥৭১॥

---

(৭০) অস্থিসঞ্চয়মারূঢ়ঃ⋯বিবিক্ষুঃ সর্ব্বতো দিশম্—বা ব কা পি।

হর্ষমেষ্যসি বৈদেহি ! ক্ষিপ্রং ভর্ত্রা সমন্বিতা ।
রাঘবেণ সহ ভ্রাত্রা সীতে ! ত্বমচিরাদিব ॥৭২॥
ইত্যেবং মৃগশাবাক্ষী তচ্ছ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ ।
বভূবাশাবতী বালা পুনর্ভর্ত্তৃসমাগমে ॥৭৩॥
তাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ সুদারুণাঃ ।
দদৃশুস্তাং ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সীতাসান্ত্বনে চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

হর্ষমিতি । হর্ষমানন্দম্, এষ্যসি প্রাপ্স্যসি । ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥৭২॥

ইতীতি । মৃগশাবস্য হরিণশিশোরিব অক্ষিণী যস্যাঃ সা ॥৭৩॥

তাবদিতি । রৌদ্রা রৌদ্রমূর্ত্তয়ঃ, সুদারুণা অতিভয়ঙ্করস্বভাবাশ্চ ॥৭৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

অতএব বিদেহনন্দিনি ! সীতে ! তুমি সত্বরই ভর্ত্তা ও দেবরের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে” ॥৭২॥

এইরূপ সেই ত্রিজটার বাক্য শুনিয়া হরিণশিশুনয়না সীতা পুনরায় ভর্ত্তার সহিত মেলনের বিষয়ে আশান্বিত হইলেন ॥৭৩॥

ইতোমধ্যেই সেই পিশাচীদের ন্যায় ঘৃণিতা, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও অতিভয়ঙ্করস্বভাবা রাক্ষসীরা আসিয়া সীতাকে পূর্ব্বের মতই ত্রিজটার সহিত উপবিষ্ট দর্শন করিল” ॥৭৪॥

—:*:—

(৭৪) যাবদভ্যাগতাঃ—বা ব কা পি । * ‘…সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…’—পি, ‘…একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…’—বা ব, ‘…অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…’—কা, ‘…একাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…’—নি ।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তাং ভর্তৃশোকার্তাং দীনাং মলিনবাসসম্।
মণিশেষাভ্যলঙ্কারাং রুদতীঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥১॥
রাক্ষসীভিরুপাস্যন্তীং সমাসীনাং শিলাতলে।
রাবণঃ কামবাণার্তো দদর্শোপসসর্প চ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
দেবদানবগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষৈর্যুধি।
অজিতোঽশোকবনিকাং যযৌ কন্দর্পপীড়িতঃ ॥৩॥
দিব্যাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্ত্তিমান্ ॥৪॥
স কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ।
শ্মশানচৈত্যদ্রুমবদ্ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। মণিরেব শেষঃ অবশিষ্টঃ অভ্যলঙ্কারো যস্যাস্তাম্, অন্যেষামলঙ্কারাণাং হরণকাল এব পরিত্যাগাদিতি ভাবঃ। উপাস্যন্তীম্ উপাস্যমানাম্ ॥১—২॥

দেবেতি। দেবাদিভিরজিতোঽপি কন্দর্পেণ পীড়িতো জিত ইতি বিরোধাভাসঃ ॥৩॥

দিব্যেতি। সুমৃষ্টে সুপরিষ্কৃতে মণিকুণ্ডলে যস্য সঃ। বসন্ত ইব বিরাজেতি শেষঃ ॥৪॥

স ইতি। স স্বভাবান্নানাভূষণৈঃ কল্পবৃক্ষসদৃশোঽপি তদানীং যত্নাদ্বিভূষিতঃ। তথা বিভূষিতোঽপি চ শ্মশানচৈত্যদ্রুমবৎ স্বভাবাদেব ভয়ঙ্কর আসীৎ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর একদা ভর্তৃশোকার্ত্তা, দীনা, মলিনবসনা, অবশিষ্ট মণিমাত্রালঙ্কারা, রোদননিরতা ও পতিব্রতা সীতা একখানা পাথরের উপরে বসিয়াছিলেন এবং রাক্ষসীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল; এই সময়ে রাবণ কামার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন ॥১—২॥

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং কিন্নরেরাও যাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারেন নাই, সেই রাবণ তখন কামবিজিত হইয়া অশোকবনে গিয়াছিলেন ॥৩॥

রাবণ তখন দিব্য বস্ত্র, পরিমার্জ্জিত মণিকুণ্ডল এবং বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করিয়া কান্তিশালী হইয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥৪॥

স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ।
দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬॥
স তামামন্ত্র্য সুশ্রোণীং পুষ্পকেতুশরাহতঃ।
ইদমিত্যব্রবীদ্বাক্যং ত্রস্তাং রোহীমিবাবলাম্ ॥৭॥
সীতে! পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্ত্তুরনুগ্রহঃ।
প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি! ক্রিয়তাং পরিকর্ম্ম তে ॥৮॥
ভজস্ব মাং বরারোহে! মহার্হাভরণাম্বরা।
ভব মে সর্ব্বনারীণামুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৯॥
সন্তি মে দেবকন্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
সন্তি দানবকন্যাশ্চ দৈত্যানাঞ্চাপি যোষিতঃ ॥১০॥
চতুর্দ্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ।
দ্বিস্তাবৎ পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তনুমধ্যায়াঃ কৃশকটীদেশায়াঃ সীতায়াঃ। দদৃশে রাক্ষসীভিঃ ॥৬॥
স ইতি। পুষ্পকেতুশরাহতঃ কামবাণতাড়িতঃ। রোহীং হরিণীম্ ॥৭॥
সীত ইতি। পর্য্যাপ্তং যথেষ্টম্। ক্রিয়তাং রাক্ষসীভিঃ, পরিকর্ম্ম প্রসাধনম্ ॥৮॥
ভজস্বেতি। মহার্হাণি মহামূল্যানি আভরণানি অম্বরাণি চ যস্যাঃ সা ॥৯॥
অথ তে সর্ব্বনার্য্যঃ কা ইত্যাহ—সন্তীতি। সর্ব্বত্র ভোগ্যা ইতি শেষঃ ॥১০॥

রাবণ স্বভাবতঃ নানা অলঙ্কারশোভায় কল্পবৃক্ষের তুল্য হইলেও তখন যত্ন-সহকারে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেরূপ অলঙ্কৃত হইলেও শ্মশানায়তনস্থিত বৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্করই ছিলেন ॥৫॥

রোহিণীর নিকটে শনিকে যেমন দেখা যায়, তৎকালে কৃশমধ্যা সীতার নিকটে রাবণকেও তেমনই দেখা যাইতে লাগিল ॥৬॥

তখন কামবাণাহত রাবণ, হরিণীর ন্যায় ত্রস্তা, দুর্ব্বলা ও সুনিতম্বা সীতাকে সম্বোধন করিয়া এই প্রকারে এই কথা বলিলেন—॥৭॥

"সীতে! কৃশাঙ্গি! তুমি এতকাল পর্য্যন্ত ভর্ত্তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ; এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ কর; রাক্ষসীরা তোমার বেশভূষা করিয়া দিউক ॥৮॥

সুনিতম্বে! তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমাকে ভজন কর এবং আমার সমস্ত রমণীর মধ্যে প্রধানা হও ॥৯॥

দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বরমণী, দানবকন্যা ও দৈত্যরমণীরা আমার ভোগ্যা রহিয়াছে ॥১০॥

তেতো মে দ্বিগুণা যক্ষা যে মদ্বচনকারিণঃ।
কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাশ্রিতাঃ ॥১২॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো ভদ্রে! মামাপানগতং সদা।
উপতিষ্ঠন্তি বামোরু! যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩॥
পুত্রোঽহমপি বিপ্রর্ষেঃ সাক্ষাদ্বিশ্রবসো মুনেঃ।
পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪॥
দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
যথৈব ত্রিদশেশস্য তথৈব মম ভাবিনি! ॥১৫॥
ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কর্ম্ম বনবাসকৃতং তব।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি! যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

চতুর্দ্দশেতি। দ্বিঃ দ্বে কোটী, পুরুষাদানাং নরভোজিনাম্ ॥১১॥
তত ইতি। ধনাধ্যক্ষং কুবেরম্। কুবেরাপেক্ষয়া মে প্রজাসম্পদধিকেতি ভাবঃ ॥১২॥
গন্ধর্ব্বেতি। আপানগতং সুরাপানস্থানগতম্। উপতিষ্ঠন্তি সেবন্তে ॥১৩॥
মাং নিকৃষ্টমপি বক্তুং ন শক্নোষীত্যাহ—পুত্র ইতি। পঞ্চমঃ—ইন্দ্রযমবরুণকুবেরাণাম্ ॥১৪॥
দিব্যানীতি। ভক্ষ্যাণি চর্ব্ব্যাণি ভোজ্যানি তদিতরাণি খাদ্যানীতি যথাকথঞ্চিদ্ভেদঃ ॥১৫॥
ক্ষীয়তামিতি। দুষ্কৃতং কর্ম্ম দুষ্কৃতকর্ম্মোদ্ভবং দুঃখম্ ॥১৬॥

চৌদ্দ কোটি পিশাচ এবং নরভোজী ও ভীমকর্ম্মা দুই কোটি রাক্ষস আমার আদেশ পালন করে ॥১১॥

তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ যক্ষ আমার রহিয়াছে, যাহারা আমার আদেশ পালন করে; কিন্তু কতিপয়মাত্র যক্ষই আমার ভ্রাতা কুবেরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥১২॥

ভদ্রে! বামোরু! গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ আমার ভ্রাতা কুবেরের যেমন সেবা করে, তেমন আমি সুরাপানস্থানে থাকিলে, তাহারা সর্ব্বদা আমারও সেবা করিয়া থাকে ॥১৩॥

আমিও—সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং আমি লোকপালদের মধ্যে পঞ্চম—এইরূপ আমার যশ বিখ্যাত হইয়াছে ॥১৪॥

ভাবিনি! ইন্দ্রের যেমন, আমারও তেমনই স্বর্গীয় নানাবিধ খাদ্য ও পেয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

সুনিতম্বে! মন্দোদরীর ন্যায় তুমি আমার ভার্য্যা হও। তোমার পাপজাত বনবাসদুঃখ নষ্ট হউক" ॥১৬॥

ইত্যুক্তা তেন বৈদেহী পরিবৃত্য শুভাননা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭॥
অশিবেনাভিরামোরূরজস্রং নেত্রবারিণা।
স্তনাবপতিতৌ বালা সংহতাবভিবর্ষতী।
উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা ॥১৮॥
অসকৃদ্বদতো বাক্যমীদৃশং রাক্ষসেশ্বর!।
বিষাদযুক্তমেতত্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া ॥১৯॥
তদ্ভদ্রমুখ! ভদ্রং তে মানসং বিনিবর্ত্ত্যতাম্।
পরদারাস্ম্যলভ্যা চ সততঞ্চ পতিব্রতা ॥২০॥
ন চৈবৌপয়িকী ভার্য্যা মানুষী কৃপণা তব।
বিবশাং ধর্ষয়িত্বা চ কাং ত্বং প্রীতিমবাপ্স্যসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। তৃণং জনান্তরস্থানীয়ম্, অন্তরতো মধ্যে কৃত্বা, অন্যথালাপনিষেধাৎ ॥১৭॥

অশিবেনেতি। অশিবেন অমঙ্গলসূচকেন, অভিরামোরূঃ সুন্দরোরুযুগলা। অপতিতৌ উন্নতৌ, সংহতৌ মিলিতৌ, অভিবর্ষতী সিঞ্চন্তী। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

অসকৃদিতি। বিষাদযুক্তং যথা স্যাত্তথা ময়াপি শ্রুতম্ ॥১৯॥

তদিতি। ভদ্রমুখ! হে ভদ্রজনশ্রেষ্ঠ!। পরদারেতি স্ত্রীত্বমেকত্বঞ্চার্যম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। মণির্মঙ্গলসূত্রগতঃ স এব শেষো যেষাং তে তৎসদৃশা অভ্যলঙ্কারা যস্যাস্তাম্ ॥১॥ উপাস্যন্তীমুপাস্যমানাম্ ॥২—৬॥ রোহীং হরিণীম্ ॥৭॥ পরিকর্ম বস্ত্রাভরণাদিনা প্রসাধনম্ ॥৮—১৯॥ হে ভদ্রমুখ! ভদ্রং কল্যাণার্হং মুখঃ যস্য পারদার্য্যসুখং স্বকল্যাণাবহমিতি ভাবঃ।

রাবণ এইরূপ বলিলে, শুভাননা সীতা ফিরিয়া বসিয়া মধ্যে একটী তৃণ রাখিয়া সেই রাক্ষসকে বলিলেন ॥১৭॥

সুন্দরোরুযুগলা, বালিকা ও পতিব্রতা সীতা তখন অমঙ্গলসূচক নয়নজলে উন্নত ও মিলিত স্তন দুইটীকে অনবরত সিক্ত করিতে থাকিয়া সেই ক্ষুদ্রাশয় রাবণকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন—॥১৮॥

"রাক্ষসরাজ! আপনি বহুবার এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, ভাগ্যহীনা আমিও বিষাদের সহিত ইহা শুনিয়াছি ॥১৯॥

অতএব ভদ্রশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার ভাল মনটীকে ফিরান। কারণ, আমি পরস্ত্রী ও পতিব্রতা; সুতরাং সর্ব্বদাই আপনার অলভ্য ॥২০॥

(১৮) অশিবেনাতিবামোরূঃ - বা ব কা নি। (২০) তত্ত্বভ্রমুখ!—বা ব কা।

প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ পিতা তব।
ন চ পালয়সে ধর্ম্মং লোকপালসমঃ কথম্ ॥২২॥
ভ্রাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভুম্।
ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে ॥২৩॥
ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ সীতা কম্পয়ন্তী পয়োধরৌ।
শিরোধরাঞ্চ তন্বঙ্গী মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ॥২৪॥
তস্যা রুদত্যা ভাবিন্যা দীর্ঘবেণী সুসংযতা।
দদৃশে স্বসিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালীব মূর্দ্ধনি ॥২৫॥
শ্রুত্বা তদ্রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং সুনিষ্ঠুরম্।
প্রত্যাখ্যাতোঽপি দুর্ম্মেধাঃ পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ঔপয়িকী ধনদানাদ্যুপায়লভ্যা। বিবশামস্বাধীনাম্ ॥২১॥
প্রজেতি। প্রজাপতিসমো ব্রহ্মণ এব তুল্যঃ, ব্রহ্মযোনির্ব্রহ্মণ এব পুত্রশ্চ ॥২২॥
ভ্রাতরমিতি। ভ্রাতরং ব্যপদিশন্ ব্রুবন্। রাজরাজানং রাজরাজম্ ॥২৩॥
ইতীতি। পয়োধরৌ স্তনৌ, শিরোধরাং গ্রীবাঞ্চ কম্পয়ন্তী, তন্বঙ্গী কৃশাঙ্গী ॥২৪॥
তস্যা ইতি। স্বসিতা অতীবকৃষ্ণবর্ণা, কালী কালবর্ণা, ব্যালী সর্পীব ॥২৫॥
শ্রুত্বেতি। দুর্ম্মেধা দুর্বুদ্ধিঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বিনিবর্ত্ত্যতাং মত্ত ইতি শেষঃ ॥২০॥ ঔপয়িকী উপযোগার্হা ॥২১—২৪॥ শিরো মুখঞ্চ প্রচ্ছাদ্য ধরাং দদৃশেঽপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥২৫—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চত্রিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৫॥

তা'র পর, ক্ষুদ্রা মানুষী কোন উপায়েই আপনার ভার্য্যা হইতে পারে না এবং পরাধীনাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াই বা আপনি কি আনন্দ লাভ করিবেন ॥২১॥

ব্রহ্মার পুত্র ও ব্রহ্মারই তুল্য ব্রাহ্মণ আপনার পিতা এবং আপনি লোকপালদের তুল্য ; তবে ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন না কেন ? ॥২২॥

আর রাজাদের রাজা, শিবের সখা ও প্রভাবশালী কুবেরকে ভ্রাতা বলিতেই বা আপনি লজ্জিত হইতেছেন না কেন ?" ॥২৩॥

এই কথা বলিয়া সীতা, স্তনযুগল ও গ্রীবাদেশ কম্পিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

রোদন করিবার সময়ে পতিব্রতা সীতার মস্তকে সুবদ্ধা, অতিকৃষ্ণবর্ণা ও স্নিগ্ধা দীর্ঘবেণীটা, কৃষ্ণবর্ণা সর্পীর ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥২৫॥

কামমঙ্গানি মে সীতে ! দুনোতু মকরধ্বজঃ ।
ন ত্বামকামাং সুশ্রোণি ! সমেষ্যে চারুহাসিনি ! ॥২৭॥
কিন্নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যত্ত্বমদ্যাপি মানুষম্ ।
আহারভূতমস্মাকং রামমেবানুরুধ্যসে ॥২৮॥
ইত্যুক্ত্বা তামনিন্দ্যাঙ্গীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ ।
তত্রৈবান্তর্হিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥২৯॥
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককর্ষিতা ।
সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব ন্যবসত্তদা ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সীতারাবণসংবাদে পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কামমিতি । কামং পর্য্যাপ্তম্, দুনোতু সন্তাপয়তু । সমেষ্যে সঙ্গমিষ্যামি ॥২৭॥

কিমিতি । অনুরুধ্যসে কাময়সে । "অনৌ রুধ কামে" ইতি দৈবাদিকরুধঃপ্রয়োগঃ ॥২৮॥

ইতীতি । অন্তর্হিতঃ প্রচ্ছন্নঃ । নলকুবরশাপাদেব বলান্ন ধর্ষিতবানিতি ভাবঃ ॥২৯॥

রাক্ষসীভিরিতি । পরিবৃতা পরিবেষ্টিতা । ত্রিজটয়া পূর্ব্বোক্তয়া সখীভূতয়া ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

দুর্বুদ্ধি রাবণ সীতার সেই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥২৬॥

"সীতে ! সুনিতম্বে ! চারুহাসিনি ! কামদেব আমার অঙ্গ সকল অত্যন্ত সন্তপ্ত করুন ; তথাপি তুমি অকামা বলিয়া আমি তোমার সঙ্গম করিব না ॥২৭॥

আমি তোমার কি করিতে পারি ? যেহেতু তুমি এখনও আমাদের খাদ্য, অথচ মানুষ সেই রামকেই কামনা করিতেছ" ॥২৮॥

রাক্ষসরাজ রাবণ অনিন্দ্যাঙ্গী সীতাকে এইরূপ বলিয়া সেইখানেই লুক্কায়িত হইয়া অভিমত দিকে চলিয়া গেলেন ॥২৯॥

আর শোকার্ত্তা সীতা রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত এবং ত্রিজটাকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন" ॥৩০॥

---

* '…অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…একাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…দ্বাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবেণাভিপালিতঃ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদর্শ বিমলং নভঃ ॥১॥
স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্ম্মলং শশলক্ষণম্।
গ্রহনক্ষত্রতারাভিরনুযাতমমিত্রহা ॥২॥
কুমুদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা।
মহীধরস্থঃ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
প্রভাতে লক্ষ্মণং বীরমভ্যভাষত দুর্ম্মনাঃ।
সীতাং সংস্মৃত্য ধর্ম্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশ্মনি ॥৪॥
গচ্ছ লক্ষ্মণ! জানীহি কিষ্কিন্ধ্যায়াং কপীশ্বরম্।
প্রসক্তং গ্রাম্যধর্ম্মেষু কৃতঘ্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

রাঘব ইতি। সৌমিত্রিণা সহেতি সহসৌমিত্রিঃ। দদর্শ রাত্রাবিতি ভাবঃ ॥১॥

স ইতি। গ্রহা গ্রহভূতানি নক্ষত্রাণি মঙ্গলাদীনি তারাশ্চ তদিতরাণি নক্ষত্রাণি তাভিঃ। কুমুদানি শ্বেতোৎপলানি উৎপলানি তদিতরাণি সৌগন্ধিকাদীনি পদ্মানি চ তেষাম্। প্রতিবোধিতঃ সীতাং স্মারিতঃ, উদ্দীপকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥২—৩॥

প্রভাত ইতি। দুর্ম্মনা উৎকণ্ঠিতচিত্তো দুঃখিতচিত্তশ্চ রামঃ ॥৪॥

গচ্ছেতি। কপীশ্বরং সুগ্রীবম্। গ্রাম্যধর্ম্মেষু রতেষু, স্বার্থপণ্ডিতং স্বার্থসাধনপটুম্ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সুগ্রীবরক্ষিত রামচন্দ্র মাল্যবান্‌পর্ব্বতের উপরে লক্ষ্মণের সহিত বাস করতঃ একদা রাত্রিতে নির্ম্মল আকাশ দর্শন করিলেন ॥১॥

শত্রুহন্তা রাম নির্ম্মল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত নির্ম্মল চন্দ্র দর্শন করতঃ পর্ব্বতের উপরে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্বেতোৎপল, সাধারণোৎপল ও পদ্মের সৌরভ লইয়া শীতল বায়ু আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে সীতার স্মরণ করাইয়া দিল ॥২—৩॥

প্রভাতকালে দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা রাম রাক্ষসগৃহে অবরুদ্ধা সীতাকে স্মরণ করিয়া বীর লক্ষ্মণকে বলিলেন—॥৪॥

---

(৫)…প্রমত্তং গ্রাম্যধর্ম্মেষু—বা ব কা নি।

যোঽসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেঽভিষেচিতঃ।
সর্ব্ববানরগোপুচ্ছা যমৃক্ষাশ্চ ভজন্তি বৈ ॥৬॥
যদর্থং নিহতো বালী ময়া রঘুকুলোদ্বহ!।
ত্বয়া সহ মহাবাহো! কিষ্কিন্ধ্যোপবনে তদা ॥৭॥
কৃতঘ্নং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভুবি।
যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেঽদ্য লক্ষ্মণ! ॥৮॥ (বিশেষকম্)
অসৌ মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্।
কৃতোপকারং মাং নূনমবমন্যাল্পয়া ধিয়া ॥৯॥
যদি তাবদনুদ্‌যুক্তঃ শেতে কামসুখাত্মকঃ।
নেতব্যো বালিমার্গেণ সর্ব্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০॥
অথাপি ঘটতেঽস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ।
তমাদায়ৈব কাকুৎস্থ! ত্বরাবান্ ভব মা চিরম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। গোপুচ্ছা গোলাঙ্গলাখ্যা বানরবিশেষাঃ, ঋক্ষা ভল্লুকাঃ। ত্বয়া সহ স্থিত্বেতি শেষঃ। এবংগতো ভোগাসক্তঃ, অদ্য অদ্যাপি, ন জানীতে ন স্মরতি ॥৬—৮॥

অসাবিতি। ন জানীতে ন স্মরতি, সময়প্রতিপালনং প্রতিজ্ঞারক্ষায়াঃ কর্ত্তব্যতাম্ ॥৯॥

যদীতি। কামসুখম্ আত্মনি যস্য সঃ। সর্ব্বভূতগতিং মৃত্যুম্ ॥১০॥

অথেতি। ঘটতে চেষ্টতে। ত্বরাবান্ ভব, সীতোদ্ধার ইতি শেষঃ ॥১১॥

"লক্ষ্মণ! তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও, যাইয়া জান যে, স্ত্রীসম্ভোগাসক্ত, কৃতঘ্ন ও স্বার্থসাধননিপুণ সুগ্রীব কি করিতেছে ॥৫॥

ঐ যে মূর্খ বানরকুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম এবং গোলাঙ্গলগণ, অন্যান্য বানরগণ ও ভল্লূকগণ যাহার সেবা করিতেছে, আর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবাহু! তোমার সহিত থাকিয়া আমি যাহার জন্য তখন কিষ্কিন্ধ্যার উদ্যানে বালীকে বধ করিয়াছিলাম, সেই বানরাধমকে আমি পৃথিবীতে কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, লক্ষ্মণ! যে মূর্খ ও ভোগাসক্ত বানর আমাকে অদ্যাপি স্মরণ করিতেছে না ॥৬—৮॥

আমি উপকার করিয়া থাকিলেও, বোধ হয়—সুগ্রীব অল্পবুদ্ধিবশতঃ নিশ্চয়ই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞারক্ষা যে কর্ত্তব্য, তাহা আর মনে করিতেছে না ॥৯॥

যদি সে—বস্তুতই কামসুখে লিপ্ত থাকায় অনুদ্‌যোগী হইয়া নিষ্ক্রিয়ই থাকে, তবে তুমি তাহাকে বালীর পথে যমালয়েই পাঠাইবে ॥১০॥

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা গুরুবাক্যহিতে রতঃ।
প্রতস্থে রুচিরং গৃহ্য সমার্গণগুণং ধনুঃ ॥১২॥
কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারমাসাদ্য প্রবিবেশানিবারিতঃ।
সক্রোধ ইতি তং মত্বা রাজা প্রত্যুদ্‌যযৌ হরিঃ ॥১৩॥
তং সদারো বিনীতাত্মা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ প্রীয়মাণস্তদর্হয়া ॥১৪॥
তমব্রবীদ্রামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ।
স তৎ সর্ব্বমশেষেণ শ্রুত্বা প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫॥
সভৃত্যদারো রাজেন্দ্র! সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ইদমাহ বচঃ প্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। গৃহ্য গৃহীত্বা, সমার্গণগুণং সশরং সজ্যঞ্চ ॥১২॥
কিষ্কিন্ধ্যেতি। অনিবারিতো দ্বারপালৈঃ। হরির্বানরঃ সুগ্রীবঃ ॥১৩॥
তমিতি। সদারঃ সভার্য্যঃ। তদর্হয়া তৎপূজয়ৈব প্রীয়মাণঃ সন্ ॥১৪॥
তমিতি। প্রহ্বঃ অবনতঃ সন্। নরকুঞ্জরং মানুষশ্রেষ্ঠম্ ॥১৫—১৬॥

ককুৎস্থনন্দন! আর যদি সুগ্রীব আমাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে লইয়াই সেই জন্য সত্বর হও, বিলম্ব করিও না” ॥১১॥

রাম এইরূপ বলিলে, তাঁহার আদেশে ও হিতে নিরত লক্ষ্মণ বাণ ও গুণের সহিত মনোহর ধনু লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১২॥

তিনি কিষ্কিন্ধ্যানগরীর দ্বারে যাইয়া অনিবারিত অবস্থাতেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন; তখন বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাকে ক্রুদ্ধ মনে করিয়া প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন ॥১৩॥

এবং বানররাজ সুগ্রীব আপন ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া বিনীতভাবে এবং গৌরব করিতে পারায় সন্তুষ্টচিত্তে আদরের সহিত লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন ॥১৪॥

তখন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামের উক্তিগুলি সুগ্রীবকে বলিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্ত কথা শুনিয়া বানররাজ সুগ্রীব অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভার্য্যা ও ভৃত্যদের সহিত, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন—॥১৫—১৬॥

নাস্মি লক্ষ্মণ ! দুর্মেধা নাকৃতজ্ঞো ন নির্ঘৃণঃ ।
শ্রূয়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতাপর্য্যেষণে কৃতঃ ॥১৭॥
দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্ব্বে বিনীতা হরয়ো ময়া ।
সর্ব্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেঽভ্যাগমনে পুনঃ ॥১৮॥
যৈরিয়ং সবনা সাদ্রিঃ সপুরা সাগরাম্বরা ।
বিচেতব্যা মহাবীর ! সগ্রামনগরাকরা ॥১৯॥
সমাসঃ পঞ্চরাত্রেণ পূর্ণো ভবিতুমর্হতি ।
ততঃ শ্রোষ্যসি রামেণ সহিতঃ সুমহৎ প্রিয়ম্ ॥২০॥
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তেন বানরেন্দ্রেণ ধীমতা ॥৭॥
ত্যক্ত্বা রোষমদীনাত্মা সুগ্রীবং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১॥
স রামং সহসুগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্ ।
অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। দুর্মেধা দুষ্টবুদ্ধিঃ। নির্ঘৃণো নির্দ্দয়ঃ। সীতায়াঃ পর্য্যেষণে অন্বেষণে ॥১৭॥

দিশ ইতি। দিশঃ প্রাপ্য দিক্ষ্বিত্যর্থঃ। বিনীতাঃ শিক্ষিতাঃ সর্ব্বস্থানজ্ঞা ইত্যর্থঃ, হরয়ো বানরাঃ। কালো নিয়মঃ, "...মুহূর্ত্তে নিয়মে তথা। কালশব্দঃ..." ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী ॥১৮॥

যৈরিতি। বনেন সহেতি সবনা। সাগরাম্বরা পৃথিবী। বিচেতব্যা অন্বেষ্টব্যা ॥১৯॥

স ইতি। পঞ্চরাত্রেণ অহোরাত্রপঞ্চকেন। রামেণ সহিতস্ত্বম্ ॥২০॥

ইতীতি। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ। প্রত্যপূজয়ৎ, কার্য্যে সচেষ্টত্বাৎ ॥২১॥

"লক্ষ্মণ! আমি দুর্বুদ্ধি নহি, অকৃতজ্ঞ নহি এবং নির্দ্দয়ও নহি। কেন না, আমি সীতার অন্বেষণসম্বন্ধে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥১৭॥

আমি, স্থানজ্ঞ সকল বানরকে সকল দিকে প্রেরণ করিয়াছি এবং সকলের সম্বন্ধেই একমাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পুনরায় আসিবার জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছি ॥১৮॥

মহাবীর! যাহারা বন, পর্ব্বত, পুর, গ্রাম, নগর ও আকরের সহিত এই সমগ্র পৃথিবীটাতেই অন্বেষণ করিবে ॥১৯॥

আর পাঁচ দিনে সেই মাস পূর্ণ হইবে। তাহার পর তুমি রামের সহিত অতিমহাপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবে" ॥২০॥

বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুগ্রীবের সম্মান করিলেন ॥২১॥

---

(১৮)...মাসেনাগমনং পুনঃ—বা ব কা, ...মাসেন গমনং পুনঃ—পি।

ইত্যেবং বানরেন্দ্রাস্তে সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ।
দিশস্তিস্রো বিচিত্যাথ ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩॥
আচখ্যুস্তত্র রামায় মহীং সাগরমেখলাম্।
বিচিতাং ন তু বৈদেহ্যা দর্শনং রাবণস্য বা ॥২৪॥
গতাস্তু দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ।
আশাবাংস্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্ত্তোঽপ্যধারয়ৎ ॥২৫॥
দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগাস্ততঃ।
সুগ্রীবমভিগম্যেদং ত্বরিতা বাক্যমব্রুবন্ ॥২৬॥
রক্ষিতং বালিনা যত্তৎ স্ফীতং মধুবনং মহৎ।
ত্বয়া চ প্লবগশ্রেষ্ঠ! তদ্ভুঙ্‌ক্তে পবনাত্মজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স লক্ষ্মণঃ সুগ্রীবেণ সহেতি সহসুগ্রীবঃ। উদয়মারম্ভম্ ॥২২॥
ইতীতি। তিস্রঃ পূর্ব্বোত্তরপশ্চিমাঃ, বিচিত্য অন্বিষ্য ॥২৩॥
আচখ্যুরিতি। বিচিতামন্বিষ্টাম্। কিন্তু বৈদেহ্যা রাবণস্য বা দর্শনং প্রাপ্তং নাচখ্যুঃ ॥২৪॥
গতা ইতি। কাকুৎস্থো রামস্তেষু আশাবান্, অতএবার্ত্তোঽপি প্রাণানধারয়ৎ ॥২৫॥
দ্বীতি। দ্বয়োর্মাসয়োরুপরমঃ সমাপ্তির্যত্র তস্মিন্। প্লবগা মধুবনরক্ষকাঃ ॥২৬॥
রক্ষিতমিতি। বালিনা ত্বয়া চ রক্ষিতমিতি সম্বন্ধঃ। স্ফীতং পুষ্টম্ ॥২৭॥

তাহার পর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া মাল্যবান্‌পর্ব্বতের উপরিস্থিত রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া সেই কার্য্যারম্ভের বিষয় জানাইলেন ॥২২॥

এইভাবে সেই সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠেরা পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া আগমন করিল; কিন্তু যাহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহারা আসিল না ॥২৩॥

তখন সেই আগত বানরেরা রামের নিকট বলিল যে, তাহারা সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিয়াছে; কিন্তু সীতা বা রাবণের দেখা পায় নাই ॥২৪॥

কিন্তু যে সকল বানরশ্রেষ্ঠ দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহাদের উপরে রামের আশা ছিল; তাই তিনি শোকার্ত্ত হইয়াও প্রাণধারণ করিয়াছিলেন ॥২৫॥

তাহার পর দুইমাস অতীত হইলে, একদা মধুবনরক্ষক বানরেরা দ্রুত আসিয়া সুগ্রীবের নিকট এই কথা বলিল—॥২৬॥

(২৫)···প্রাণানার্ত্তোঽভ্যধারয়ৎ—বা ব কা নি।

বালিপুত্ত্রোঽঙ্গদশ্চৈব যে চান্যে প্লবগর্ষভাঃ।
বিচেতুং দক্ষিণামাশাং রাজন্! প্রস্থাপিতাস্ত্বয়া ॥২৮॥
তেষাং তৎ প্রণয়ং শ্রুত্বা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্।
কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯॥
স তদ্রামায় মেধাবী শশংস প্লবগর্ষভঃ।
রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টান্তু মৈথিলীম্ ॥৩০॥
হনূমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিশ্রান্তাস্তে প্লবঙ্গমাঃ।
অভিজগ্মুর্হরীন্দ্রং তং রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩১॥
গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনূমতঃ।
অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত! ॥৩২॥
হনূমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ।
প্রণেমুর্বিধিবদ্রামং সুগ্রীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

বালীতি। আশাং দিশম্। তেঽপি তন্মধুবনং ভুঞ্জত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥
তেষামিতি। প্রণয়ং প্রসরমাস্পর্দ্ধামিত্যর্থঃ। তদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥২৯॥
স ইতি। স সুগ্রীবঃ, মেধাবী বুদ্ধিমান্। মেনে বুবুধে ॥৩০॥
হনূমদিতি। হরীন্দ্রং বানররাজম্, তং সুগ্রীবম্ ॥৩১॥
গতিমিতি। গতিং গমনভঙ্গীম্। ভূয়ো বহুলং যথা স্যাত্তথা, প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্ ॥৩২॥

"বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি ও বালী যে ক্রমিকপুষ্ট ও বিশাল মধুবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা হনূমান্ ভক্ষণ করিতেছেন ॥২৭॥

আর রাজা! আপনি সীতার অন্বেষণের জন্য অন্য যে সকল বানরশ্রেষ্ঠকে দক্ষিণদিকে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাও এবং বালিপুত্র অঙ্গদও সেই মধুবন ভক্ষণ করিতেছেন" ॥২৮॥

তাহাদের সেই আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া সুগ্রীব তাহাদের কৃতকার্য্যতার বিষয় অনুমান করিলেন। কারণ, কৃতকার্য্য ভৃত্যগণেরই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ॥২৯॥

তখন বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সেই ঘটনা রামের নিকট বলিলেন; তাহাতে রামও অনুমানদ্বারা বুঝিলেন যে, তাহারা সীতার দর্শন পাইয়াছে ॥৩০॥

হনূমান্প্রভৃতি সেই বানরেরাও বিশ্রাম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সুগ্রীবের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভরতনন্দন! তখন রামচন্দ্র হনূমানের গমনের ভঙ্গী ও মুখের বর্ণ দেখিয়া তিনি যে সীতাকে দেখিয়াছেন—ইহা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করিলেন ॥৩২॥

তানুবাচাগতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অপি মাং জীবয়িষ্যধ্বমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪॥
অপি বাসমযোধ্যায়াং কারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
নিহত্য সমরে শত্রূনাহৃত্য জনকাত্মজাম্ ॥৩৫॥
অমোক্ষয়িত্বা বৈদেহীমহত্বা চ রণে রিপূন্।
হৃতদারোঽবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬॥
ইত্যুক্তবচনং রামং প্রত্যুবাচানিলাত্মজঃ।
প্রিয়মাখ্যামি তে রাম! দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭॥
বিচিত্য দক্ষিণামাশাং সপর্ব্বতবনাকরাম্।
শ্রান্তাঃ কালে ব্যতীতে স্ম দৃষ্টবন্তো মহাগুহাম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

হনূমদিতি। পূর্ণমানসাঃ সীতাদর্শনাৎ সফলমনোরথাঃ ॥৩৩॥
তানিতি। সশরধনুর্গ্রহণং সীতাদর্শনাপ্রাপ্তিশ্রবণে আত্মহত্যার্থম্ ॥৩৪॥
অপীতি। কারয়িষ্যামি আত্মানমিতি শেষঃ ॥৩৫॥
অমোক্ষয়িত্বেতি। অবধূতঃ সর্ব্বৈরেবাবজ্ঞাতঃ। উৎসহে শক্নোমি ॥৩৬॥
ইতীতি। ইতি ইত্থম্ উক্তং বচনং যেন তম্। আখ্যামি ব্রবীমি ॥৩৭॥
বিচিত্যেতি। বিচিত্য অন্বিষ্য, আশাং দিশম্। কালে কিয়তি ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

রাঘব ইতি ॥১—৪॥ গ্রাম্যধর্ম্মেষু মৈথুনাদিষু নিমিত্তভূতেষু, প্রমত্তমসাবধানম্ ॥৫—১১॥ গুরোর্বাক্যে হিতে চ রতস্তৎপরঃ ॥১২—২৫॥ দ্বয়োর্মাসয়োরুপরমঃ সমাপ্তির্যস্মিংস্তস্মিন্ কালে

পূর্ণমনোরথ হনূমান্‌প্রভৃতি সেই বানরেরা আসিয়া যথাবিধানে রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন ॥৩৩॥

তখন রাম ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছ কি? আমাকে বাঁচাইতে পারিবে কি? ॥৩৪॥

আমি যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করিয়া এবং জনকনন্দিনীকে আনয়ন করিয়া আবার অযোধ্যানগরে বাস করিতে পারিব কি? ॥৩৫॥

যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার না করিয়া এবং জানকীকে মুক্ত না করিয়া হৃতদার ও অবজ্ঞাত অবস্থায় আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না" ॥৩৬॥

রাম এইরূপ বলিলে, হনূমান্ প্রত্যুত্তর করিলেন—"রঘুনাথ! আমি আপনার প্রিয়সংবাদ বলিতেছি, আমি সীতাকে দেখিয়াছি ॥৩৭॥

(৩৫) অপি রাজ্যমযোধ্যায়াম্—বা ব কা নি।

প্রবিশামো বয়ং তাং তু বহুযোজনমায়তাম্ ।
অন্ধকারাং সুবিপুলাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯॥
গত্বা সুমহদধ্বানমাদিত্যস্য প্রভাং ততঃ ।
দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমন্তরা ॥৪০॥
ময়স্য কিল দৈত্যস্য তদাসীদ্বেশ্ম রাঘব ! ।
তত্র প্রভাবতী নাম তপোঽতপ্যত তাপসী ॥৪১॥
তয়া দত্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।
ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সন্তস্তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২॥
নির্যায় তস্মাদুদ্দেশাৎ পশ্যামো লবণাম্ভসঃ ।
সমীপে সহ্যমলয়ৌ দর্দ্দুরঞ্চ মহাগিরিম্ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
ততো মলয়মারুহ্য পশ্যন্তো বরুণালয়ম্ ।
বিষণ্ণা ব্যথিতাঃ খিন্না নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি। অন্ধকারাম্ অন্ধকারাচ্ছন্নাম্, গহনাং দুর্গমাম্ ॥৩৯॥
গত্বেতি। সুমহদিত্যাকারাভাব আর্ষঃ। তত্রৈব গুহায়াম্, অন্তরা মধ্যে ॥৪০॥
ময়স্যেতি। ময়স্য ময়নামকস্য। বেশ্ম ভবনম্ ॥৪১॥
তয়েতি। পীয়ন্ত ইতি পানানি জলাদীনি। লবণাম্ভসো লবণসমুদ্রস্য ॥৪২—৪৩॥

আমরা—পর্ব্বত, বন ও আকরের সহিত সমস্ত দক্ষিণদিক্ অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া কিছুকাল অতীত হইলে একটা বিশাল গুহা দেখিলাম ॥৩৮॥

ক্রমে আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম; সে গুহাটা অতিবিস্তৃত, বহু যোজনদীর্ঘ, অন্ধকারাবৃত, দুর্গম ও কীটসেবিত ছিল ॥৩৯॥

তৎপরে আমরা অনেক দূর যাইয়া তাহার ভিতরেই সূর্য্যের কিরণ ও সুন্দর একটী বাড়ী দেখিতে পাইলাম ॥৪০॥

রঘুনন্দন! সে বাড়ীটী ময়দানবের ছিল; কিন্তু তাহাতে তখন 'প্রভাবতী'-নাম্নী এক তাপসী তপস্যা করিতেন ॥৪১॥

তিনি আমাদিগকে নানাবিধ খাদ্য ও পেয় বস্তু দান করিলেন; আমরা তাহা ভোজন ও পান করিয়া লব্ধবল হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে সে স্থান হইতে নির্গত হইয়া লবণসমুদ্রের নিকটে 'সহ্য', 'মলয়' ও 'দর্দ্দুর'-নামক তিনটা মহাপর্ব্বত দর্শন করিলাম ॥৪২—৪৩॥

তাহার পর আমরা মলয়পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অনেক শতযোজনবিস্তৃত,

অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্।
তিমি-নক্র-ঝষাবাসং চিন্তয়ন্তঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)

তত্রানশনসঙ্কল্পং কৃত্বাসীনা বয়ং তদা।
ততঃ কথান্তে গৃধ্রস্য জটায়োরভবৎ কথা ॥৪৬॥

ততঃ পর্ব্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
পক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্।
সোঽস্মানতর্কয়দ্ভোক্তুমথাভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ ॥৪৭॥

ভোঃ! ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্।
সম্পাতির্নাম তস্যাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা খগাধিপঃ ॥৪৮॥

অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়ারূঢাবাবামাদিত্যসৎপদম্।
ততো দগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দগ্ধৌ তু জটায়ুষঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। খিন্নাঃ শ্রান্তাঃ। নক্রঃ কুম্ভীরঃ, ঝষো মৎস্যঃ ॥৪৪—৫॥

তত্রেতি। অনশনসঙ্কল্পম্ অনশনেন মৃত্যুসঙ্কল্পম্, তৎপরং গন্তুমশক্যত্বাৎ ॥৪৬॥

তত ইতি। বৈনতেয়ং গরুড়ম্। অতর্কয়ৎ ঐচ্ছৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৭॥

ভো ইতি। "জটায়ুশ্চ জটায়ুষা" ইতি দ্বিরূপকোষাদ্দ্বৈরূপ্যমস্য ॥৪৮॥

বরুণালয় এবং তিমি, কুম্ভীর ও মৎস্যের আবাসস্থান মহাসমুদ্র দর্শন করিয়া এবং তাহার ভীষণত্ব ভাবিয়া অতি দুঃখিত, বিষণ্ণ, ব্যথিত, ক্লান্ত ও জীবনের প্রতি অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িলাম ॥৪৪—৪৫॥

আমরা তখন সেইখানেই অনাহারে মরিবার সঙ্কল্প করিয়া উপবেশন করিলাম; তখন নানা আলোচনার মধ্যে জটায়ুর আলোচনাও হইল ॥৪৬॥

তাহার পর আমরা—পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর স্বভাব দ্বিতীয় গরুড়ের মত একটা পক্ষীকে দেখিতে পাইলাম; সে—আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল; কিন্তু নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল—॥৪৭॥

"ওহে! কে এই আমার ভ্রাতা জটায়ুর আলোচনা করিল? আমার নাম 'সম্পাতি', আমি সেই জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥৪৮॥

আমরা একদা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম; তাহাতে আমার এই পক্ষযুগল দগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু জটায়ুর পক্ষযুগল দগ্ধ হয় নাই ॥৪৯॥

---

(৪৯)...আদিত্যসংসদম্-পি।

তদা মে চিরদৃষ্টঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ।
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো হ্যহমস্মিন্ মহাগিরৌ ॥৫০॥
তস্যৈবং বদতোঽস্মাভির্হতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ।
ব্যসনং ভবতশ্চেদং সংক্ষেপাদ্বৈ নিবেদিতম্ ॥৫১॥
স সম্পাতিস্তদা রাজন্! শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
বিষণ্ণচেতাঃ পপ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম! ॥৫২॥
কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ।
ইচ্ছামি সর্ব্বমেবৈতচ্ছ্রোতুং প্লবগসত্তমাঃ! ॥৫৩॥
তস্যাহং সর্ব্বমেবৈতদ্ভবতো ব্যসনাগমম্।
প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরতোঽব্রুবম্ ॥৫৪॥
সোঽস্মানুত্থাপয়ামাস বাক্যেনানেন পক্ষিরাট্।
রাবণো বিদিতো মহ্যং লঙ্কা চাস্য মহাপুরী ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্যোন্যেতি। আবামাদিত্যস্য সৎপদমুত্তমস্থানমারূঢৌ। ইমৌ মদীয়ৌ ॥৪৯॥
তদেতি। মে ময়া, স জটায়ুঃ, তদা চিরদৃষ্টঃ ॥৫০॥
তস্যেতি। তস্য সম্পাতেরন্তিকে। ব্যসনং স্ত্রীহরণরূপা বিপৎ ॥৫১॥
স ইতি। অপ্রিয়ং ভ্রাতৃমরণনিবেদনবাক্যম্ ॥৫২॥
ক ইতি। কথং কেত্যর্থঃ। হে প্লবগসত্তমাঃ! বানরশ্রেষ্ঠাঃ! ॥৫৩॥
তস্যেতি। ব্যসনাগমং বিপদুপস্থিতিম্। এতৎ সর্ব্বমব্রুবম্ ॥৫৪॥

আমি সেই বহু পূর্ব্বে প্রিয়ভ্রাতা পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিয়াছিলাম। কারণ, পক্ষযুগল দগ্ধ হওয়ায় আমি এই মহাপর্ব্বতে পতিত হইয়াছিলাম” ॥৫০॥

তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহার ভ্রাতা জটায়ুর বধসংবাদ জানাইলাম এবং সংক্ষেপে আপনার এই বিপদের সংবাদও বলিলাম ॥৫১॥

অরিন্দম রাজা! তখন সেই সম্পাতি সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পুনরায় আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৫২॥

“বানরশ্রেষ্ঠগণ! সেই রাম কে? সীতাই বা কে? জটায়ুই বা কি জন্য নিহত হইল? এই সমস্ত বিষয়ই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৫৩॥

তখন আপনার বিপদের উপস্থিতি এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই আমি বিস্তরক্রমে তাঁহার নিকট বলিলাম ॥৫৪॥

পরে পক্ষিরাজ সম্পাতি এই কথা বলিয়া আমাদিগকে উঠাইলেন—

দৃষ্টা পারে সমুদ্রস্য ত্রিকূটগিরিকন্দরে।
ভবিত্রী তত্র বৈদেহী ন মেঽস্ত্যত্র বিচারণা ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বয়মুত্থায় সত্বরাঃ।
সাগরক্রমণে মন্ত্রং মন্ত্রয়ামঃ পরস্পরম্ ॥৫৭॥
নাধ্যবাস্যদ্যদা কশ্চিৎ সাগরস্য বিলঙ্ঘনে।
ততঃ পিতরমাবিশ্য পুপ্লুবেঽহং মহার্ণবম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৮॥
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী।
উপবাসতপঃশীলা ভর্ত্তৃদর্শনলালসা।
জটিলা মলদিগ্ধাঙ্গী কৃশা দীনা তপস্বিনী ॥৫৯॥
নিমিত্তৈস্তামহং সীতামুপলভ্য পৃথগ্বিধৈঃ।
উপসৃত্যাব্রুবঞ্চার্য্যামভিবাদ্য রহোগতাম্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মহ্যং মম। ভবিত্রী স্থাত্রী তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥৫৫—৫৬॥
ইতীতি। সাগরস্য ক্রমণে লঙ্ঘনে, মন্ত্রয়ামঃ কুর্ম্মঃ ॥৫৭॥
নেতি। নাধ্যবাস্যৎ অধ্যবসায়ং ন কৃতবান্। পিতরং বায়ুম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮॥
তত্রেতি। মলদিগ্ধাঙ্গী, স্নানাদ্যঙ্গসংস্কারাভাবাৎ, তপস্বিনী শোচ্যা। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৯॥
নিমিত্তৈরিতি। নিমিত্তৈঃ অনন্যসম্ভবৈস্তৈস্তৈরেব লিঙ্গৈঃ। রহোগতাং নির্জ্জনস্থাম্ ॥৬০॥

"আমি রাবণকে জানি এবং সমুদ্রের পারে ত্রিকূটপর্ব্বতের গুহায় তাহার যে মহানগরী লঙ্কা আছে, তাহাও দেখিয়াছি; সীতাদেবী সেইখানেই আছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" ॥৫৫—৫৬॥

সম্পাতির সেই কথা শুনিয়া সত্বর উঠিয়া আমরা সমুদ্রলঙ্ঘনের বিষয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিলাম ॥৫৭॥

যখন কেহই সমুদ্রলঙ্ঘনে সাহস করিল না, তখন আমি পিতা পবনদেবকে আশ্রয় করিয়া এবং জলরাক্ষসীকে বধ করিয়া শতযোজনবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিলাম ॥৫৮॥

তাহার পর আমি লঙ্কানগরীতে যাইয়া রাবণের অন্তঃপুরে সতী, উপবাসনিরতা, ভর্ত্তৃদর্শনলোলুপা, জটাধারিণী, মললিপ্তাঙ্গী, কৃশা, কাতরা ও শোচনীয়া সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম ॥৫৯॥

---

(৫৭) মন্ত্রয়ামঃ পরন্তপ।- বা ব কা নি।

সীতে! রামস্য দূতোঽহং বানরো মারুতাত্মজঃ।
ত্বদ্দর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহায়সা ॥৬১॥
রাজপুত্রৌ কুশলিনৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
সর্ব্বশাখামৃগেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণাভিপালিতৌ ॥৬২॥
কুশলং ত্বাঽব্রবীদ্রামঃ সীতে! সৌমিত্রিণা সহ।
সখিভাবাচ্চ সুগ্রীবঃ কুশলং ত্বানুপৃচ্ছতি ॥৬৩॥
ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্ত্তা সর্ব্বশাখামৃগৈঃ সহ।
প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি! বানরোঽস্মি ন রাক্ষসঃ ॥৬৪॥
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা সীতা মাং প্রত্যুবাচ হ।
জানামি ত্বাং হনূমন্তমবিন্ধ্যবচনাদহম্ ॥৬৫॥
অবিন্ধ্যো হি মহাবাহো! রাক্ষসো বৃদ্ধসম্মতঃ।
কথিতস্তেন সুগ্রীবস্ত্বদ্বিধৈঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

সীত ইতি। বিহায়সেত্যনেনাত্মন আগমনাসম্ভবত্বং নিরাকৃতম্ ॥৬১॥
রাজেতি। সর্ব্বেষাং শাখামৃগাণাং বানরাণামিন্দ্রেণ শ্রেষ্ঠেন ॥৬২॥
কুশলমিতি। ত্বা ত্বাম্, অব্রবীদপৃচ্ছৎ। সখিভাবাৎ রামস্য। ত্বা ত্বাম্ ॥৬৩॥
ক্ষিপ্রমিতি। সর্ব্বশাখামৃগৈঃ সর্ব্ববানরৈঃ। প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্ ॥৬৪॥
মুহূর্ত্তমিতি। ধ্যাত্বা ত্রিজটাবাক্যং স্মৃত্বা। অবিন্ধ্যস্য ত্রিজটোক্তরাক্ষসস্য বচনাৎ ॥৬৫॥

তদনন্তর আমি, উক্ত নানাবিধ কারণে সেই নির্জ্জনস্থা দেবীকেই সীতা নিরূপণ করিয়া, নিকটে যাইয়া, নমস্কার করিয়া বলিলাম—॥৬০॥

"জনকনন্দিনি! আমি রামচন্দ্রের দূত, জাতিতে বানর এবং বায়ুর পুত্র। আমি আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় আকাশপথে এইখানে আসিয়াছি ॥৬১॥

রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই কুশলে আছেন এবং সর্ব্ববানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন ॥৬২॥

জনকনন্দিনি! লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং রামের সহিত সখিত্বনিবন্ধন সুগ্রীবও আপনার মঙ্গলপ্রশ্ন করিয়াছেন ॥৬৩॥

দেবি! আপনার স্বামী সমস্ত বানরের সহিত সত্বরই এখানে আসিবেন। আপনি আমার উপরে বিশ্বাস করুন; আমি বানর, রাক্ষস নহি" ॥৬৪॥

তখন সীতাদেবী কিছুকাল চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন—"আমি অবিন্ধ্যের বচন অনুসারে তোমাকে হনূমান্ বলিয়াই বুঝিতেছি ॥৬৫॥

গম্যতামিতি চোক্ত্বা মাং সীতা প্রাদাদিমং মণিম্।
ধারিতা যেন বৈদেহী কালমেতমনিন্দিতা ॥৬৭॥
প্রত্যয়ার্থং কথাঞ্চেমাং কথয়ামাস জানকী।
ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ।
ভবতা পুরুষব্যাঘ্র! প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৬৮॥
গ্রাহয়িত্বাহমাত্মানং ততো দগ্ধ্বা চ তাং পুরীম্।
সংপ্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চ্চয়ৎ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে হনুমৎপ্রত্যাগমনে ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবিন্ধ্য ইতি। বৃদ্ধশ্চাসৌ সম্মতো লোকপ্রিয়শ্চেতি সঃ ॥৬৬॥

গম্যতামিতি। প্রাদাৎ ভবতো বিশ্বাসার্থং সমার্পিতবতী। যেন মণিনা, অনিন্দিতা বৈদেহী, এতমেতাবন্তং কালম্, ধারিতা স্বগুণেনৈব জীবনং প্রাপিতা ॥৬৭॥

প্রত্যয়েতি। হে পুরুষব্যাঘ্র! জানকী, প্রত্যয়ার্থং ময়ি ভবতো বিশ্বাসার্থম্, প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ এতদ্বক্ত্রী সীতৈবেতি জ্ঞানহেতোশ্চ, চিত্রকূটে মহাগিরৌ, ভবতা কাকায় ক্ষিপ্তাম্, ইষীকাং তৃণবিশেষবিষয়িকাম্, ইমামনন্যবিদিতাং কথাঞ্চ কথয়ামাস। ইত্যুক্ত্বা হনূমানপি তাং রামায়ণোক্তাং কথামকথয়দিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৮॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—৩৪॥ কারয়িষ্যামি স্বার্থে ণিচ্ ॥৩৫—৪৮॥ সৎপদং গতবন্তাবিতি শেষঃ ॥৪৯—৬৬॥ ধারিতা জীবনং প্রাপ্তা, ইদানীমেতদ্বিয়োগাদত্যন্তং ব্যাকুলায়াস্তস্যা লাভার্থং শীঘ্রং যতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৭—৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৬॥

মহাবাহু! এখানে বৃদ্ধ ও লোকপ্রিয় 'অবিন্ধ্য'-নামে এক রাক্ষস আছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, সুগ্রীব তোমারই তুল্য মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত থাকেন ॥৬৬॥

তুমি এখন যাও" এই কথা বলিয়া সীতাদেবী আমার নিকট এই মণিটী দিলেন; যে মণিটী এতকাল যাবৎ অনিন্দিতা সীতাদেবীকে জীবিত রাখিয়াছিল ॥৬৭॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার উপরে আপনার বিশ্বাসের জন্য এবং সীতাই ইহা

* '...অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...একাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০*০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তত্রৈব রামস্য সমাসীনস্য তৈঃ সহ।
সমাজগ্মুঃ কপিশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীববচনাত্তদা ॥১॥
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।
শ্বশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ সুষেণো রামমভ্যয়াৎ ॥২॥
কোটীশতবৃতৌ চাপি গয়ো গবয় এব চ।
বানরেন্দ্রৌ মহাবীর্য্যৌ পৃথক্ পৃথগদৃশ্যতাম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

গ্রাহেতি। ততঃ আহমাত্মানং গ্রাহয়িত্বা রাক্ষসৈর্ধারয়িত্বা, তাং লঙ্কাং পুরীঞ্চ দগ্ধ্বা, সংপ্রাপ্ত আগত ইতি। রামস্ত প্রিয়বাদিনং তমার্চ্চয়ৎ আদ্রিয়ত ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। তত্রৈব মাল্যবতঃ পৃষ্ঠ এব, সমাসীনস্য অবতিষ্ঠমানস্য সমীপে ॥১॥

বৃত ইতি। এষু কোট্যাদয়ঃ সংখ্যাশব্দা বহুত্বমাত্রবোধনার্থাঃ। তরস্বিনাং বলবতাম্ ॥২॥

বলিয়াছেন—এইরূপ আপনার ধারণার জন্য, সীতাদেবী এই উপাখ্যানটীও আমার নিকট বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি চিত্রকূটপর্ব্বতে একটা কাকের উপরে একটা ইষীকা (তৃণবিশেষ) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

তাহার পর আমি রাক্ষসগণের নিকট আপনাকে ধরা দিয়া এবং সেই লঙ্কাপুরীটাকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছি"। ইহার পর রাম সেই প্রিয়বাদী হনূমানের যথেষ্ট আদর করিলেন" ॥৬৯॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর লক্ষ্মণপ্রভৃতির সহিত রাম যখন সেই মাল্যবান্‌পর্ব্বতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে প্রধান প্রধান বহুতর বানর আগমন করিল ॥১॥

বালীর শ্বশুর উজ্জ্বলবেশধারী সুষেণ বলবান্ বহুতর বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া রামের নিকট আগমন করিল ॥২॥

(৩)...গজো গবয় এব চ—বা ব কা নি।

ষষ্টিকোটীসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত।
গোলাঙ্গূলো মহারাজ! গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ ॥৪॥
গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।
কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫॥
পনসো নাম মেধাবী বানরঃ সুমহাবলঃ।
কোটীর্দশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬॥
শ্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবৃদ্ধোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭॥
কৃষ্ণাণাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্ম্মণাম্।
কোটীশতসহস্রেণ জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কোটীতি। অদৃশ্যতাম্ অদৃশ্যেতাম্, তত্রৈত্যেরন্যৈরিতি শেষঃ ॥৩॥
ষষ্টীতি। ষষ্টিকোটীসহস্রাণি বানরাণামেব। গোলাঙ্গূলস্তজ্জাতীয়ঃ ॥৪॥
গন্ধেতি। গন্ধমাদনঃ পর্ব্বতস্তদ্বাসী। হরীণাং বানরাণাম্ ॥৫॥
পনস ইতি। প্রকর্ষতি প্রকৃষ্যানয়তি স্ম ॥৬॥
শ্রীমানিতি। হরিবৃদ্ধো বৃদ্ধো বানরঃ। মহাসৈন্যং বিশালাং চমূম্ ॥৭॥
কৃষ্ণানামিতি। মুখে মুখৈকদেশে ললাটে পুণ্ড্রাণি পুণ্ড্রাকারশ্বেতলোমানি যেষাং তেষাম্ ॥৮॥

বানরশ্রেষ্ঠ ও মহাবল গয় এবং গবয়কে পৃথক্ পৃথক্ বহুসংখ্যক বানরে পরিবৃত অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা গেল ॥৩॥

মহারাজ! তৎপরে গোলাঙ্গূল ও ভয়ঙ্করমূর্ত্তি গবাক্ষকে অসংখ্য বানর লইয়া আসিতে দেখা গেল ॥৪॥

গন্ধমাদনপর্ব্বতবাসী বিখ্যাত গন্ধমাদন বহুতর বানরসৈন্য লইয়া উপস্থিত হইল ॥৫॥

বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত বলবান্ 'পনস'-নামক বানর প্রচুর বানরসৈনিক লইয়া আগমন করিল ॥৬॥

উজ্জ্বলবেশধারী, অত্যন্ত বলবান্ ও বৃদ্ধ দধিমুখ মহাবল বিশাল বানরসৈন্যের সহিত উপস্থিত হইল ॥৭॥

কৃষ্ণবর্ণ, ললাটে শ্বেতচিহ্নশালী ও ভীমকর্ম্মা অসংখ্য ভল্লুকের সহিত জাম্ববান্-কেও দেখা গেল ॥৮॥

(৮) কৃষ্ণানাং তীক্ষ্ণতুণ্ডানাম্—পি।

এতে চান্যে চ বহবো হরিযূথপযূথপাঃ।
অসংখ্যেয়া মহারাজ! সমীয়ূ রামকারণাৎ ॥৯॥
গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গর্জ্জতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্রধাবতাম্ ॥১০॥
গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ।
শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলকাননাঃ ॥১১॥
উৎপতন্তঃ পতন্তশ্চ প্লবনানাশ্চ বানরাঃ।
উদ্ধুন্বন্তোঽপরে রেণূন্ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥১২॥
স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ।
নিবেশমকরোত্তত্র সুগ্রীবানুমতে তদা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

এত ইতি। হরীণাং বানরাণাং যূথং সমূহং পান্তি রক্ষন্তীতি তেষামপি যূথপাঃ ॥৯॥

গিরীতি। গিরিকূটনিভাঙ্গানাং পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশদৃঢ়গাত্রাণাম্। শব্দঃ কোলাহলঃ ॥১০॥

গিরীতি। গিরিকূটনিভাঃ পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যা বৃহন্তঃ। শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ শরন্মেঘতুল্যশুভ্রবর্ণাঃ, হিঙ্গুলকবৎ আননং রক্তবর্ণং মুখং যেষাং তে ॥১১॥

উদিতি। উদ্ধুন্বন্ত উৎক্ষিপন্তঃ, রেণূন্ ধূলীঃ ॥১২॥

স ইতি। পূর্ণসাগরসন্নিভো বিশালতয়ামিতি ভাবঃ ॥১৩॥

মহারাজ! ইহারা এবং অন্যান্য বহুতর বানরশ্রেষ্ঠ রামের জন্য সেখানে উপস্থিত হইল ॥৯॥

ক্রমে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃঢ়শরীর ও সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী বানরগণ দৌড়াইতে লাগিল; তখন সেই সেই স্থানে তাহাদের তুমুল কোলাহল শুনা যাইতে থাকিল ॥১০॥

সেই বানরদের মধ্যে কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল, কতকগুলি মহিষের ন্যায় ধূসরবর্ণ, কতকগুলি শরৎকালের মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং কতকগুলি হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তমুখ ছিল ॥১১॥

কতকগুলি বানর উল্লম্ফন-প্রলম্ফন করিতে করিতে এবং অপর কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে সকল দিক্ হইতে আগমন করিল ॥১২॥

পূর্ণ সাগরের তুল্য সেই বিশাল বানরসৈন্য আসিয়া তখন সুগ্রীবের অনুমতি অনুসারে সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিল ॥১৩॥

---

(১০) শিরীষকুসুমাভানাম্—পি।

ততস্তেষু হরীন্দ্রেষু সমাবৃত্তেষু সর্ব্বশঃ।
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূর্ত্তে চাভিপূজিতে ॥১৪॥
তেন ব্যূঢেন সৈন্যেন লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
প্রযযৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
মুখমাসীত্তু সৈন্যস্য হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥১৬॥
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ রাঘবৌ তত্র জগ্মতুঃ।
বৃতৌ হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭॥
প্রবভৌ হরিসৈন্যং তৎ সালতালশিলায়ুধম্।
সুমহচ্ছালিভবনং যথা সূর্য্যোদয়ং প্রতি ॥১৮॥
নলনীলাঙ্গদক্রাথ-মৈন্দদ্বিবিদপালিতা।
যযৌ সুমহতী সেনা রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হরীন্দ্রেষু বানরশ্রেষ্ঠেষু, সর্ব্বশঃ সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ, সমাবৃত্তেষু আগতেষু সৎসু। ব্যূঢেন রচিতব্যূহেন, উদ্বর্ত্তয়ন্ অধিকীকুর্ব্বন্ ॥১৪—১৫॥

মুখমিতি। মুখং সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। জঘনং পশ্চাদ্ভাগম্ ॥১৬॥

বদ্ধেতি। বদ্ধে ধৃতে গোধা জ্যাঘাতবারণমঙ্গুলিত্রাণঞ্চ তে যাভ্যাং তৌ। হরিমহামাত্রৈর্বানর-প্রধানৈঃ। "গোধা প্রাণিবিশেষে স্যাৎ জ্যাঘাতস্য চ বারণে" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥১৭॥

প্রেতি। শালিভবনং শীতকালে শোষণায় নিরাবরণীকৃতং পক্কধান্যগৃহম্ ॥১৮॥

নলেতি। নলাদয়ঃ প্রধানবানরাঃ। অর্থসিদ্ধয়ে প্রয়োজননিষ্পত্তয়ে ॥১৯॥

সকল দিক্ হইতে সেই সমস্ত প্রধান বানর উপস্থিত হইলে, তাহার পর শ্রীমান্ রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া সেই ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদ্বারা আরও কতকগুলি ভুবন উদ্‌বৃত্ত (অতিরিক্ত) করিতে থাকিয়াই যেন প্রশস্ত তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে ও উত্তম লগ্নে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ॥১৪—১৫॥

পবননন্দন হনূমান্ সেই সৈন্যের সম্মুখভাগে রহিলেন এবং নির্ভয়চিত্ত লক্ষ্মণ তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

রাম ও লক্ষ্মণ জ্যাঘাতাবরণ ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া এবং প্রধান প্রধান বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া, গ্রহগণপরিবেষ্টিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

সাল, তাল ও শিলারূপ অস্ত্রধারী সেই বানরসৈন্য, সূর্য্যোদয়ের সময়ে আচ্ছাদন-শূন্য অতিবৃহৎ পক্কধান্যের গৃহের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল ॥১৮॥

বিবিধেষু প্রশস্তেষু বহুমূলফলেষু চ।
প্রভূতমধুমাংসেষু বারিমৎসু শিবেষু চ ॥২০॥
নিবসন্তী নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুষু।
উপায়াদ্ধরিসেনা সা ক্ষারোদমথ সাগরম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্।
বেলাবনং সমাসাদ্য নিবাসমকরোত্তদা ॥২২॥
ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং প্রত্যভাষত।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩॥
উপায়ঃ কো নু ভবতাং মতঃ সাগরলঙ্ঘনে।
ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাতিদুস্তরঃ ॥২৪॥
তত্রান্যে ব্যাহরন্তি স্ম বানরাঃ পটুমানিনঃ।
সমর্থা লঙ্ঘনে সিন্ধোর্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধেষ্বিতি। বহূনি মূলফলানি যেষু তেষু প্রভূতানি প্রচুরাণি মধূনি পুষ্পরসা মাংসানি চ যেষু তেষু, শিবেষু মঙ্গলময়েষু স্থানেষু। ক্ষারোদং লবণজলম্ ॥২০—২১॥

দ্বিতীয়েতি। বেলাবনং লবণসমুদ্রতীরস্থমরণ্যম্ ॥২২॥

তত ইতি। দাশরথিঃ রামঃ। প্রাপ্ত উপস্থিতঃ কালো যস্য তৎ ॥২৩॥

উপায় ইতি। মহতী অতিবহুলজনঘটিতা ॥২৪॥

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ-রক্ষিত সেই বিশাল বানরবাহিনী রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন করিতে লাগিল ॥১৯॥

যে যে স্থানে প্রচুর ফল, মূল, মধু, মাংস ও জল ছিল, সেই সকল প্রশস্ত ও মঙ্গলময় নানাবিধ স্থানে এবং পর্ব্বতের সমতল ভূমিতে বাস করিতে থাকিয়া ক্রমে সেই বানরসেনা নির্বিঘ্নে লবণসমুদ্রের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২০—২১॥

পরে দ্বিতীয়সমুদ্রতুল্য ও বহুতর ধ্বজসমন্বিত সেই সৈন্য সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বনে যাইয়া তখন অবস্থান করিল ॥২২॥

তাহার পর শ্রীমান্ রামচন্দ্র প্রধান প্রধান বানরগণের মধ্যে সুগ্রীবের নিকট তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন—॥২৩॥

"বীরগণ। সমুদ্রলঙ্ঘনের বিষয়ে কোন্ উপায় তোমাদের অভিমত? এই বাহিনীও বিশাল, সমুদ্রও অতিদুস্তর ॥২৪॥

---

(২১)…ক্ষীরোদ ইব সাগরঃ—পি। (২৫)…বানরা বহুমানিনঃ—বা ব কা।

কেচিন্নৌভির্ব্ব্যবস্যন্তি কেচিচ্চ বিবিধৈঃ প্লবৈঃ।
নেতি রামস্তু তান্ সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬॥
শতযোজনবিস্তারং ন শক্তাঃ সর্ব্ববানরাঃ।
ক্রান্তুং তোয়নিধিং বীরাঃ! নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭॥
নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্ব্যস্তারয়িতুং তথা।
বণিজামুপঘাতঞ্চ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ ॥২৮॥
বিস্তীর্ণঞ্চৈব নঃ সৈন্যং হন্যাচ্ছিদ্রেণ বৈ পরঃ।
প্লবোড়ুপপ্রতারশ্চ নৈবাত্র মম রোচতে ॥২৯॥
অহং ত্বিমং জলনিধিং সমারপ্স্যাম্যুপায়তঃ।
প্রতিশেষ্যাম্যুপবসন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। পটূন্ প্লবননিপুণান্ আত্মনো মন্যন্ত ইতি পটুমানিনঃ, অন্যে বানরাঃ, ব্যাহরন্তি ব্রুবন্তি স্ম; বয়ং সিন্ধোর্লঙ্ঘনে সমর্থাঃ; কিন্তু তদস্মাকং লঙ্ঘনম্, ন কৃৎস্নস্য সর্ব্বসৈন্যলঙ্ঘনস্য কারকম্। তদস্মাকং লঙ্ঘনং নিরর্থকমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

কেচিদিতি। ব্যবস্যন্তি তরীতুং যতন্তে স্ম। প্লবৈঃ উড়ুপৈঃ ॥২৬॥

শতেতি। ক্রান্তুং নৌভিঃ প্লবৈর্বা লঙ্ঘয়িতুম্। নৈষ্ঠিকী সম্পূর্ণকার্য্যনির্ব্বাহিকা ॥২৭॥

নাব ইতি। নাবঃ প্লবাশ্চ। অথ বণিজাং নাব আচ্ছিদ্য লঙ্ঘ্যতামিত্যাহ—বণিজামিতি ॥২৮॥

বিস্তীর্ণমিতি। ছিদ্রেণ প্লবোড়ুপাভ্যাং তরণরূপরন্ধ্রেণ। কদলীস্তম্ভাদিরচিতং তরণসাধনং প্লবঃ, ক্ষুদ্রনৌকা চোড়ুপং তাভ্যাং প্রতারঃ সমুদ্রতরণম্ ॥২৯॥

তখন আত্মনৈপুণ্যাভিমানী কতকগুলি বানর বলিল—"আমরা সমুদ্রলঙ্ঘনে সমর্থ বটি; কিন্তু তাহা ত সকলের লঙ্ঘননির্ব্বাহক হইবে না" ॥২৫॥

কেহ কেহ নৌকাদ্বারা লঙ্ঘনের কথা বলিল; অপর কেহ কেহ নানাবিধ ভেলাদ্বারা পার হইবার কথা জানাইল; কিন্তু রাম কোমল বাক্যদ্বারা তাহাদের সকলকেই বলিলেন যে, "উহার কোনটাই হইতে পারে না ॥২৬॥

কারণ, সকল বানর নৌকা বা ভেলাদ্বারা শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে পারে না; সুতরাং তোমাদের এ বুদ্ধি সম্পূর্ণ কার্য্যনির্ব্বাহক নহে ॥২৭॥

তা'র পর, আমাদের সৈন্যদের পার হইবার উপযোগী বহুতর নৌকা বা ভেলাও নাই; আবার আমাদের মত লোক কিপ্রকারেই বা বণিক্‌দিগের কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারে? ॥২৮॥

বিশেষতঃ, শত্রুপক্ষ কোন ফাঁক পাইলেই তখন আমাদের বিস্তৃত সৈন্য নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই জন্যই ভেলা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা সমুদ্রতরণের চেষ্টা করা আমার অভিপ্রেত নহে ॥২৯॥

ন চেদ্দর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যাম্যেনমহং ততঃ।
মহাস্ত্রৈরপ্রতিহতৈরত্যগ্নিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥৩১॥
ইত্যুক্ত্বা সহসৌমিত্রিরুপস্পৃশ্যাথ রাঘবঃ।
প্রতিশিশ্যে জলনিধিং বিধিবৎ কুশসংস্তরে ॥৩২॥
সাগরস্তু ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্।
দেবো নদনদীভর্ত্তা শ্রীমান্ যাদোগণৈর্বৃতঃ ॥৩৩॥
কৌশল্যামাতরিত্যেবমাভাষ্য মধুরং বচঃ।
ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি। উপায়তঃ অন্যেনোপায়েন, সমারপ্স্যামি আরাব্ধুমারপ্স্যে। প্রতি সমুদ্রং লক্ষ্যীকৃত্য শেষ্যামি শয়িষ্যে, দর্শয়িষ্যতি মার্গমিতি শেষঃ ॥৩০॥

নেতি। অগ্নিপবনাবতিক্রান্তানীতি অত্যগ্নিবনানি তানি চ তানি উজ্জ্বলানি চেতি তৈঃ ॥৩১॥

ইতীতি। উপস্পৃশ্য আচম্য। জলনিধিং প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য শিশ্যে ॥৩২॥

সাগর ইতি। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ। যাদোগণৈর্জলজন্তুগণৈঃ ॥৩৩॥

কৌশল্যেতি। কৌশল্যা মাতা যস্য তৎসম্বোধনম্। আকরৈঃ খনিভিঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তত্রৈবেতি ॥১—৭॥ মুখে পুণ্ড্রস্তিলকং যেষাং তে ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাকারেণ চিহ্নেন চিহ্নিতানাম্ ॥৮—১৭॥ শালিভির্ভাতীতি শালিভং তচ্চ তদ্বনং পক্কশালিভবনং তদ্বৎপীতবর্ণমিত্যর্থঃ ॥১৮—২৮॥ প্লবঃ অলাবুঘটাদিময়ং তরণসাধনম্, উড়ুপং ক্ষুদ্রনৌকা, তাভ্যাং প্রতারস্তরণম্ ॥২৯॥ সমারপ্স্যামি আরাধয়িষ্যামি ॥৩০—৩৩॥ মধুরং বচ ইদং শৃণ্বিত্যাহেতি

তবে, আমি অন্য কোন উপায়ে সমুদ্রের আরাধনা আরম্ভ করিব। আমি উপবাসী থাকিয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শয়ন করিব (ধন্না দিব); তাহা হইলেই সমুদ্র আমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন ॥৩০॥

যদি পথ দেখাইয়া না দেন, তবে অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষাও প্রবল এবং উজ্জ্বল ও অপ্রতিহত মহাস্ত্রদ্বারা সমুদ্রকে আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিব" ॥৩১॥

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া আচমনপূর্ব্বক যথাবিধানে কুশশয্যায় শয়ন করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর নদ ও নদীগণের ভর্ত্তা এবং উজ্জ্বলমূর্ত্তি সমুদ্রদেব জলজন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়া স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দর্শন দান করিলেন ॥৩৩॥

এবং "কৌশল্যানন্দন!" এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া শত শত রত্নখনিকর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া এইভাবে এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

ব্রূহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষর্ষভ ! ।
ঐক্ষ্বাকো হ্যস্মি তে জ্ঞাতিরিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৩৫॥
মার্গমিচ্ছামি সৈন্যস্য দত্তং নদনদীপতে ! ।
যেন গত্বা দশগ্রীবং হন্যাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬॥
যদ্যেবং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্যতি মে ভবান্ ।
শরৈস্ত্বাং শোষয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥৩৭॥
ইত্যেবং ব্রুবতঃ শ্রুত্বা রামস্য বরুণালয়ঃ ।
উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮॥
নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিঘ্নকরস্তব ।
শৃণু চেদং বচো রাম ! শ্রুত্বা কর্ত্তব্যমাচর ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ব্রূহীতি। জ্ঞাতিরস্মি সগরপুত্রৈর্নিম্মিতত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৫॥
মার্গমিতি। দত্তং ভবতেতি শেষঃ। পৌলস্ত্যপাংসনং পুলস্ত্যকুলদূষকম্ ॥৩৬॥
যদীতি। দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ স্বর্গীয়াস্ত্রমন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতৈঃ ॥৩৭॥
ইতীতি। বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ। ব্যথিতঃ, পক্ষান্তরে শাসনশ্রবণাৎ ॥৩৮॥
নেতি। প্রতিঘাতমনিষ্টং কর্ত্তুম্। কর্ত্তব্যম্ আচর কুরু ॥৩৯॥

"পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়; সুতরাং আপনার জ্ঞাতি; অতএব বলুন—আমি এখন আপনার কি সাহায্য করিব"। রাম তখন তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৫॥

"সমুদ্র ! আপনি আমার সৈন্যের পথ দান করেন, ইহা আমি ইচ্ছা করি, যাহার উপর দিয়া যাইয়া আমি পুলস্ত্যকুলদূষক রাবণকে বধ করিতে পারি ॥৩৬॥

আমি এইরূপ প্রার্থনা করায়ও আপনি যদি পথ প্রদান না করেন, তবে আমি দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণদ্বারা আপনাকে শুষ্ক করিব" ॥৩৭॥

রাম এইরূপ বলিলে, সমুদ্র তাহা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া দুঃখিতচিত্তে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

"রাম ! আমি আপনার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না এবং আপনার বিঘ্নকারীও নহি; সুতরাং এই বাক্য শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করুন ॥৩৯॥

(৩৫)...ঐক্ষ্বাকুর্হ্যস্মি—বা কা, ...ইক্ষ্বাকুরস্মি—পি।

যদি দাস্যামি তে মার্গং সৈন্যস্য ব্রজতো জ্ঞয়া।
অন্যেঽপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ ॥৪০॥
অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ শিল্পিসম্মতঃ।
ত্বষ্টুর্দেবস্য তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥৪১॥
স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্স্যতে ময়ি।
সর্ব্বং তদ্ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ।
কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হ্যসি মতো মম ॥৪৩॥
তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ।
দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪॥
নলসেতুরিতি খ্যাতো যোঽদ্যাপি প্রথিতো ভুবি।
রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নির্ম্মিতো গিরিসন্নিভঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। জ্ঞয়া আজ্ঞয়া। অন্যেঽপি ধনুষ্মন্তঃ ॥৪০॥
অস্তীতি। অত্র তব সেনায়াম্। ত্বষ্টুর্বর্দ্ধকিভূতস্য ॥৪১॥
স ইতি। ধারয়িষ্যামি, ন তু স্রোতসা হরিষ্যামি নবা তলং নেষ্যামীতি ভাবঃ ॥৪২॥
ইতীতি। তস্মিন্ সমুদ্রপুরুষে। শক্তঃ, বিশ্বকর্ম্মণঃ পুত্রত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৩॥
তেনেতি। তেন শিলাকাষ্ঠাদিনিক্ষেপরূপেণ। আয়তং দীর্ঘম্ ॥৪৪॥
নলেতি। স চ নলসেতুরিতি খ্যাতোঽভূৎ, নলেন নির্ম্মাণাৎ ॥৪৫॥

আমি যদি আপনার আদেশেই আপনার সৈন্যের পথ প্রদান করি, তবে অন্য ধনুর্দ্ধরেরাও ধনুর বলে আমাকে এইরূপ আদেশ করিবেন ॥৪০॥

তবে, আপনার এই সৈন্যের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মদেবের পুত্র বলবান্ ও বিশেষশিল্পী 'নল'-নামে এক বানর আছেন ॥৪১॥

তিনি যে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা আমার উপরে নিক্ষেপ করিবেন, সে সমস্তই আমি ধারণ করিব; সুতরাং তাহাই আপনার সেতু হইবে" ॥৪২॥

এই কথা বলিয়া সমুদ্র অন্তর্হিত হইলে, রাম নলকে বলিলেন—"নল! তুমি সমুদ্রবন্ধনে সমর্থ—ইহাই আমার ধারণা; অতএব তুমি সমুদ্রে সেতুবন্ধন কর" ॥৪৩॥

তাহার পর রাম নলদ্বারা সমুদ্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে দশযোজনবিস্তৃত এবং শতযোজন-দীর্ঘ সেতু বন্ধন করাইলেন ॥৪৪॥

(৪৫)…নির্য্যাতো গিরিসন্নিভঃ—বা ব কা, …ধার্য্যতে গিরিসন্নিভঃ—নি।

তত্রস্থং স তু ধর্ম্মাত্মা সমাগচ্ছদ্বিভীষণঃ।
ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্য চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬॥
প্রতিজগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহামনাঃ।
সুগ্রীবস্য তু শঙ্কাভূৎ প্রণিধিঃ স্যাদিতি স্ম হ ॥৪৭॥
রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্‌সুচরিতেঙ্গিতৈঃ।
যদা তত্ত্বেন তুষ্টোঽভূত্তত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮॥
সর্ব্বরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভ্যষিঞ্চদ্বিভীষণম্।
চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সুহৃদং লক্ষ্মণস্য চ ॥৪৯॥
বিভীষণমতেনৈব সোঽত্যক্রামন্মহার্ণবম্।
সসৈন্যঃ সেতুনা তেন মাসেনৈব নরাধিপ! ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। তত্রস্থং সমুদ্রোত্তরতীরস্থমেব রামম্। রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ॥৪৬॥
প্রতীতি। শঙ্কা সন্দেহঃ। প্রণিধিঃ, রাবণস্যৈব চরঃ ॥৪৭॥
রাঘব ইতি। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন। এনং বিভীষণম্, অপূজয়ৎ সুগ্রীবঃ ॥৪৮॥
সর্ব্বেতি। অভ্যষিঞ্চৎ, রাম ইতি শেষঃ ॥৪৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষেণ যোজ্যম্ ॥৩৪—৩৯॥ আজ্ঞয়েতি চ্ছেদঃ, পূর্ব্বরূপমার্ষম্ ॥৪০—৪৬॥ প্রণিধিশ্চর-

নল রামের আদেশ অনুসারে পর্ব্বতপ্রমাণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাই তাহা 'নলসেতু'—নামে বিখ্যাত হইয়াছিল; যাহা অদ্যাপি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥৪৫॥

তদনন্তর রাবণের ভ্রাতা ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারি জন মন্ত্রীর সহিত সেইখানেই রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪৬॥

মহামনা রাম তখন স্বাগতসম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু রাবণের চর বলিয়া বিভীষণের উপরে সুগ্রীবের আশঙ্কা জন্মিল ॥৪৭॥

তা'র পর, বিভীষণের সত্য ব্যবহার এবং ন্যায়সঙ্গত কার্য্য ও ইঙ্গিত দেখিয়া রাম যখন তাঁহার উপরে যথার্থই সন্তুষ্ট হইলেন, তদবধি সুগ্রীবও তাঁহার সম্মান করিতে থাকিলেন ॥৪৮॥

ক্রমে রাম বিভীষণকে সমগ্র রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্মণের মন্ত্রণাসচিব ও সখা করিয়া দিলেন ॥৪৯॥

রাজা! রামচন্দ্র বিভীষণের মত অনুসারেই সৈন্যগণের সহিত সেই সেতুপথে একমাসে মহাসমুদ্র অতিক্রম করিলেন ॥৫০॥

ততো গত্বা সমাসাদ্য লঙ্কোদ্যানানি ভাগশঃ।
ভেদয়ামাস কপিভির্মহান্তি চ বহূনি চ ॥৫১॥
তত্রস্থৌ রাবণামাত্যৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্রাহ বিভীষণঃ ॥৫২॥
প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ।
দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাসৃজৎ ॥৫৩॥
নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তৎ পুরঃ প্রাজ্ঞবানরম্।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্য ততোঽঙ্গদম্ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সেতুবন্ধনে সপ্তত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

বিভীষণেতি। স রামঃ, মাসেনৈব অত্যক্রামদিতি সম্বন্ধঃ ॥৫০॥
তত ইতি। ভাগশো ভাগে ভাগে স্থিতানি। ভেদয়ামাস ভঞ্জয়ামাস ॥৫১॥
তত্রেতি। তত্র রামসেনায়াং তিষ্ঠত ইতি তত্রস্থৌ আস্তামিতি শেষঃ ॥৫২॥
প্রতীতি। প্রতিপন্নৌ প্রাপ্তৌ। ততস্তদা। অবাসৃজৎ চরত্বেনামুঞ্চৎ ॥৫৩॥
নিবেশ্যেতি। পুরো লঙ্কায়াঃ। দৌত্যেন হেতুনা, রাবণস্য সমীপে ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

কুদ্গুপ্তচারো বা, "প্রণিধির্না খলে চরে" ইতি মেদিনী ॥৪৭—৫৩॥ দৌত্যেন হেতুনা ॥৫৪॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৭॥

তাহার পর রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া তাহার ভাগে ভাগে অবস্থিত বৃহৎ ও বহুতর উদ্যানসমূহকে বানরগণদ্বারা ভগ্ন করাইলেন ॥৫১॥

তখন রাবণের মন্ত্রী রাক্ষস শুক ও সারণ বানররূপ ধারণ করিয়া চররূপে রামের সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু বিভীষণ তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥৫২॥

সেই রাক্ষস শুক ও সারণ যখন রাক্ষসরূপই ধারণ করিল, তখন রাম তাহাদিগকে নিজের সৈন্য দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন ॥৫৩॥

---

(৫১)…লঙ্কোদ্যানান্যনেকশঃ—বা ব কা নি। (৫২)…মন্ত্রিণৌ শুকসারণৌ—বা ব কা পি।
* '…ঊনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রভূতান্নোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে।
সেনাং নিবেশ্য কাকুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যরক্ষত ॥১॥
রাবণশ্চ বিধিং চক্রে লঙ্কায়াং শস্ত্রনির্ম্মিতম্।
প্রকৃত্যৈব দুরাধর্ষা দৃঢ়প্রাকারতোরণা ॥২॥
অগাধতোয়াঃ পরিখা মীননক্রসমাকুলাঃ।
বভূবুঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাঃ খাদিরৈঃ শঙ্কুভিশ্চিতাঃ ॥৩॥
কপাটযন্ত্রদুর্দ্ধর্ষা বভূবুঃ সগুড়োপলাঃ।
সাশীবিষঘটাযোধাঃ সসর্জ্জরসপাংশবঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রভূতেতি। প্রভূতানি অন্নানি খাদ্যানি উদকানি চ যত্র তস্মিন্ ॥১॥

রাবণ ইতি। বিধিং রক্ষাবিধানম্। লঙ্কা কীদৃশীত্যাহ—প্রকৃত্যেতি। প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব, দুরাধর্ষা শত্রূণাং দুরাক্রমা। তত্র হেতুমাহ—দৃঢ়েতি ॥২॥

অগাধেতি। অগাধতোয়তয়া পদ্ভ্যাং তরণাশক্যত্বম্, মীননক্রসমাকুলতয়া প্লবনাসম্ভবত্বম্, খাদিরৈঃ শঙ্কুভির্ব্যাপ্ততয়া চ দেহবিদারণাবশ্যকত্বং দর্শিতম্ ॥৩॥

তাহার পর রাম লঙ্কার উদ্যানসমূহে নিজের সেই সৈন্য স্থাপন করিয়া রাবণের নিকটে দূতরূপে বুদ্ধিমান্ বানর অঙ্গদকে পাঠাইয়া দিলেন" ॥৫৪॥

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"এদিকে প্রচুর খাদ্য, পেয়, ফল ও মূলসমন্বিত সেই বনে সেনা সন্নিবেশিত করিয়া রামচন্দ্রই যথাবিধানে তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১॥

ওদিকে রাবণও অস্ত্রদ্বারা লঙ্কানগরীর রক্ষাবিধান করিলেন। লঙ্কানগরী স্বভাবতই দুর্দ্ধর্ষ ছিল। কারণ তাহার সকল দিকেই দৃঢ় প্রাচীর ও তোরণ ছিল ॥২॥

এবং সেই লঙ্কানগরীর সকলদিকেই দুর্দ্ধর্ষ সাতটা করিয়া পরিখা ছিল; সেই পরিখাগুলির জল অতলস্পর্শ, ভীষণ মৎস্য ও কুম্ভীরে পরিপূর্ণ এবং খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত শঙ্কু-(পেরেক) দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল ॥৩॥

(২) রাবণঃ সংবিধিং চক্রে—বা ব কা, রাবণঃ সংবিধং চক্রে—নি। (৪)...সগুড়োপলাঃ—বা ব কা নি।

মুষলালাতনারাচ-তোমরাসিপরশ্বধৈঃ।
অন্বিতাশ্চ শতঘ্নীভিঃ সমধূচ্ছিষ্টমুদ্‌গরাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
পুরদ্বারেষু সর্ব্বেষু গুল্মাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
বভূবুঃ পত্তিবহুলাঃ প্রভূতগজবাজিনঃ ॥৬॥
অঙ্গদস্ত্বথ লঙ্কায়া দ্বারদেশমুপাগতঃ।
বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭॥
মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্বীনাং সুমহাবলঃ।
শুশুভে মেঘমালাভিরাদিত্য ইব সংবৃতঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রত্যেকপরিখাতীরস্থৈবাবস্থামাহ পরিখাবর্ণনাপদেশেন দ্বাভ্যাং কপাটেতি। কপাটৈ প্রত্যেকপরিখাতীরস্থপ্রাচীরদ্বারস্থিতৈর্লৌহময়ৈঃ কবাটৈঃ যন্ত্রৈর্বৃহদ্‌গোলকনিক্ষেপসাধনৈশ্চ দুর্দ্ধর্ষা দুরাক্রমাঃ। গুড়োপলৈঃ তত্তদ্‌যন্ত্রনিক্ষেপ্যৈঃ পাষাণগোলকৈঃ সহেতি সগুড়োপলাঃ। আশী-বিষঘটাভিঃ তীক্ষ্ণবিষসর্পসমূহৈঃ যোধৈর্ভটৈশ্চ সহেতি তাঃ। সর্জ্জরসপাংশুভির্ধূপচূর্ণরাশিভিঃ সহেতি তাঃ। যেনাগ্নিপ্রদানমাত্রেণৈব সমাগতশত্রুনাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। শতঘ্নীভিঃ বৃহদ্‌-গোলকক্ষেপকযন্ত্রৈঃ। সমধূচ্ছিষ্টা ধারণসৌকর্য্যার্থং সিক্থকলিপ্তমুষ্টিদেশা মুদ্‌গরা যাসু তাশ্চ ॥৪—৫॥

পুরেতি। স্থাবরা গুল্মাঃ প্রাগুক্তবৃহদ্‌গোলকপেক্ষকযন্ত্রস্থাপনায় উচ্চমৃৎস্তূপাঃ, জঙ্গমা গুল্মাশ্চ সৈন্যাঃ, "গুল্মঃ সেনা ঘট্টভিদোঃ সৈন্যরক্ষণরুগ্‌ভিদোঃ" ইত্যাদি মেদিনী। জঙ্গমগুল্মান্ বিশিনষ্টি —পত্তীত্যাদি ॥৬॥

অঙ্গদ ইতি। বিদিতো দৌবারিকৈর্জ্ঞাপনাৎ। গতব্যথো ভয়াভাবান্মনোবেদনাশূন্যঃ ॥৭॥

আর তীরস্থিত প্রাচীরের দ্বারসংলগ্ন লৌহময় কপাট এবং যন্ত্র-(কামান) দ্বারা সেই পরিখাগুলি দুর্দ্ধর্ষ ছিল, প্রত্যেক যন্ত্রের নিকটে রাশীকৃত পাথরের গোলা ছিল এবং যথাস্থানে তীক্ষ্ণবিষ সর্প, যোদ্ধা ও রাশীকৃত ধূপচূর্ণ ছিল। আর মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, তরবারি, পরশু, বৃহৎ কামান ও মুষ্টিদেশে মোম মাখান মুদ্‌গর ছিল ॥৪—৫॥

আর নগরের সকল দ্বারেই কামান রাখিবার উপযোগী মৃত্তিকার স্তূপ ছিল এবং প্রচুর পদাতি, হস্তী ও অশ্বসৈন্যের নিবাস ছিল ॥৬॥

তৎপরে অঙ্গদ যাইয়া লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, দৌবারিকেরা সে বিষয় রাবণকে জানাইল; তখন রাবণের অনুমতিক্রমে অঙ্গদ নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ করিলেন ॥৭॥

তৎকালে অতিমহাবল রাবণ—মেঘমালাপরিবেষ্টিত সূর্য্যের ন্যায় বহু কোটি রাক্ষসের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন ॥৮॥

স সমাসাদ্য পৌলস্ত্যমমাত্যৈরভিসংবৃতম্।
রামসন্দেশমামন্ত্র্য বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে ॥৯॥
আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্! কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদাদৎস্ব কুরুষ্ব চ ॥১০॥
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
বিনশ্যন্ত্যনয়াবিষ্টা দেশাশ্চ নগরাণি চ ॥১১॥
ত্বয়ৈকেনাপরাদ্ধং মে সীতামাহরতা বলাৎ।
বধায়ানপরাদ্ধানামন্যেষাং তদ্ভবিষ্যতি ॥১২॥
যে ত্বয়া বলদর্পাভ্যামাবিষ্টেন বনেচরাঃ।
ঋষয়ো হিংসিতাঃ পূর্ব্বং দেবাশ্চাপ্যবমানিতাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

মধ্য ইতি। সুমহাবলো রাবণঃ। সংবৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥৮॥

স ইতি। সঃ অঙ্গদঃ, পৌলস্ত্যং রাবণম্। রামস্য সন্দেশং বাচিকম্ ॥৯॥

আহেতি। প্রাপ্তকালং কালোচিতম্, আদৎস্ব গৃহাণ শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥১০॥

অকৃতেতি। অকৃতাত্মানমশিক্ষিতচিত্তম্, অনয়ে অন্যায্যকার্য্যে ॥১১॥

ত্বয়েতি। আহরতা অপহরতা। তৎ আহরণম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রভৃতেতি ॥১॥ সংবিধং সম্যগ্‌বিধ্যন্ত্যনয়া তাং যাত্রাদিসম্পত্তিম্ ॥২—৩॥ কপাটৈর্যন্ত্রৈশ্চ গোলাদ্যুৎক্ষেপণসাধনৈর্দুর্দ্ধর্ষাঃ, পরিখাঃ সহড়াঃ সোপলাশ্চ, হুড়ং মূত্রাদ্যুৎসর্জ্জনার্থং শৃঙ্গম্, উপলাঃ প্রক্ষেপ্যা গোলকাঃ ॥৪॥ সমধূচ্ছিষ্টমুদ্গরাঃ মধূচ্ছিষ্টং ক্ষৌদ্রং মধু, মদ্যাদি-ব্যাবৃত্ত্যর্থমুচ্ছিষ্টপদম্ ॥৫॥ গুল্মা গুপ্তোপবেশনস্থানানি বুরুজাখ্যা মহান্তস্তাঃ, স্থাবরগুল্মাঃ জঙ্গমাঃ, গুল্মাঃ সেনাখ্যাঃ অলঙ্গ ইত্যভিহিতাঃ ॥৬॥ গতব্যথো নির্ভয়ঃ ॥৭—৮॥ আমন্ত্র্য

এই সময়ে বাগ্মী অঙ্গদ যাইয়া, মন্ত্রিপরিবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া রামের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥৯॥

"রাক্ষসরাজ! অযোধ্যাধিপতি মহাযশা রাম আপনাকে বলিতেছেন; আপনি তাঁহার এই কালোচিত বাক্য শ্রবণ করুন এবং তদনুসারে কার্য্য করুন ॥১০॥

দেশবাসী ও পুরবাসী লোকেরা, অশিক্ষিত এবং অন্যায়নিরত রাজাকে পাইয়া নিজেরাও অন্যায়পরায়ণ হইয়া বিনষ্ট হয় ॥১১॥

বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া এক তুমিই আমার নিকট অপরাধী হইয়াছ; কিন্তু সেই সীতাহরণই অন্য নিরপরাধ লোকদিগেরও বধের কারণ হইবে ॥১২॥

রাজর্ষয়শ্চ নিহতা রুদত্যশ্চ হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তস্যানয়স্য তে ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যৈর্যুধ্যস্ব পুরুষো ভব।
পশ্য মে ধনুষো বীর্য্যং মানুষস্য নিশাচর! ॥১৫॥

মুচ্যতাং জানকী সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কর্হিচিৎ।
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্ত্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬॥

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য দূতস্য পরুষং বচঃ।
শ্রুত্বা ন মমৃষে রাজা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৭॥

ইঙ্গিতজ্ঞাস্ততো ভর্ত্তুশ্চত্বারো রজনীচরাঃ।
চতুর্ষ্বঙ্গেষু জগৃহুঃ শার্দ্দূলমিব পক্ষিণঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। বনেচরা ইত্যনেন ঋষীণাং নিরপরাধত্বং সূচিতম্। তৎ প্রসিদ্ধম্ ॥১৩—১৪॥
কিং তৎ ফলমিত্যাহ—হন্তেতি। হন্তাস্মি হনিষ্যামি। এতদ্ধননমেব তৎ ফলমিতি ভাবঃ ॥১৫॥
অতএব ব্রবীমীত্যাহ—মুচ্যতামিতি। মোচনাভাবে ফলমাহ—নেত্যাদি ॥১৬॥
ইতীতি। দূতস্য দূতীভূতস্য অঙ্গদস্য। ন মমৃষে ন চক্ষমে ॥১৭॥
ইঙ্গিতেতি। ভর্ত্তুঃ রাবণস্য। চতুর্ষ্বঙ্গেষু হস্তদ্বয়ে পাদদ্বয়ে চ ॥১৮॥

তুমি বলদর্পিত হইয়া পূর্ব্বে যে সকল বনবাসী ঋষির হিংসা করিয়াছ, দেবগণের অপমান করিয়াছ, রাজর্ষিগণকে বধ করিয়াছ এবং রোরুদ্যমানা নারীদিগকে হরণ করিয়াছ, তোমার সেই সকল অন্যায় কার্য্যের এই ফল হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥১৩—১৪॥

রাক্ষস! আমি তোমাকে তোমার মন্ত্রিবর্গের সহিত বধ করিব, যুদ্ধ কর, পুরুষ হও। আমি মানুষ, আমার ধনুর শক্তি দেখ ॥১৫॥

অথবা জনকনন্দিনী সীতাকে ছাড়িয়া দাও; না হইলে, আমার হাত হইতে কখনও মুক্তি পাইবে না। আমি নিশিত বাণদ্বারা এই জগৎটাকেই রাক্ষসশূন্য করিব" ॥১৬॥

অঙ্গদ এইরূপ নিষ্ঠুর কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আর সহ্য করিলেন না ॥১৭॥

তাহার পর পক্ষীরা যেমন ব্যাঘ্রকে ধারণ করে, সেইরূপ রাবণের ইঙ্গিত অনুসারে চারিটা রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধারণ করিল ॥১৮॥

তাংস্তথাঙ্গেষু সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্।
আদায়ৈব খমুৎপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ ॥১৯॥
বেগেনোৎপততস্তস্য পেতুস্তে রজনীচরাঃ।
ভুবি সংভিন্নহৃদয়াঃ প্রহারবরপীড়িতাঃ ॥২০॥
স মুক্তো হর্ম্ম্যশিখরাত্তস্মাৎ পুনরবাপতৎ।
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং স্ববলস্য সমীপতঃ ॥২১॥
কোশলেন্দ্রমথাগম্য সর্ব্বমাবেদ্য বানরঃ।
বিশশ্রাম স তেজস্বী রাঘবেণাভিনন্দিতঃ ॥২২॥
ততঃ সর্ব্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্।
ভেদয়ামাস লঙ্কায়াঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩॥
বিভীষণর্ক্ষাধিপতী পুরস্কৃত্যাথ লক্ষ্মণঃ।
দক্ষিণং নগরদ্বারমবামৃদ্নাদ্দুরাসদম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি। প্রাসাদস্য তলমুপরিদেশম্, আবিশৎ অধ্যতিষ্ঠৎ ॥১৯॥

বেগেনেতি। প্রহারবরৈরঙ্গদস্য মুষ্টিভিঃ পীড়িতাঃ অতএব সংভিন্নহৃদয়াঃ ॥২০॥

স ইতি। সঃ অঙ্গদঃ। স্ববলস্য সমীপতঃ পুনরবাপতদিতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥

কোশলেতি। কোশলেন্দ্রং রামম্। বানরঃ অঙ্গদঃ। অভিনন্দিতঃ স্তুতঃ ॥২২॥

তত ইতি। সর্ব্বাসু দিক্ষু অভিসারেণ প্রেরণেন, হরীণাং বানরাণাম্ ॥২৩॥

বীতি। বিভীষণশ্চ ঋক্ষাধিপতির্জাম্ববাংশ্চ তৌ। অবামৃদ্নাৎ ভগ্নবান্ ॥২৪॥

তখন অঙ্গদ গাত্রসংলগ্ন সেই চারিটা রাক্ষসকে লইয়াই লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া অট্টালিকার ছাদের উপরে পড়িলেন ॥১৯॥

অঙ্গদ যখন বেগে উঠিতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি সেই রাক্ষসদের প্রত্যেকের বুকের উপরে দারুণ মুষ্টিপ্রহার করিলেন; তাহাতে সেই রাক্ষসেরা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥২০॥

তখন অঙ্গদ মুক্ত হইয়া সেই অট্টালিকার ছাদ হইতে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া আবার আপন সৈন্যগণের নিকটে পতিত হইলেন ॥২১॥

তাহার পর তেজস্বী অঙ্গদ রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া এবং তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তদনন্তর রাম, বায়ুর ন্যায় বেগবান্ বানরগণকে সকল দিকে প্রেরণ করিয়া লঙ্কার প্রাচীর ভগ্ন করাইলেন ॥২৩॥

---

(২১) সংসক্তো হর্ম্ম্য—বা ব কা নি, ...স্ববেলস্য সমীপতঃ—বা নি।

ঘোরদংষ্ট্রারুণাক্ষাণাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্ ।
কোটীশতসহস্রেণ লঙ্কামভ্যপতত্তদা ॥২৫॥
প্রলম্ববাহূরুকর জঙ্ঘান্তরবিলম্বিনাম্ ।
ঋক্ষাণাং ধূম্রবর্ণানাং তিস্রঃ কোট্যো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬॥
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ নিপতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ ।
নাদৃশ্যত তদা সূর্য্যো রজসা নাশিতপ্রভঃ ॥২৭॥
শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ ।
তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮॥
প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমন্তাৎ কপিলীকৃতম্ ।
রাক্ষসা বিস্মিতা রাজন্! সস্ত্রীবৃদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ঘোরেতি। যুদ্ধশালিনাং যুদ্ধোৎসুক্যযুক্তানাম্। অভ্যপতৎ রাম ইতি শেষঃ ॥২৫॥

প্রেতি। প্রলম্বা দীর্ঘা বাহূরুকরা যেষাং তে চ তে জঙ্ঘান্তরাণি বিলম্বীনি দীর্ঘাণি যেষাং তে চেতি তেষাম্। ঋক্ষাণাং ভল্লূকানাম্। ব্যবস্থিতা যুদ্ধায় ॥২৬॥

উদিতি। পতদ্ভিঃ অবপতদ্ভিঃ, নিপতদ্ভিস্তির্য্যগ্‌গচ্ছদ্ভিঃ। রজসা ধূলিজালেন ॥২৭॥

শালীতি। তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ উদয়মানসূর্য্যবদরুণৈঃ। সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ ॥২৮—২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

হে রাবণ! ইতি সম্বোধ্য ॥৯—২২॥ সর্ব্বাভিসারো যুগপৎসর্ব্বেষামভিসারো যত্নস্তেন। স্থূলতানঢ়বা ইতি ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধেন ॥২৩॥ ঋক্ষাধিপতির্জাম্ববান্ ॥২৪॥ করভো মণিবন্ধাদিক-নিষ্ঠান্তং হস্তপ্রদেশস্তদ্বদরুণপাণ্ডুরঃ শ্বেতারুণাঃ ॥২৫—২৭॥ শণো গোণীসূত্রোপাদান-

তৎপরে লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও জাম্ববান্‌কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাইয়া লঙ্কানগরীর দুর্দ্ধর্ষ দক্ষিণদ্বার ভগ্ন করিলেন ॥২৪॥

সেই সময়ে রামও ভীষণদন্ত, রক্তনয়ন ও সমরোৎসুক অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কার দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫॥

আর যাহাদের বাহু, উরু, হস্ত ও জঙ্ঘা দীর্ঘ, সেই ধূম্রবর্ণ তিন কোটী ভল্লূক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥২৬॥

তখন বানরগণের উত্তরণ, অবতরণ ও তির্য্যক্ গমনে ধূলি উত্থিত হইতে থাকায় সূর্য্যের কিরণ তিরোহিত হইয়া গেল এবং সূর্য্যকে দেখা যাইতে লাগিল না ॥২৭॥

রাজা! ধান্যপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ, শিরীষপুষ্পের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, উদয়মান

(২৫) করভারুণপাণ্ডূনাং হরীণাম্—বা ব কা। (২৮)···শণগৌরৈশ্চ বানরৈঃ—বা ব কা নি।

বিভিদুস্তে মণিস্তম্ভান্ কর্ণাট্টশিখরাণি চ।
ভগ্নোন্মথিতশৃঙ্গাণি যন্ত্রাণি চ বিচিক্ষিপুঃ ॥৩০॥
পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ ॥৩১॥
প্রাকারস্থাশ্চ যে কেচিন্নিশাচরগণাস্তথা।
প্রদুদ্রুবুস্তে শতশঃ কপিভিঃ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩২॥
ততস্তু রাজবচনাদ্রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
নির্যযুর্বিকৃতাকারাঃ সহস্রশতসংঘশঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

বিভিদুরিতি। তে বানরাঃ, মণিস্তম্ভান্ দেশজয়াদিসূচকান্ মণিনির্ম্মিতস্তম্ভান্, কর্ণাট্টা দূরদর্শনার্থং নির্ম্মিতা অত্যুচ্চগৃহাস্তেষাং শিখরাণি চূড়াশ্চ বিভিদুর্বভঞ্জুঃ। তথা আদৌ ভগ্নানি পশ্চাদুন্মথিতানি চূর্ণীকৃতানি শৃঙ্গাণি গোলকক্ষেপকনালানি যেষাং তানি যন্ত্রাণি প্রাগুক্তপরিখা-তীরাদিস্থাপিতগোলকক্ষেপসাধনাস্ত্রাণি চ বিচিক্ষিপুঃ ॥৩০॥

পরীতি। চক্রৈঃ বৃহত্ত্বয়া বহনাশক্যত্বাৎ স্থানান্তরপ্রাপণার্থৈর্নিম্নলগ্নৈ রথাঙ্গৈঃ সহেতি সচক্রাঃ, গুড়োপলৈর্নালাভ্যন্তরপ্রবেশিতপাষাণগোলকৈঃ পার্শ্বস্তূপীকৃতপাষাণগোলকৈর্বা সহেতি সগুড়োপলাঃ, মহাস্বনা গোলকক্ষেপকালে মহাশব্দকারিণীশ্চ, শতঘ্নীঃ বৃহদ্যন্ত্রাণি চ, পরিগৃহ্য ধৃত্বা ধৃত্বা, ভুজবেগেন, লঙ্কামধ্যে, চিক্ষিপুঃ প্রাচীরাদিভ্যো নিপাতয়ামাসুঃ, তে বানরা ইত্যনুবৃত্তিঃ। অহো! ইদানীন্তন-বৈজ্ঞানিকাস্ত্রাণি তদানীং নাসন্নিতি যে স্বজাতিদেশদ্বেষিণো বদন্তি, তেষাং মুখপিধানমেতদ্বর্ণনম্ ॥৩১॥

প্রাকারেতি। প্রদুদ্রুবুঃ পলায়াঞ্চক্রিরে, সমভিদ্রুতাঃ সর্ব্বথাক্রান্তাঃ ॥৩২॥

তত ইতি। রাজ্ঞো রাবণস্য বচনাদাদেশাৎ। নির্যযুর্বানরতাড়নার্থম্ ॥৩৩॥

সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বানরগণ যাইয়া প্রাচীরের উপরে উত্থিত হওয়ায় সকল দিকের প্রাচীরই কপিলবর্ণ হইয়া গেল; তখন স্ত্রী ও বৃদ্ধদের সহিত রাক্ষসেরা বিস্মিত হইয়া সকল দিক্ হইতে তাহা দেখিতে লাগিল ॥২৮—২৯॥

ক্রমে সেই বানরেরা মণিস্তম্ভগুলিকে ও অত্যুচ্চ গৃহ-(মনুমেণ্ট) সমূহের চূড়া-গুলিতে ভগ্ন করিল এবং কামানসমূহের নালগুলিকে ভাঙ্গিয়া ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সে কামানগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিল ॥৩০॥

এবং চক্রসংযুক্ত, গোলকপূর্ণ ও মহাশব্দকারী বৃহৎ কামানগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া বানরেরা বাহুবেগে লঙ্কার মধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥৩১॥

যে সকল রাক্ষস প্রাচীরের উপরে ছিল, তাহারা বানরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল ॥৩২॥

শস্ত্রবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়ন্তো বনৌকসঃ।
প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪॥
স মাষরাশিসদৃশৈর্বভূব ক্ষণদাচরৈঃ।
কৃতো নির্বানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫॥
পেতুঃ শূলবিভিন্নাঙ্গা বহবো বানরর্ষভাঃ।
স্তম্ভতোরণভগ্নাশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬॥
কেশাকেশ্যভবদ্‌যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ।
নখৈর্দন্তৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরস্পরম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

শস্ত্রেতি। দ্রাবয়ন্তঃ অপসারয়ন্তঃ, বনৌকসো বানরান্। আস্থিতা আশ্রিতাঃ ॥৩৪॥
স ইতি। মাষরাশিসদৃশৈধূ্সরবর্ণৈরিত্যর্থঃ, ক্ষণদাচরৈ রাক্ষসৈঃ ॥৩৫॥
পেতুরিতি। স্তম্ভত আশ্রিতস্তম্ভোপরিদেশেভ্যঃ, রণভগ্না যুদ্ধে পরাজিতাঃ ॥৩৬॥
কেশেতি। কেশেষু কেশেষু চ গৃহীত্বা বৃত্তমিতি কেশাকেশি ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বীরুৎ ॥২৮—২৯॥ যা তৈদুর্গরক্ষণার্থং সামগ্রী কৃতা সৈব তেষাং নগরনাশায়াভূদিত্যাহ—বিভিন্নস্তে ইত্যাদিনা। কর্ণস্তির্য্যগ্‌যানং তেন প্রকারেণ যৎপাষাণাদিবিস্তরেণ ক্রিয়তে তত্তদ্‌গৃহবিশেষং কর্ণাট্টমিতি বদন্তি, তদ্ধি দিক্কোণস্থ চতুরস্রস্যোপরি বিদিক্কোণং চতুরস্রং তদুপরি দিক্কোণং তদুপরি পুনর্বিদিক্কোণমিত্যেবং ক্রমেণোত্তরমল্প-প্রমাণৈশ্চতুরস্রৈঃ সমাপ্যত ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৩০—৩৫॥ স্তম্ভতঃ স্তম্ভৈর্বানরোপাত্তৈঃ,

---

তাহার পর রাবণের আদেশে কামরূপী ও বিকৃতাকার রাক্ষসেরা শতসহস্র দলে নির্গত হইল ॥৩৩॥

সেই রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকিয়া বানরগণকে তাড়াইয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রাচীরের শোভা জন্মাইল ॥৩৪॥

এবং মাষরাশির ন্যায় ধূসরবর্ণ ও ভীষণমূর্ত্তি সেই রাক্ষসেরা এইভাবে পুনরায় সেই প্রাচীরটাকে বানরশূন্য করিল ॥৩৫॥

তখন বহুতর শ্রেষ্ঠ বানর শূলবিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল এবং অনেক রাক্ষসও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্তম্ভ হইতে পড়িয়া গেল ॥৩৬॥

কোন স্থানে বানরগণের সহিত রাক্ষসগণের কেশাকেশি, নখানখি ও দন্তাদন্তি যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সেই বীরেরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে থাকিল ॥৩৭॥

---

(৩৫) স মাংসরাশিসদৃশৈঃ—বা ব কা।

নিষ্টনন্তো হ্যভয়তস্তত্র বানররাক্ষসাঃ।
হতা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরস্পরম্ ॥৩৮॥
রামস্তু শরজালানি ববর্ষ জলদো যথা।
তানি লঙ্কাং সমাসাদ্য জঘ্নু স্তান্ রজনীচরান্ ॥৩৯॥
সৌমিত্রিরপি নারাচৈর্দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
আদিশ্যাদিশ্য দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০॥
ততঃ প্রত্যবহারোঽভূৎ সৈন্যানাং রাঘবাজ্ঞয়া।
কৃতে বিমর্দ্দে লঙ্কায়াং লব্ধলক্ষ্যো জয়োত্তরঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামলঙ্কাপ্রবেশে অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

নীতি। নিষ্টনন্তঃ শব্দায়মানাঃ। ভূমৌ নিপতিতা হতাশ্চাপি পরস্পরং ন মুঞ্চন্তি স্ম ॥৩৮॥
রাম ইতি। তানি শরজালানি, সমাসাদ্য গত্বা ॥৩৯॥
সৌমিত্রিরিতি। আদিশ্যাদিশ্য স্বনাম উল্লিখ্য উল্লিখ্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

রণে তস্মা রণভগ্নাঃ ॥৩৬॥ কেশাকেশি অন্যোন্যং কেশেষু গৃহীত্বা ॥৩৭॥ নিষ্টনন্তঃ শব্দং কুর্ব্বন্তঃ ॥৩৮—৩৯॥ আদিশ্য সম্মুখীকৃত্যেত্যর্থঃ ॥৪০॥ প্রত্যবহারঃ শিবিরং প্রতি গমনং লব্ধা আয়ুধৈঃ প্রাপ্তা লক্ষ্যা বেধ্যা যস্মিন্নবক্যপ্রহার ইতি যাবৎ, জয়োত্তরো জয়োৎকর্ষবান্ ॥৪১॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৮॥

তখন বানরগণ ও রাক্ষসগণ—দুই পক্ষই শব্দ করিতে থাকিয়া ভূতলে পতিত এবং নিহত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িল না ॥৩৮॥

এই সময়ে মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, রামও সেইরূপ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সেই বাণগুলি লঙ্কায় যাইয়া সেই রাক্ষসগণকে বধ করিতে থাকিল ॥৩৯॥

দৃঢ়ধন্বা এবং শ্রমশূন্য লক্ষ্মণও নিজের নাম শুনাইয়া শুনাইয়া নারাচদ্বারা দুর্গস্থিত রাক্ষসগণকে নিপাত করিলেন ॥৪০॥

এইভাবে লঙ্কার বিশেষ মর্দ্দন হইলে, তাহার পর রামচন্দ্রের আদেশে

(৪১)…কৃতে বিমর্দ্দে লঙ্কায়াম্—বা ব কা নি। * '…সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ রাবণানুগাঃ।
অভিজগ্মুর্গণা নৈকে পিশাচক্ষুদ্ররক্ষসাম্ ॥১॥
পর্ব্বণঃ পতনো জম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ।
প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
ততোঽভিপততাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্।
অন্তর্দ্ধানবধং তজ্জ্ঞশ্চকার স বিভীষণঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বিমর্দ্দে বিশেবমথনে। লব্ধানি লক্ষ্যাণি যত্র সঃ, জয় উত্তরঃ পরিণামফলং যস্য স তাদৃশশ্চ প্রত্যবহারঃ তদ্দিবসীয়যুদ্ধসমাপ্তিরভূৎ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে
অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। নিবিশমানান্ লঙ্কাভ্যন্তরে প্রবিশতঃ, সৈনিকান্ বানরসৈন্যান্। নৈকে অনেকে। অথ কানি তেষাং গণানাং নামানীত্যাহ—পর্ব্বণ ইত্যাদি ॥১—২॥

তত ইতি। অন্তর্দ্ধানবধম্ অদৃশ্যতাশক্তের্নাশম্, তজ্জ্ঞঃ অন্তর্দ্ধানবধজ্ঞঃ ॥৩॥

সেদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সেদিনের যুদ্ধে রামের পক্ষ লক্ষ্য পাইয়াছিল এবং পরিণামে জয়লাভ করিয়াছিল" ॥৪১॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর সেই বানরসৈন্যেরা লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলে, রাবণের অনুচর পর্ব্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, অরুজ এবং প্রঘসপ্রভৃতি পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসদের অনেক দল আসিয়া সেই বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥১—২॥

তৎপরে সেই দুরাত্মারা অদৃশ্য থাকিয়া আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল; কিন্তু বিভীষণ তাহাদের সেই অদৃশ্য থাকার বিষয় জানিতেন; তাই তিনি তাহাদের সে শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন ॥৩॥

---

(২) পর্ব্বণঃ পূতনো জম্ভঃ—পি।

তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভির্দূরপাতিভিঃ।
নিহতাঃ সর্ব্বশো রাজন্! মহীং জগ্মুর্গতাসবঃ ॥৪॥
অমৃষ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্যযাবথ।
রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫॥
যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ উশনা ইব চাপরঃ।
ব্যূহ্য চৌশনসং ব্যূহং হরীন্ সর্ব্বানহারয়ৎ ॥৬॥
রাঘবস্তু বিনির্যান্তং ব্যূঢ়ানীকং দশাননম্।
বার্হস্পত্যং বিধিং কৃত্বা প্রত্যব্যূহন্নিশাচরম্ ॥৭॥
সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ।
যুযুধে লক্ষ্মণশ্চাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮॥
বিরূপাক্ষেণ সুগ্রীবশ্চারেণ চ নিখর্বটঃ।
কুণ্ডেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। দৃশ্যমানা অনন্তর্হিতাশ্চ তে গণাঃ, হরিভির্বানরৈঃ। গতাসবো মৃতাঃ ॥৪॥

অমৃষ্যেতি। অমৃষ্যমাণো রাক্ষসবধমসহমানঃ, সবলঃ শক্তিমান্ ॥৫॥

যুদ্ধেতি। উশনা শুক্রঃ। ব্যূহ্য বিধায়। অহারয়ৎ বেষ্টয়িতুমৈচ্ছৎ ॥৬॥

রাঘব ইতি। ব্যূঢং ব্যূহভাবেন রচিতম্ অনীকং সৈন্যং যেন তম্ ॥৭॥

সমেত্যেতি। রামেণ সহেতি পরেণান্বয়ঃ ॥৮॥

রাজা! তখন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িল। অমনি দূরগামী বলবান্ বানরেরা যাইয়া তাহাদের সকলকেই সংহার করিল; তাই তাহারা ধরাশায়ী হইল ॥৪॥

অনন্তর শক্তিশালী রাবণ অনুচরগণের বধ সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পিশাচগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলেন ॥৫॥

রাবণ, অপর শুক্রাচার্য্যের তুল্যই যুদ্ধশাস্ত্র জানিতেন। তাই তিনি শুক্রাচার্য্যের প্রণালী অনুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া সমস্ত বানরকে বেষ্টন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৬॥

রাবণকে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক নির্গত হইতে দেখিয়া রামও বৃহস্পতির প্রণালী অনুসারে প্রতিব্যূহ রচনা করিলেন ॥৭॥

তাহার পর রাবণ আসিয়া রামের সহিত এবং ইন্দ্রজিৎ আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

(৯)...তুণ্ডেন চ নলস্তত্র—বা ব কা।

বিসদৃশং যং হি যো মেনে স তেনৈব সমেয়িবান্ ।
যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১০॥
স সম্প্রহারো ববৃধে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনঃ ।
লোমসংহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাসুরে যথা ॥১১॥
রাবণো রামমানর্চ্ছ শক্তিশূলাসিবৃষ্টিভিঃ ।
নিশিতৈরায়সৈস্তীক্ষ্ণৈ রাবণঞ্চাপি রাঘবঃ ॥১২॥
তথৈবেন্দ্রজিতং যত্তং লক্ষ্মণো মর্ম্মভেদিভিঃ ।
ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বিরূপেতি। সহ যুযুধে ইতি পূর্ব্বস্মাদনুবৃত্তিঃ ॥৯॥
বীতি। বিসদৃশং যোদ্ধুং শক্যম্। সমেয়িবান্ সম্মিলিতঃ সন্ ॥১০॥
স ইতি। সম্প্রহারঃ সম্যক্ পীড়নম্। দেবাসুরে দেবাসুরসম্বন্ধিনি যুদ্ধে ॥১১॥
রাবণ ইতি। আনর্চ্ছ আচ্ছাদয়ামাস। আয়সৈর্লৌহময়ৈঃ শরাদিভিঃ ॥১২॥
তথেতি। যত্তং জয়ায় যত্নবন্তম্। শরৈরিত্যস্য উভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। গণা অনেকে ইতি চ্ছেদঃ ॥১—২॥ অন্তর্দ্ধানবধমন্তর্দ্ধানশক্তের্নাশম্ ॥৩—৫॥
হরীন্ বানরান্। অভ্যবহারয়দাবেষ্টিতবান্ ॥৬—১১॥ আনর্চ্ছ দপীড়য়ৎ ॥১২—১৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৯॥

সুগ্রীব বিরূপাক্ষের সহিত, নিখর্বট (বানর) চারের সহিত, নল কুণ্ডের সহিত এবং পনস পটুশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৯॥

যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ মনে করিল, সে তাহার সহিত মিলিত হইয়া আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিতে থাকিল ॥১০॥

পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে সম্প্রহার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেইরূপ সেই ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধক ও লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সম্প্রহার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥১১॥

রাবণ শক্তি, শূল ও অসিবৃষ্টিদ্বারা রামকে আচ্ছাদন করিলেন; আবার রামও নিশিত ও তীক্ষ্ণ লৌহময় বাণপ্রভৃতিদ্বারা রাবণকে আবৃত করিলেন ॥১২॥

আর, লক্ষ্মণ মর্ম্মভেদী বাণদ্বারা যত্নবান্ ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎও বহুতর বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

---

(১২) রাবণো রামমানর্চ্ছৎ—বা ব কা নি।

বিভীষণঃ প্রহস্তঞ্চ প্রহস্তস্ত বিভীষণম্।
খগপত্রৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষদ্‌গতব্যথঃ ॥১৪॥
তেষাং বলবতামাসীন্মহাস্ত্রাণাং সমাগমঃ।
বিব্যথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধে ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্।
গদয়া তাড়য়ামাস বিনদ্য রণকর্কশঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিভীষণ ইতি। খগানাং পক্ষিণাং পত্রাণি যেষু তৈঃ। গতব্যথো নির্ভয়ঃ ॥১৪॥

তেষামিতি। মহান্তি অস্ত্রাণি যেষাং তেষাম্, সমাগমো যুদ্ধে মেলনম্ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। বিনদ্য সিংহনাদং কৃত্বা, রণকর্কশো যুদ্ধে নিষ্ঠুরঃ ॥১॥

নির্ভয়চিত্ত বিভীষণ প্রহস্তের উপরে এবং নির্ভয়চিত্ত প্রহস্তও বিভীষণের উপরে কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ক্রমে বলবান্ ও মহাস্ত্রধারী দুইপক্ষেরই এমন যুদ্ধসম্মেলন হইল, যাহাতে স্থাবরজঙ্গম সমস্ত ত্রিভুবনই ব্যথিত হইয়া পড়িল" ॥১৫॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর রণকর্কশ প্রহস্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া সিংহনাদ করিয়া গদাদ্বারা বিভীষণকে আঘাত করিল ॥১॥

---

* '…একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা দ, '…পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

স তথাভিহতো ধীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া ।
নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব সুস্থিরঃ ॥২॥
ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ ।
অনুমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি ॥৩॥
পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্রাক্ষসোঽশনিবেগয়া ।
হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্ণ ইব দ্রুমঃ ॥৪॥
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্ ।
অভিদুদ্রাব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন্ ॥৫॥
তস্য মেঘোপমং সৈন্যমাপতদ্ভীমদর্শনম্ ।
দৃষ্ট্বৈব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬॥
ততস্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্ ।
নিবার্য্য কপিশার্দ্দূলো হনূমান্ পর্য্যবস্থিতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স বিভীষণঃ। অপি তু হিমবান্ পর্ব্বত ইব সুস্থির এবাসীৎ ॥২॥
তত ইতি। অনুমন্ত্র্য মহাস্ত্রমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য। অস্য প্রহস্তস্য ॥৩॥
পতন্ত্যেতি। হৃতম্ উত্তমাঙ্গং মস্তকং যস্য সঃ, বাতরুগ্ণো বায়ুভগ্নঃ ॥৪॥
তমিতি। সংখ্যে যুদ্ধে, ক্ষণদাচরং রাক্ষসম্। ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ ॥৫॥
তস্যেতি। আপতৎ আগচ্ছৎ। দীর্ণা ভগ্নাঃ পলায়িতা ইত্যর্থঃ ॥৬॥

বুদ্ধিমান্ ও মহাবাহু বিভীষণ ভয়ঙ্করবেগশালী গদাদ্বারা সেইরূপ আহত হইয়াও কম্পিত হইলেন না; কিন্তু হিমালয়পর্ব্বতের তুল্যই সুস্থির থাকিলেন ॥২॥

তদনন্তর বিভীষণ শতঘণ্টাযুক্ত বিশাল মহাশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা প্রহস্তের মস্তকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩॥

তখন দেখা গেল—বজ্রের তুল্য বেগশালী সেই মহাশক্তি যাইয়া প্রহস্তের মস্তক ছেদন করিল এবং বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় প্রহস্ত ভূতলে পতিত হইল ॥৪॥

যুদ্ধে প্রহস্তরাক্ষসকে নিহত দেখিয়া ধূম্রাক্ষ মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত হইল ॥৫॥

তখন বানরশ্রেষ্ঠেরা মেঘের তুল্য ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধূম্রাক্ষের সৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৬॥

তখন বানরপুঙ্গবদিগকে হঠাৎ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে বারণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তং দৃষ্ট্বাবস্থিতং সংখ্যে হরয়ঃ পবনাত্মজম্।
মহত্যা ত্বরয়া রাজন্! সম্ন্যবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ ॥৮॥
ততঃ শব্দো মহানাসীত্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥৯॥
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দ্দমে।
ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্যং তদ্দ্রাবয়ামাস পত্রিভিঃ ॥১০॥
তং রাক্ষসমহামাত্রমাপতন্তং সপত্নজিৎ।
প্রতিজগ্রাহ হনুমাংস্তরসা পবনাত্মজঃ ॥১১॥
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং হরিরাক্ষসবীরয়োঃ।
জিগীষতোর্যুধান্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১২॥
গদাভিঃ পরিঘৈশ্চৈব রাক্ষসো জঘ্নিবান্ কপিম্।
কপিশ্চ জঘ্নিবান্ রক্ষঃ সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নিবার্য্য পলায়নে নিষিধ্য। পর্য্যবস্থিতো যোদ্ধুমিতি শেষঃ ॥৭॥
তমিতি। হরয়ঃ পলায়মানা বানরাঃ। সম্ন্যবর্ত্তন্ত যোদ্ধুমেব প্রত্যাবর্ত্তন্ত ॥৮॥
তত ইতি। অন্যোন্যং পরস্পরম্, অভি লক্ষ্যীকৃত্য ধাবতাম্ ॥৯॥
তস্মিন্নিতি। রুধিরৈঃ কর্দ্দমো যত্র তস্মিন্। দ্রাবয়ামাস পীড়য়ামাস ॥১০॥
তমিতি। রাক্ষসমহামাত্রং রাক্ষসশ্রেষ্ঠম্। সপত্নজিৎ শত্রুবিজয়ী। তরসা বেগেন ॥১১॥
তয়োরিতি। যুধা যুদ্ধেন, অন্যোন্যম্, জিগীষতোর্জেতুমিচ্ছতোঃ ॥১২॥
গদাভিরিতি। রাক্ষসো ধূম্রাক্ষঃ, কপিং হনূমন্তম্। রক্ষো ধূম্রাক্ষং রাক্ষসম্ ॥১৩॥

রাজা! পবননন্দন হনূমান্‌কে যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া বানরেরা সকল দিক্ হইতে অতি সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥৮॥

তাহার পর রাম ও রাবণের সৈন্যেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল; তখন তুমুল ও লোমহর্ষণ মহাকোলাহল উত্থিত হইল ॥৯॥

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রক্তের স্রোতে মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত হইল এবং ধূম্রাক্ষ বাণদ্বারা বানরসৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল ॥১০॥

তখন শত্রুবিজয়ী পবননন্দন হনূমান্ বেগে যাইয়া আগমনশীল মহারাক্ষস ধূম্রাক্ষকে গ্রহণ করিলেন ॥১১॥

তদনন্তর ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধজয়াভিলাষী বানরবীর হনূমান্ ও রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১২॥

(১১) তং স রক্ষোমহামাত্রম্—পি নি।

ততস্তমতিকোপেন সাশ্বং সরথসারথিম্ ।
ধূম্রাক্ষমবধীৎ ক্রুদ্ধো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৪॥
ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষং রাক্ষসোত্তমম্ ।
হরয়ো জাতবিশ্রম্ভা জঘ্নুরন্যে চ সৈনিকান্ ॥১৫॥
তে বধ্যমানা হরিভির্বলিভির্জিতকাশিভিঃ ।
রাক্ষসা ভগ্নসঙ্কল্পা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬॥
তেঽভিপত্য পুরং ভগ্না হতশেষা নিশাচরাঃ ।
সর্ব্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১৭॥
শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি ।
ধূম্রাক্ষঞ্চ মহেষ্বাসং সসৈন্যং বানরর্ষভৈঃ ॥১৮॥
সুদীর্ঘমিব নিশ্বস্য সমুৎপত্য বরাসনাৎ ।
উবাচ কুম্ভকর্ণস্য কর্ম্মকালোঽয়মাগতঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পূর্ব্বত এব ক্রুদ্ধঃ, তদানীন্ত্বতিকোপেনেত্যপৌনরুক্ত্যম্ ॥১৪॥
তত ইতি। জাতবিশ্রম্ভা হনূমতো বলে জাতবিশ্বাসাঃ। সৈনিকান্ রাক্ষসসৈন্যান্ ॥১৫॥
ত ইতি। জিতেন ধূম্রাক্ষজয়েন কাশন্তে দীপ্যন্ত ইতি জিতকাশিনস্তৈঃ ॥১৬॥
ত ইতি। অভিপত্য গত্বা, ভগ্নাঃ পরাজিতাঃ ॥১৭॥
শ্রুত্বেতি। বানরর্ষভৈর্নিহতং ধূম্রাক্ষম্। সমুৎপত্য উত্থায় ॥১৮—১৯॥

তখন ধূম্রাক্ষ গদা ও পরিঘদ্বারা হনূমান্‌কে আঘাত করিতে থাকিল; আবার হনূমান্‌ও স্কন্ধ ও শাখাযুক্ত বৃক্ষদ্বারা ধূম্রাক্ষকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তৎপরে ক্রুদ্ধ পবননন্দন হনূমান্ অতিক্রুদ্ধ হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত ধূম্রাক্ষকে বধ করিলেন ॥১৪॥

তাহার পর অন্যান্য বানরেরা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া হনূমানের বলে বিশ্বাস করিয়া রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিল ॥১৫॥

বলবান্ ও বিজয়শোভী বানরেরা বধ করিতে লাগিলে, সেই রাক্ষসেরা ভগ্নসঙ্কল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১৬॥

পরাজিত ও হতাবশিষ্ট সেই রাক্ষসেরা লঙ্কার ভিতরে যাইয়া রাজা রাবণের নিকট যথাবদ্‌বৃত্তান্ত সমস্ত জানাইল ॥১৭॥

যুদ্ধে প্রহস্ত নিহত হইয়াছে এবং প্রধান বানরেরা সৈন্যগণের সহিত মহাধনুর্দ্ধর ধূম্রাক্ষকেও বধ করিয়াছে—ইহা তাহাদের নিকট শুনিয়া রাবণ

ইত্যেবমুক্ত্বা বিবিধৈর্বাদিত্রৈঃ সুমহাস্বনৈঃ।
শয়ানমতিনিদ্রান্ধং কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০॥
প্রবোধ্য মহতা চৈনং যত্নেনাগতসাধ্বসঃ।
স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ।
ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥২১॥
ধন্যোঽসি যস্য তে নিদ্রা কুম্ভকর্ণেয়মীদৃশী।
য ইদং দারুণাকারং ন জানীষে মহাভয়ম্ ॥২২॥
এষ তীর্ত্বাঽর্ণবং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ।
অবমন্যেহ নঃ সর্ব্বান্ করোতি কদনং মহৎ ॥২৩॥
ময়া হ্যপহৃতা ভার্য্যা সীতা নামাস্য জানকী।
তাং নেতুং স ইহায়াতো বদ্ধা সেতুং মহার্ণবে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। অবোধয়ৎ জাগরিতবান্ রাবণ ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥

প্রবোধ্যেতি। আগতসাধ্বস উপস্থিতলজ্জঃ, কুম্ভকর্ণং বিনা জয়ালাভাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

ধন্য ইতি। ধন্যোঽসীতি সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ। তৎকারণমাহ—য ইত্যাদি ॥২২॥

এষ ইতি। হরিভির্বানরৈঃ। নঃ অস্মান্। কদনং মর্দ্দনম্ ॥২৩॥

রামঃ কথং কদনং করোতীত্যাহ—ময়েতি। জানকী জনকরাজতনয়া ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ প্রহস্ত ইতি ॥১—১০॥ রক্ষোমহামাত্রং রক্ষঃশ্রেষ্ঠম্ ॥১১—২০॥ আগতসাধ্বসো জাতভয়ঃ ॥২১—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪০॥

সুদীর্ঘ নিশ্বাসই যেন ত্যাগ করিয়া উত্তম আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন—'কুম্ভকর্ণের কার্য্যকাল এই উপস্থিত হইয়াছে'" ॥১৮—১৯॥

এইরূপ বলিয়া যাইয়া রাবণ, মহাশব্দকারী নানাবিধ বাদ্যদ্বারা শয়িত এবং অতিনিদ্রান্ধ কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিলেন ॥২০॥

গুরুতর চেষ্টা করিয়া কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করার পরে রাবণের লজ্জা উপস্থিত হইল; এদিকে মহাবল কুম্ভকর্ণও সচেতন ও সুস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন; তাহার পর রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥২১॥

"কুম্ভকর্ণ! তুমি ধন্য বট। যে তোমার নিদ্রা এইরূপ এবং হে তুমি এখনও এই দারুণাকার মহাভয়ের বিবরণ জান না ॥২২॥

এই রাম বানরগণের সহিত সেতুপথে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া আমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিয়া লঙ্কানগরীর গুরুতর ক্ষতি করিতেছে ॥২৩॥

তেন চৈব প্রহস্তাদির্মহান্ নঃ স্বজনো হতঃ।
তস্য নান্যো নিহন্তাস্তি ত্বদৃতে শত্রুকর্ষণ! ॥২৫॥
স দংশিতোঽভিনির্যায় ত্বমদ্য বলিনাং বর!।
রামাদীন্ সমরে সর্ব্বান্ জহি শত্রুনরিন্দম! ॥২৬॥
দূষণাবরজৌ চৈব বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ।
তৌ ত্বাং বলেন মহতা সহিতাবনুযাস্যতঃ ॥২৭॥
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্।
সন্দিদেশেতিকর্ত্তব্যং বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ ॥২৮॥
তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ ধীরৌ রাবণং দূষণানুজৌ।
কুম্ভকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যযতুঃ পুরাৎ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে কুম্ভকর্ণরণগমনে চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। মহান্ প্রধানঃ। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা ॥২৫॥

স ইতি। দংশিতো যুদ্ধায় সন্নদ্ধঃ ॥২৬॥

দূষণেতি। দূষণস্য প্রাগুক্তস্য রাক্ষসস্য অবরজৌ কনিষ্ঠভ্রাতরৌ ॥২৭॥

ইতীতি। তরস্বিনং বলবন্তম্। সন্দিদেশ উপদিদেশ, ইতিকর্ত্তব্যং যুদ্ধপরিপাটীম্ ॥২৮॥

আমি, উহার ভার্য্যা জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়াছি। তাই সে, সীতাকে লইয়া যাইবার জন্য মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া এখানে আসিয়াছে ॥২৪॥

এবং সেই রাম, আমাদের স্বজন প্রহস্তপ্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে বধ করিয়াছে; অতএব শত্রুকর্ষণ! তুমি ভিন্ন তাহার নিহন্তা অন্য কেহ নাই ॥২৫॥

অতএব বলিশ্রেষ্ঠ অরিন্দম! তুমি আজ সুসজ্জিত ও নির্গত হইয়া যুদ্ধে রামপ্রভৃতি সকল শত্রুকে সংহার কর ॥২৬॥

দূষণের কনিষ্ঠভ্রাতা সেই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল বাহিনীর সহিত তোমার অনুগমন করিবে" ॥২৭॥

রাবণ, বলবান্ কুম্ভকর্ণকে এইরূপ বলিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে যুদ্ধের ইতিকর্ত্তব্য বলিয়া দিলেন ॥২৮॥

---

* '...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১॥
স বীক্ষমাণস্তৎ সৈন্যং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ।
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুষ্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২॥
তমভ্যেত্যাশু হরয়ঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ।
অভ্যঘ্নংশ্চ মহাকায়ৈর্বহুভির্জগতীরুহৈঃ ।
করজৈরতুদংশ্চান্যে বিহায় ভয়মুত্তমম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি । তৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্ত্তীকৃত্য ॥২৯॥

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি । জিতেন প্রহস্তাদীনাং জয়েন কাশতে দীপ্যতে ইতি জিতকাশি ॥১॥

স ইতি । রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া তদাক্রমণেচ্ছয়েবেতি ভাবঃ ॥২॥

তমিতি । জগতীরুহৈর্বৃক্ষৈঃ । করজৈর্নখৈঃ, অতুদন্ অব্যথয়ন্ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥

দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর বজ্রবেগ ও প্রমাথী 'তাহাই হইবে' এই কথা রাবণকে ...য়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সত্বর লঙ্কা হইতে নির্গত হইল” ॥২৯॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গের সহিত লঙ্কা হইতে ...তি হইয়া সম্মুখস্থিত বিজয়শোভী সেই বানরসৈন্য দর্শন করিলেন ॥১॥

তিনি রামকে দেখিবার ইচ্ছায় সেই সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া ধনুর্হস্তে ...স্থিত লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন ॥২॥

তখন বানরগণ সত্বর যাইয়া সকল দিক্ হইতে কুম্ভকর্ণকে পরিবেষ্টন করিল এবং ...ালাকৃতি বহুতর বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকিল ; আর অন্য বানরেরা ভয় ...রিত্যাগ করিয়া নখদ্বারা গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল ॥৩॥

বহুধা যুধ্যমানাস্তে যুদ্ধমার্গৈঃ প্লবঙ্গমাঃ।
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্ ॥৪॥
স তাড্যমানঃ প্রহসন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্।
বলং চণ্ডবলাখ্যঞ্চ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্ ॥৫॥
তদ্দৃষ্ট্বা ব্যথনং কর্ম্ম কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ।
উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তারপ্রভৃতয়স্তদা ॥৬॥
তানুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রুত্বা স হরিযূথপান্।
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমপেতভীঃ ॥৭॥
৫ ততোঽভিপত্য বেগেন কুম্ভকর্ণং মহামনাঃ।
শালেনাজঘ্নিবান্ মূর্দ্ধ্নি বলেন কপিকুঞ্জরঃ ॥৮॥
স মহাত্মা মহাবেগঃ কুম্ভকর্ণস্য মূর্দ্ধনি।
বিভেদ শালং সুগ্রীবো নচৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

বহুধেতি। বহুধা যুদ্ধমার্গৈর্যুদ্ধপদ্ধতিভিঃ। রাক্ষসেন্দ্রং কুম্ভকর্ণম ॥৪॥
স ইতি। বলাদিনামকং প্রধানং বানরঞ্চ ভক্ষয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥৫॥
তদিতি। ব্যথনং স্বপক্ষপীড়াজনকম্। তারপ্রভৃতয়ো বানরাঃ ॥৬॥
তানিতি। হরিযূথপান্ বানরসমূহশ্রেষ্ঠান্। অপেতভীর্নির্ভয়ঃ ॥৭॥
তত ইতি। শালেন বৃক্ষেণ। কপিকুঞ্জরঃ সুগ্রীবঃ ॥৮॥

ক্রমে সেই বানরেরা নানাবিধ প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্রদ্বারা কুম্ভকর্ণকে তাড়ন করিতে থাকিল ॥৪॥

তখন কুম্ভকর্ণ প্রহৃত হইতে থাকিয়াও হাস্য করতঃ বহুতর ক্ষুদ্র বানরকে এবং বল, চণ্ডবল ও বজ্রবাহুনামক প্রধান তিনটী বানরকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥৫॥

তখন কুম্ভকর্ণের সেই দারুণ কার্য্য দেখিয়া তারপ্রভৃতি বানরেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ॥৬॥

প্রধান বানরসৈন্যগণের সেই উচ্চ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সুগ্রীব নির্ভয়চিত্তে কুম্ভকর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

তাহার পর মহামানা বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব বেগে যাইয়া শালবৃক্ষদ্বারা বলপূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥৮॥

মহাত্মা ও মহাবেগশালী সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের মস্তকে সেই শালবৃক্ষটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তথাপি তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিলেন না ॥৯॥

ততো বিনদ্য সহসা শালস্পর্শবিবোধিতঃ।
দোর্ভ্যামাদায় সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণোঽহরদ্বলাৎ ॥১০॥
হ্রিয়মাণন্তু সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা।
অবেক্ষ্যাভ্যদ্রবদ্বীরঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ ॥১১॥
সোঽভিপত্য মহাবেগং রুক্মপুঙ্খং মহাশরম্।
প্রাহিণোৎ কুম্ভকর্ণায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥১২॥
স তস্য দেহাবরণং ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সায়কঃ।
জগাম দারয়ন্ ভূমিং রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥১৩॥
তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎসৃজ্য কপীশ্বরম্।
কুম্ভকর্ণো মহেষ্বাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিমুদ্যম্য মহতীং শিলাম্ ॥১৪॥
তস্যাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যামুচ্ছ্রিতৌ করৌ।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বভূব চতুর্ভুজঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিভেদ বভঞ্জ। কিন্তু তথাপি নচ অবাথয়ৎ কুম্ভকর্ণং ব্যথয়িতুমশক্লোৎ ॥৯॥
তত ইতি। শালস্পর্শেন বিবোধিতঃ প্রহরতীতি জ্ঞাপিতঃ। দৃঢ়াঙ্গত্বং সূচিতম্ ॥১০॥
হ্রিয়মাণমিতি। অভ্যদ্রবৎ কুম্ভকর্ণং প্রত্যধাবৎ। মিত্রাণাং নন্দন আনন্দকরঃ ॥১১॥
স ইতি। রুক্মপুঙ্খং স্বর্ণখচিতমুখম্। পরবীরহা শত্রুবীরহন্তা ॥১২॥
স ইতি। দেহাবরণং বর্ম্ম। সমুক্ষিতঃ সংসিক্তঃ ॥১৩॥
তথেতি। কপীশ্বরং সুগ্রীবম্। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

তদনন্তর কুম্ভকর্ণ সেই শালবৃক্ষস্পর্শে সচেতন হইয়া, সিংহনাদ করিয়া, বাহুযুগলদ্বারা বলপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবকে উঠাইয়া লইয়া হরণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া মহাবীর ও বন্ধুজনের আনন্দজনক লক্ষ্মণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥

এবং শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়া মহাবেগশালী ও স্বর্ণখচিত একটা ভয়ঙ্কর বাণ কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

সেই বাণ কুম্ভকর্ণের বর্ম্ম ও দেহ ভেদ করিয়া রুধিরসিক্ত হইয়া ভূমি বিদারণপূর্ব্বক চলিয়া গেল ॥১৩॥

তখন মহাধনুর্দ্ধর ও শিলায়ুধধারী কুম্ভকর্ণ সেইভাবে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া, সুগ্রীবকে ছাড়িয়া দিয়া, একটা বিশাল শিলা উত্তোলন করিয়া লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৪॥

তানপ্যস্য ভুজান্ সর্ব্বান্ প্রগৃহীতশিলায়ুধান্ ।
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লঘ্বস্ত্রং সৌমিত্রিঃ প্রতিদর্শয়ন্ ॥১৬॥
স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ ।
তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দদারাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৭॥
স পপাত মহাবীর্য্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে ।
মহাশনিবিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥ ১৮॥
তং দৃষ্ট্বা বৃত্রসঙ্কাশং কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্ ।
গতাসুং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥১৯॥
তথা তান্ দ্রবতো যোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দূষণানুজৌ ।
অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিং সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। উচ্ছ্রিতৌ উন্নতৌ। তদা স কুম্ভকর্ণশ্চতুর্ভুজো বভূব, কামরূপত্বাৎ ॥১৫॥
তানিতি। অস্য কুম্ভকর্ণস্য। লঘ্বস্ত্রম্ অস্ত্রনিক্ষেপে লঘুহস্ততাম্ ॥১৬॥
স ইতি। অতিকায়ো বিশালদেহঃ। অদ্রিচয়োপমং মিলিতপর্ব্বতসমূহতুল্যম্ ॥১৭॥
স ইতি। অঙ্কুরবান্ অঙ্গগতশাখানামিত্যর্থঃ। বহুভুজাদিসাদৃশ্যার্থমিদম্ ॥১৮॥
তমিতি। তরস্বিনং বলবন্তম্। রামায়ণে রামেণ নিহতঃ কুম্ভকর্ণঃ, অত্র তু লক্ষ্মণেনেতি বিরোধস্তু কল্পভেদে কর্তৃভেদাঙ্গীকারেণ পরিহার্য্যঃ। অন্যত্রাপ্যেবম্ ॥১৯॥
তথেতি। অবস্থাপ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যুক্ত্বা পলায়নং নিষিধ্যেত্যর্থঃ ॥২০॥

কুম্ভকর্ণ হস্তযুগল উত্তোলন করিয়া আসিতেছিলেন; এই সময়ে লক্ষ্মণ নিশিত দুইটা ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা তাহার বাহুযুগল ছেদন করিলেন; কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ হইলেন ॥১৫॥

তখন লক্ষ্মণ লঘুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা তাঁহার সেই সকল শিলাধারী বাহুগুলিকেও ছেদন করিলেন ॥১৬॥

কুম্ভকর্ণও তৎক্ষণাৎ বিশাল দেহ, বহু চরণ, বহু মস্তক ও বহু বাহু হইলেন; লক্ষ্মণও অমনি ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বতসমূহতুল্য সেই কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন ॥১৭॥

তখন মহাবজ্রদগ্ধ শাখাসমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় মহাবীর কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মাস্ত্রে আহত হইয়া যুদ্ধে নিপতিত হইলেন ॥১৮॥

বৃত্রাসুরের ন্যায় মহাবীর কুম্ভকর্ণকে গতাসু ও ভূপতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৯॥

(২০) ততস্তান্ দ্রবতঃ—বা ব কা।

তাবাদ্রবন্তৌ সংক্রুদ্ধৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ।
প্রতিজগ্রাহ সৌমিত্রির্বিনদ্যোভৌ পতত্রিভিঃ ॥২১॥
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
দূষণানুজয়োঃ পার্থ! লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥২২॥
মহতা শরবর্ষেণ রাক্ষসৌ সোঽভ্যবর্ষত।
তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাম্ ॥২৩॥
মুহূর্ত্তমেবমভবদ্বজ্রবেগপ্রমাথিনোঃ।
সৌমিত্রেশ্চ মহাবাহোঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ ॥২৪॥
অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিদ্রুত্যাদদে প্রাণান্ বজ্রবেগস্য রক্ষসঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। আদ্রবন্তৌ অভিধাবন্তৌ। বিনদ্য সিংহনাদং কৃত্বা, পতত্রিভির্বাণৈঃ ॥২১॥
তত ইতি। দূষণানুজয়োর্বজ্রবেগপ্রমাথিনোঃ। পার্থেতি যুধিষ্ঠিরসম্বোধনম্ ॥২২॥
মহতেতি। স লক্ষ্মণঃ। তৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ। তং লক্ষ্মণম্ ॥২৩॥
মুহূর্ত্তমিতি। মুহূর্ত্তং কিয়ন্তং কালমিত্যর্থঃ। সম্প্রহারঃ সমরঃ ॥২৪॥
অথেতি। প্রাণান্ আদদে, তদদ্রিশৃঙ্গাঘাতেনেতি শেষঃ ॥২৫॥

সেই যোদ্ধাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বজ্রবেগ ও প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল ॥২০॥

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ সিংহনাদ করিয়া বাণদ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২১॥

যুধিষ্ঠির! তাহার পর বজ্রবেগ ও প্রমাথীর এবং বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণের অতিতুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২২॥

তখন লক্ষ্মণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথীর উপরে বিশাল শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; সেই বীরেরা দুই জনও ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের উপরে শরবর্ষণ করিতে থাকিল ॥২৩॥

এইভাবে কিছু কাল বজ্রবেগ ও প্রমাথীর এবং মহাবাহু লক্ষ্মণের অতিদারুণ যুদ্ধ হইল ॥২৪॥

তাহার পর পবননন্দন হনূমান্ একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ লইয়া দ্রুত যাইয়া তাহার আঘাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ গ্রহণ করিলেন ॥২৫॥

নীলশ্চ মহতা গ্রাব্ণা দূষণাবরজং হরিঃ।
প্রমাথিনমভিদ্রুত্য প্রমমাথ মহাবলঃ ॥২৬॥
ততঃ প্রাবর্ত্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকোদয়ঃ।
রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥২৭॥
শতশো নৈর্ঋতান্ বন্যা জঘ্নুর্বন্যাংশ্চ নৈর্ঋতাঃ।
নৈর্ঋতাস্তত্র বধ্যন্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে কুম্ভকর্ণাদিবধে একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

নীল ইতি। নীলো নাম হরির্বানরঃ, গ্রাব্ণা প্রস্তরেণ ॥২৬॥

তত ইতি। কটুকো দুঃখকর উদয় আবির্ভাবো যস্য সঃ, বহুপ্রাণিনাশাৎ ॥২৭॥

শতশ ইতি। নৈর্ঋতান্ রাক্ষসান্, বন্যা বানরাঃ। প্রায়েণ বাহুল্যেন ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। জিতকাশি দৃঢ়মুষ্টি। "কাশির্মুষ্টিঃ প্রকাশনাৎ" ইতি যাস্কঃ ॥১—২৭॥ বন্যা বনেচরা বানরাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪১॥

—:*:—

এবং মহাবল নীলও দ্রুত যাইয়া বিশাল প্রস্তরের আঘাতে দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমাথীকে মথিত করিলেন ॥২৬॥

তদনন্তর রামের সৈন্য ও রাবণের সৈন্যেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল; তখন পুনরায় দারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥২৭॥

সেই যুদ্ধে বানরেরা শত শত রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরাও শত শত বানরকে বধ করিল। তবে তাহাতে রাক্ষসেরাই অধিক নিহত হইল; কিন্তু বানরেরা নহে" ॥২৮॥

—:*:—

* '...ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শ্রুত্বা হতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং সহানুগম্।
প্রহস্তঞ্চ মহেষ্বাসং ধূম্রাক্ষঞ্চাতিতেজসম্।
পুত্রমিন্দ্রজিতং বীরং রাবণঃ প্রত্যভাষত ॥১॥
জহি রামমমিত্রঘ্ন! সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্।
ত্বয়া হি মম সৎপুত্র! যশো দীপ্তমুপার্জ্জিতম্।
জিত্বা বজ্রধরং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥২॥
অন্তর্হিতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ।
জহি শত্রূনমিত্রঘ্ন! মম শস্ত্রভৃতাং বর! ॥৩॥
রামলক্ষ্মণসুগ্রীবাঃ শরস্পর্শং ন তেঽনঘ!।
সমর্থাঃ প্রতিসোঢ়ুঞ্চ কুতস্তদনুযায়িনঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সংখ্যে যুদ্ধে। সহানুগং সানুচরম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥
জহীতি। হে অমিত্রঘ্ন! শত্রুহন্তঃ!। দীপ্তমুজ্জ্বলম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥
অন্তরিতি। দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈর্দত্তো বরো যেষু তৈঃ। মম শত্রূনিতি সম্বন্ধঃ ॥৩॥
রামেতি। তদনুযায়িনো হনূমদাদয়ঃ, কুতঃ কুতোঽপি ন সমর্থা ইত্যর্থঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"তাহার পর অনুচরগণের সহিত কুম্ভকর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও অতিতেজা ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে নিহত শুনিয়া রাবণ, বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন ॥১॥

"শত্রুনাশক সৎপুত্র! তুমি, লক্ষ্মণের সহিত রামকে এবং সুগ্রীবকে বধ কর। কারণ, তুমি যুদ্ধে বজ্রধারী ও সহস্রনয়ন ইন্দ্রকে জয় করিয়া আমার উজ্জ্বল যশ উৎপাদন করিয়াছ ॥২॥

শত্রুনাশক শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! তুমি গুপ্ত বা প্রকাশিত থাকিয়া দেবতাদের বরলব্ধ বাণদ্বারা শত্রুগণকে সংহার কর ॥৩॥

হে নিষ্পাপ! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব—ইহারাই তোমার শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; তাহাদের অনুচরেরা আর সমর্থ হইবে কিরূপে? ॥৪॥

ন গতা যা প্রহস্তেন কুম্ভকর্ণেন চানঘ ! ।
বৈরস্যাপচিতিঃ সংখ্যে তাং গচ্ছ ত্বং মহাভুজ ! ॥৫॥
ত্বমদ্য নিশিতৈর্বাণৈর্হত্বা শত্রূন্ সসৈনিকান্ ।
প্রতিনন্দয় মাং পুত্র ! পুরা জিত্বেব বাসবম্ ॥৬॥
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় দংশিতঃ ।
প্রযযাবিন্দ্রজিদ্রাজন্ ! তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥৭॥
ততো বিশ্রাব্য বিস্পষ্টং নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
আহ্বয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৮॥
তং লক্ষ্মণোঽপ্যধাবচ্চ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।
ত্রাসয়ংস্তলঘোষেণ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৯॥
তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং সুমহজ্জয়গৃদ্ধিনোঃ ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষোস্তীব্রমন্যোন্যস্পর্দ্ধিনোস্তদা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। অপচিতির্নিষ্কৃতিঃ, "ভবেদপচিতিঃ পূজাক্ষয়হানিষু নিষ্কৃতৌ" ইতি বিশ্বঃ ॥৫॥
ত্বমিতি। প্রতিনন্দয় আনন্দয়। বাসবমিন্দ্রম্ ॥৬॥
ইতীতি। আস্থায় আরুহ্য, দংশিতঃ সন্নদ্ধঃ। আয়োধনং যুদ্ধস্থানম্ ॥৭॥
তত ইতি। নাম আত্মনো নামধেয়ম্। আহ্বয়ামাস আজুহাব ॥৮॥
তমিতি। তলঘোষেণ জ্যাঘাতবারণশব্দেন ॥৯॥
তয়োরিতি। জয়গৃদ্ধিনোর্জয়াভিলাষিণোঃ ॥১০॥

নিষ্পাপ মহাবাহু! প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ যে শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই, তুমি যুদ্ধে যাইয়া সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লও ॥৫॥

পুত্র! তুমি পূর্ব্বে যেমন ইন্দ্রকে জয় করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়াছিলে, তেমন আজ নিশিত বাণদ্বারা সৈন্যগণের সহিত শত্রুগণকে সংহার করিয়া আমাকে আনন্দিত কর" ॥৬॥

রাজা! রাবণ এইরূপ বলিলে, 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর যুদ্ধস্থানে গমন করিলেন ॥৭॥

তাহার পর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সুস্পষ্টরূপে নিজের নাম শুনাইয়া শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥৮॥

তখন লক্ষ্মণও ধনু এবং বাণ ধারণ করিয়া তলশব্দে ভয় জন্মাইতে থাকিয়া— সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৯॥

রাবণিস্তু যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ।
ততো গুরুতরং যত্নমাতিষ্ঠদ্বলিনাং বরঃ ॥১১॥
তত এনং মহাবেগৈরর্দ্দয়ামাস তোমরৈঃ।
তানাগতান্ স চিচ্ছেদ সৌমিত্রির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে নিকৃত্তাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন্যপতন্ বসুধাতলে ॥১২॥
তমঙ্গদো বালিসুতঃ শ্রীমানুদ্যম্য পাদপম্।
অভিদ্রুত্য মহাবেগস্তাড়য়ামাস মূর্দ্ধনি ॥১৩॥
তস্যেন্দ্রজিদসংভ্রান্তঃ প্রাসেনোরসি বীর্য্যবান্।
প্রহর্ত্তুমৈচ্ছত্তস্যাস্য প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ ॥১৪॥
তমভ্যাসগতং বীরমঙ্গদং রাবণাত্মজঃ।
গদয়াহতাড়য়ৎ সব্যে পার্শ্বে বানরপুঙ্গবম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

রাবণিরিতি। রাবণিরিন্দ্রজিৎ, বিশেষয়তি অতিক্রামতি ॥১১॥
তত ইতি। অর্দ্দয়ামাস রাবণিরিত্যনুবর্ত্ততে। তান্ তোমরান্ ॥১২॥
তমিতি। তং রাবণিম্। তাড়য়ামাস তেন পাদপেনেতি শেষঃ ॥১৩॥
তস্যেতি। অসংভ্রান্তঃ পাদপতাড়নেনাপি অনাকুলঃ, উরসি বক্ষসি ॥১৪॥

তখন জয়াভিলাষী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের অতিগুরুতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১০॥

যখন বলিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, তখন তিনি জয়ের জন্য গুরুতর যত্ন অবলম্বন করিলেন ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্রজিৎ মহাবেগশালী তোমরদ্বারা লক্ষ্মণকে পীড়ন করিবার উপক্রম করিলেন; লক্ষ্মণও নিশিত বাণদ্বারা আগমনমাত্রেই সে তোমরগুলিকে ছেদন করিলেন। তখন তীক্ষ্ণবাণে ছিন্ন হইয়া সে তোমরগুলি ভূতলে পতিত হইল ॥১২॥

তদনন্তর বালীর পুত্র শ্রীমান্ অঙ্গদ একটা বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া মহাবেগে যাইয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥১৩॥

বলবান্ ইন্দ্রজিৎ সে আঘাতে বিহ্বল না হইয়া প্রাসদ্বারা অঙ্গদের বক্ষে প্রহার করিবার ইচ্ছা করিলেন; অমনি লক্ষ্মণ তাহার সেই প্রাস ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৪॥

তখন ইন্দ্রজিৎ নিকটবর্ত্তী বানরশ্রেষ্ঠ বীর অঙ্গদের বামপার্শ্বে গদাদ্বারা আঘাত করিলেন ॥১৫॥

তমচিন্ত্য প্রহারং স বলবান্ বালিনঃ সুতঃ।
সসর্জ্জেন্দ্রজিতঃ ক্রোধাৎ শালস্কন্ধং তথাঙ্গদঃ ॥১৬॥
সোঽঙ্গদেন রুষোৎসৃষ্টো বধায়েন্দ্রজিতস্তরুঃ।
জঘানেন্দ্রজিতঃ পার্থ! রথং সাশ্বং সসারথিম্ ॥১৭॥
ততো হতাশ্বাৎ প্রস্কন্দ্য রথাৎ স হতসারথিঃ।
তত্রৈবান্তর্দধে রাজন্! মায়য়া রাবণাত্মজঃ ॥১৮॥
অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়ঞ্চ রাক্ষসম্।
রামস্তং দেশমাগত্য তৎ সৈন্যং পর্য্যরক্ষত ॥১৯॥
স রামমুদ্দিশ্য শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা।
বিব্যাধ সর্ব্বগাত্রেষু লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥২০॥
তমদৃশ্যং শরৈঃ শূরৌ মায়য়ান্তর্হিতং তদা।
যোধয়ামাসতুরুভৌ রাবণিং রামলক্ষ্মণৌ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। অভ্যাসগতং নিকটস্থিতম্। সব্যে বামে ॥১৫॥
তমিতি। অচিন্ত্য অবজ্ঞায়। সসর্জ্জ চিক্ষেপ, ইন্দ্রজিত উপরি ॥১৬॥
স ইতি। রুষা ক্রোধেন, উৎসৃষ্টো নিক্ষিপ্তঃ স তরুঃ ॥১৭॥
তত ইতি। প্রস্কন্দ্য অবতীর্য্য ॥১৮॥
অন্তরিতি। বহ্বী মায়া কূটকৌশলং যস্য তম্, রাক্ষসমিন্দ্রজিতম্ ॥১৯॥
স ইতি। স ইন্দ্রজিৎ। দত্তো বরো যেষু তৈর্দেববরলব্ধৈরিত্যর্থঃ ॥২০॥
তমিতি। অন্তর্হিতম্, অতএবাদৃশ্যম্। যোধয়ামাসতুঃ প্রজহ্রতুঃ ॥২১॥

বলবান্ বালীনন্দন অঙ্গদ সে গদাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধবশতঃ ইন্দ্রজিতের উপরে একটা শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥

পৃথানন্দন! ইন্দ্রজিতের বধের জন্য অঙ্গদ-নিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষটা যাইয়া অশ্ব ও সারথির সহিত ইন্দ্রজিতের রথখানাকে বিধ্বস্ত করিল ॥১৭॥

রাজা! অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ইন্দ্রজিৎ সেই ভগ্ন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥১৮॥

বহুমায়াশালী সেই রাক্ষসকে অন্তর্হিত জানিয়া রামচন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া আপন সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তখন ইন্দ্রজিৎ, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া দেববরলব্ধ বাণদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

(১৮) ততো হতাশ্বঃ প্রস্কন্দ্য—পি।

স ক্রুধা সর্ব্বগাত্রেষু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
ব্যসৃজৎ সায়কান্ ভূয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২২॥
তমদৃশ্যং বিচিন্বন্তঃ সৃজন্তমনিশং শরান্।
হরয়ো বিবিশুর্ব্যোম প্রগৃহ্য মহতীঃ শিলাঃ।
তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শরৈর্বিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৩॥
স ভৃশং তাড়য়ামাস রাবণির্মায়য়া বৃতঃ।
তৌ শরৈরাচিতৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
পেততুর্গগনাদ্ভূমিং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে ইন্দ্রজিৎসংগ্রামে দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স রাবণিঃ। ব্যসৃজৎ তক্ষিপৎ। ভূয়ঃ পুনরপি ॥২২॥

তমিতি। বিচিন্বন্তঃ অন্বিষ্যন্তঃ। ব্যোম আকাশম্। তৌ রামলক্ষ্মণৌ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৭॥ সসর্জ্জ উৎসৃষ্টবান্। মহাশালস্কন্ধং তরুম্ ॥১৬—২২॥ তান্ হরীন্, তৌ চ রামলক্ষ্মণৌ ॥২৩—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪২॥

তখন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনই মায়াদ্বারা অন্তর্হিত ও অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে বাণদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলেন ॥২১॥

পরে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধবশতঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণের সমস্ত অঙ্গে পুনরায় শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

ইন্দ্রজিৎ এইভাবে অদৃশ্য থাকিয়া অনবরত বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তখন বহুতর বানর বিশাল বিশাল প্রস্তর লইয়া ইন্দ্রজিতের অন্বেষণে আকাশে উঠিল; তখন ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়াই বাণদ্বারা সেই বানরগণকে এবং রাম-লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥২৩॥

মায়াবৃত ইন্দ্রজিৎ এইভাবে রাম ও লক্ষ্মণকে অত্যন্ত বিদ্ধ করিলেন;

---

* '...চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ'—পি, '...সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একোনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তাবুভৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ববন্ধ রাবণির্ভূয়ঃ শরৈর্দত্তবরৈস্তদা ॥১॥
তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বদ্ধাবিন্দ্রজিতা রণে।
রেজতুঃ পুরুষব্যাঘ্রৌ শকুন্তাবিব পঞ্জরে ॥২॥
তৌ দৃষ্ট্বা পতিতৌ ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিতৌ।
সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্দ্ধং পরিবার্য্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩॥
সুষেণ-মৈন্দ-দ্বিবিদৈঃ কুমুদেনাঙ্গদেন চ।
হনূমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। আচিতৌ ব্যাপ্তদেহৌ। গগনাৎ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

তাবিতি। দত্তবরৈর্দেববরলব্ধৈরিত্যর্থঃ, শরৈর্নাগপাশরূপৈঃ ॥১॥
তাবিতি। শরবন্ধেন নাগপাশেন। শকুন্তৌ দ্বৌ পক্ষিণৌ ॥২॥
তাবিতি। চিতৌ ব্যাপ্তদেহৌ। ততস্তত্র। কপিভিঃ কৈরিত্যাহ—সুষেণেত্যাদি ॥৩—৪॥

তাহাতে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই বাণব্যাপ্তদেহ হইয়া, আকাশ হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন” ॥২৪॥

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন ইন্দ্রজিৎ, রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকেই পতিত দেখিয়া দেববরলব্ধ নাগপাশদ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিলেন ॥১॥

যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক নাগপাশবদ্ধ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরেরা তখন পঞ্জরবদ্ধ দুইটী পক্ষীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২॥

বানররাজ সুগ্রীব; রাম ও লক্ষ্মণকে বাণব্যাপ্ত ও ভূতলপতিত দেখিয়া

ততস্তং দেশমাগম্য কৃতকর্ম্মা বিভীষণঃ।
বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রমোহিতৌ ॥৫॥
বিশল্যৌ চাপি সুগ্রীবঃ ক্ষণেনৈতৌ চকার হ।
বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬॥
তৌ লব্ধসংজ্ঞৌ নৃবরৌ বিশল্যাবুদতিষ্ঠতাম্।
গততন্দ্রীক্লমৌ চাপি ক্ষণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭॥
ততো বিভীষণঃ পার্থ! রামমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
উবাচ বিজ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ ॥৮॥
ইদমম্ভো গৃহীত্বাশু রাজরাজস্য শাসনাৎ।
গুহ্যকোঽভ্যাগতঃ শ্বেতাত্ত্বৎসকাশমরিন্দম! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। কৃতং কর্ম্ম কুবেরায় তদ্বৃত্তান্তবিজ্ঞাপনকার্য্যং যেন সঃ ॥৫॥
বিশল্যাবিতি। বিশল্যৌ উদ্ধৃতবাণাগ্রৌ। বিশল্যয়া তদাখ্যয়া ॥৬॥
তাবিতি। গতৌ তিরোহিতৌ তন্দ্রীক্লমৌ মোহশ্রমৌ যয়োস্তৌ ॥৭॥
তত ইতি। বিজ্বরং মহৌষধ্যাদিপ্রয়োগাৎ সন্তাপবিহীনম্ ॥৮॥
ইদমিতি। রাজরাজস্য কুবেরস্য। গুহ্যকঃ কশ্চিদ্‌যক্ষঃ, শ্বেতাৎ কৈলাসপর্ব্বতাৎ ॥৯॥

সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনূমান্, নীল, তার ও নলের সহিত মিলিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইখানেই রহিলেন ॥৩—৪॥

তাহার পর বিভীষণ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সেই স্থানে আসিয়া প্রজ্ঞাস্ত্রদ্বারা মূর্চ্ছিত রাম ও লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥৫॥

এবং সুগ্রীব দিব্যমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত 'বিশল্যা'-নাম্নী মহৌষধিদ্বারা ক্ষণকালমধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণকে শল্যবিহীন করিলেন ॥৬॥

তখন নরশ্রেষ্ঠ ও মহারথ রাম এবং লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যেই শল্যবিহীন হইয়া এবং সংজ্ঞালাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; তখন তাঁহাদের আর তন্দ্রা বা ক্লান্তিও থাকিল না ॥৭॥

পৃথানন্দন! তাহার পর বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন রামচন্দ্রকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৮॥

"অরিন্দম! কুবেরের আদেশে একজন যক্ষ এই জল লইয়া কৈলাসপর্ব্বত হইতে সত্বর আপনার নিকট আসিয়াছে ॥৯॥

---

(৫)···প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রবোধিতৌ—বা ব কা পি। (৯) ইদমম্ভো গৃহীত্বা তু—বা ব কা নি।

ইদমম্ভঃ কুবেরস্তে মহারাজঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ ! ॥১০॥
অনেন মৃষ্টনয়নো ভূতান্যন্তর্হিতানি তু।
ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ চ ভবানেতৎ প্রদাস্যতি ॥১১॥
তথেতি রামস্তদ্বারি প্রতিগৃহ্যাভিসংস্কৃতম্।
চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহামনাঃ ॥১২॥
সুগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনূমানঙ্গদস্তথা।
মৈন্দদ্বিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥১৩॥
তথা সমভবচ্চাপি যদুবাচ বিভীষণঃ।
ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়াণ্যেষাং চক্ষূংষ্যাসন্ যুধিষ্ঠির ! ॥১৪॥
ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্ম্মা তু পিত্রে কর্ম্ম তদাত্মনঃ।
নিবেদ্য পুনরাগচ্ছত্ত্বরয়াজিশিরঃ প্রতি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। অন্তর্হিতানামদৃশ্যানাম্, ভূতানাং প্রাণিনাম্ ॥১০॥
অনেনেতি। অনেন অম্ভসা, মৃষ্টে প্রক্ষালিতে নয়নে যেন সঃ ॥১১॥
তথেতি। অভিসংস্কৃতং মন্ত্রপূতম্। শৌচং প্রক্ষালনম্ ॥১২॥
সুগ্রীবেতি। প্রায়ো বাহুল্যেন। নেত্রয়োঃ শৌচং চক্রুরিত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৩॥
তথেতি। অতীন্দ্রিয়াণি অদৃশ্যদর্শনশক্তানি, দেবপ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥
ইন্দ্রেতি। কৃতকর্ম্মা, রামলক্ষ্মণয়োর্বন্ধনাদিতি ভাবঃ। আজিশিরঃ যুদ্ধসম্মুখম্ ॥১৫॥

পরন্তপ ! অদৃশ্য প্রাণিগণকে দেখিবার জন্য মহারাজ কুবের আপনাকে এই জল পাঠাইয়া দিয়াছেন ॥১০॥

আপনি এই জলদ্বারা নয়ন প্রক্ষালন করিয়া অদৃশ্য প্রাণিগণকেও দেখিতে পাইবেন এবং আপনি ইহা যাঁহাকে দিবেন, তিনিও দেখিতে পাইবেন" ॥১১॥

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া মহামনা রাম ও লক্ষ্মণ সেই মন্ত্রপূত জল গ্রহণ করিয়া নয়নযুগল প্রক্ষালন করিলেন ॥১২॥

আর সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনূমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল এবং অন্যান্য প্রায় প্রধান বানরেরাও সেই জলদ্বারা নয়ন প্রক্ষালন করিলেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির ! তখন—বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল ; অর্থাৎ তাঁহাদের নয়নগুলি ক্ষণকালমধ্যেই অদৃশ্য বস্তু দেখিতে সমর্থ হইল ॥১৪॥

(১১)...ভূতান্যন্তর্হিতান্যুত—বা ব কা নি, যস্মৈ চ প্রদাস্যতি নরঃ স তু—বা ব কা।

তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং পুনরেব যুযুৎসয়া।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রির্বিভীষণমতে স্থিতঃ ॥১৬॥
অকৃতাহ্নিকমেবৈনং জিঘাংসুর্জিতকাশিনম্।
শরৈর্জঘান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥১৭॥
তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং তদান্যোন্যং জিগীষতোঃ।
অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শক্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১৮॥
অবিধ্যদিন্দ্রজিত্তীক্ষ্ণৈঃ সৌমিত্রিং মর্ম্মভেদিভিঃ।
সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যদ্রাবণিং শরৈঃ ॥১৯॥
সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অসৃজল্লক্ষ্মণায়াষ্টৌ শরানাশীবিষোপমান্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। আপতন্তমাগচ্ছন্তম্। যুযুৎসয়া যোদ্ধুমিচ্ছয়া ॥১৬॥

অকৃতেতি। অথ সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণঃ, কৃতসংজ্ঞো হননায় বিভীষণেন দত্তসঙ্কেতঃ, অতএব অকৃতাহ্নিকমেব অসম্পাদিতাহ্নিকজপমেব, এনমিন্দ্রজিতম্, জিঘাংসুঃ সন্, আহ্নিকজপসম্পাদনে তু হননাসম্ভবাদিতি ভাবঃ, শরৈঃ জিতকাশিনং বিজয়শোভিনমেনং জঘান ॥১৭॥

তয়োরিতি। জিগীষতোর্জেতুমিচ্ছতোঃ। চিত্রং নানাবিধম্ ॥১৮॥

অবিধ্যদিতি। তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরিতি সম্বন্ধঃ। অনলস্যেব স্পর্শো যেষাং তৈঃ ॥১৯॥

সৌমিত্রীতি। অসৃজৎ ন্যক্ষিপৎ। আশীবিষোপমান্ সর্পসদৃশান্ ॥২০॥

ওদিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া যাইয়া পিতার নিকট নিজের সেই কার্য্যের বিষয় জানাইয়া পুনরায় সত্বর যুদ্ধসম্মুখে আগমন করিলেন ॥১৫॥

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আসিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ বিভীষণের মতে থাকিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তাহার পর বিভীষণ ইঙ্গিত করিলে, লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অকৃতাহ্নিক অবস্থাতেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া বাণদ্বারা সেই বিজয়শোভী ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৭॥

তখন পরস্পর জয়াভিলাষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অতি-বিচিত্র ও আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৮॥

ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণও অগ্নিসমস্পর্শ বাণদ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

ক্রমে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বাণপ্রহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের উপরে সর্পতুল্য আটটা বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২০॥

তস্যাসূন্ পাবকস্পর্শৈঃ সৌমিত্রিঃ পত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যথা নিরহরদ্বীরস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২১॥
একেনাস্য ধনুষ্মন্তং বাহুং দেহাদপাতয়ৎ।
দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ ॥২২॥
তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা।
জহার সুনসং চারু শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ॥২৩॥
বিনিকৃত্তভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীমদর্শনম্।
তং হত্বা সূতমপ্যস্ত্রৈর্জঘান বলিনাং বরঃ ॥২৪॥
লঙ্কাং প্রবেশয়ামাসুস্তং রথং বাজিনস্তদা।
দদর্শ রাবণস্তঞ্চ রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫॥
স পুত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
রাবণঃ শোকমোহার্ত্তো বৈদেহীং হন্তুমুদ্যতঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য ইন্দ্রজিতঃ, অসূন্ প্রাণান্। পত্রিভির্বাণৈঃ ॥২১॥
একেনেতি। বাহুং বামম্, ধনুষ্মত্ত্বাৎ। ভুজং দক্ষিণম্, সনারাচত্বাৎ ॥২২॥
তৃতীয়েনেতি। পৃথী মহতী ধারা যস্য তেন। সুনসং শোভননাসাযুক্তম্ ॥২৩॥
বীতি। বিনিকৃত্তা বিচ্ছিন্না ভুজৌ স্কন্ধশ্চ যস্য তম্। হত্বা কৃত্বেত্যর্থঃ কবন্ধস্যাহননাৎ ॥২৪॥
লঙ্কামিতি। প্রবেশয়ামাসুঃ, চিরাভ্যাসাদিতি ভাবঃ। পুত্রেণ বিনাকৃতং রহিতম্ ॥২৫॥
স ইতি। সম্ভ্রান্তমানস আকুলচিত্তঃ। উদ্যতঃ, অভবদিতি শেষঃ ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির! তখন মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্নিসমস্পর্শ তিনটী বাণদ্বারা যেভাবে ইন্দ্রজিতের প্রাণ হরণ করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২১॥

লক্ষ্মণ একবাণে ইন্দ্রজিতের কার্ম্মুকযুক্ত বাম বাহু এবং দ্বিতীয় বাণে তাঁহার নারাচধারী দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দেহ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥২২॥

আর লক্ষ্মণ সুধার ও উজ্জ্বল তৃতীয় বাণে ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকা ও উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত মনোহর মস্তকটী ছেদন করিলেন ॥২৩॥

বলিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এইভাবে ইন্দ্রজিতের বাহুযুগল ও স্কন্ধ ছেদনপূর্ব্বক দেহটাকে ভীষণাকৃতি কবন্ধ করিয়া অস্ত্রদ্বারা সারথিকেও বধ করিলেন ॥২৪॥

তখন ঘোড়াগুলি সেই রথখানাকে নিয়া লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করাইল; রাবণও পুত্রবিহীন সেই রথখানাকে দর্শন করিলেন ॥২৫॥

---

(২৩)...জহার সুনসঞ্চাপি শিরো ভ্রাজিষ্ণুকুণ্ডলম্—বা ব কা নি।

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্।
খড়্গমাদায় দুষ্টাত্মা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭॥
তং বুদ্ধা তস্য দুর্বুদ্ধেরবিন্ধ্যঃ পাপনিশ্চয়ম্।
শময়ামাস সংক্রুদ্ধং শ্রূয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮॥
মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি।
হতৈবৈষা যদা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯॥
ন চৈষা দেহভেদেন হতা স্যাদিতি মে মতিঃ।
জহি ভর্ত্তারমেবাস্যা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০॥
নহি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ।
অসকৃদ্ধি ত্বয়া সেন্দ্রাস্ত্রাসিতাস্ত্রিদশা যুধি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অশোকেতি। দুষ্টাত্মা রাবণঃ, জবেন বেগেন, অভিপপাত অভিজগাম ॥২৭॥

তমিতি। অবিন্ধ্যো নাম প্রাগুক্তো বৃদ্ধরাক্ষসঃ। হেতুনা প্রকারেণ ॥২৮॥

মহেতি। মহারাজ্যে মহারাজত্বপদে। মহারাজস্য অসাধারণবীরস্য ক্ষুদ্রস্ত্রীহত্যা অতীব-ঘৃণিতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, এষা হতৈবাস্তে, অকিঞ্চিৎকরত্বাদিত্যাশয়ঃ। যদা যতঃ ॥২৯॥

নেতি। দেহভেদেন শরীরনাশমাত্রেণ হতা ন স্যাৎ, চিরযাতনায়া অভোগাৎ; কিন্তু অস্যা ভর্ত্তারমেব জহি, ভর্ত্তুর্হননেন বৈধব্যোপগমাৎ চিরযাতনাভোগসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

ক্রমে রাবণ পুত্রকে নিহত দেখিয়া ভয়ে আকুল এবং শোকে ও মোহে পীড়িত হইয়া সীতাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥২৬॥

দুষ্টচিত্ত রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে অশোকবনস্থিতা ও রামদর্শনাভিলাষিণী সীতার নিকট গমন করিলেন ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির! তখন অবিন্ধ্য সেই দুর্বুদ্ধি রাবণের সেই পাপমতি বুঝিতে পারিয়া যে প্রকারে তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥২৮॥

"আপনি উজ্জ্বল মহারাজপদে রহিয়াছেন; সুতরাং স্ত্রীহত্যা করা আপনার উচিত নহে। বিশেষতঃ, এ—যখন স্ত্রী এবং বদ্ধ অবস্থায় আপনার বশে রহিয়াছে, তখন ত হতই আছে ॥২৯॥

তা'র পর শরীর নষ্ট করিলে, এ—সেরূপ হত হইবে বলিয়া আমার ধারণা হয় না; অতএব আপনি ইহার ভর্ত্তাকেই বধ করুন, তিনি হত হইলেই এ বাস্তবিক হত হইবে ॥৩০॥

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ত বিক্রমে আপনার সমান নহেন। কারণ, আপনি যুদ্ধে বহুবার ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাকে ত্রাসিত করিয়াছেন" ॥৩১॥

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরবিন্ধ্যো রাবণং তদা।
ক্রুদ্ধং সংশময়ামাস জগৃহে চ স তদ্বচঃ ॥৩২॥
নির্যাণে স মতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্প্যতামিতি ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে ইন্দ্রজিদ্বধে ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।০॥ *

—০:*:০—

ভারতকৌমুদী

অথ কথমস্যা বীরং ভর্ত্তারং হন্তুমর্হামীত্যাহ—নহীতি। অসকৃৎ বহুবারম্ ॥৩১॥
এবমিতি। জগৃহে যুক্তিযুক্ততয়া জগ্রাহ, স রাবণঃ ॥৩২॥
নিরিতি। নির্যাণে যুদ্ধপ্রয়াণে। অসিং সীতাহত্যার্থং গৃহীতং খড়্গম্ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

তাবিতি ॥১—১৩॥ অতীন্দ্রিয়াণ্যতীন্দ্রিয়ার্থগ্রাহকাণি ॥১৪—১৬॥ কৃতসংজ্ঞো বিভীষণেন সঙ্কেতিতঃ ॥১৭—৩২॥ নিধায় বদ্ধা, অসিং খড়্গম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৩॥

—:*:—

এইরূপ নানাবিধ বাক্যদ্বারা অবিন্ধ্য তখন ক্রুদ্ধ রাবণকে শান্ত করিলেন; রাবণও তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন ॥৩২॥

তখন রাবণ খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রারই ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন যে, "আমার রথ সজ্জিত কর" ॥৩৩॥

—:*:—

---

* '…পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…উন-নবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…নবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে।
নির্যযৌ রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১॥
সংবৃতো রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
অভিদুদ্রাব রামং স যোধয়ন্ হরিযূথপান্ ॥২॥
তমাদ্রবন্তং সংক্রুদ্ধং মৈন্দ-নীল-নলাঙ্গদাঃ।
হনূমান্ জাম্ববাংশ্চৈব সসৈন্যাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩॥
তে দশগ্রীবসৈন্যং তৎ সর্ব্বে বানরযূথপাঃ।
দ্রুমৈর্বিধ্বংসয়াঞ্চক্রুর্দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ ॥৪॥
ততঃ স্বসৈন্যমালোক্য বধ্যমানমরাতিভিঃ।
মায়াবী চাসৃজন্মায়াং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রিয়ে পুত্রে ইন্দ্রজিতি। আস্থায় আরুহ্য ॥১॥

সংবৃত ইতি। যোধয়ন্ প্রহরন্, হরিযূথপান্ বানরসমূহশ্রেষ্ঠান্ ॥২॥

তমিতি। আদ্রবন্তং রামমভিধাবন্তম্। পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টন্ ॥৩॥

ত ইতি। পশ্যতো দশগ্রীবস্য পশ্যন্তং রাবণমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তদনন্তর প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণ-রত্নভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নির্গত হইলেন ॥১॥

তিনি নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥

তখন মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনূমান্ ও জাম্ববান্ অন্যান্য বানরসৈন্যের সহিত আসিয়া ধাবনশীল রাবণকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৩॥

এবং সেই বানরযূথপতিরা সকলে বৃক্ষদ্বারা রাবণের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥৪॥

শত্রুরা নিজের সৈন্য সংহার করিতেছে দেখিয়া মায়াবী রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াসৃষ্টি করিলেন ॥৫॥

---

(৪)…তদৃক্ষবানরপুঙ্গবাঃ—বা ব কা নি।

তস্য দেহবিনিষ্ক্রান্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥৬॥
তান্ রামো জঘ্নিবান্ সর্ব্বান্ দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসান্।
অথ ভূয়োঽপি মায়াং স ব্যদধাদ্রাক্ষসাধিপঃ ॥৭॥
কৃত্বা রামস্য রূপাণি লক্ষ্মণস্য চ ভারত!।
অভিদুদ্রাব রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ দশাননঃ ॥৮॥
ততস্তে রামমার্চ্ছন্তো লক্ষ্মণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ।
অভিপেতুস্তদা রাজন্! প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯॥
তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য মায়ামিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
উবাচ রামং সৌমিত্রিরসম্ভ্রান্তো বৃহদ্বচঃ ॥১০॥
জহীমান্ রাক্ষসান্ পাপানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্।
জঘান রামস্তাংশ্চান্যানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অরাতিভির্বানরৈঃ। অসৃজৎ আবিষ্কৃতবান্ ॥৫॥
তস্যেতি। প্রত্যদৃশ্যন্ত, স্বপক্ষবিপক্ষৈরিতি শেষঃ ॥৬॥
তানিতি। জঘ্নিবান্ নিহতবান্। ভূয়োঽপি পুনরপি ॥৭॥
কৃত্বেতি। রূপাণি অনুরূপাকারান্। অভিদুদ্রাব অভিধাবতি স্ম ॥৮॥
তত ইতি। আর্চ্ছন্তঃ পীড়য়ন্তঃ। আর্চ্ছ পীড়ায়ামিত্যার্ষো ধাতুর্মন্তব্যঃ ॥৯॥
তামিতি। অসংভ্রান্তঃ অব্যস্তচিত্তঃ, বৃহদ্মহৎ সারমিত্যর্থঃ ॥১০॥
জহীতি। ইমান্ মায়াসম্ভূতান্। অন্যান্ লক্ষ্মণস্য প্রতিরূপকান্ ॥১১॥

তখন দেখা গেল—শত শত ও সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি ও ঋষ্টি ধারণ করিয়া রাবণের শরীর হইতে নির্গত হইল ॥৬॥

এই সময়ে রাম দিব্য অস্ত্রদ্বারা সেই সকল রাক্ষসকে বধ করিলেন। তাহার পর রাবণ আবার মায়াসৃষ্টি করিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন! রাবণ তখন রামের ও লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের ও ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৮॥

রাজা! তাহার পর সেই রাক্ষসেরা ধনু ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়ন করিতে করিতে ধাবিত হইল ॥৯॥

রাবণের সেই মায়া দেখিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষ্মণ ধীরচিত্তে রামকে এই সার কথা বলিলেন—॥১০॥

(৯)...অভিপেতুস্তদা রামম্—বা ব কা নি।

ততো হর্য্যশ্বযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চ্চসা।
উপতস্থে রণে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২॥

মাতলিরুবাচ।

অয়ং হর্য্যশ্বযুগ্ জৈত্রো মঘোনঃ স্যন্দনোত্তমঃ।
অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থ! সমরে দৈত্যদানবান্।
শতশঃ পুরুষব্যাঘ্র! রথোদারেণ জঘ্নিবান্ ॥১৩॥
তদনেন নরব্যাঘ্র! ময়া যত্তেন সংযুগে।
স্যন্দনেন জহি ক্ষিপ্রং রাবণং মা চিরং কৃথাঃ ॥১৪॥
ইত্যুক্তো রাঘবস্তথ্যং বচোঽশঙ্কত মাতলেঃ।
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি তমুবাচ বিভীষণঃ ॥১৫॥
নেয়ং মায়া নরব্যাঘ্র! রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
তদাতিষ্ঠ রথং শীঘ্রমিমমৈন্দ্রং মহাদ্যুতে! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হর্য্যশ্বৈঃ কপিলবর্ণাশ্বৈর্যুক্তেন, "হরির্ণা কপিলে ত্রিষু" ইত্যমরঃ ॥১২॥

অয়মিতি। জৈত্রো জয়শীলঃ, মঘোন ইন্দ্রস্য, স্যন্দনোত্তমো রথশ্রেষ্ঠঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥

তদিতি। যত্তেন যত্নপূর্ব্বকযুক্তেন, সংযুগে অস্মিন্ যুদ্ধে। স্যন্দনেন রথেন ॥১৪॥

ইতীতি। তথ্যং সত্যমপি মাতলের্বচঃ, এষা রাক্ষসস্য মায়েত্যশঙ্কতেতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥

"আর্য্য! আপনার প্রতিরূপ এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসগুলিকে আপনি সংহার করুন।" রাম তখন নিজের ও লক্ষ্মণের প্রতিরূপ সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্রের সারথি মাতলি, কপিলবর্ণ-ঘোটক-যুক্ত এবং সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী একখানা রথ লইয়া যুদ্ধমধ্যে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১২॥

মাতলি বলিলেন—"পুরুষশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থনন্দন! কপিলবর্ণ-ঘোটক-যুক্ত এই বিজয়ী উত্তম রথখানা ইন্দ্রের; ইন্দ্র এই উত্তম রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে শত শত দৈত্য ও দানবকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ! মৎপরিচালিত এই রথে আরোহণ করিয়া আপনি যুদ্ধে সত্বর রাবণকে বধ করুন; বিলম্ব করিবেন না" ॥১৪॥

মাতলি এইরূপ বলিলে, রাম মাতলির সেই সত্যবাক্যকেও 'এটা রাক্ষসের মায়া' বলিয়া আশঙ্কা করিলেন। তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—॥১৫॥

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথেত্যুক্ত্বা বিভীষণম্ ।
রথেনাভিপপাতাথ দশগ্রীবং রুষান্বিতঃ ॥১৭॥
হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিদ্রুতে ।
সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথাহনদন্ ॥১৮॥
স রামায় মহাঘোরং বিসসর্জ্জ নিশাচরঃ ।
শূলমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥১৯॥
তচ্ছূলং সত্বরং রামশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ ॥২০॥
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসর্জ্জাশু দশগ্রীবঃ শিতান্ শরান্ ।
সহস্রাযুতশো রামে শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । আতিষ্ঠ আরোহ, সর্ব্বথা মে তত্ত্বাবগতিসত্ত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥
তত ইতি । কাকুৎস্থো রামঃ । অভিপপাত অভিদধাব ॥১৭॥
হাহেতি । ভূতানি রাবণপক্ষগতাঃ প্রাণিনঃ, সমভিদ্রুতে রামেণাক্রান্তে ॥১৮॥
স ইতি । উদ্যতং মহাপাপিশাসনায় উত্তোলিতম্, ব্রহ্মণঃ স্রষ্টুর্দণ্ডমিব ॥১৯॥
তদিতি । ছেদনমত্র বিমুখীকরণেন ব্যর্থীকরণং বোধ্যম্ । এবমন্যত্রাপি ॥২০॥

"নরশ্রেষ্ঠ ! এটা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে ; অতএব মহাতেজা ! আপনি সত্বর এই ঐন্দ্ররথে আরোহণ করুন" ॥১৬॥

তাহার পর রাম 'তাহাই হউক' এই কথা বিভীষণকে বলিয়া আনন্দিত হইয়া সেই রথে আরোহণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৭॥

তিনি রাবণের প্রতি ধাবিত হইলে, রাবণের সৈন্যেরা হাহাকার করিয়া উঠিল এবং আকাশে স্বর্গীয় সিংহনাদ ও পটহধ্বনি হইতে লাগিল ॥১৮॥

তখন রাবণ, ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য এবং উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের সদৃশ একটা মহাভীষণ শূল রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥

রাম সত্বরই নিশিত শরসমূহদ্বারা সেই শূলটাকে ছেদন করিলেন। তখন রামের সেই দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া রাবণের ভয় জন্মিল ॥২০॥

তাহার পর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর রামের প্রতি বহুতর নিশিত শর ও নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥২১॥

---

(১৮) শ্লোকাৎ পরম্ "দশকন্ধররাজন্যস্তোস্তদা যুদ্ধমভূন্মহৎ । অলব্ধোপমমন্যত্র তয়োরেব তথাহভবৎ ॥" অয়মধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কা।

তো ভুষুণ্ডীঃ শূলানি মুষলানি পরশ্বধান্।
শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ শতঘ্নীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্ ॥২২॥
তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে বানরাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥২৩॥
ততঃ সুপত্রং সুমুখং হৈমপুঙ্খং শরোত্তমম্।
তূণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুযোজ হ ॥২৪॥
তং বাণবর্য্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণানুমন্ত্রিতম্।
জহৃষুর্দেবগন্ধর্ব্বা দৃষ্ট্বা শক্রপুরোগমাঃ ॥২৫॥
অল্পাবশেষমায়ুশ্চ ততোঽমন্যন্ত রক্ষসঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছত্রোর্দেবদানবকিন্নরাঃ ॥২৬॥
ততঃ সসর্জ্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমৌজসম্।
রাবণান্তকরং ঘোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সসর্জ্জ চিক্ষেপ। শিতান্ পাষাণে ঘর্ষণেন সুধারীকৃতান্ ॥২১॥
তত ইতি। দশগ্রীবঃ সসর্জ্জেতি পূর্ব্বস্মাদনুবৃত্তিঃ ॥২২॥
তামিতি। বিকৃতাং পূর্ব্বতোঽন্যথাভূতাং যুগপদনেকাস্ত্রনিক্ষেপরূপাম্ ॥২৩॥
তত ইতি। সুপত্রং শোভনকঙ্কপক্ষযুক্তম্। ব্রহ্মাস্ত্রেণ ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রেণ ॥২৪॥
তমিতি। অত্রাপি ব্রহ্মাস্ত্রেণ তন্মন্ত্রেণ। জহৃষুঃ আনন্দুঃ ॥২৫॥
অল্পেতি। রক্ষসো রাবণস্য। ব্রহ্মাস্ত্রস্য তন্মন্ত্রস্য উদীরণাদুচ্চারণাৎ ॥২৬॥

তৎপরে আবার রাবণ বহুতর ভুষুণ্ডী, শূল, মুষল, পরশু, শক্তি, নানাপ্রকার শতঘ্নী ও বহুতর নিশিত ক্ষুর নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

রাবণের সেই অন্যপ্রকার মায়া দেখিয়া সকল বানরই ভয়ে সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥২৩॥

তদনন্তর রাম তূণ হইতে সুন্দর কঙ্কপত্র-যুক্ত, সুন্দরমুখ ও স্বর্ণপুঙ্খ একটা উত্তম বাণ উত্তোলন করিয়া সেটাকে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন ॥২৪॥

রাম সেই উত্তম বাণটাকে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা ও গন্ধর্ব্বেরা আনন্দিত হইলেন ॥২৫॥

রাম ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন জানিয়া দেবগণ, দানবগণ ও কিন্নরগণ মনে করিলেন যে, জগদ্বৈরী রাবণের আয়ু অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥২৬॥

তাহার পর রাম, উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভীষণ এবং অসাধারণ তেজস্বী সেই রাবণান্তকর বাণটাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥২৭॥

মুক্তমাত্রেণ রামেণ দূরাকৃষ্টেন ভারত ! ।
স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ সাশ্বসারথিঃ ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিপ্লুতঃ ॥২৮॥
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ সহগন্ধর্ব্বচারণাঃ ।
নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥২৯॥
তত্যজুস্তং মহাভাগং পঞ্চভূতানি রাবণম্ ।
ভ্রংশিতঃ সর্ব্বলোকেভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩০॥
শরীরধাতবো হ্যস্য মাংসং রুধিরমেব চ ।
নেশুর্ব্রহ্মাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রাবণবধে চতুশ্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সসর্জ্জ চিক্ষেপ। অপ্রতিমৌজসম্ অসাধারণতেজসম্ ॥২৭॥

মুক্তেতি। মহতী জ্বালা শিখা যস্য তেন, অভিপরিপ্লুতঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

তত ইতি। ন বিদ্যতে ক্লিষ্টং ক্লেশো যত্র তত্তাদৃশং কর্ম্ম যস্য তেন ॥২৯॥

তত্যজুরিতি। পঞ্চ ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি, রাবণং তদাত্মানম্ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ ক্রুদ্ধ ইতি ॥১—৭॥ রামস্য রূপং কৃত্বা লক্ষ্মণমভিদুদ্রাব লক্ষ্মণস্য রূপং কৃত্বা রামমিতি যোজনা ॥৮—২২॥ বিকৃতাং ভীষণাম্ ॥২৩—২৯॥ পঞ্চভূতানি তত্যজুর্ত্যজুর্ত ইত্যর্থঃ ॥৩০—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুশ্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৪॥

ভরতনন্দন ! রাম কর্ণপর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই বাণটাকে নিক্ষেপ করিবামাত্র, মহাশিখাসমন্বিত-বহ্নিময় সেই বাণটা যাইয়া রাবণকে ব্যাপ্ত করিল; তখন রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত তাহার দেহটা জ্বলিয়া উঠিল ॥২৮॥

তখন অনায়াসে কার্য্যকারী রাম রাবণকে বধ করিয়াছেন- ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্ব ও চারণগণের সহিত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥২৯॥

ক্রমে পঞ্চভূত ভাগ্যবান্ রাবণের আত্মাকে ত্যাগ করিল এবং ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ রাবণকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্যুত করিল ॥৩০॥

---

(৩০)…ভ্রংশিতঃ সর্ব্বলোকেষু—বা ব কা নি। * '…ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…একোননবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…নবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…একনবত্যধিক-দ্বিশততমঃ…'—নি।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স হত্বা রাবণং ক্ষুদ্রং রাক্ষসেন্দ্রং সুরদ্বিষম্।
বভূব হৃষ্টঃ সসুহৃদ্রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১॥
ততো হতে দশগ্রীবে দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চ্চুস্তং মহাভুজম্ ॥২॥
রামং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বাগ্‌ভিশ্চ ত্রিদশালয়াঃ ॥৩॥
পূজয়িত্বা তথা রামং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
তন্মহোৎসবসঙ্কাশমাসীদাকাশমচ্যুত! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শরীরেতি। শরীরধাতবঃ শুক্রাদয়ঃ। ভস্মাপি চ নাদৃশ্যত, ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবাৎ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

স ইতি। ক্ষুদ্রং নিকৃষ্টপ্রকৃতিম্। সুহৃদ্ভিঃ সুগ্রীবাদিভিঃ সহেতি সসুহৃৎ ॥১॥
তত ইতি। সর্ষয় ঋষিভিঃ সহিতাশ্চ তে পুরোগমাশ্চেতি তে। আনর্চ্চুঃ পূজয়ামাসুঃ ॥২॥
রামমিতি। ত্রিদশালয়াঃ স্বর্গবাসিনো দেবর্ষ্যাদয়ঃ ॥৩॥

আর সেই ব্রহ্মাস্ত্র রাবণের রক্ত, মাংস ও শরীরের সমস্ত ধাতুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল; এমন কি, তাহার ভস্ম পর্য্যন্ত দেখা গেল না" ॥৩১॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"নিকৃষ্টস্বভাব ও দেবদ্বেষী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের সহিত আনন্দিত হইলেন ॥১॥

এবং রাবণ নিহত হইলে; দেবতারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়ধ্বনিযুক্ত আশীর্ব্বাদদ্বারা মহাবাহু রামচন্দ্রের পূজা করিলেন ॥২॥

আর দেবতারা ও স্বর্গবাসী ঋষিরা বাক্যদ্বারা কমলনয়ন রামের স্তব করিলেন এবং গন্ধর্ব্বেরা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥৩॥

---

(৪) পূজয়িত্বা যথা রামম্—বা ব কা, পূজয়িত্বা রণে রামম্—নি।

ততস্তে হরয়ঃ সর্ব্বে তচ্ছ্রুত্বা রামভাষিতম্ ।
গতাসুকল্পা নিশ্চেষ্টা বভূবুঃ সহলক্ষ্মণাঃ ॥১৫॥
ততো দেবো বিশুদ্ধাত্মা বিমানেন চতুর্ম্মুখঃ ।
পদ্মযোনির্জ্জগৎস্রষ্টা দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥১৬॥
শক্রশ্চাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ ।
যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৭॥
রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্ত্তিমান্ ।
বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৮॥ (বিশেষকম্)
ততোঽন্তরীক্ষং তৎ সর্ব্বং দেবগন্ধর্ব্বসঙ্কুলম্ ।
শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥১৯॥
তত উত্থায় বৈদেহী তেষাং মধ্যে যশস্বিনী ।
উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। হরয়ো বানরাঃ। গতাসুকল্পা মৃততুল্যাঃ ॥১৫॥

তত ইতি। বিশুদ্ধাত্মা রাগদ্বেষাদ্যভাবান্নির্ম্মলচিত্তঃ। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ। অমলা নিষ্পাপাঃ। মহার্হেণ মহামূল্যেন। দর্শয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥১৬—১৮॥

তত ইতি। দেবগন্ধর্ব্বৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্। তারকাভিশ্চিত্রং বিচিত্রীকৃতম্ ॥১৯॥

তত ইতি। উত্থায় ভূতলাদিতি শেষঃ। পৃথুলবক্ষসং বিশালোরস্কম্ ॥২০॥

এবং আনন্দে তাঁহার যে মুখের প্রফুল্লতা হইয়াছিল, তাহা—নিশ্বাস হওয়ার পরে দর্পণপতিত মুখরাগের ন্যায় পুনরায় ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া গেল ॥১৪॥

তখন লক্ষ্মণের সহিত সেই বানরেরা সকলেই রামের সেই উক্তি শুনিয়া মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥১৫॥

তাহার পর নির্ম্মলচিত্ত, পদ্মযোনি ও জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, ভগবান্ কুবের এবং নিষ্পাপ সপ্তর্ষিগণ যথাসম্ভব বিমানে আসিয়া রামচন্দ্রকে দেখা দিলেন; আর দিব্য ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি রাজা দশরথ উজ্জ্বল, মহামূল্য ও হংসযুক্ত বিমানে আসিয়া দর্শন দান করিলেন ॥১৬—১৮॥

তখন দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ সেই সমগ্র আকাশটাই শরৎকালে নক্ষত্র-ভূষিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৯॥

---

(১৫) শ্লোকাৎ পরম্ '...সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ'—পি।

রাজপুত্র! ন তে কোপং করোমি বিদিতা হি মে।
গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ শৃণু চেদং বচো মম ॥২১॥
অন্তশ্চরতি ভূতানাং মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
স মে বিমুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২২॥
অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ।
বিমুঞ্চন্তু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩॥
যথাহং ত্বদৃতে বীর! নান্যং স্বপ্নেঽপ্যচিন্তয়ম্।
তথা মে দেবনির্দ্দিষ্টস্ত্বমেব হি পতির্ভব ॥২৪॥
ততোঽন্তরীক্ষে বাগাসীৎ সুভগা লোকসাক্ষিণী।
পুণ্যা সংহর্ষণী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

রাজেতি। গতিরবস্থা। পরহস্তগতত্বে স্ত্রিয়ো দুষ্যন্তি পুরুষা নেতি জানামীত্যর্থঃ ॥২১॥
অন্তরিতি। মাতরিশ্বা বায়ুঃ। প্রাণান্ প্রাণরূপতাম্। চরামীত্যতীতসামীপ্যে বর্ত্তমানা ॥২২॥
দেহারম্ভকাণি পঞ্চ ভূতান্যেবাশ্রিত্য শপতে—অগ্নিরিতি। আপো জলম্ ॥২৩॥
যথেতি। যথা যদি, ত্বদৃতে ত্বাং বিনা। দেবনির্দ্দিষ্টো বিধাতৃনিরূপিতঃ ॥২৪॥

তদনন্তর কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশালবক্ষা রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

"রাজপুত্র! আমি আপনার উপরে ক্রোধ করি না। কারণ, স্ত্রীলোক ও পুরুষলোকের অবস্থা আমার জানা আছে। তবে আপনি আমার এই কথা শুনুন—॥২১॥

"আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রাণিগণের অন্তরচারী সর্ব্বদা গমনশীল বায়ু আমার প্রাণরূপ পরিত্যাগ করুন ॥২২॥

এবং আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী ও বায়ু আমার প্রাণসম্পর্ক পরিত্যাগ করুন ॥২৩॥

আর বীর! আমি যদি আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে বিধাতার নির্দ্দেশ অনুসারে আপনিই আমার পতি থাকুন"" ॥২৪॥

তাহার পর সীতার সৌভাগ্যসূচক, জগতে সাক্ষিস্বরূপ, পবিত্র এবং সেই উদারচেতা বানরগণের আনন্দজনক বাক্য সকল আকাশে প্রকাশ পাইল ॥২৫॥

(২১) রাজপুত্র! ন তে দোষম্—বা ব কা। (২৫)…বাগাসীৎ সর্ব্বা বিশ্রাবয়ন্ দিশঃ—পি।

বায়ুরুবাচ।

ভো ভো রাঘব! সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্! সঙ্গচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥২৬॥

অগ্নিরুবাচ।

অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন!।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ! মৈথিলী নাপরাধ্যতি ॥২৭॥

বরুণ উবাচ।

রসা বৈ মৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু রাঘব!।
অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্র! নৈতদিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিধর্ম্মিণি।
সাধৌ সদ্বৃত্তমার্গস্থে শৃণু চেদং বচো মম ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সুভগা সীতায়াঃ সৌভাগ্যসূচিকা, লোকেষু সাক্ষিণী প্রমাণভূতা ॥২৫॥

ভো ইতি। সদৈব সর্ব্বত্র গতির্যস্য সঃ। সঙ্গচ্ছ সম্মিলিতো ভব ॥২৬॥

অহমিতি। অন্তঃশরীরস্থঃ পাচকাগ্নিরূপেণ। সুসূক্ষ্মমপি অত্যল্পমপি ॥২৭॥

রসা ইতি। রসান্তরলপদার্থাঃ, মৎপ্রসূতা মজ্জনিতাঃ। প্রতিগৃহ্যতাং নির্দোষত্বাৎ ॥২৮॥

পুত্রেতি। হে পুত্র! রাজর্ষিধর্ম্মিণি, সাধৌ সৎস্বভাবে, সদ্বৃত্তমার্গস্থে সচ্চরিত্রে সৎপথবর্ত্তিনি চ ত্বয়ি, এতৎ পত্ন্যাঃ প্রত্যাখ্যানম্, ইহ নাশ্চর্য্যম্। অপি তু পরপুরুষসংসর্গাশঙ্কাবশাৎ সম্ভবপরমেবেতি ভাবঃ। তথাপি ইদং মম বচঃ শৃণু ॥২৯॥

বায়ু বলিলেন—"রঘুনন্দন! আমি যথার্থই সর্ব্বদা গমনশীল বায়ু। (আমি বলিতেছি—) সীতার কোন পাপ নাই; সুতরাং আপনি ঐ ভার্য্যার সহিত মিলিত হউন" ॥২৬॥

অগ্নি বলিলেন—"রঘুনন্দন! আমি প্রাণিগণের শরীরের ভিতরে থাকি। (অতএব আমি বলিতেছি—) সীতা অত্যল্প অপরাধও করেন নাই" ॥২৭॥

বরুণ বলিলেন—"রঘুনন্দন! প্রাণিগণের দেহের রসগুলি আমারই উৎপাদিত; সুতরাং আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনি সীতাকে গ্রহণ করুন" ॥২৮॥

ব্রহ্মা বলিলেন—"পুত্র! তুমি রাজর্ষি, সৎস্বভাবসম্পন্ন, সচ্চরিত্র এবং সৎপথবর্ত্তী; সুতরাং তোমার পক্ষে এখন এই পত্নীপরিত্যাগ আশ্চর্য্য নহে। তবে আমার এই কথা শোন—॥২৯॥

---

(২৯)···সাধৌ সদ্বৃত্ত! কাকুৎস্থ!—বা ব কা নি।

শক্রুরেষ ত্বয়া বীর! দেবগন্ধর্ব্বভোগিনাম্।
যক্ষাণাং দানবানাঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ পাতিতঃ ॥৩০॥
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ।
কস্মাচিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩১॥
বধার্থমাত্মনস্তেন হৃতা সীতা দুরাত্মনা।
নলকূবরশাপেন রক্ষা চাস্যাঃ কৃতা ময়া ॥৩২॥
যদি হ্যকামামাসেবেৎ স্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্।
শতধাঽস্য স্ফুটেন্মূর্দ্ধা ইত্যুক্তঃ সোঽভবৎ পুরা ॥৩৩॥
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছেমাং মহাদ্যুতে!।
কৃতং ত্বয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ! ॥৩৪॥

দশরথ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি বৎস! ভদ্রং তে পিতা দশরথোঽস্মি তে।
অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

জগদুপকারকরণাৎ স্তৌতি—শক্রুরিতি। ভোগিনো নাগাঃ। পাতিতো নিহতঃ ॥৩০॥ অবধ্য ইতি। কস্মাচিৎ কারণাৎ ত্বদাবির্ভাবপুষ্ট্যাদেরপেক্ষণীয়ত্বাৎ। পাপো রাবণঃ ॥৩১॥ বধেতি। তেন রাবণেন। নলকূবরঃ কুবেরপুত্রঃ। তচ্ছাপকারণন্তু প্রাগেবোক্তম্ ॥৩২॥ কোঽসৌ শাপ ইত্যাহ—যদীতি। ধ্রুবমকামামিতি সম্বন্ধঃ। স্ফুটেদ্বিদীর্ণো ভবেৎ ॥৩৩॥ নেতি। অত্র সীতায়াম্। মহাকার্য্যকরণানন্তরমকার্য্যকরণমত্যন্তমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

বীর! তুমি—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, দানব ও দেবর্ষিগণের শত্রু এই রাবণকে বধ করিয়াছ ॥৩০॥

এই রাবণ আমারই অনুগ্রহে পূর্ব্বে সমস্ত প্রাণীর অবধ্য হইয়াছিল এবং আমিও কোন কারণে কিছুকাল এই পাপাত্মাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ॥৩১॥

তা'র পর, সেই দুরাত্মা নিজেরই বধের জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছিল; কিন্তু আমি তখন নলকূবরের অভিশাপদ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম ॥৩২॥

পূর্ব্বে নলকূবর রাবণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, 'রাবণ যদি বাস্তবিক অকামা পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তবে উহার মস্তক শতভাগে বিদীর্ণ হইবে' ॥৩৩॥

অতএব হে দেবতুল্য মহাতেজা! তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; সুতরাং এখন ইহার প্রতি আশঙ্কা করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর" ॥৩৪॥

---

(৩৩)…শতধাঽস্য ফলেন্মূর্দ্ধা—বা ব কা নি।

রাম উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং রাজেন্দ্র! যদি ত্বং জনকো মম।
গমিষ্যামি পুরীং রম্যামযোধ্যাং শাসনাত্তব ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তমুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ!।
গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাধীতি রামং রক্তান্তলোচনম্।
সম্পূর্ণানীহ বর্ষাণি চতুর্দ্দশ মহাদ্যুতে! ॥৩৭॥
ততো দেবান্ নমস্কৃত্য সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ।
মহেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্য্যয়া স সমেয়িবান্ ॥৩৮॥
ততো বরং দদৌ তস্মৈ হবিন্ধ্যায় পরন্তপঃ।
ত্রিজটাঞ্চার্থমানাভ্যাং যোজয়ামাস রাক্ষসীম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রীত ইতি। রাজ্যঞ্চ প্রশাধীতি চকারেণ সীতাং গৃহাণেতি সমুচ্চীয়তে। এতেন পিত্রনুমতিং বিনা তদীয়রাজ্যশাসনমসঙ্গতমিতি দোষঃ পরিহৃতঃ ॥৩৫॥

অভীতি। প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্। শাসনাদাদেশাৎ ॥৩৬॥

তমিতি। চতুর্দ্দশ বর্ষাণি সম্পূর্ণানীতি মৎপূর্ব্বাদেশোঽপি রক্ষিত ইতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

তত ইতি। পৌলোম্যা শচীদেব্যো। সমেয়িবান্ সম্মিলিতো বভূব ॥৩৮॥

তত ইতি। বরং তদিচ্ছানুরূপম্। পরন্তপো রামঃ ॥৩৯॥

দশরথ বলিলেন—"বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ; আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি; সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক। আর আমিও তোমাকে অনুমতি করিতেছি যে, তুমি—মা জানকীকে গ্রহণ কর এবং দেশে যাইয়া রাজ্য শাসন কর" ॥৩৫॥

রাম বলিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে অভিবাদন করি। আপনি যদি আমার পিতাই হন, তবে আপনার আদেশে আমি মনোহর অযোধ্যানগরীতেই যাইব" ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভরতশ্রেষ্ঠ! পিতা দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় রক্তপ্রান্ত-নয়ন রামচন্দ্রকে বলিলেন—"মহাতেজা! এখন সেই চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং যাও, যাইয়া অযোধ্যা শাসন কর" ॥৩৭॥

তাহার পর রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কার করিয়া এবং সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন ॥৩৮॥

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ।
কৌশল্যামাতরিষ্টাংস্তে বরানস্য দদানি কান্ ॥৪০॥
বব্রে রামঃ স্থিতিং ধর্ম্মে শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্।
রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্ভবম্ ॥৪১॥
ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথেতি বচনে তদা।
সমুত্তস্থুর্মহারাজ! বানরা লব্ধচেতসঃ ॥৪২॥
সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ।
রামকীর্ত্ত্যা সমং পুত্র! জীবিতং তে ভবিষ্যতি ॥৪৩॥
দিব্যাস্ত্বামুপভোগাশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা।
উপস্থাস্যন্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচন! ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)
ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
অন্তর্দ্ধানং যযুর্দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। কৌশল্যা মাতা যস্য তৎসম্বোধনম্। ইষ্টান্ অভিলষিতান্ ॥৪০॥

বব্র ইতি। প্রথমার্দ্ধে আত্মন ইতি শেষঃ। সমুদ্ভবং পুনর্জীবনম্ ॥৪১॥

তত ইতি। লব্ধচেতসঃ প্রাপ্তচেতনাঃ ॥৪২॥

সীতেতি। অতএব দ্বিবিধপ্রয়োগাৎ হনুমচ্ছব্দস্য হ্রস্বোকারবত্ত্বং দীর্ঘোকারবত্ত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। তেন চ "হনূমান্ হনুমানপি" ইতি শব্দভেদপ্রকাশেঽপ্যুক্তম্। সমং সমানম্। দিব্যা উত্তমাঃ। উপস্থাস্যন্তি স্বচেষ্টাং বিনাপি। হে হরিলোচন! পিঙ্গলনয়ন! ॥৪৩—৪৪॥

তদনন্তর রাম সেই অবিন্ধ্যরাক্ষসকে তাহার অভীষ্ট বর দান করিলেন এবং ত্রিজটারাক্ষসীকে ধন-মানদ্বারা সম্মানিত করিলেন ॥৩৯॥

তৎপরে ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের সহিত বলিলেন—"রাম! আজ আমি তোমাকে কোন্ কোন্ অভীষ্ট বর দান করিব?" ॥৪০॥

তখন রাম—নিজের ধর্ম্মে স্থিতি এবং শত্রুকর্ত্তৃক অপরাজয়, আর রাক্ষসনিহত বানরগণের পুনর্জীবন বর গ্রহণ করিলেন ॥৪১॥

মহারাজ! তাহার পর ব্রহ্মা 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন, তখনই সেই মৃত বানরেরা চৈতন্য লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিল ॥৪২॥

মহাভাগা সীতাও হনূমান্‌কে এই বর দিলেন যে, "পিঙ্গলনয়ন পুত্র হনূমন্! রামের কীর্ত্তি যতকাল থাকিবে, তোমার জীবনও ততকাল থাকিবে এবং আমার অনুগ্রহে সর্ব্বদাই উত্তম ভোগ্য বস্তু সকল আপনা হইতেই তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে" ॥৪৩—৪৪॥

দৃষ্ট্বা রামন্তু জানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ সুহৃন্মধ্য ইদং বচঃ ॥৪৬॥
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং মানুষাসুরভোগিনাম্।
অপনীতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম! ॥৪৭॥
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
কথয়িষ্যন্তি লোকাস্ত্বাং যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥৪৮॥
ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
সম্পূজ্যাপাক্রমত্তেন রথেনাদিত্যবর্চ্চসা ॥৪৯॥
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সুগ্রীবপ্রমুখৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ব্ববানরৈঃ ॥৫০॥
বিধায় রক্ষাং লঙ্কায়াং বিভীষণপুরস্কৃতঃ।
সন্তুতার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্ ॥৫১॥
পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা।
কামগেন যথামুখ্যৈরমাত্যৈঃ সংবৃতো বশী ॥৫২॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তেষাং রামাদীনাম্। যযুঃ প্রাপুঃ ॥৪৫॥
দৃষ্ট্বেতি। সঙ্গতং সম্মিলিতম্, শক্রসারথির্মাতলিঃ ॥৪৬॥
দেবেতি। ভোগিনো নাগাঃ। অপনীতং দূরীকৃতম্, রাবণবধাদিতি ভাবঃ ॥৪৭॥
সেতি। ধরিষ্যতি স্থাস্যতি ॥৪৮॥
ইতীতি। অনুজ্ঞাপ্য স্বগমনানুজ্ঞাং কারয়িত্বা। অপাক্রমৎ প্রাতিষ্ঠত মাতলিঃ ॥৪৯॥

তাহার পর অক্লিষ্টকর্ম্মা রামপ্রভৃতি দর্শন করিতেছিলেন, এই অবস্থাতেই সেই ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৫॥

পরে, রাম সীতার সহিত মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া মাতলি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এই কথা বলিলেন—॥৪৬॥

"হে সত্যপরাক্রম! আপনি রাবণকে বধ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও নাগদিগের দুঃখ দূর করিয়াছেন ॥৪৭॥

এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে, তত কাল দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগদিগের সহিত সমস্ত লোক আপনার কীর্ত্তন করিবে" ॥৪৮॥

মাতলি এইরূপ বলিয়া রামের অনুমতি লইয়া এবং অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রামকে পূজা করিয়া সেই সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল রথেই চলিয়া গেলেন ॥৪৯॥

তাহার পর জিতেন্দ্রিয় রাম—লঙ্কানগরীকে সুরক্ষিত করিয়া, লক্ষ্মণ,

ততস্তীরে সমুদ্রস্য যত্র শিশ্যে স পার্থিবঃ।
তত্রৈবোবাস ধর্ম্মাত্মা সহিতঃ সর্ব্ববানরৈঃ ॥৫৩॥
অথৈনান্ রাঘবঃ কালে সমানীয়াভিপূজ্য চ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা রত্নৈঃ সন্তোষ্য সর্ব্বশঃ ॥৫৪॥
গতেষু বানরেন্দ্রেষু গোপুচ্ছর্ক্ষেষু তেষু চ।
সুগ্রীবসহিতো রামঃ কিষ্কিন্ধ্যাং পুনরাবিশৎ ॥৫৫॥
বিভীষণেনানুগতঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহ্যা দর্শয়ন্ বনম্ ॥৫৬॥
কিষ্কিন্ধ্যান্তু সমাসাদ্য রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
অঙ্গদং কৃতকর্ম্মাণং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পুরস্কৃত্য সহচরীকৃত্য। তেন সেতুনা তদুপর্য্যাকাশপথেন। বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। মকরালয়ং সমুদ্রম্, সন্তার অতিচক্রাম ॥৫০—৫২॥

তত ইতি। শিশ্যে সেতুবন্ধনাৎ পূর্ব্বং সমুদ্রারাধনার্থং শয়িতবান্ ॥৫৩॥

অথেতি। এনান্ বানরাদীন্, সমানীয় সমীপমিতি শেষঃ ॥৫৪॥

গতেষিতি। গোপুচ্ছা বানরবিশেষাশ্চ ঋক্ষা ভল্লূকাশ্চ তেষু ॥৫৫॥

বিভীষণেতি। বনং কিষ্কিন্ধ্যাসন্নিহিতম্। কৃতকর্ম্মাণং যুদ্ধে কৃতোপকারম্ ॥৫৬—৫৭॥

সুগ্রীবপ্রভৃতি সমস্ত বানর, বিভীষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষস অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, আকাশচারী, কামগামী ও উজ্জ্বল পুষ্পকবিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক সেই সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন ॥৫০—৫২॥

তৎপরে ধর্ম্মাত্মা রাজা রাম পূর্ব্বে সমুদ্রতীরের যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই সকল বানরের সহিত কিছুকাল বাস করিলেন ॥৫৩॥

তদনন্তর একদা রাম সকল বানরকে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার রত্ন দানে সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন ॥৫৪॥

সেই বানরগণ, গোপুচ্ছগণ ও ভল্লূকগণ চলিয়া গেলে, রাম সুগ্রীবের সহিত পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন ॥৫৫॥

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ রাম বিভীষণ ও সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া সীতাদেবীকে বন দর্শন করাইয়া, পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া, কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৫৬—৫৭॥

(৫৩) সমুদ্রস্য সমীপতঃ সহলক্ষ্মণঃ—পি।

তততৈরেব সহিতো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
যথাগতেন মার্গেণ প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি ॥৫৮॥
অযোধ্যাং স সমাসাদ্য পুরীং রাষ্ট্রপতিস্ততঃ।
ভরতায় হনূমন্তং দূতং প্রাস্থাপয়ত্তদা ॥৫৯॥
লক্ষয়িত্বেঙ্গিতং সর্ব্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেদ্য বৈ।
বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামমুপাগমৎ ॥৬০॥
স তত্র মলদিগ্ধাঙ্গং ভরতং চীরবাসসম্।
অগ্রতঃ পাদুকে কৃত্বা দদর্শাসীনমাসনে ॥৬১॥
সঙ্গত্য ভরতেনাথ শত্রুঘ্নেন চ বীর্য্যবান্।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রির্মুমুদে ভরতর্ষভ! ॥৬২॥
ততো ভরতশত্রুঘ্নৌ সমেতৌ গুরুণা তদা।
বৈদেহ্যা দর্শনেনোভৌ প্রহর্ষং সমবাপতুঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তৈঃ সুগ্রীবাদিভিঃ। স্বপুরমযোধ্যাম্ ॥৫৮॥
অযোধ্যামিতি। রাষ্ট্রপতিঃ রাজ্যাধিপতিঃ। ভরতায় নন্দিগ্রামস্থায় ॥৫৯॥
লক্ষয়িত্বেতি। ইঙ্গিতং ভরতস্য চেষ্টিতম্, প্রিয়ং রামাগমনাদিকম্ ॥৬০॥
স ইতি। মলদিগ্ধাঙ্গং স্নানাদ্যভাবাদ্ধূল্যাদিলিপ্তাঙ্গম্, চীরবাসসং কৌপীনবস্ত্রম্ ॥৬১॥
সঙ্গত্যেতি। সঙ্গত্য মিলিত্বা। সহসৌমিত্রিঃ সলক্ষ্মণঃ ॥৬২॥
তত ইতি। গুরুণা জ্যেষ্ঠভ্রাত্রা রামেণ, সমেতৌ মিলিতৌ সন্তৌ ॥৬৩॥

তাহার পর রামচন্দ্র যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব-প্রভৃতির সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥৫৮॥

তিনি অযোধ্যায় যাইয়া নন্দিগ্রামে ভরতের নিকটে হনূমান্‌কে দূত করিয়া পাঠাইলেন ॥৫৯॥

হনূমান্ যাইয়া ভরতের সমস্ত ব্যবহার দেখিয়া এবং তাঁহাকে প্রিয়সংবাদ জানাইয়া পুনরায় আগমন করিলে, রাম নন্দিগ্রামে গমন করিলেন ॥৬০॥

রাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মলিনদেহ ও কৌপীনধারী ভরত তাঁহারই পাদুকা দুইখানি সম্মুখে রাখিয়া আসনে বসিয়া আছেন ॥৬১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৬২॥

---

(৬২) সঙ্গতো ভরতেনাথ—বা ব কা, সমেতো ভরতেনাথ—পি।

তস্মৈ তত্ত্বরতো রাজ্যমাগতায়াভিসৎকৃতম্ ।
ন্যাসং নির্যাতয়ামাস যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥৬৪॥
ততস্তং বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রেঽভিজিতেঽহনি ।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৬৫॥
সোঽভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবং সসুহৃজ্জনম্ ।
বিভীষণঞ্চ পৌলস্ত্যমন্বজানাদ্গৃহান্ প্রতি ॥৬৬॥
অভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈ রত্নৈঃ প্রীতিযুক্তৌ মুদা যুতৌ ।
সমাধায়েতিকর্ত্তব্যং দুঃখেন বিসসর্জ্জ হ ॥৬৭॥
পুষ্পকঞ্চ বিমানং তৎ পূজয়িত্বা স রাঘবঃ ।
প্রাদাদ্বৈশ্রবণায়ৈব প্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি। তস্মৈ রামায়। ন্যাসং নিক্ষেপভূতম্, নির্যাতয়ামাস দদৌ ॥৬৪॥

তত ইতি। ততো বশিষ্ঠো বামদেবশ্চেতৌ ঋষী, সহিতৌ মিলিতৌ সন্তৌ, বৈষ্ণবে বিষ্ণুদেবতাকে শ্রবণাখ্যে নক্ষত্রে, শুভে অহনি, অভিজিতে অষ্টমে মুহূর্ত্তে, শূরং তমভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৬৫॥

স ইতি। গৃহান্ প্রতি গন্তুমিতি শেষঃ ॥৬৬॥

অভ্যর্চ্চ্যেতি। সমাধায় উপদিশ্য, ইতিকর্ত্তব্যং রাজ্যাদীনাম্ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স হত্বেতি ॥১—২॥ ত্রিদশালয়ঃ স্বর্গস্তৎস্থাঃ ॥৩—৫২॥ যত্র শিশ্যে পূর্ব্বং সমুদ্রপ্রার্থনার্থং শয়নং কৃতবান্ ॥৫৩—৬২॥ গুরুণা রামেণ ॥৬৩—৬৪॥ বৈষ্ণবে নক্ষত্রে শ্রবণে ॥৬৫—৬৮॥

ভরত এবং শত্রুঘ্নও, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের সহিত মিলিত হইয়া এবং সীতাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৬৩॥

তাহার পর ভরত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিশেষ আদর সহকারে সেই গচ্ছিত রাজ্যটাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥৬৪॥

তাহার পর বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষি মিলিত হইয়া শুভদিনে শ্রবণানক্ষত্রে অষ্টম-মুহূর্ত্তের সময়ে মহাবীর রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৬৫॥

রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে এবং পুলস্ত্যবংশজাত বিভীষণকে বন্ধুবর্গের সহিত বাড়ী যাইবার অনুমতি দিলেন ॥৬৬॥

তাহার পর তিনি নানাবিধ রত্ন দানদ্বারা সম্মানিত করিয়া এবং কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া দুঃখসহকারে প্রণয়ী ও আনন্দিত সুগ্রীব ও বিভীষণকে বিদায় দিলেন ॥৬৭॥

(৬৭) অভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈর্ভোগৈঃ—বা ব কা।

তো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু ।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামরাজ্যাভিষেকে পঞ্চচত্বারিংশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০॥০—

ভারতকৌমুদী

পুষ্পকমিতি। পূজয়িত্বা বৈশ্রবণমেব। বৈশ্রবণায়ৈব কুবেরায়ৈব ॥৬৮॥

তত ইতি। ততঃ স রামঃ, দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তৈঃ সহিতঃ সন্, গোমতীং নাম সরিতম্ অনু লক্ষীকৃত্য তস্যাস্তীর ইত্যর্থঃ, জরূথমাড়ম্বরস্তৎপূর্ণানিতি জারূথ্যান্ প্রশস্তান্ বা, নিরর্গলান্ নির্বাধাংশ্চ, দশ অশ্বমেধান্, আজহ্রে অনুষ্ঠিতবান্ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—০॥০—

ভারতভাবদীপঃ

জারূথ্যান্ ত্রিগুণদক্ষিণানিত্যর্জ্জুনমিশ্রঃ। জ়ৃবৃত্যাযূথন্নিত্যুণাদিসূত্রে জরূথং মাংসমিতি শাব্দিকাঃ। তদ্বা মাংসময়ান্ মাংসাদিদানপ্রধানান্ পুষ্টানিত্যর্থঃ। নিরর্গলান্ অন্নাদ্যর্থিনামনাবৃতদ্বারান্। "জরূথোঽস্থরবিশেষঃ" ইতি বেদভাষ্যম্। "জরূথং হন্ যক্ষি রায়ে পুরন্ধি"মিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। "জরূথং গরূথং গৃণাতে"রিতি যাস্কবচনাচ্চ জরূথং স্তোত্রম্, তথা চায়ং মন্ত্রো নিরুক্তভাষ্যে ব্যাখ্যাতঃ —"হেঽগ্নে ত্বাং পুরন্ধিং মহান্তং সমিধানঃ সম্যগ্ দীপয়ন্ বসিষ্ঠো মুনী রায়ে ধনপ্রাপ্তয়ে জরূথং স্তোত্রং হন্ গময়ন্ যক্ষি যজতি।" অত্র জরতেঃ স্তুত্যর্থস্য শব্দসারূপ্যাদর্থাবিরোধাচ্চ জরূথঃ স্তোত্রমিত্যুচ্যত ইতি জারূথ্যান্ স্তোত্রার্হানিত্যর্থঃ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৫॥

—০॥০—

তদনন্তর রাম কুবেরের সম্মান করিয়া প্রীতিসহকারে সেই পুষ্পকবিমান কুবেরকেই সমর্পণ করিলেন ॥৬৮॥

তৎপরে রামচন্দ্র দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গোমতীনদীর তীরে মহাড়ম্বরে ও নির্বিঘ্নে দশটী অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন" ॥৬৯॥

—০॥০—

* '…সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…নবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, …একনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:※:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো! রামেণামিততেজসা।
প্রাপ্তং ব্যসনমত্যুগ্রং বনবাসকৃতং পুরা ॥১॥
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র! ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ!।
বাহুবীর্য্যাশ্রিতে মার্গে বর্ত্তসে দীপ্তনির্ণয়ে ॥২॥
নহি তে বৃজিনং কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে পরমণ্বপি।
অস্মিন্ মার্গে বিষীদেয়ুঃ সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥৩॥
সংহত্য নিহতো বৃত্রো মরুদ্ভির্বজ্রপাণিনা।
নমুচিশ্চৈব দুর্দ্ধর্ষো দীর্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসী ॥৪॥
সহায়বতি সর্ব্বার্থাঃ সন্তিষ্ঠন্তীহ সর্ব্বশঃ।
কিন্নু তস্যাজিতং সংখ্যে যস্য ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ব্যসনং বিপৎ। বনবাসকৃতং বনবাসকালীনসীতাহরণাদিঘটিতম্ ॥১॥
মেতি। দীপ্তঃ সংশয়লেশস্যাপ্যভাবাদুজ্জ্বলঃ নির্ণয়ো জয়নিশ্চয়ো যত্র তস্মিন্ ॥২॥
নহীতি। বৃজিনং পাপম্। অণ্বপি অল্পমপি। বিষীদেয়ুস্তিষ্ঠেয়ুঃ ॥৩॥
সংহত্যেতি। সংহত্য মিলিত্বা। মরুদ্ভির্দেবৈঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমেতদিতি ॥১॥ দীপ্তনির্ণয়ে অসন্দিগ্ধে প্রত্যক্ষফলে ॥২—১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌চত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"মহাবাহু যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে অমিততেজা রামচন্দ্র বনবাসকালে এইরূপ অতিদারুণ বিপৎ সকল ভোগ করিয়াছিলেন ॥১॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ পরন্তপ! তুমি শোক করিও না। কারণ, তুমি ক্ষত্রিয় এবং যাহাতে জয়নিশ্চয় ধ্রুব, সেই বাহুবলাশ্রিত পক্ষে তুমি রহিয়াছ ॥২॥

তা'র পর, তোমার কোন ক্ষুদ্র পাপও নাই। বিশেষতঃ, এই পথে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ এবং অসুরগণও অবস্থান করিয়া থাকেন ॥৩॥

ইন্দ্র, দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রাসুর, নমুচিদানব এবং দীর্ঘজিহ্বা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন ॥৪॥

অয়ঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
যুবানৌ চ মহেষ্বাসৌ বীরৌ মাদ্রবতীসুতৌ ॥৬॥
এভিঃ সহায়ৈঃ কস্মাত্ত্বং বিষীদসি পরন্তপ!।
য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরুদ্‌গণাম্ ॥৭॥
ত্বমপ্যেভির্মহেষ্বাসৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ।
বিজেষ্যসি রণে সর্ব্বানমিত্রান্ ভরতর্ষভ! ॥৮॥
ইতশ্চ ত্বমিমাং পশ্য সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
বলিনা বীর্য্যমত্তেন হৃতামেভির্মহাত্মভিঃ ॥৯॥
আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিতং বশমাগতম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
অসহায়েন রামেণ বৈদেহী পুনরাহৃতা।
হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

সহায়েতি। সহায়বতি জনে, সন্তিষ্ঠন্তি সম্পদ্যন্তে। সংখ্যে যুদ্ধে ॥৫॥
অয়মিতি। মহেষ্বাসৌ মহাধুর্দ্ধরৌ। এতে তিষ্ঠন্ত ইতি শেষঃ ॥৬॥
এভিরিতি। এভিঃ সহায়ৈঃ সম্পন্নোঽপীতি শেষঃ। বজ্রিণ ইন্দ্রস্যাপি ॥৭॥
ত্বমিতি। মহেষ্বাসৈর্মহাধনুর্দ্ধরৈর্ভ্রাতৃভিঃ। অমিত্রান্ শত্রূন্ ॥৮॥
উক্তার্থে নিদর্শনমাহ—ইত ইতি। সৈন্ধবেন জয়দ্রথেন। কর্ম্ম যুদ্ধম্ ॥৯—১০॥
অসহায়েনেতি। অসহায়েন ত্বত্তুল্যসহায়শূন্যেন। সংখ্যে যুদ্ধে ॥১১॥

সুতরাং সহায়শালী লোকের সমস্ত বিষয়ই সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন, যুদ্ধে তাঁহার কোন্ বস্তু অজিত থাকিতে পারে? ॥৫॥

তা'র পর, এই বলিশ্রেষ্ঠ ও ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং যুবক, মহাধনুর্দ্ধর ও বীর মাদ্রীপুত্রেরা রহিয়াছেন ॥৬॥

অতএব পরন্তপ যুধিষ্ঠির! এতগুলি সহায় থাকিতে তুমি কেন বিষণ্ণ হইতেছ? যাঁহারা দেবগণের সহিত ইন্দ্রের সেনাকেও জয় করিতে পারেন ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমিও এই সকল দেবতুল্য মহাধনুর্দ্ধর সহায়দ্বারা যুদ্ধে সকল শত্রুকে জয় করিতে পারিবে ॥৮॥

তুমি এই দিকে দেখ—বলবান্ ও বলমত্ত দুরাত্মা জয়দ্রথই এই দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিল; আবার এই মহাত্মারাই অতিদুষ্কর কার্য্য করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন এবং জয়দ্রথরাজাকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥৯—১০॥

যস্য শাখামৃগা মিত্রাণৃক্ষাঃ কালমুখাস্তথা।
জাত্যন্তরগতা রাজন্! এতদ্বুদ্ধ্যানুচিন্তয় ॥১২॥
তস্মাত্ত্বং কুরুশার্দ্দূল! মা শুচো ভরতর্ষভ!।
ত্বদ্বিধা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরন্তপ! ॥১৩॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাশ্বাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ত্যক্ত্বা দুঃখমদীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

যস্যেতি। শাখামৃগা বানরাঃ, ঋক্ষা ভল্লূকাঃ। জাত্যন্তরগতা ভিন্নপ্রাণিনঃ ॥১২॥

তস্মাদিতি। মা শুচঃ শোকং ন কুরু ॥১৩॥

এবমিতি। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ সন্, এনং মার্কণ্ডেয়ম্ ॥১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

নিঃসহায় রাম যুদ্ধে ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া আবার সীতাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥১১॥

ভিন্নপ্রাণী বানরগণ এবং কালমুখ ভল্লূকগণ মাত্র যাঁহার সহায় হইয়াছিল। রাজা! তুমি বুদ্ধিদ্বারা এই বিষয়টা চিন্তা কর ॥১২॥

অতএব কৌরবশ্রেষ্ঠ ভরতবংশপ্রধান পরন্তপ যুধিষ্ঠির! তুমি শোক করিও না। কারণ, তোমার মত মহাত্মারা শোক করেন না” ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় এইরূপ আশ্বস্ত করিলে, যুধিষ্ঠির দুঃখ ত্যাগ করিয়া অকাতরচিত্ত হইয়া পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন ॥১৪॥

—:*:—

(১৩) তস্মাৎ সর্ব্বং কুরুশ্রেষ্ঠ!—বা ব কা নি। * ‘…অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ…’ —পি, ‘…একনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…’ —বা ব, ‘…দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…’ —কা, ‘…ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…’—নি।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।*

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নাত্মানমনুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৄন্ মহামুনে!।
হরণঞ্চাপি রাজ্যস্য যথেমাং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১॥
দ্যূতে দুরাত্মভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া তারিতা বয়ম্।
জয়দ্রথেন চ পুনর্বনাচ্চাপহৃতা বলাৎ ॥২॥
অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্দৃষ্টপূর্ব্বাথবা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্! কুলস্ত্রীণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির!।
সর্ব্বমেতদ্‌যথা প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ইমাং দ্রুপদাত্মজাং যথানুশোচামি, তথাত্মাদীন্ নানুশোচামীত্যর্থঃ ॥১॥
দ্যূত ইতি। দুরাত্মভির্দুর্য্যোধনাদিভিঃ। অপহৃতা কৃষ্ণা। তদেব হি শোককারণম্ ॥২॥
অস্তীতি। সীমন্তিনী স্ত্রী। মহাভাগা অতীবোদারহৃদয়া ॥৩॥
শৃণ্বিতি। মহাভাগ্যং পরমৌদার্য্যম্। সাবিত্র্যা তদাখ্যয়া ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহর্ষি! এই দ্রৌপদীর বিষয়ে আমার যেরূপ শোক হয়, সেরূপ শোক নিজের বিষয়ে, এই ভ্রাতাদের বিষয়ে কিংবা রাজ্যনাশের বিষয়ে হয় না ॥১॥

দুরাত্মারা দ্যূতক্রীড়ার সময়ে আমাদিগকে কষ্ট দিয়াছিল; কিন্তু দ্রৌপদীই তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তা'র পরে, সেই দ্রৌপদীকেই আবার জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক বন হইতে অপহরণ করিয়াছিল। ॥২॥

(অতএব জিজ্ঞাসা করি—) এই দ্রৌপদীর তুল্য পতিব্রতা ও মহাভাগা কোন নারীকে কি আপনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন?" ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা যুধিষ্ঠির! রাজকন্যা সাবিত্রী কুলবধূগণের এই সমস্ত সৌভাগ্যই যে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥৪॥

---

* ইতঃ পূর্ব্বম্ 'অথ পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব' ইতি কা নি লিখিতম্। তচ্চান্যায্যম্, তৎকারণন্তু পূর্ব্বমেবোক্তম্।

আসীন্মদ্রেষু ধর্ম্মাত্মা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥
যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্ ॥৭॥
অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮॥
হুত্বা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ।
এতেন নিয়মেনাসীদ্বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু ॥৯॥
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ।
রূপিণী তু তদা রাজন্। দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

আসীদিতি। ব্রহ্মণ্যো বেদহিতঃ। যজ্বা যাজ্ঞিকঃ, দানপতির্দানশৌণ্ডঃ ॥৫—৬॥

ক্ষমেতি। অতিক্রান্তেন, বয়সা যৌবনেন হেতুনা, সন্তাপমপত্যাভাবপ্রযুক্তম্ ॥৭॥

অপত্যেতি। তীব্রং কঠিনম্। নিয়মিতাহারো হবিষ্যান্নভোজী, ব্রহ্মচারী স্মরণাদ্যষ্ট-বিধমৈথুনত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদিগ্রহণস্পৃহাহীনঃ ॥৮॥

হুত্বেতি। শতসহস্রং লক্ষম্। তৎ পুনরষ্টাদশবর্ষব্যাপীতি জ্ঞেয়ম্। সাবিত্র্যাঃ সবিতৃতনয়ায়া ব্রহ্মপত্ন্যাঃ সম্বন্ধে। কালে যামার্দ্ধে। আসীদতিষ্ঠৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

মদ্রদেশে ধর্ম্মাত্মা, ন্যায়পরায়ণ, বেদহিতৈষী, শরণাগতরক্ষক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, যাজ্ঞিক, দাতা, কার্য্যদক্ষ, পৌর-জানপদপ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের হিতে নিরত 'অশ্বপতি'-নামে এক রাজা ছিলেন ॥৫—৬॥

যৌবন অতীত হইল, অথচ সন্তান হইল না বলিয়া সেই ক্ষমাবান্, সত্য-বাদী ও জিতেন্দ্রিয় রাজা সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর তিনি সন্তান উৎপাদনের জন্য যথাকালে হবিষ্যান্নভোজী, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন ॥৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তখন সাবিত্রীদেবীর উদ্দেশে লক্ষহোমের সঙ্কল্প করিয়া প্রতিদিন যথাসম্ভব হোম করিতেন এবং প্রত্যহ ষষ্ঠ যামার্দ্ধে পরিমিত ভোজন করিতেন। এই নিয়মে তিনি আঠার বৎসর থাকিলেন ॥৯॥

---

(৫)···ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ—বা ব কা নি। (৮)···কালে পরিমিতাহারঃ—পি নি।

অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা।
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ।
সর্ব্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ! ॥১২॥
বরং বৃণীষ্বাশ্বপতে ! মদ্ররাজ ! যদীপ্সিতম্।
ন প্রমাদশ্চ ধর্ম্মেষু কর্ত্তব্যস্তে কথঞ্চন ॥১৩॥

অশ্বপতিরুবাচ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়া ময়া।
পুত্রা মে বহবো দেবি ! ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪॥
তুষ্টাসি যদি মে দেবি ! বরমেতং বৃণোম্যহম্।
সন্তানঃ পরমো ধর্ম্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ণ ইতি। রূপিণী মূর্ত্তিমতী সতী, দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥১০।
অগ্নীতি।— অগ্নিহোত্রাদগ্নিহোত্রহোমকুণ্ডাৎ। এনং পার্থিবমশ্বপতিম্ ॥১১।
ব্রহ্মেতি। দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥১২।
বরমিতি। প্রমাদঃ অনবধানতা। তে ত্বয়া ॥১৩।
অপত্যেতি। ধর্ম্মমেব মুখ্যমুদ্দেশ্যম্ অপত্যন্তু তদুৎপাদকতয়া গৌণমিতি ভাবঃ ॥১৪।
তুষ্টেতি। এতৎ পূর্ব্ববচনোক্তম্। ধর্ম্মত্বৎকারণম্। দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাঃ ॥১৫।

যুধিষ্ঠির! আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে, সাবিত্রীদেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে দেখা দিলেন ॥১০॥

এবং বরদা সাবিত্রীদেবী তখনই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হোমকুণ্ড হইতে উঠিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন ॥১১॥

সাবিত্রী বলিলেন—"রাজা! আপনার নির্দ্দোষ ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়দমন, নিয়ম এবং সর্ব্বপ্রকার ভক্তির জন্য আমি আপনার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১২॥

মদ্ররাজ অশ্বপতি! আপনার যাহা অভীষ্ট, সেইরূপ বর গ্রহণ করুন। আপনি কোন প্রকারেই ধর্ম্মের প্রতি অনবধানতা করিবেন না" ॥১৩॥

অশ্বপতি বলিলেন—"দেবি! আমি ধর্ম্মের জন্যই সন্তানোদ্দেশে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম; অতএব আমার বংশরক্ষক বহুতর পুত্র হউক ॥১৪॥

দেবি! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই

সাবিত্র্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়মিমং তব।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬॥
প্রসাদাচ্চৈব তস্মাত্তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ভুবি।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য! ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭॥
উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
পিতামহনিয়োগেন তুষ্টা হ্যেতদ্ব্রবীমি তে ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ।
প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ব্বমিতি। তে তব পুত্রার্থম্। পিতামহো ব্রহ্মা ॥১৬॥
প্রসাদাদিতি। স্বয়ম্ভুবিহিতাৎ ব্রহ্মণা কৃতাৎ। তেজস্বিনী সতীত্বপ্রভাববতী ॥১৭॥
উত্তরমিতি। উত্তরমিতঃ পরম্। ব্যাহর্ত্তব্যং বক্তব্যম্ ॥১৮॥
স ইতি। প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকৃত্য। প্রসাদয়ামাস সাবিত্রীম্, এতৎ কন্যাজন্ম ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নাত্মানমিতি ॥১—৮॥ সাবিত্র্যা সাবিত্রী সবিতৃকন্যা তদ্দৈবতয়া ঋচা, সা চ। সোমো বধূযুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা সূর্য্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাদিতি যদা সবিত্রা ত্বষ্ট্রা সাবিত্রী স্বকন্যা সূর্য্যা সূর্য্যস্য স্ত্রী সূর্য্যায় দত্তা তদা সোমোঽস্যা বধূযুর্বধ্বা অনুচরোঽভূৎ সবিতা চ সূর্য্যাং পত্যে পত্যুঃ কল্যাণার্থং শংসন্তীং কথয়ন্তীং মনসা উভৌ বরৌ পুত্ররূপাবশ্বিনৌ অদদাদিতি মন্ত্রার্থঃ; ইত এব বাক্যাদেতস্য মন্ত্রস্য লক্ষহোমাদপত্যপ্রাপ্তির্ভবতীতি গম্যতে। ষষ্ঠে কালেঽষ্টধা বিভক্তস্যাহ্নঃ ষষ্ঠেঽংশে ॥৯—১৭॥ উত্তরং

বরই প্রার্থনা করি। কারণ, ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলিয়া থাকেন যে, সন্তানই ধর্ম্মের প্রধান হেতু” ॥১৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“রাজা! আমি পূর্ব্বেই আপনার এই অভিপ্রায় জানিয়া আপনার পুত্রের জন্য ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলাম ॥১৬॥

তখন ব্রহ্মা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন; সেই অনুগ্রহে সত্বরই আপনার একটী তেজস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে ॥১৭॥

আমি সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি ইহার পরে কোনপ্রকারেই আর কিছু বলিবেন না” ॥১৮॥

(১৬)...জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তোঽসৌ তব হেতোঃ পিতামহঃ—পি। (১৭)...স্বয়ম্ভুবিহিতানঘ!—পি। (১৮)...পিতামহনিসর্গেণ—বা ব কা পি।

অন্তর্হিতায়াং সাবিত্র্যাং জগাম স্বপুরং নৃপঃ।
স্বরাজ্যে চাবসদ্বীরঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥২০॥
কস্মিংশ্চিত্তু গতে কালে স রাজা নিয়তব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠায়াং ধর্ম্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে ॥২১॥
রাজপুত্র্যাস্তু গর্ভঃ স মালব্যাং ভরতর্ষভ!।
ব্যবর্দ্ধত তদা শুক্লে তারাপতিরিবাম্বরে ॥২২॥
প্রাপ্তে কালে তু সুষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্।
ক্রিয়াশ্চ তস্যা মুদিতশ্চক্রে স নৃপসত্তমঃ ॥২৩॥
সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হুতয়া হ্যপি।
সাবিত্রীত্যেব নামাস্যাশ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্তরিতি। এতেন স্থানান্তর এব পূর্ব্বোক্তং তপশ্চরিতমিতি সূচিতম্ ॥২০॥
কস্মিন্নিতি। নিয়তব্রতঃ সাবিত্র্যুপাসনারূপনিয়মবান্। আদধে জনয়ামাস ॥২১॥
রাজেতি। মালব্যাং মালবদেশজাতায়াম্। শুক্লে পক্ষে, তারাপতিশ্চন্দ্রঃ ॥২২॥
প্রাপ্ত ইতি। রাজীবলোচনাং পদ্মনয়নাম্। ক্রিয়া জাতকর্ম্মাদিকাঃ ॥২৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তখন 'তাহাই হউক' এইভাবে সাবিত্রীর বাক্য স্বীকার করিয়া রাজা, সত্বর কন্যা হওয়ার জন্য পুনরায় সাবিত্রীকে প্রসন্ন করিলেন ॥১৯॥

তাহার পর সাবিত্রী অন্তর্হিত হইলে, রাজা আপন রাজধানীতে গমন করিলেন এবং ন্যায় অনুসারে প্রজা পালন করিতে থাকিয়া আপন রাজ্যেই বাস করিতে থাকিলেন ॥২০॥

কিছু কাল অতীত হইলে, নিয়তব্রতধারী সেই রাজা জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মমহিষীর গর্ভ উৎপাদন করিলেন ॥২১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! শুক্লপক্ষে আকাশে চন্দ্র যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মালবরাজনন্দিনীর সেই গর্ভ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২২॥

তাহার পর যথাসময়ে রাজমহিষী, পদ্মনয়না একটী কন্যা প্রসব করিলেন। তখন রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি আনন্দিত হইয়া সেই কন্যাটীর জাতকর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥২৩॥

সাবিত্রীমন্ত্রে হোম করায় সাবিত্রীদেবী প্রসন্ন হইয়া সেই কন্যাটী দান করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাহার নাম করিলেন—'সাবিত্রী' ॥২৪॥

(২২) রাজপুত্র্যাস্তু গর্ভঃ স মানব্যা ভরতর্ষভ।—বা ব কা নি।

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫॥
তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সংমেনিরে জনাঃ ॥২৬॥
তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবাধিতঃ ॥২৭॥
অথোপোষ্য শিরঃস্নাতা দেবতামভিগম্য সা।
হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্বিপ্রান্ বাচয়ামাস পর্ব্বণি ॥২৮॥
ততঃ সুমনসঃ শেষাঃ প্রতিগৃহ্য মহাত্মনঃ।
পিতুঃ সমীপমগমদ্দেবী শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯॥
সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাঃ পূর্ব্বং নিবেদ্য চ।
কৃতাঞ্জলির্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

সাবিত্র্যেতি। সাবিত্র্যা দেব্যা, সাবিত্র্যা সাবিত্রীমন্ত্রেণ ॥২৪॥
সেতি। বিগ্রহবতী মূর্ত্তিমতী, শ্রীর্লক্ষ্মীঃ ॥২৫॥
তামিতি। পৃথুশ্রোণীং বিশালনিতম্বাম্, কাঞ্চনীং স্বর্ণময়ীম্ ॥২৬॥
তামিতি। বরয়ামাস স্বয়ং প্রার্থয়ামাস, প্রতিবাধিতঃ অভিভূতঃ ॥২৭॥
অথেতি। শিরঃস্নাতা সশিরোমগ্না। বাচয়ামাস স্বস্তিবচনমিতি শেষঃ ॥২৮॥
তত ইতি। সুমনস ইষ্টদেবতায়াঃ, "সুমনাঃ পুষ্পমালত্যোঃ স্ত্রিয়াং না ধীরদেবয়োঃ" ইতি মেদিনী। শেষা দত্তনির্ম্মাল্যানি, "শেষা নির্ম্মাল্যদানে স্যাৎ" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৯॥

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যাটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে যথাকালে সে যৌবনে পদার্পণ করিল ॥২৫॥

তখন স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় সেই সুমধ্যমা ও বিশালনিতম্বা রাজকন্যাকে দেখিয়া 'ইনি দেবকন্যাই আসিয়াছেন' এইরূপ লোকেরা মনে করিতে লাগিল ॥২৬॥

কিন্তু তাহার তেজে অভিভূত হইয়া কোন যুবাই সেই পদ্মপলাশাক্ষী ও তেজস্বিনী কন্যাটীকে প্রার্থনা করিল না ॥২৭॥

তাহার পর সাবিত্রী কোন পর্ব্বতিথিতে মজ্জনস্নান করিয়া ইষ্টদেবতার গৃহে যাইয়া যথাবিধানে হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিপাঠ করাইলেন ॥২৮॥

তাহার পর মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় পরমসুন্দরী সাবিত্রী ইষ্টদেবতার নির্ম্মাল্য লইয়া মহাত্মা পিতার নিকট গমন করিলেন ॥২৯॥

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীম্।
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈর্নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥৩১॥

রাজোবাচ।

পুত্রি! প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২॥
প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্ ॥৩৩॥
শ্রুতং হি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি! গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। শেষা নির্ম্মাল্যানি। বরারোহা সুন্দরনিতম্বা সাবিত্রী ॥৩০॥
যৌবনেতি। দেবরূপিণীং দেবীবৎ সুন্দরীম্ ॥৩১॥
পুত্রীতি। বৃণোতি স্বাং প্রার্থয়তে। অন্বিচ্ছ মার্গয়, গুণৈর্বিদ্যাশীলাদিভিঃ ॥৩২॥
প্রেতি। প্রার্থিতঃ অভিমতঃ। বিমৃশ্য বিবিচ্য। বরয় বরত্বেন নিরূপয় ॥৩৩॥
শ্রুতমিতি। দ্বিজাতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ। গদতস্তদ্বদতঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুত্রার্থং প্রার্থনাবচনং নিসর্গেণাজ্ঞয়া ॥১৮॥ প্রতিজ্ঞয়াঙ্গীকৃত্য ॥১৯—২১॥ মানব্যা মনুপুত্র্যাঃ ॥২২—২৬॥ প্রতিবারিতোঽভিভূতঃ ॥২৭—২৮॥ সুমনস ইষ্টদেবতায়াঃ। "সুপর্ব্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশাঃ" ইত্যমরঃ। শেষাঃ প্রসাদপূর্ব্বকং দত্তানি মাল্যানি প্রসাদভূতা মালা ইত্যর্থঃ। "প্রসাদান্নিজনির্ম্মাল্যদানে শেষানুকীর্ত্তিতা" ইতি বিশ্বঃ ॥২৯—৩২॥ প্রার্থিত

সুন্দরনিতম্বা সাবিত্রী প্রথমে নির্ম্মাল্য দান করিয়া পরে পিতার চরণযুগলে নমস্কার করিয়া তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ॥৩০॥

তখন রাজা দেবরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতি দেখিয়া এবং বরগণ তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছে না জানিয়া দুঃখিত হইলেন ॥৩১॥

পরে রাজা বলিলেন—"পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অথচ কোন ব্যক্তিই আমার নিকট তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে না; অতএব তুমি নিজেই নিজের উপযুক্ত গুণবান্ পতির অন্বেষণ কর ॥৩২॥

তুমি যে পুরুষকে মনোনীত করিবে, তাহার বিষয় আমাকে জানাইবে। তার পর আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে দান করিব; অতএব তুমি অভীষ্ট বর নিরূপণ কর ॥৩৩॥

কল্যাণি! ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন পড়িবার সময়ে আমি যেমন শুনিয়াছি, তেমনই তাহা বলিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর ॥৩৪॥

অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥৩৫॥
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
ব্যাদিদেশানুযাত্রঞ্চ গম্যতামিত্যচোদয়ৎ ॥৩৭॥
সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব মনস্বিনী।
পিতুর্ব্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮॥
সা হৈমং রথমাস্থায় স্থবিরৈঃ সচিবৈর্বৃতা।
তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম হ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

অপ্রেতি। অপ্রদাতা কন্যায়াঃ, বাচ্যো নিন্দনীয়ঃ, অনুপযন্ ঋতৌ ভার্য্যামগচ্ছন্ ॥৩৫॥
ইদমিতি। ত্বর ত্বরস্ব। বাচ্যো নিন্দনীয়ঃ, যথাকালং কন্যায়া অদানাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৬॥
এবমিতি। অনুযাত্রং যানবাহনাদিকম্। অচোদয়ৎ প্রেরিতবান্ ॥৩৭॥
সেতি। আজ্ঞায় শ্রুত্বা। অবিচারিতং যথা স্যাত্তথা, পিতুরাদেশগৌরবাৎ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ইঙ্গিতঃ ॥৩৩—৩৪॥ বাচ্যো নিন্দ্যঃ, অনুপযন্ ঋতাবগচ্ছন্ ॥৩৫—৩৬॥ অনুযাত্রং যাত্রোপকরণং বাহনাদি ॥৩৭—৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৭॥

যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় পিতা; যে ভর্ত্তা ঋতুকালে ভার্য্যাগমন না করেন, তিনি নিন্দনীয় ভর্ত্তা এবং পিতার মৃত্যু হইলে যে পুত্র মাতাকে রক্ষা না করে, সেও নিন্দনীয় পুত্র ॥৩৫॥

আমার এই কথা শুনিয়া সত্বর ভর্ত্তার অন্বেষণ কর; যাহাতে দেবতারা আমার নিন্দা না করেন, তাহা কর" ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা এইরূপ বলিয়া সাবিত্রীকে ও বৃদ্ধমন্ত্রিগণকে যাইবার আদেশ করিলেন, যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং 'যাও' বলিয়া অনুমতি করিলেন ॥৩৭॥

তখন মনস্বিনী সাবিত্রী পিতার বাক্য শুনিয়া যেন লজ্জিত হইয়া তাঁহার চরণযুগলে নমস্কার করিয়া অবিচারিতভাবে নির্গত হইলেন ॥৩৮॥

(৩৮)...ব্রীড়িতেব তপস্বিনী—বা ব কা।

মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্‌।
বনানি ক্রমশস্তাত! সর্ব্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত ॥৪০॥
এবং তীর্থেষু সর্ব্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্ব্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

সেতি। হৈমং স্বর্ণময়ম্‌। রাজর্ষীণাং সবর্ণত্বাত্তত্র গমনস্যৈবৌচিত্যাৎ ॥৩৯॥

মান্যানামিতি। তাতেতি যুধিষ্ঠিরসম্বোধনম্‌। অভ্যগচ্ছত অভ্যগচ্ছৎ ॥৪০॥

এবমিতি। ধনোৎসর্গং ধনদানম্‌। দ্বিজমুখ্যানাং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবির-চিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তিনি স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া বৃদ্ধমন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রথমে রাজর্ষিগণের মনোহর তপোবনগুলিতে গমন করিলেন ॥৩৯॥

বৎস যুধিষ্ঠির! সাবিত্রী সেখানে মাননীয় বৃদ্ধগণের চরণে নমস্কার করিয়া ক্রমশঃ সকল বনে গমন করিলেন ॥৪০॥

এইভাবে রাজনন্দিনী সাবিত্রী সমস্ত তীর্থে যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে থাকিয়া সেই সেই দেশে গমন করিলেন” ॥৪১॥

—:*:—

* '…ঊনাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —পি, '…দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…ত্রিনবত্য-ধিকদ্বিশততমঃ…' —কা, '…চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —নি।

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ।
উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত! ॥১॥
ততোঽভিগম্য তীর্থানি সর্ব্বাণি চাশ্রমাংশ্চ সা।
আজগাম পিতুর্বেশ্ম সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২॥
নারদেন সহাসীনং সা দৃষ্ট্বা পিতরং শুভা।
উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবন্দনম্ ॥৩॥

নারদ উবাচ।

ক্ব গতাভূৎ সুতেয়ং তে কুতশ্চৈবাগতা নৃপ!।
কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪॥

অশ্বপতিরুবাচ।

কার্য্যেণ খল্বনেনৈব প্রেষিতাদ্যৈব চাগতা।
তমস্যাঃ শৃণু দেবর্ষে! ভর্ত্তা বৈ যোঽনয়া বৃতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। সমাগতঃ সম্মিলিতঃ সন্। কথাযোগেন নানাকথাপ্রসঙ্গেন ॥১॥

তত ইতি। ততস্তদা। আশ্রমাংশ্চ সর্বানিতি লিঙ্গবিপরিণামেনান্বয়ঃ ॥২॥

নারদেনেতি। আসীনমুপবিষ্টম্। উভয়োর্নারদপিত্রোঃ ॥৩॥

কেতি। যুবত্যবস্থায়ামপি কন্যায়া অদানং বিশেষকারণং বিনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভরতনন্দন! তাহার পর একদা মদ্ররাজ অশ্বপতি নারদের সহিত মিলিত হইয়া নানাকথার প্রসঙ্গে সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥১॥

সেই সময়ে সাবিত্রী সমস্ত তীর্থ ও আশ্রম বিচরণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পিতৃভবনে আগমন করিলেন ॥২॥

তখন কল্যাণী সাবিত্রী, নারদের সহিত পিতাকে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক-দ্বারা উভয়ের চরণেই নমস্কার করিলেন" ॥৩॥

নারদ বলিলেন—"রাজা! আপনার এই কন্যাটী কোথায় গিয়াছিল? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? এবং কি জন্যই বা আপনি এই যুবতি কন্যাকে পতিহস্তে দান করিতেছেন না"? ॥৪॥

---

(৫)...এতস্যাঃ শৃণু দেবর্ষে! ভর্ত্তারং যোঽনয়া বৃতঃ—বা ব কা নি।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা ব্রূহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সঞ্চোদিতা শুভা।
দৈবতস্যেব বচনং প্রতিগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥৬॥

সাবিত্র্যুবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্চান্ধো বভূব সঃ ॥৭॥
বিনষ্টচক্ষুষস্তস্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ।
সামীপ্যেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেঽস্মিন্ পূর্ব্ববৈরিণা ॥৮॥
স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্।
মহারণ্যগতশ্চাপি তপস্তেপে মহাব্রতঃ ॥৯॥
তস্য পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবৃদ্ধশ্চ তপোবনে।
সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কার্য্যেণেতি। কার্য্যেণ প্রয়োজনেন। অস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ সকাশাৎ ॥৫॥

সেতি। সঞ্চোদিতা বক্তুং প্রণোদিতা। দৈবতস্যেবেত্যাদরাতিশয়ার্থমুক্তম্ ॥৬॥

আসীদিতি। শাল্বেষু শাল্বদেশে। পৃথিবীপতিঃ রাজা ॥৭॥

বিনষ্টেতি। বালঃ পুত্রো যস্য তস্য। ছিদ্রে অন্ধত্বরূপেঽবকাশে ॥৮॥

স ইতি। বালো বৎসঃ পুত্রো যস্যাস্তয়া। মহাব্রতো বিশেষনিয়মবান্ ॥৯॥

অশ্বপতি বলিলেন—"দেবর্ষি! এই প্রয়োজনেই উহাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং অদ্যই আসিয়াছে; আর এ, যাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তাহার বিষয় উহার নিকটই শুনুন" ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"'বিস্তরক্রমে বল' এইরূপ পিতা আদেশ করিলে, কল্যাণী সাবিত্রী দেবতার বাক্যের ন্যায় পিতার বাক্য গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন" ॥৬॥

সাবিত্রী বলিলেন—"শাল্বদেশে 'দ্যুমৎসেন'-নামে এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি পরে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন ॥৭॥

সে রাজা বুদ্ধিমান্ বটেন, তবে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল এবং পুত্রও বালক ছিল বলিয়া সেই ফাঁকে নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বশত্রু তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়া নিয়াছে ॥৮॥

তাই তিনি বালপুত্রা ভার্য্যার সহিতই বনে গিয়াছেন এবং সে মহাবনে যাইয়াও বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিয়াছেন ॥৯॥

নারদ উবাচ।
অহোবত মহৎপাপং সাবিত্র্যা নৃপতে। কৃতম্।
অজানন্ত্যা যদনয়া গুণবান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১॥
সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২
বালস্যাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্।
চিত্রেঽপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥১৩॥
রাজোবাচ।
অপীদানীং স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজঃ।
ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪॥
নারদ উবাচ।
বিবস্বানিব তেজস্বী বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহেন্দ্র ইব শূরশ্চ বসুধেব ক্ষমান্বিতঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সংবৃদ্ধঃ সম্যগ্ বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। সত্যবান্ নাম ॥১০॥
অহো ইতি। পাপং পাপঘটিতমাত্মনোঽনিষ্টম্। অজানন্ত্যেতি নলোপাভাব আর্ষঃ ॥১১॥
নামকারণং নির্বক্তি—সত্যমিতি। স্বাশ্রয়জন্যত্বসম্বন্ধেন সত্যবত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥১২॥
নামান্তরকারণমাহ—বালস্যেতি। বিলিখতি বাহুল্যেন চিত্রয়তি স্ম ॥১৩॥
অপীতি। অপিশব্দঃ প্রশ্নে। পিতৃবৎসলঃ পিতৃভক্তঃ ॥১৪॥

তাঁহার পুত্র রাজধানীতেই জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু তপোবনে আসিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন; তাঁহার নাম—'সত্যবান্'। তিনি আমার সম্পূর্ণ অনুরূপ; তাই আমি মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি" ॥১০॥

নারদ বলিলেন—"হায় রাজা! সাবিত্রী নিজের গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে। যেহেতু এ, না জানিয়া গুণবান্ হইলেও সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছে ॥১১॥

উঁহার পিতা সত্য বলেন, মাতাও সত্য বলেন; সেই জন্যই ব্রাহ্মণেরা উঁহার নাম করিয়াছেন—'সত্যবান্' ॥১২॥

আর শৈশব অবস্থায় অশ্ব উঁহার প্রিয় ছিল, মৃন্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ করিত এবং চিত্রেও বিশেষরূপে অশ্ব চিত্রিত করিত; এই কারণে উঁহাকে 'চিত্রাশ্ব'ও বলে" ॥১৩॥

রাজা অশ্বপতি বলিলেন—"রাজপুত্র সত্যবান্ এখন তেজস্বী, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্, বীর ও পিতৃভক্ত হইয়াছেন ত?" ॥১৪॥

অশ্বপতিরুবাচ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যশ্চাপি সত্যবান্।
রূপবানপ্যুদারো বাপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬॥

নারদ উবাচ।

সাঙ্কৃতে রন্তিদেবস্য স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭॥
যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
রূপেণান্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী ॥১৮॥
স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স মৈত্রঃ সোঽনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯॥
নিত্যশশ্চার্জ্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্তস্যৈব চ ধ্রুবা।
সংক্ষেপতস্তপোবৃদ্ধৈঃ শীলবৃদ্ধৈশ্চ কথ্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বিবস্বানিতি। তেজস্বী অনভিভবনীয়স্বভাবঃ। মত্যৌ বুদ্ধৌ ॥১৫॥

অপীতি। ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণহিতঃ, সত্যবান্ সত্যপরায়ণঃ, "সত্যবাদী" ইতি পরোক্তেঃ ॥১৬॥

সাঙ্কৃতেরিতি। সঙ্কৃতেরপত্যং সাঙ্কৃতিস্তস্য। স্বশক্ত্যা স্বেচ্ছয়ৈব, ন তু পরপ্রয়োগেণ ॥১৭॥

যযাতিরিতি। রূপেণাশ্বিভ্যামন্যতমঃ অশ্বিনীকুমারতুল্যরূপবানিত্যর্থঃ ॥১৮॥

স ইতি। দান্তো বহিরিন্দ্রিয়দমনশীলঃ। সত্যঃ সত্যব্যবহারী, সংযতেন্দ্রিয়ো জিতচিত্তঃ। মৈত্রো মিত্রহিতৈষী, হ্রীমান্ লজ্জাশীলঃ, দ্যুতিমান্ কান্তিমান্ ॥১৯॥

নিত্যশ ইতি। আর্জ্জবং সরলতা, স্থিতিঃ মান্যজনমাননাদিরূপা মর্য্যাদা ॥২০॥

নারদ বলিলেন—"সত্যবান্ এখন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রের ন্যায় বীর এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান্ হইয়াছেন" ॥১৫॥

অশ্বপতি বলিলেন—"সে রাজপুত্র—দাতা, ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যপরায়ণ, রূপবান্, উদারস্বভাব এবং প্রিয়দর্শন হইয়াছেন কি না?" ॥১৬॥

নারদ বলিলেন—"সত্যবান্ আপন ইচ্ছাকৃত দানে সঙ্কৃতিপুত্র রন্তিদেবের তুল্য এবং উশীনরপুত্র শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণহিতৈষী ও সত্যবাদী হইয়াছেন ॥১৭॥

আর তিনি—যযাতির ন্যায় উদারস্বভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনীকুমারদের ন্যায় রূপবান্ হইয়াছেন ॥১৮॥

এবং তিনি—দান্ত, কোমল, বীর, সত্যব্যবহারী, সংযতচিত্ত, বন্ধুহিতৈষী, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল ও লাবণ্যশালী হইয়াছেন ॥১৯॥

---

(১৬)···ব্রহ্মণ্যশ্চাপি বীর্য্যবান্—পি।

অশ্বপতিরুবাচ।

গুণৈরুপেতং সর্ব্বৈস্তং ভগবান্ প্রব্রবীতি মে।
দোষানপ্যস্য মে ব্রূহি যদি সন্তীহ কেচন ॥২১॥

নারদ উবাচ।

এক এবাস্য দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যঃ পরিবর্ত্তিতুম্ ॥২২॥
একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽদ্যপ্রভৃতি সত্যবান্।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৩॥

রাজোবাচ।

এহি সাবিত্রি! গচ্ছস্ব অন্যং বরয় শোভনে!।
তস্য দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

গুণৈরিতি। দোষানপি ব্রূহি, অন্যথা "অহোবত মহৎপাপম্" ইতি শ্লোক্তির্ন যুজ্যতে ॥২১॥
এক ইতি। আক্রম্য অভিভূয়। পরিবর্ত্তিতুং পরিবর্ত্তয়িতুম্ ॥২২॥
এক ইতি। দেহন্যাসং দেহত্যাগম্। দেহন্যাসকরণমেব স দোষ ইত্যর্থঃ ॥২৩॥
এহীতি। দোষঃ অল্পায়ুষ্ট্বম্। মরণেনৈব সর্ব্বগুণাবসানাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

আর তপোবৃদ্ধ ও স্বভাববৃদ্ধেরা সংক্ষেপে বলিয়া থাকেন যে, সত্যবানে সর্ব্বদাই সরলতা ও মর্য্যাদাজ্ঞান রহিয়াছে" ॥২০॥

অশ্বপতি বলিলেন—"আপনি আমার নিকট সত্যবান্‌কে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিতেছেন; কিন্তু উহার যদি কোন দোষ থাকে, তাহাও আমার নিকট বলুন" ॥২১॥

নারদ বলিলেন—"সত্যবানের একটা দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে। সে দোষকে কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না ॥২২॥

সত্যবানের একটা দোষই আছে, অন্য দোষ নাই। সে দোষ এই যে—আজ হইতে একবৎসরের সময়ে সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইবে এবং সে তখন দেহত্যাগ করিবে" ॥২৩॥

অশ্বপতি বলিলেন—"আয় সাবিত্রি! তুই যা, যেয়ে অন্য বর পছন্দ কর্। কারণ, সত্যবানের সেই একটা গুরুতর দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে ॥২৪॥

(২১)...ভগবন্। প্রব্রবীতি মে—বা ব কা। (২২)...ন শক্যশ্চাভিবর্ত্তিতুম্—বা ব কা নি।

যথা মে ভগবানাহ নারদো দেবসৎকৃতঃ।
সংবৎসরেণ সোঽল্পায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৫॥

সাবিত্র্যুবাচ।

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥২৬॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। দেবৈরপি সৎকৃতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদাদৃতঃ। নারদবচনং মিথ্যা ভবিতুং নার্হতীত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

সকৃদিতি। অংশিভিঃ সোদরাদিভিঃ সম্যক্ ক্রিয়মাণঃ অংশঃ পৈতৃকাদিধনভাগঃ, সকৃৎ একবারমেব, নিপততি অংশিবিশেষে বর্ত্ততে, ন দ্বিতীয়বারম্, স্বব্যবস্থয়া অংশিবিশেষে সকৃন্নিপাতেনৈব অংশান্তরস্য স্বত্বনাশাৎ বিভাগস্য চ স্বত্বমূলকত্বাদিতি ভাবঃ। কন্যা সকৃদেব প্রদীয়তে, পিত্রাদিনা কন্যয়া আত্মনা বা, ন দ্বিতীয়বারম্। দ্রব্যান্তরদানেঽপি দাতা সকৃদেব দদানীত্যাহ, ন দ্বিতীয়বারম্, সকৃদ্দানেন দানবচনেন চ দাতুঃ স্বত্বনাশাৎ দানস্যাপি স্বত্বমূলকত্বাদিত্যাশয়ঃ। ত্রীণ্যেতানি ত্রয়াণামেতেষাং প্রত্যেকমেব সকৃৎ সকৃদেব ভবতি, ন পুনর্দ্বিরাদি। তথা চ ময়া মনসা সত্যবত এব সকৃদাত্মদানেন বরান্তরায় তদ্দানং ন সম্ভবতি তেনৈব ময়ি মৎস্বত্বনাশাদিতি সমুদায়াশয়ঃ। নবমাধ্যায়ে মনুবচনমপ্যবিকলমীদৃশমেব। উদ্বাহতত্ত্বাদৌ স্মার্ত্তাদিনাপীদং ধৃতম্ ॥২৬॥

ফলিতার্থমাহ—দীর্ঘেতি। বৃতো মনসা, ভর্ত্তা সত্যবান্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি। কথাযোগেন কথাপ্রসঙ্গেন ॥১—৭॥ সামীপ্যেন সমীপবাসিনা, ছিদ্রে অন্বস্থে সতি ॥৮—৯॥ সত্যবান্নামতঃ ॥১০—১৩॥ তেজস্বী প্রতাপবান্ বুদ্ধিমান্ বা, বা শব্দশ্চার্থে ॥১৪—১৬॥ সাঙ্কৃতেঃ সঙ্কৃতিপুত্রস্য ॥১৭—২১॥ আক্রম্যাভিভূয় ॥২২—২৬॥ অংশঃ কাষ্ঠ-

দেবগণেরও সম্মানিত ভগবান্ নারদ আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে অল্পায়ু সেই সত্যবান্ একবৎসর পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ করিবে" ॥২৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—"অংশীর অংশে একবারমাত্রই ধনের ভাগ পড়ে, একবারমাত্রই কন্যাদান করা হয় এবং অন্য বস্তুদানের সময়েও একবারমাত্রই 'দদানি' শব্দ বলা হয়; সুতরাং এই তিনটা কার্য্যের প্রত্যেকটাই এক একবারমাত্রই হইয়া থাকে ॥২৬॥

অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন বা অল্পায়ুই হউন, কিংবা সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন; আমি একবার তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি বলিয়া অন্য পুরুষকে আর বরণ করিতে পারি না ॥২৭॥

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮॥

নারদ উবাচ।

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ! সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব।
নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন ॥২৯॥
নান্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ।
প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব ॥৩০॥

রাজোবাচ।

অবিচার্য্যমেতদুক্তং তথ্যঞ্চ ভবতা বচঃ।
করিষ্যাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১॥

নারদ উবাচ।

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।
সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সর্ব্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অথ মনসা বরণমকিঞ্চিৎকরমিত্যাহ—মনসেতি। মনসা বরণস্থৈব মূলত্বমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

স্থিরেতি। স্থিরা সত্যবতো বরণ এব নিশ্চলা। তৎফলমাহ—নেতি ॥২৯॥

নেতি। প্রদানমেব সত্যবতে ইতি শেষঃ ॥৩০॥

অবীতি। অবিচার্য্যং ন্যায্যান্যায্যতয়া ন বিচারণীয়ম্, তথ্যং সত্যঞ্চ ॥৩১॥

অবিঘ্নমিতি। বিঘ্নস্যাভাবঃ অবিঘ্নম্। সাধয়িষ্যামি গমিষ্যামি, "প্রায়েণ গ্যন্তকঃ সাধির্গমেঃ স্থানে প্রযুজ্যতে" ইতি সাহিত্যদর্পণাৎ। ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৩২॥

মানুষ প্রথমে মনে মনে কার্য্য স্থির করিয়া পরে মুখে বলে এবং তাহার পর সে কার্য্য করে; সুতরাং আমার মনই এবিষয়ে প্রমাণ" ॥২৮॥

নারদ বলিলেন—"নরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি স্থির হইয়াছে; সুতরাং ইহাকে কোন প্রকারেই এ ধর্ম্ম হইতে নিবারণ করিতে পারা যাইবে না ॥২৯॥

বস্তুতও সত্যবানের যে সকল গুণ আছে, তাহা অন্য পুরুষের নাই; অতএব আপনার কন্যাকে সত্যবানের হস্তে দান করাই আমার অভিপ্রেত" ॥৩০॥

রাজা বলিলেন—"আপনি এটা অবিচার্য্য সত্য কথাই বলিয়াছেন; অতএব আমি এইরূপই ইহা করিব। কারণ, আপনি আমার গুরু" ॥৩১॥

নারদ বলিলেন—"কন্যা সাবিত্রীর প্রদানে যেন আপনার কোন বিঘ্ন হয় না; আমি যাইব, আপনাদের সকলের মঙ্গল হউক" ॥৩২॥

---

(৩১) অবিচাল্যমেতদুক্তম্—বা ব কা নি।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা খমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ।
রাজাপি দুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমানিন্যে চ তৎ সর্ব্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সজ্জং সংগৃহীতম্, বৈবাহিকং বিবাহোপকরণম্ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

অথেতি। তমেবার্থং নারদোক্তমেব বিষয়ং সত্যবতোঽল্পায়ুষ্ট্বম্। ভাণ্ডমুপকরণম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

পাষাণাদেঃ শকলঃ, শকৃন্নিপততি কৃতস্য করণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৬—৩০॥ যত্তৎ সাবিত্র্যা বচনমবিচাল্যং ভবতা চ তথ্যমুক্তম্ ॥৩১॥ সাধয়িষ্যামি গমিষ্যামি, ধাতূনামনেকার্থত্বাদ্-গত্যর্থোঽয়ম্ ॥৩২—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"এইরূপ বলিয়া নারদ আকাশে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন; রাজাও কন্যাবিবাহের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করাইলেন" ॥৩৩॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর রাজা অশ্বপতি কন্যাদানের বিষয়ে সত্যবানের অল্প আয়ুর বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিয়া বিবাহের সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন ॥১॥

---

* '…অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…চতুর্নবত্য-ধিকদ্বিশততমঃ…'—কা, '…পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্ব্বানৃত্বিজঃ সপুরোহিতান্।
সমাহূয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া ॥২॥
মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ দ্যুমৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ ॥৩॥
তত্রাপশ্যন্মহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্।
কৌশ্যাং বৃষ্যাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪॥
স রাজা তস্য রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্হতঃ।
বাচা সুনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫॥
তস্যার্ঘমাসনঞ্চৈব গাঞ্চাবেদ্য স ধর্ম্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬॥

অশ্বপতিরুবাচ।

সাবিত্রী নাম রাজর্ষে! কন্যেয়ং মম শোভনা।
তাং স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ! স্নুষার্থে ত্বং গৃহাণ মে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ঋত্বিজঃ শ্রৌতকর্ম্মকরাঃ, পুরোহিতাশ্চ স্মার্ত্তাদিকর্ম্মকরাঃ ॥২॥
মেধ্যেতি। মেধ্যং পবিত্রমরণ্যং যত্র তম্। নৃপঃ অশ্বপতিঃ ॥৩॥
তত্রেতি। শালবৃক্ষং তত্তলম্। কৌশ্যাং কুশময্যাম্, বৃষ্যাম্ ঋষ্যাসনে ॥৪॥
স ইতি। রাজা অশ্বপতিঃ, রাজর্ষের্দ্যুমৎসেনস্য। সুনিয়তোঽতীববিনয়ী ॥৫॥
তস্যেতি। তস্য অশ্বপতেঃ। রাজা দ্যুমৎসেনঃ, রাজানমশ্বপতিম্ ॥৬॥

তদনন্তর তিনি সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া কন্যা সাবিত্রীর সহিত শুভ দিনে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥২॥

ক্রমে রাজা অশ্বপতি পবিত্র তপোবনে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে যাইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত পাদচারেই রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন—অন্ধ মহাত্মা দ্যুমৎসেনরাজা তখন একটা শালবৃক্ষের তলে ঋষিযোগ্য কুশময় আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪॥

তখন অশ্বপতিরাজা, রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া বাক্সংযত হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন ॥৫॥

তখন ধর্ম্মবিৎ দ্যুমৎসেনরাজা অশ্বপতিরাজাকে আসন, অর্ঘ ও একটী গো নিবেদন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

---

(৬) শ্লোকাৎ পরং কতিপয়পুস্তকে অয়মধিকঃ শ্লোকো দৃশ্যতে। যথা—"তস্য সর্ব্বমভিপ্রায়মিতিকর্ত্তব্যতাঞ্চ তাম্। সত্যবন্তং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বমেব ন্যবেদয়ৎ ॥"

দ্যুমৎসেন উবাচ।

চ্যুতাঃ স্ম রাজ্যাদ্বনবাসমাশ্রিতাশ্চরাম ধর্ম্মং নিয়তাস্তপস্বিনঃ।
কথং ত্বনর্হা বনবাসমাশ্রমে সহিষ্যতি ক্লেশমিমং সুতা তব ॥৮॥

অশ্বপতিরুবাচ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবাত্মকং যদা বিজানাতি সুতাহমেব চ।
ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং বিনিশ্চয়েনাভিগতোঽস্মি তে নৃপ ! ॥৯॥
আশাং নার্হসি মে হন্তুং সৌহৃদাৎ প্রণতস্য চ।
অভিতশ্চাগতং প্রেম্ণা প্রত্যাখ্যাতুং ন মার্হসি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সাবিত্রীতি। স্নুষার্থে পুত্রবধূত্বনিমিত্তে। মে মম সকাশাৎ ॥৭॥

চ্যুতা ইতি। অনর্হা ক্লেশসহনাযোগ্যা, বনবাসং বনবাসজনিতম্ ॥৮॥

সুখমিতি। ভবাভবাত্মকম্ উৎপদ্যমানানুৎপদ্যমানস্বরূপম্, কদাচিদুৎপদ্যতে কদাচিচ্চ নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। বিনিশ্চয়েন ত্বমবশ্যমেবৈনাং গ্রহীষ্যসীতি বিশেষনির্ণয়েন ॥৯॥

আশামিতি। অভিতো ভবৎসমীপে, আগতং মা মাম্ ॥১০॥

অশ্বপতি বলিলেন—"ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষি! সাবিত্রীনাম্নী এই সুন্দরী কন্যাটী আমার; আপনি ইহাকে আপন ধর্ম্ম অনুসারে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন" ॥৭॥

দ্যুমৎসেন বলিলেন—"রাজা! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনবাস অবলম্বন করিয়া, তপস্বীর নিয়মে ধর্ম্মাচরণ করিতেছি। ওদিকে আপনার কন্যা কষ্টভোগের অযোগ্যা; সুতরাং সে, আশ্রমে থাকিয়া এই বনবাসের কষ্ট কি করিয়া সহ্য করিবে"? ॥৮॥

অশ্বপতি বলিলেন—"রাজর্ষি! সুখ ও দুঃখ কখনও উৎপন্ন হয় এবং কখনও উৎপন্ন হয় না; ইহা যখন আমার কন্যা জানে এবং আমিও জানি, তখন আমার মত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য বলা আপনার সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, আপনি অবশ্যই আমার কন্যা গ্রহণ করিবেন—এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি ॥৯॥

তা'র পর, আমি সৌহার্দ্দবশতই আপনার নিকট প্রণত হইয়াছি; এ অবস্থায় আপনি আমার আশাভঙ্গ করিতে পারেন না এবং প্রণয়বশতই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি; সুতরাং আমাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন না ॥১০॥

(৮)···নিবৎস্যতে ক্লেশমিমম্—বা ব কা,···নিবৎস্যতি ক্লেশমিমম্—পি।

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং মমাহং তবাপি চ।
স্নুষাং প্রতীচ্ছ মে কন্যাং ভার্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১১॥

দ্যুমৎসেন উবাচ।

পূর্ব্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ।
ভ্রষ্টরাজ্যস্ত্বহমিতি তত এতদ্বিচারিতম্ ॥১২॥
অভিপ্রায়স্ত্বয়ং যো মে পূর্ব্বমেবাভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
স নির্ব্বর্ত্ততু মেঽদ্যৈব কাঙ্ক্ষিতো হ্যসি মেঽতিথিঃ ॥১৩॥
ততঃ সর্ব্বান্ সমানায্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতুর্নৃপৌ ॥১৪॥
দত্ত্বা সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং যথার্হঞ্চ পরিচ্ছদম্।
যযৌ স্বমেব ভবনং যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। অনুরূপঃ কুলাদিনা সমানঃ, অতএব যুক্তঃ অস্মিন্ সম্বন্ধে যোগ্যঃ ॥১১॥
পূর্ব্বমিতি। ইতি ইদানীং ভ্রষ্টরাজ্যঃ। বিচারিতং বিচার্য্যোক্তম্ ॥১২॥
অভীতি। অভিপ্রেয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ সম্বন্ধঃ। নির্ব্বর্ত্ততু নিষ্পদ্যতাম্ ॥১৩॥
তত ইতি। সমুদ্বাহং সাবিত্রীসত্যবতোর্বিবাহম্ ॥১৪॥
দত্ত্বেতি। যথার্হং যথাযোগ্যম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি। ভাণ্ডং বৈবাহিকমুপকরণং বিবাহোচিতম্ ॥১—৩॥ কৌশ্যাং কুশময্যাম্, বৃষ্যাসনে ॥৪॥ আত্মনিবেদনমশ্বপতিরহমিতি জ্ঞাপনম্ ॥৫—৮॥ ভবাভবাত্মকমুৎপত্তি-বিনাশাত্মকম্, তে ত্বাং প্রতি ॥৯॥ মা মাম্ ॥১০—১২॥ নির্ব্বর্ত্ততু নিষ্পদ্যতাম্ ॥১৩—১৪॥

আপনি আমার অনুরূপ ও যোগ্য এবং আমিও আপনার অনুরূপ ও যোগ্য; অতএব আপনি আমার এই কন্যাটীকে নিজের পুত্রবধূ এবং সাধু সত্যবানের ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন" ॥১১॥

দ্যুমৎসেন বলিলেন—"রাজা। আমি পূর্ব্বে আপনার সহিত সম্বন্ধের ইচ্ছা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এখন আমি রাজ্যভ্রষ্ট; সেই জন্যই এইরূপ বলিয়াছি ॥১২॥

আমি পূর্ব্বেই যাহা কামনা করিয়াছিলাম; সে সম্বন্ধ অদ্যই নিষ্পন্ন হউক। আপনি ত আমার বাঞ্ছিত অতিথি" ॥১৩॥

তাহার পর রাজারা দুই জনে মিলিত হইয়া, আশ্রমবাসী সকল ব্রাহ্মণকে আনাইয়া যথাবিধানে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন ॥১৪॥

সত্যবানপি তাং ভার্য্যাং লব্ধ্বা সর্ব্বগুণান্বিতাম্ ।
মুমুদে সা চ তং লব্ধ্বা ভর্ত্তারং মনসেপ্সিতম্ ॥১৬॥
গতে পিতরি সর্ব্বাণি সংন্যস্যাভরণানি সা ।
জগৃহে বল্কলান্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ ॥১৭॥
পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদদে ॥১৮॥
শ্বশ্রূং শরীরসংস্কারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্বাচাং সংযমনেন চ ॥১৯॥
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সত্যবানিতি । মুমুদে আনন্দ, সা সাবিত্রী চ ॥১৬॥

গত ইতি । সংন্যস্য পরিত্যজ্য । জগৃহে, বনবাসোপযোগিত্বাৎ ॥১৭॥

পরীতি । পরিচারৈঃ শুশ্রূষাভিঃ, প্রশ্রয়েণ প্রণয়েন ॥১৮॥

শ্বশ্রূমিতি । আচ্ছাদনাদিভির্বসনার্পণাদিভিঃ । দেবসৎকারৈর্দেবপূজাদ্রব্যায়োজনাদিভিঃ শমেন চিত্তসংযমেন । রহো নির্জ্জনে উপচারেণ পরিচর্য্যয়া ॥১৯—২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সপরিচ্ছদং পারিবর্হসহিতম্ ॥১৫—১৭॥ পরিচারৈঃ সেবনৈঃ, গুণৈঃ শীলসত্যাদিভিঃ, প্রশ্রয়ে স্নেহেন, দমেন জিতেন্দ্রিয়তয়া, সর্ব্বকামক্রিয়াভিঃ সর্ব্বেষামিষ্টসম্পাদনেন ॥১৮—২২॥

ইতিশ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৯

রাজা অশ্বপতি কন্যা ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ দান করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেলেন ॥১৫॥

সত্যবান্ও সর্ব্বগুণান্বিত সাবিত্রীকে ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন সাবিত্রীও মনোঽভীষ্ট সত্যবান্কে পতি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৬॥

পিতা অশ্বপতি চলিয়া গেলে সাবিত্রী সমস্ত অলঙ্কার পরিত্যাগ করি: বল্কল ও গৈরিক বস্ত্রই ধারণ করিলেন ॥১৭॥

ক্রমে সাবিত্রী—পরিচর্য্যা, গুণ, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন এবং সকলের মনোমত কার্য্যদ্বারা সকলেরই সন্তোষ আকর্ষণ করিলেন ॥১৮॥

শরীরসম্মার্জ্জন ও বস্ত্র সমর্পণপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষাদ্বারা শ্বশ্রূদেবীকে দেবপূজার দ্রব্য আয়োজন ও মধুর বাক্যপ্রভৃতিদ্বারা শ্বশুরকে এবং নির্জ্জনে প্রিয়বাক্য, কার্য্যনৈপুণ্য, চিত্তসংযম ও শুশ্রূষাদ্বারা ভর্ত্তাকে সাবিত্রী সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১৯—২০॥

এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সতাম্।
কালস্তপস্যতাং কশ্চিদপাক্রামত ভারত! ॥২১॥
সাবিত্র্যাস্তু শয়ানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাশ্চ দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন।
প্রাপ্তঃ স কালো মর্ত্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ। ॥১॥
গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে।
যদ্বাক্যং নারদেনোক্তং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। অপাক্রামত অতীতবান্ ॥২১॥

সাবিত্র্যা ইতি। তদ্বাক্যং "সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি" ইতি বাক্যম্ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। কালে দিনমাসাত্মকে, অন্যথা সংবৎসরাধিক্যে নারদোক্তির্মিথ্যা স্যাৎ ॥১॥

ভরতনন্দন! এইভাবে সেই আশ্রমে বাস ও তপস্যা করিবার সময়ে সেই সাধুগণের কিছুকাল অতীত হইল ॥২১॥

কিন্তু সাবিত্রী শয়নই করুন বা বসিয়াই থাকুন, নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা দিবারাত্রিই তাঁহার মনে পড়িত" ॥২২॥

—:*:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"রাজা! তাহার পর বহুদিন অতীত হইলে, সত্যবান্ যে দিন মরিবেন, সেই দিন প্রায় উপস্থিত হইয়া আসিল ॥১॥

* '...একাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ ...'—পি, '...চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...'—বা ব, '...পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...'—কা, '...ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...'—নি।

চতুর্থেহহনি মর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাহভবৎ ॥৩॥
তং শ্রুত্বা নিয়মং তস্যা ভৃশং দুঃখান্বিতো নৃপঃ।
উত্থায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৪॥
অতিতীব্রোহয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে!।
তিসৃণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্ ॥৫॥
সাবিত্র্যুবাচ।
ন কার্য্যস্তাত! সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

গণয়ন্ত্যা ইতি। বাক্যং "সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি" ইতি প্রাগুক্তম্ ॥২॥

চতুর্থ ইতি। ভাবিনী সত্যবতো মরণনিবারণচেষ্টাশালিনী, "ভাবঃ সত্তাস্বভাবাভি-প্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু" ইত্যমরঃ। ব্রতমুপবাসরূপম্। একং দিবারাত্রং স্থিতা প্রায়েণাতিক্রান্তা ॥৩॥

তমিতি। নিয়মং ব্রতম্। নৃপো দ্যুমৎসেনঃ। পরিসান্ত্বয়ন্ কোমলবাক্যং প্রযুঞ্জানঃ ॥৪॥

অতীতি। আরভ্যত ইত্যারম্ভো ব্রতম্। বসতীনাং রাত্রীণাম্, "বসতী রাত্রিবেশ্মনোঃ" ইত্যমরঃ, স্থানম্ উপবাসেনাবস্থিতিঃ, পরমদুশ্চরং ত্বৎপক্ষে অতীবদুষ্করম্ ॥৫॥

নেতি। পারয়িষ্যামি সমাপয়িতুং শক্ষ্যামি। ব্যবসায় উদ্যমঃ, কারণং কার্য্যমাত্রস্য ॥৬॥

ওদিকে এক একটী দিন অতীত হইত, আর সাবিত্রী তাহা গণনা করিতেন। কারণ, নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বাক্য সর্ব্বদাই সাবিত্রীর মনে পড়িত ॥২॥

তা'র পর, চতুর্থদিনে সত্যবান্ মরিবেন—ইহা ভাবিয়া ভাবিনী সাবিত্রী ত্রিরাত্র উপবাস ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া এক দিবারাত্র উপবাসিনী থাকিলেন ॥৩॥

তাহার পর সাবিত্রীর সেই ব্রতারম্ভের কথা শুনিয়া দ্যুমৎসেনরাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উঠিয়া যাইয়া কোমলবাক্যে সাবিত্রীকে বলিলেন—॥৪॥

"রাজকন্যা! তুমি অতিদারুণ এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছ। কারণ, তিন রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা তোমার পক্ষে অতিদুষ্কর হইবে" ॥৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—"পিতা! আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি এ ব্রত সমাপ্ত করিতে পারিব। কেন না, উদ্যমই কার্য্যমাত্রের কারণ; সুতরাং আমি উদ্যম করিয়াই এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছি" ॥৬॥

---

(৫) শ্লোকাৎ পরম্ 'দ্যুমৎসেন উবাচ'—বা ব কা পি।

দ্যুমৎসেন উবাচ।

ব্রতং ভিন্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে ॥৮॥
শ্বো ভূতে ভর্তৃমরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ।।
দুঃখান্বিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত ॥৯॥
অদ্য তদ্দিবসঞ্চেতি হুত্বা দীপ্তং হুতাশনম্।
যুগমাত্রোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১০॥
ততঃ সর্ব্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রূং শ্বশুরমেব চ।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্ব্যেণ প্রাঞ্জলির্নিয়তা স্থিতা ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রতমিতি। ভিন্ধি পরিত্যজ। ন শক্তঃ, ধর্ম্মব্যাঘাতাৎ। পারয়স্ব পারণাং কুরু ॥৭॥
এবমিতি। তিষ্ঠন্তী দণ্ডায়মানা, কাষ্ঠভূতেব নিশ্চলা, লক্ষ্যতে স্ম জনৈঃ ॥৮॥
শ্ব ইতি। শ্বঃ পরদিনে ভূতে সতি। ব্যত্যবর্ত্তত অতীতাভবৎ ॥৯॥
অদ্যেতি। যুগমাত্রোদিতে আকাশস্থ হস্তচতুষ্টয়মাত্রোত্থিতে। "যুগং হস্তচতুষ্কেঽপি" ইত্যাদি বিশ্বঃ। আনুপূর্ব্ব্যেণ বয়োবৃদ্ধাদিক্রমেণ, নিয়তা স্থিরা ॥১০—১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ বসতীনাং স্থানং ভোজনত্রয়নিরোধঃ, উপবসতীত্যাদৌ বসতে-স্তাদর্থ্যদর্শনাৎ ॥৫॥ পারয়িষ্যামি সমাপয়িষ্যামি, ব্যবসায়কৃতমুদ্যোগকৃতম্ ॥৬—৯॥ যুগং হস্তচতুষ্কম্, তাবদুদিতে উপরি যাতে ॥১০—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫০॥

দ্যুমৎসেনরাজা বলিলেন—"'তুমি ব্রত পরিত্যাগ কর' একথা আমি কোন প্রকারেই তোমাকে বলিতে পারি না। তবে, আমার মত লোক এই সঙ্গত কথা বলিতে পারেন যে, 'তুমি পারণা কর'" ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"এইরূপ বলিয়া মহামনা দ্যুমৎসেন বিরত হইলেন। আর তত্রত্য লোকেরা দেখিতে লাগিল—সাবিত্রী একখানা কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন ॥৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরদিনে ভর্তার মৃত্যু হইবে—ইহা ভাবিয়া দুঃখিতা ও দণ্ডায়-মানা সাবিত্রীর সে রাত্রি অতীত হইল ॥৯॥

'আজ সেই দিন' ইহা ভাবিয়া সাবিত্রী প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়া

অবৈধব্যাশিষস্তে তু সাবিত্র্যর্থে হিতাঃ শুভাঃ।
ঊচুস্তপস্বিনঃ সর্ব্বে তপোবননিবাসিনঃ ॥১২॥
এবমস্ত্বিতি সাবিত্রী ধ্যানযোগপরায়ণা।
মনসা তা গিরঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যগৃহ্লাত্তপস্বিনাম্ ॥১৩॥
তং কালং তং মুহূর্ত্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা।
যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী সুদুঃখিতা ॥১৪॥
ততস্তু শ্বশ্রূশ্বশুরাবূচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্।
একান্তমাস্থিতাং বাক্যং প্রীত্যা ভরতসত্তম। ॥১৫॥
ব্রতং যথোপদিষ্টং তে তথা তৎ পারিতং ত্বয়া।
আহারকালঃ সংপ্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অবৈধব্যেতি। অবৈধব্যস্য আশিষ আশীর্ব্বাদান্ ॥১২॥
এবমিতি। ধ্যানযোগ ইষ্টদেবতায়াশ্চিন্তাধারাসম্বন্ধস্তৎপরায়ণা ॥১৩॥
তমিতি। কালং বেলাম্, মুহূর্ত্তং ক্ষণম্, প্রতীক্ষন্তী প্রতীক্ষমাণা আসীৎ ॥১৪॥
তত ইতি। তাং সাবিত্রীম্। একান্তমেকদেশম্, আস্থিতামাশ্রিতাম্ ॥১৫॥
ব্রতমিতি। পারিতং সমাপয়িতুং শক্তম্। সংপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥১৬॥

এবং পূর্ব্বাহ্ণবিহিত কার্য্য করিয়া, সূর্য্য আকাশের চারি হাতমাত্র উঠিলে, তখন সমস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শাশুরী ও শ্বশুরকে যথাক্রমে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১০—১১॥

তখন তপোবনবাসী সেই সকল তপস্বী সাবিত্রীর বিষয়ে হিত ও মঙ্গলকারী অবৈধব্যের আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥১২॥

ইষ্টদেবতার ধ্যানপরায়ণা সাবিত্রীও 'ইহাই হউক' এইরূপ মনে মনে বলিয়া তপস্বিগণের সেই সকল আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

তাহার পর রাজনন্দিনী সাবিত্রী পূর্ব্বোক্ত নারদবাক্য স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই বেলা ও সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর শ্বশুর ও শাশুরী স্নেহবশতঃ একান্তবর্ত্তিনী রাজনন্দিনী সাবিত্রীকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

"কল্যাণি! তোমার নিকট যেভাবে ব্রতের উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি সেইভাবেই সে ব্রত সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছ; এখন আহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং পরে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর" ॥১৬॥

(১৫) শ্লোকাৎ পরম্ 'শ্বশুরাবূচতুঃ'—বা ব কা পি।

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকার্য্যয়া।
এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সম্ভাষমাণায়াং সাবিত্র্যাং ভোজনং প্রতি।
স্কন্ধে পরশুমাদায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮॥
সাবিত্রী ত্বাহ ভর্ত্তারং নৈকস্ত্বং গন্তুমর্হসি।
সহ ত্বয়া গমিষ্যামি নহি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯॥

সত্যবানুবাচ।

বনং ন গতপূর্ব্বং তে দুঃখঃ পন্থাশ্চ ভাবিনি!।
ব্রতোপবাসক্ষামা চ কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যসি ॥২০॥

সাবিত্র্যুবাচ।

উপবাসান্ন মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ।
গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মার্হসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অস্তমিতি। কৃতং কার্য্যমবশিষ্টং কর্ত্তব্যং যয়া তয়া সত্যা। সময়ো নিয়মঃ ॥১৭॥
এবমিতি। সম্ভাষমাণায়াং বদন্ত্যাম্। প্রস্থিতঃ কাষ্ঠমানেতুমিতি শেষঃ ॥১৮॥
সাবিত্রীতি। আহ ব্রবীতি স্ম। হাতুং ত্যক্তুম্ ॥১৯॥
বনমিতি। তে ত্বয়া, দুঃখো দুঃখকরঃ। ব্রতোপবাসেন ক্ষামা ক্ষীণবলা ॥২০॥

সাবিত্রী বলিলেন—"সূর্য্য অস্ত গেলে, আমি অবশিষ্ট কার্য্য করিয়া পরে ভোজন করিব; ইহাই আমার মনের সঙ্কল্প এবং এইরূপ নিয়মই আমি করিয়াছিলাম" ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সাবিত্রী ভোজনের বিষয়ে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে কুঠার লইয়া বনে যাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি একাকী যাইতে পারিবেন না, আমি আপনার সহিত যাইব; আমি আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করি না" ॥১৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—"ভাবিনি! তুমি পূর্ব্বে বনে যাও নাই, পথও কষ্টজনক এবং উপবাসে তোমার শক্তিও ক্ষীণ হইয়াছে; সুতরাং তুমি কি করিয়া পদব্রজে গমন করিবে?" ॥২০॥

---

(১৭)...ভোক্তব্যং কৃতকাময়া—বা ব কা নি। (১৮) এবং সম্ভাবমাণায়াঃ সাবিত্র্যাঃ—বা ব কা নি। (২০)...দুঃখপন্থাশ্চ ভাবিনি!—বা ব কা পি।

সত্যবানুবাচ।

যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
মম ত্বামন্ত্রয় গুরূন্ ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবিত্র্যাত্ৰবীচ্ছ্বশ্রূং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা।
অয়ং গচ্ছতি মে ভর্ত্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩॥
ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আর্য্যয়া শ্বশুরেণ চ।
অনেন সহ নির্গন্তুং ন মেঽস্য বিরহঃ ক্ষমঃ ॥২৪॥
গুর্ব্বগ্নিহোত্রার্থকৃতে প্রস্থিতশ্চ সুতস্তব।
ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্যাদন্যথা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। গ্লানিঃ কষ্টম্। কৃতোৎসাহাং মা মাম্ ॥২১॥

যদীতি। আমন্ত্রয় আমন্ত্র্যানুমতিং গৃহাণ, গুরূন্ মাতাপিতরৌ। দোষঃ স্বেচ্ছাচারঃ ॥২২॥

সেতি। ফলান্যাহরতীতি ফলাহারঃ কর্ম্মণ্যণ্। ফলানি কাষ্ঠানি চাহর্ত্তুমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

ইচ্ছেয়মিতি। আর্য্যয়া মান্যয়া শ্বশ্র্বা। ক্ষমঃ সহ্যঃ, উচিত ইতি তু ধ্বন্যতে ॥২৪॥

তর্হি কথং সত্যবানেব ন নিবার্য্যত ইত্যাহ—গুর্ব্বিতি। গুরূ মাতাপিতরৌ অগ্নিহোত্রঞ্চ তেষামর্থাঃ প্রয়োজনানি ফলানি কাষ্ঠানি চ তৎকৃতে তদাহরণনিমিত্তে। অন্যথা প্রয়োজনান্তরে ॥২৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—"উপবাসে আমার কষ্ট বা পরিশ্রম হয় নাই এবং আমি যাইবার জন্যও উৎসাহী হইয়াছি। এ অবস্থায় আপনি আমাকে নিষেধ করিতে পারেন না" ॥২১॥

সত্যবান্ বলিলেন—"যদি তোমার যাইবার উৎসাহই হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার সে প্রিয়কার্য্য করিব; কিন্তু আমার পিতা-মাতাকে ডাকিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ কর। তাহা হইলে আর এ বিষয়ে আমার কোন দোষ হইবে না" ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তখন মহাব্রতা সাবিত্রী যাইয়া শ্বশুর ও শাশুরীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আমার স্বামী ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিতে এই মহাবনে যাইতেছেন ॥২৩॥

আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি ইঁহার সহিত যাইতে ইচ্ছা করি। কারণ, আজ আমি উঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না ॥২৪॥

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিষ্ক্রান্তাহমাশ্রমাৎ।
বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৬॥

দ্যুমৎসেন উবাচ।

যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রী পিত্রা দত্তা স্নুষা মম।
নানয়াভ্যর্থনাযুক্তমুক্তপূর্ব্বং স্মরাম্যহম্ ॥২৭॥
তদেষা লভতাং কামং যথাভিলষিতং বধূঃ।
অপ্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যঃ পুত্রি! সত্যবতঃ পথি ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উভাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতা সা জগাম যশস্বিনী।
সহ ভর্ত্রা হসন্তীব হৃদয়েন বিদূয়তা ॥২৯॥
সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্ব্বশঃ।
ময়ূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ত্বমেব বা কিমর্থং গন্তুমিচ্ছসীত্যাহ—সংবৎসর ইতি। কুসুমিতং সঞ্জাতকুসুমম্ ॥২৬॥
যত ইতি। স্নুষা পুত্রবধূরূপা। অভ্যর্থনাযুক্তং প্রার্থনান্বিতম্ ॥২৭॥
তদিতি। কাম্যত ইতি কামো বিষয়স্তম্। অপ্রমাদঃ সর্ব্ববিষয়ে সাবধানতা ॥২৮॥
উভাভ্যামিতি। উভাভ্যাং শ্বশ্রূশ্বশুরাভ্যাম্। বিদূয়তা সন্তপ্যমানেন ॥২৯॥
সেতি। ময়ূরগণৈর্জুষ্টানি সেবিতানি। বিপুলেক্ষণা বিশালনয়না ॥৩০॥

তা'র পর আপনাদের পুত্র, গুরুজনের জন্য ফল ও অগ্নিহোত্রের জন্য কাষ্ঠ আনয়ন করিতে যাইতেছেন; এ অবস্থায় উঁহাকে বারণ করাও যায় না; অন্য প্রয়োজনে হইলে বারণ করা যাইত ॥২৫॥

কিঞ্চিৎ ন্যূন একবৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বাহির হই নাই; কিন্তু আজ পুষ্পিত বন দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে" ॥২৬॥

দ্যুমৎসেন বলিলেন—"যদবধি সাবিত্রীকে উঁহার পিতা আমার পুত্রবধূরূপে দান করিয়াছেন, তদবধি সাবিত্রী কোন প্রার্থনার কথা বলিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হয় না ॥২৭॥

অতএব এই বধূ অভীষ্ট বিষয় লাভ করুক। পুত্রি! তুমি পথে সর্ব্বদা সত্যবান্‌কে সাবধান করিও" ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ীর অনুমতি পাইয়া সন্তপ্তহৃদয়ে অথচ যেন হাসিতে হাসিতে ভর্ত্তার সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংশ্চ নগোত্তমান্।
সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১॥
নিরীক্ষমাণা ভর্ত্তারং সর্ব্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি তং মেনে কালে মুনিবচঃ স্মরন্ ॥৩২॥
অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

নদীরিতি। পুণ্যবহাঃ স্নানাদৌ ধর্ম্মজনিকাঃ, নগোত্তমান্ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠান্ ॥৩১॥

নিরিতি। অনিন্দিতা সাবিত্রী। স্মরন্নিতি পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥৩২॥

অন্বিতি। দ্বিধেব উদ্বেগেন বিদীর্ণমিব। অবেক্ষতী অবেক্ষমাণা ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

বিশালনয়না সাবিত্রী ময়ূরসেবিত, বিচিত্র ও রমণীয় বহুতর বন দর্শন করিলেন ॥৩০॥

তখন সত্যবান্ সাবিত্রীকে এই মধুর বাক্য বলিলেন যে, "প্রিয়তমে! পুণ্যজনিকা নদী ও কুসুমিত উত্তম পর্ব্বত সকল দর্শন কর" ॥৩১॥

কিন্তু অনিন্দিতা সাবিত্রী সমস্ত অবস্থাতেই ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া এবং নারদমুনির সেই বাক্য স্মরণ করিয়া সেই সময়ে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

মন্দগামিনী সাবিত্রী সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া এবং উদ্বেগে বিদীর্ণ হৃদয়ই যেন বহন করিতে থাকিয়া ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

—:*:—

(৩১) নদীং পুণ্যবহাঞ্চৈব—পি। * '…দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ …'—পি, '…পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'- বা ব, '…ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ …'—কা, '…সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—নি।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ ভার্য্যাসহায়ঃ স ফলান্যাদায় বীর্য্যবান্।
কঠিনং পূরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্যপাটয়ৎ।
তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং স্বেদো বৈ সমজায়ত ॥১॥
ব্যায়ামেন চ তেনাস্য জজ্ঞে শিরসি বেদনা।
সোঽভিগম্য প্রিয়াং ভার্য্যামুবাচ শ্রমপীড়িতঃ ॥২॥

সত্যবানুবাচ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা।
অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি! হৃদয়ং দূয়তীব চ।
অস্বস্থমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি! ॥৩॥
শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্।
স্বপ্তুমিচ্ছামি কল্যাণি! ন স্থাতুং শক্তিরস্তি মে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। কঠিনং স্থালীং বস্ত্রপুটকমিতি যাবৎ, "কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাং শর্করায়াং গুড়স্য চ" ইতি বিশ্বঃ। অপাটয়ৎ কুঠারেণাভিনৎ। স্বেদো ঘর্ম্মঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

ব্যায়ামেনেতি। ব্যায়ামেন পরিশ্রমেণ। জজ্ঞে উৎপন্না ॥২॥

ব্যায়ামেনেতি। অঙ্গানি দূয়ন্তে। দূয়তি দূয়তে পরিতপ্যতে। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর শক্তিশালী সত্যবান্ সাবিত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, ফল তুলিয়া তুলিয়া, থলিয়া পূর্ণ করিলেন; পরে কাঠ চিড়িতে লাগিলেন; সেই কাঠ চিড়িবার সময়ে তাঁহার ঘাম হইল ॥১॥

ক্রমে সেই পরিশ্রমে তাঁহার মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি শ্রম-পীড়িত হইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার নিকট যাইয়া বলিলেন" ॥২॥

সত্যবান্ বলিলেন—"মিতভাষিণি সাবিত্রি! এই পরিশ্রমে আমার মস্তকে বেদনা জন্মিয়াছে, সমস্ত অঙ্গ ও হৃদয় যেন জ্বলিতেছে এবং আপনাকে যেন অসুস্থ বলিয়া মনে করিতেছি ॥৩॥

---

(১)···ততঃ কাষ্ঠান্যপাতয়ৎ—বা ব কা পি।

সা সমাসাদ্য সাবিত্রী ভর্ত্তারমুপগম্য চ।
উৎসঙ্গেঽস্য শিরঃ কৃত্বা নিষসাদ মহীতলে ॥৫॥
ততঃ সা নারদবচো বিমৃশন্তী তপস্বিনী।
তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ ॥৬॥
মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥৭॥
শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।
স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেপতী ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শূলৈরিতি। বিদ্ধং কেনাপি তাড়িতম্। স্থাতুং দণ্ডায়মানভাবেন ॥৪॥
সেতি। সমাসাদ্য ধৃত্বা। উৎসঙ্গে ক্রোড়ে, নিষসাদ উপবিবেশ ॥৫॥
তত ইতি। বিমৃশন্তী স্মরন্তী। তং নারদোক্তম্। যুযোজ গণনায়াম্ ॥৬॥
মুহূর্ত্তাদিতি। বপুষ্মন্তং প্রশস্তবপুষম্। শ্যামাবদাতং নির্ম্মলশ্যামবর্ণম্ ॥৭—৮॥
তমিতি। ন্যস্য ভূতলে স্থাপয়িত্বা। প্রবেপতী প্রবেপমানা কম্পমানা ॥৯॥

কল্যাণি! আমি ধারণা করিতেছি—কেহ যেন শূলদ্বারা আমার এই মস্তকটাকে বিদ্ধ করিয়াছে; অতএব আমি শয়ন করিতে ইচ্ছা করি; আমার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি নাই” ॥৪॥

তাহার পর সাবিত্রী যাইয়া সত্যবান্‌কে ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকটাকে ক্রোড়ের উপর রাখিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর শোচনীয়া সাবিত্রী নারদের কথা স্মরণ করিয়া সেই দিন, সেই বেলা, সেই মুহূর্ত্ত ও সেই ক্ষণ গণনায় যোগ করিয়া দেখিলেন ॥৬॥

মুহূর্ত্তকাল পরেই সাবিত্রী দেখিলেন—ভয়ঙ্কর একটা পুরুষ সত্যবানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র, কেশকলাপ বদ্ধ, বিশাল শরীর, সূর্য্যের তুল্য তেজ, নির্ম্মল শ্যামবর্ণ, নয়নযুগল রক্তবর্ণ এবং হস্তে রজ্জু রহিয়াছে ॥৭—৮॥

সাবিত্রী তাহাকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে সত্যবানের মস্তকটী ভূতলে রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, কৃতাঞ্জলি ও কাতর হইয়া, কম্পিত হৃদয়ে বলিলেন ॥৯॥

---

(৭)...বদ্ধমৌলিং সমায়ান্তম্—পি। (৯)...হৃদয়েন প্রবেপতা—পি।

সাবিত্র্যুবাচ।

দৈবতং ত্বাভিজানামি বপুরেতদ্ধ্যমানুষম্।
কাময়া ব্রূহি মে দেব! কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥১০॥

যম উবাচ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি! তথৈব চ তপোঽন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং ত্বং শুভে! যমম্ ॥১১॥
অয়ং তে সত্যবান্ ভর্ত্তা ক্ষীণায়ুঃ পার্থিবাত্মজঃ।
নেষ্যাম্যেনমহং বদ্ধা বিদ্ধ্যেতন্মে চিকীর্ষিতম্ ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ স্বচিকীর্ষিতম্।
যথাবৎ সর্ব্বমাখ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রমে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

দৈবতমিতি। ত্বা ত্বাম্। হি যস্মাৎ। কাময়া ইচ্ছয়া ॥১০॥
পতীতি। অভিভাষামি আলপামি। অন্যথা মানুষেণ সহালাপো ন স্যাৎ ॥১১॥
অয়মিতি। বিদ্ধি জানীহি, চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্ ॥১২॥
ইতীতি। পিতৃরাজো যমঃ। তৎপ্রিয়ার্থং সাবিত্র্যাঃ প্রীতিকরব্যাপারার্থম্ ॥১৩॥

সাবিত্রী বলিলেন—"আমি আপনাকে দেবতা বলিয়া বুঝিতেছি। কেন না, এরূপ দেহ মানুষের হয় না; সুতরাং দেব! আপনি আমার ইচ্ছানুসারে বলুন যে, আপনি কে? এবং কিই বা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন?" ॥১০॥

যম বলিলেন—"সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ তপস্বিনী। এই জন্যই আমি তোমার সহিত আলাপ করিতেছি। কল্যাণি! তুমি আমাকে যম বলিয়া অবগত হও ॥১১॥

তোমার পতি এই রাজপুত্র সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব; ইহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি —জানিবে" ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"ভগবান্ যম এইভাবে আপন কর্ত্তব্য বিষয় সাবিত্রীকে বলিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য যথাযথভাবে সমস্ত বলিবার উপক্রম করিলেন—॥১৩॥

---

(১০)...কাময়া ব্রূহি দেবেশ!—বা ব কা নি। (১২) শ্লোকাৎ পরম্ 'সাবিত্র্যুবাচ। শ্রূয়তে ভগবন্! দূতাস্তবাগচ্ছন্তি মানবান্। নেতুং কিল ভবান্ কস্মাদাগতোঽসি স্বয়ং প্রভো!॥' অয়মধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি। (১৩) ইত্যুক্তঃ পিতৃরাজস্তাম্—বা ব কা নি।

অয়ঞ্চ ধর্ম্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ ॥১৪॥
ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥১৫॥
ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভম্।
নির্বিচেষ্টং শরীরং তদ্বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৬॥
যমস্তু তং ততো বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।
সাবিত্রী চৈব দুঃখার্ত্তা যমমেবান্বগচ্ছত।
নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাভাগা পতিব্রতা ॥১৭॥

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি! কুরুষ্বাস্যৌর্দ্ধদেহিকম্।
কৃতং ভর্ত্তুস্ত্বয়ানৃণ্যং যাবদ্গম্যং গতং ত্বয়া ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি। অয়ং সত্যবান্, ধর্ম্মসংযুক্তো ধার্ম্মিকঃ। নার্হো ন যোগ্যঃ ॥১৪॥

তত ইতি। পাশবদ্ধং মায়াক্রান্তম্, বশং গতং কর্ম্মাধীনম্, অঙ্গুষ্ঠমাত্রং ক্ষুদ্রমিত্যর্থঃ, পুরুষং জীবাখ্যপুরুষাধিষ্ঠিতং লিঙ্গশরীরম্। তচ্চ পঞ্চপ্রাণ-পঞ্চতন্মাত্র-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধিব্যূহরূপম্, "সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্" ইতি সাংখ্যসূত্রাৎ ॥১৫॥

তত ইতি। সমুদ্ধৃতাঃ প্রাণা যস্মাত্তৎ। নির্বিচেষ্টং স্পন্দনহীনম্ ॥১৬॥

যম ইতি। নিয়মব্রতসংসিদ্ধত্বাদেবাস্যা যমানুগমনশক্তিরিত্যাশয়ঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

নিবর্ত্তেতি। অস্য সত্যবতঃ, ঔর্দ্ধদেহিকং দাহাদিকম্। কৃতং পাতিব্রাত্যেন ॥১৮॥

"সত্যবান্ ধার্ম্মিক, রূপবান্ ও গুণের সাগর; সুতরাং ইঁহাকে লইয়া যাওয়া আমার পুরুষদের উচিত নহে। তাই আমি নিজেই আসিয়াছি" ॥১৪॥

তাহার পর যম সত্যবানের দেহ হইতে পাশবদ্ধ, পরাধীন ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটী পুরুষকে নিষ্কর্ষণ (টানিয়া বাহির) করিলেন ॥১৫॥

তৎপরে প্রাণশূন্য, শ্বাসবিহীন, কান্তিরহিত ও নিস্পন্দ সেই শরীরটা তৎক্ষণাৎ অপ্রিয়দর্শন হইয়া পড়িল ॥১৬॥

তদনন্তর যম সত্যবান্‌কে বন্ধন করিয়া লইয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন; তখন ব্রত-নিয়ম-সিদ্ধা, মহাভাগা ও পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখার্ত্ত হইয়া যমেরই অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন যম বলিলেন—"সাবিত্রি! তুমি ফের, যাও, যাইয়া ইঁহার ঔর্দ্ধ-

সাবিত্র্যুবাচ।

যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৯॥
তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্‌ব্রতেন চ।
তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২০॥
প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
মিত্রতাস্তু পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥২১॥
নানাথবন্তস্তু বনে চরন্তি ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিশ্রয়ঞ্চ।
বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। গচ্ছতি ভর্ত্তৈব। ধর্ম্মঃ পত্ন্যাঃ পত্যনুগমনরূপঃ ॥১৯॥

আত্মনো গতৌ যোগ্যতামাহ—তপসেতি। তপসা পাতিব্রাত্যাদিনা ॥২০॥

প্রেতি। তত্ত্বার্থদর্শিনো বুধাঃ, সপ্তানাং পদানামিদং সাপ্তপদং সাহিত্যেন সপ্তপদগমনমেব, মৈত্রং মিত্রতাম্, প্রাহুঃ। অতস্তাং মিত্রতাং পুরস্কৃত্য তু কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি, তচ্ছৃণু। ত্বয়া সহ ময়া সপ্তপদগমনাদাবয়োর্মিত্রতা জাতেতি ময়াপি বক্তব্যং ত্বয়াপি শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥২১॥

পতিহীনাঃ পত্ন্যঃ প্রধানং গার্হস্থ্যধর্ম্মমেবাচরিতুং নার্হন্তীতি তদ্ধর্ম্মার্থমেব যে পত্যুর্জীবন-

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি। কঠিনং স্থালীম্। "কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাম্"ইতি বিশ্বঃ ॥১—৫॥ যুযোজানু-চিন্তিতবতী ॥৬—৯॥ কাময়া ইচ্ছয়া ॥১০—১৪॥ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়াকাশপ্রতিষ্ঠিতত্বাত্তৎ-প্রমাণং পুর্য্যষ্টকবেষ্টিতং সূক্ষ্মশরীরবন্তম্ ॥১৫—২১॥ অনাত্মবন্তোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ, বনে ধর্ম্মং

দেহিক কার্য্য কর। তুমি ভর্ত্তার ঋণ পরিশোধ করিয়াছ এবং ভর্ত্তার সঙ্গে যত দূর যাইতে হয়, তাহা আসিয়াছ" ॥১৮॥

সাবিত্রী বলিলেন—"আমার ভর্ত্তাকে অন্যে যেখানে নিয়া যায় বা তিনি নিজে যেখানে যান, সেখানে আমারও যাওয়া উচিত; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ॥১৯॥

তা'র পর তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্ত্তার স্নেহ, ব্রত এবং আপনার অনুগ্রহে আমার গতি প্রতিহত হইবে না ॥২০॥

তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়; সুতরাং আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া কিছু বলিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥২১॥

(২২) নানাত্মবন্তস্ত্ব…বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ—বা ব ক‍া নি।

একস্য ধর্ম্মেণ সতাং মতেন সর্ব্বে স্ম তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ।
মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছেত্তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

মাবশ্যকমিত্যাশয়েনাহ—নেতি। অনাথবন্তঃ পতিহীনা দারাঃ, বনে ধর্ম্মং যজ্ঞাদিরূপঞ্চ, বাসং তীর্থস্থিত্যাদিরূপঞ্চ, প্রতিশ্রয়ং নিয়মাশ্রয়ং ব্রতরূপঞ্চ ধর্ম্মম্, ন চরন্তি চরিতুং ন শক্নুবন্তি, সহায়কাভাবাৎ "সপত্নীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইতি বিধানাচ্চেতি ভাবঃ। গৃহে তু সহায়কসম্ভবাৎ যথাকথঞ্চিচ্চরিতুং শক্নুবন্ত্যেবেতি সূচয়িতুং বনপদমুক্তম্। অথ ধর্ম্ম এব কিমর্থ ইত্যাহ—বিজ্ঞানত ইতি। বিজ্ঞানতো বিজ্ঞানায় তত্ত্বজ্ঞানায়েতি যাবৎ ধর্ম্মমুদাহরন্তি শ্রুতয়ো মুনয়শ্চ ব্রুবন্তি; "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ মুক্ত্যুপযোগিতত্ত্বজ্ঞানসাধকত্বাৎ, সন্তঃ ধর্ম্মমেব কর্ত্তব্যমধ্যে প্রধানমাহুঃ ॥২২॥

কিঞ্চায়ং পতিপত্ন্যুভয়সাধ্যো ধর্ম্মস্তাদৃশধর্ম্মান্তরপ্রবর্ত্তকতয়াপি প্রধান ইত্যাহ—একস্যেতি। সতাং মতেন, একস্য, ধর্ম্মেণ পতিপত্ন্যুভয়সাধ্যমানধর্ম্মদর্শনেন, সর্ব্ব এব, তং মার্গং পতিপত্ন্যুভয়কর্ত্তৃকতয়া সাধনপদ্ধতিম্, অনুপ্রপন্না ভবন্তি অনুসরন্তি। কিন্তু কোঽপি দ্বিতীয়ং মার্গং মা, তৃতীয়ঞ্চ মার্গং মা বাঞ্ছেৎ গন্তুং নেচ্ছেৎ। তস্মাৎ সন্তঃ, পতিপত্ন্যুভয়সাধ্যমেব ধর্ম্মং প্রধানমাহুঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞাদিরূপং ন চরন্তি জিতেন্দ্রিয়া এব বনে গ্রামে বা যজ্ঞাদীন্ স্ত্রীসম্বন্ধান্ ধর্ম্মান্ কুর্ব্বন্তি তেন গৃহস্থবানপ্রস্থয়োঃ সংগ্রহঃ। বাসং গুরুকুলবাসং ব্রহ্মচর্য্যম্, পরিশ্রমং পরিত্যাগরূপমাশ্রমং সন্ন্যাসম্। পাঠান্তরে প্রতিশ্রয়ং প্রতিনিবৃত্তঃ শ্রয়ঃ কর্ম্মফলাশ্রয়ণমস্যেতি প্রতিশ্রয়ং সন্ন্যাসম্, বিজ্ঞানতঃ চতুর্থ্যর্থে সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। ধর্ম্মস্য ফলমাত্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনে" ইতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি চ বেদানুবচনস্য যজ্ঞাদীনাং প্রব্রজনস্য চাত্মলাভার্থত্বশ্রবণাৎ ॥২২॥ এতেষামাশ্রমধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়ং বারয়তি—একস্যেতি। চতুর্ণামন্যতমস্যৈকস্যাশ্রমস্য ধর্ম্মেণ সতাং মতেন দম্ভাদিরহিতশ্রদ্ধয়া সম্যগনুষ্ঠিতেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বে বয়মাশ্রমাংস্ত মার্গং জ্ঞানমার্গং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ স্মঃ, অতো হেতোরস্মৎসদৃশোঽগ্নিসাধ্যানাং কর্ম্মণাং কর্ত্তা ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিশ্রয়ঞ্চেতি পাঠক্রমাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং নৈষ্ঠিকং গুরুকুলবাসং দারাকরণরূপং তৃতীয়ং পারিব্রাজ্যং দারাদিত্যাগরূপং বা ন বাঞ্ছে জ্ঞানহেতোঃ প্রধানভূতস্য ধর্ম্মস্যান্যেঽপি সিদ্ধেরিত্যর্থঃ।

ভর্ত্তৃহীন ভার্য্যারা বনে থাকিয়া যজ্ঞ, তীর্থবাস কিংবা ব্রতের ধর্ম্ম করিতে পারেন না। মুনিরা কিন্তু সে ধর্ম্মকে তত্ত্বজ্ঞানের অন্যতম কারণ বলিয়া থাকেন; অতএব সাধুরা কর্ত্তব্যের মধ্যে ধর্ম্মকেই প্রধান বলেন ॥২২॥

একের, সজ্জনসম্মত ধর্ম্মপথ দেখিয়া সকলেই সেই পথের অনুসরণ করে; কিন্তু কেহই তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথে যাইতে ইচ্ছা করে না; অতএব সাধুরা পতিপত্নীসাধ্য (গার্হস্থ্য) ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া থাকেন" ॥২৩॥

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত তুষ্টোঽস্মি তবানয়া গিরা স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া।
বরং বৃণীষ্বেহ বিনাস্য জীবিতং দদানি তে সর্ব্বমনিন্দিতে! বরম্ ॥২৪॥

সাবিত্র্যুবাচ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্বনবাসমাশ্রিতো বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে।
স লব্ধচক্ষুর্ব্বলবান্ ভবেন্নৃপস্তব প্রসাদাজ্জ্বলনার্কসন্নিভঃ ॥২৫॥

যম উবাচ।

দদানি তেঽহং তমনিন্দিতে! বরং যথা ত্বয়োক্তং ভবিতা চ তত্তথা।
তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষয়ে নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নীতি। হে অনিন্দিতে সাবিত্রি! নিবর্ত্ত ত্বমিত এব নিবর্ত্তস্ব। কিঞ্চ, স্বরা উদাত্তাদয়ঃ, ন ক্ষরন্তি ন চলন্তীত্যক্ষরাণি অকারাদীনি, ব্যঞ্জনানি ককারাদীনি, যথাযথং তেষামুচ্চারণানীত্যর্থঃ, হেতবো যুক্তয়শ্চ. তৈর্যুক্তয়া অনয়া তব গিরা তুষ্টোঽস্মি। অতএবেহ অস্য সত্যবতো জীবিতং বিনা সর্ব্বং বরং তে দদানি, তঞ্চ বরং বৃণীষ্ব ॥২৪॥

চ্যুত ইতি। আশ্রমে তিষ্ঠতীতি শেষঃ। জ্বলনার্কসন্নিভঃ অগ্নিসূর্য্যতুল্যঃ ॥২৫॥

দদানীতি। অধ্বনা দূরাধ্বগমনেন। শ্রমো ন ভবেৎ, ইতো নিবৃত্ত্যেতি ভাবঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মদ্ভর্তুর্হরণেনাবয়োর্ধর্ম্মং মা নাশয়েতি ভাবঃ ॥২৩॥ নিবর্ত্ত নিবর্ত্তস্ব, স্বর উদাত্তাদিঃ, অক্ষরমকারাদি, ব্যঞ্জনং ককারাদি, এতদ্যুক্তত্বেন বাক্যস্য শব্দতো নির্দ্দোষত্বমুক্তং হেতুযুক্তত্বেন যুক্তিযুক্তত্বমপ্যুক্তম্ ॥২৪॥ ভর্ত্তারং মোচয়িষ্যাম্যেবেতি স্বয়ং নিশ্চিন্বানা বরান্তরাণ্যেব তাবৎ প্রার্থয়ন্তী সাবিত্র্যুবাচ চ্যুত ইতি ॥২৫॥ অধ্বনা মার্গেণ, ন তু ভর্ত্তৃনাশেন অনষ্ট এব ভর্ত্তেত্যা-

---

যম বলিলেন—"অনিন্দিতে! সাবিত্রি! তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার এই বাক্যে উদাত্তপ্রভৃতি ধ্বনি, অকারাদি স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং সুন্দর যুক্তি রহিয়াছে বলিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব সত্যবানের জীবন ব্যতীত সমস্ত বরই তোমাকে দান করিব, তুমি তাহা গ্রহণ কর" ॥২৪॥

সাবিত্রী বলিলেন—"আমার শ্বশুর অন্ধ হওয়ার পর আপন রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনে আসিয়া আশ্রমে বাস করিতেছেন; সেই রাজা আপনার অনুগ্রহে পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া অগ্নি ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী হউন" ॥২৫॥

যম বলিলেন—"অনিন্দিতে! সাবিত্রি! আমি তোমাকে সেই বরই দিব, তুমি যেমন বলিলে, তাহা তেমনই হইবে; কিন্তু পথগমনে তোমার

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ সুরেশ ! ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৭॥
সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥২৮॥

যম উবাচ।

মনোঽনুকূলং বুধবুদ্ধিবর্দ্ধনং ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভাবিনি ! ॥২৯॥

সাবিত্র্যুবাচ।

হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ।
জহ্যাৎ স্বধর্ম্মং ন চ মে গুরুর্যথা দ্বিতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রম ইতি। ভর্ত্তুস্ত্বয়া নীয়মানস্য ভর্তৃজীবস্য সমীপতঃ। সা তদাস্পদা ॥২৭॥
সতামিতি। সকৃৎ একবারমপি, সঙ্গতং সম্মেলনম্। সন্ পরং মিত্রং ভবতীতি ॥২৮॥
মন ইতি। মনোঽনুকূলম্, সন্তোষজনকত্বাৎ, তদ্বচনমিতি শেষঃ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শয়ঃ ॥২৬॥ যতো যত্র ভর্ত্তা সা গতিস্তত্রৈব গমনং ধ্রুবা নিশ্চিতা ॥২৭॥ সতামিতি। সাধোস্তব সমাগমমাত্রেণ জাতা মৈত্রীয়ং নিষ্ফলা নৈব ভবেদ্দিতি ভাবঃ ॥২৮॥ হিতাশ্রয়ং

যেন ক্লান্তি লক্ষ্য করিতেছি; অতএব তুমি ফের, যাও; তবে আর তোমার পরিশ্রম হইবে না" ॥২৬॥

সাবিত্রী বলিলেন—"পতির নিকটে আমার পরিশ্রম হইবে কেন; পতি যেখানে যাইবেন, আমারও অবশ্যই সেইখানে যাইতে হইবে; অতএব দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার পতিকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমিও সেইখানেই যাইব। এখন পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥২৭॥

জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন—সজ্জনের সহিত একবার সম্মেলনও অত্যন্ত অভীষ্ট। কারণ, তাহাতেই সজ্জন পরম মিত্র হন এবং সৎপুরুষের সহিত সম্মেলন নিষ্ফল হয় না; অতএব সৎসংসর্গেই বাস করিবে" ॥২৮॥

যম বলিলেন—"তুমি যে হিতের কথা বলিলে, তাহা সন্তোষজনক এবং পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধিবর্দ্ধক; অতএব ভাবিনি ! তুমি এই সত্যবানের জীবন ব্যতীত আবার দ্বিতীয় বর গ্রহণ কর" ॥২৯॥

---

(৩০) জহ্যাৎ স্বধর্ম্মান্ চ—বা ব কা নি।

যম উবাচ।

স্বমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্যতেঽচিরাৎ ন চ স্বধর্ম্মাৎ পরিহাস্যতে নৃপঃ।
কৃতেন কামেন ময়া নৃপাত্মজে! নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩১॥

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রজাস্ত্বয়ৈতা নিয়মেন সংযতা নিয়ম্য চৈতা নয়সে ন কাময়া।
ততো যমত্বং তব দেব! বিশ্রুতং নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং ময়া ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স্বতমিতি। স্বতং পূর্ব্ববৈরিভিঃ। জহ্যাৎ, ত্যজেৎ, গুরুঃ শ্বশুরঃ ॥৩০॥

স্বমিতি। হে নৃপাত্মজে! নৃপঃ তব শ্বশুরো দ্যুমৎসেনঃ, অচিরাদেব স্বং রাজ্যম্, প্রতিপৎস্যতে লপ্স্যতে, স্বধর্ম্মাচ্চ ন পরিহাস্যতে পরিভ্রষ্টো ন ভবিষ্যতি। ময়া কৃতেন সম্পাদিতেন কামেন তবাভিলাষেণ হেতুনা, ত্বং নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব, তথা চ সতি তে শ্রমো ন ভবেৎ ॥৩১॥

প্রজা ইতি। হে দেব! ত্বয়া, এতাঃ প্রজা জনাঃ, ধর্ম্মবৃত্ত্যাদীনাং নিয়মেন, সংযতা

ভারতভাবদীপঃ

যুক্ত্যনুকূলং পূর্ব্বমাশ্রমধর্ম্মাণাং জ্ঞানহেতুত্বমুক্তমিহ তু সৎসঙ্গস্যেতি ভেদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইতি ॥২৯॥ গুরুঃ শ্বশুরঃ ॥৩০—৩১॥ জ্ঞানানবাপ্তৌ দোষমাহ—প্রজা ইতি। নিয়মেন নিয়মনেন, সংযতা নিগৃহীতাঃ সত্যঃ, ভবন্তি তাশ্চ পুনঃ কর্ম্মভূতাস্ত্বং নিকাময়া কামিতেনার্থেন নয়সে সংযোজয়সি যাতনান্তে সৎকর্ম্মফলমপি তাভ্যো দদাসি। ন কাময়েতি পাঠে তাস্বমিচ্ছয়া ন নয়সে কর্ম্মফলায়েতি শেষঃ। কিন্তু তত্তৎকর্ম্মবশাদেবেত্যর্থঃ। যেষান্তু জ্ঞানিনাং কামনৈব নাস্তি ন তে ত্বদ্বশে ভবন্তি নাপি দেহৈঃ ফলায় সংযুজ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"ইতি নু কাময়মানস্যেতি সংসারিণামুচ্চাবচাং গতিমুপসংহৃত্যাথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ স্যান্ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যে"তি। তদ্বিদামকামানাং গত্যাদ্যভাবং দর্শয়িতি তথা স কামানাং পুনঃ পুনঃ সংসারঞ্চ দর্শয়তি। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥" ইতি। যমযাতনা-

---

সাবিত্রী বলিলেন—"পূর্ব্বে আমার বুদ্ধিমান্ শ্বশুরের রাজ্য শত্রুরা হরণ করিয়া নিয়াছে, তিনি তাহা পুনরায় লাভ করুন এবং তিনি যেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করেন। আমি এই দ্বিতীয় বর আপনার নিকট প্রর্থনা করিতেছি" ॥৩০॥

যম বলিলেন—"রাজনন্দিনি! দ্যুমৎসেনরাজা অচিরকালমধ্যেই আপন রাজ্য পাইবেন এবং স্বধর্ম্ম হইতেও ভ্রষ্ট হইবেন না। এই আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ করিলাম; এখন তুমি নিবৃত্ত হও, যাও; তোমার পরিশ্রম হইবে না" ॥৩১॥

---

(৩২)…নয়সে নিকাময়া—বা ব কা নি।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৩॥
এবম্প্রায়শ্চ লোকোঽয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ।
সন্তস্তেনাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্ব্বতে ॥৩৪॥

যম উবাচ।

পিপাসিতস্যেব ভবেদ্‌যথা পয়স্তথা ত্বয়া বাক্যমিদং সমীরিতম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং বরং বৃণীষ্বেহ শুভে! যথেচ্ছসি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নিয়মিতাঃ; নিয়ম্য চ এতাঃ প্রজাঃ, ন কাময়া ন স্বেচ্ছয়া, অপি ত্বেতাসাং কর্ম্মানুসারেণেত্যর্থঃ, নয়সে আয়ুঃশেষে স্বপুরং নয়সি তত এব চ তব যমত্বং বিশ্রুতং বিখ্যাতং জাতম্, যচ্ছতীতি যম ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। ইদানীং ময়া ঈরিতামুক্তাং গিরম্, নিবোধ শৃণু ॥৩২॥

অদ্রোহ ইতি। ক্রোধেনাপকৃতির্দ্রোহঃ তদকরণমদ্রোহঃ। সনাতনো নিত্যঃ ॥৩৩॥

এবমিতি। অয়ং লোকো জগৎ, এবম্প্রায়ঃ প্রায়েণেদৃশঃ, যৎ, মনুষ্যাঃ, শক্তিপেশলাঃ শক্তিপ্রয়োগবিষয়ে কোমলা অতীবদুর্ব্বলা ইত্যর্থঃ। তেন হেতুনা, সন্তঃ সাধবঃ, প্রাপ্তেষু শরণাগতেষু অমিত্রেষু শত্রুষ্বপি, দয়াং কুর্ব্বতে। অতস্ত্বমপি ময়ি দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবৃত্তার্থং সারমুপাদিশন্ শ্রোতারমভিমুখীকরোতি—নিবোধেতি ॥৩২॥ অদ্রোহঃ দ্রোহাভাবঃ, অনুগ্রহো দয়া, দানং সংবিভাগঃ, ত্বমপি ময়ি দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥৩৩॥ এবং প্রায় ইত্যল্পায়ুষ্টং ভর্ত্তুরভিনয়তি, অশক্তিপেশলাঃ শক্তিকৌশলহীনাঃ। পাঠান্তরে ভক্তিঃ শ্রদ্ধা কৌশলঞ্চ তাভ্যাং হীনাঃ, সন্ধিরার্ষঃ। আয়ুঃশক্তিকৌশলহীনা মনুষ্যা মাদৃশাঃ সন্তস্ত্বমিত্রেষ্বপি প্রাপ্তেষু শরণাগতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি কিমুত মাদৃশেষু দীনেষ্বিতি ভাবঃ ॥৩৪॥ যথা তৃপ্তিকরমিতি

সাবিত্রী বলিলেন—"দেব! আপনি এই সকল লোককে নিয়ম অনুসারে সংযত রাখেন এবং সংযত রাখিয়া অন্তিমকালে নিজের ইচ্ছায় নহে, ইহাদেরই কর্ম্ম অনুসারে ইহাদিগকে লইয়া যান। সেই জন্যই আপনার 'যম'-নাম বিখ্যাত হইয়াছে। এখন আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥৩২॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সকল প্রাণীর প্রতিই দ্রোহ না করা, অনুগ্রহ করা এবং দান করা, এইগুলি সজ্জনের সনাতন ধর্ম্ম ॥৩৩॥

তা'র পর, এই জগৎটাকে এইরূপই দেখা যায় যে, মানুষ অতিদুর্ব্বল; অতএব সাধুলোকেরা শরণাগত শত্রুর প্রতিও দয়া করিয়া থাকেন" ॥৩৪॥

---

(৩৪)…সন্তস্তেবাপ্যমিত্রেষু—বা ব কা নি।

সাবিত্র্যুবাচ।

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্।
কুলস্য সন্তানকরঞ্চ যদ্ভবেত্তৃতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৬॥

যম উবাচ।

কুলস্য সন্তানকরং সুবর্চ্চসাং শতং সুতানাং পিতুরস্তু তে শুভে!।
কৃতেন কামেন নরাধিপাত্মজে! নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৩৭॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসন্নিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।
অথ ব্রজন্নেব গিরং সমুদ্যতাং ময়োচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৩৮॥
বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবাংস্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ।
সমেন ধর্ম্মেণ চ রঞ্জিতাঃ প্রজাস্ততস্তবেহেশ্বর! ধর্ম্মরাজতা ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

পিপাসিতস্যেতি। পিপাসা অস্য সঞ্জাতেতি পিপাসিতস্তস্য। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে। পয়ো জলম্। মমেদৃশবাক্যশ্রবণস্যৌৎসুক্যমাসীদিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

মমেতি। অনপত্যঃ অপুত্রঃ। ঔরসমেব ন পুনঃ ক্ষেত্রজাদিকমিত্যাশয়ঃ। ন পুনস্তেষেব কুলস্য বিরতিরপীত্যাহ—কুলস্যেতি। সন্তানকরং বিস্তারজনকম্ ॥৩৬॥

কুলস্যেতি। সুবর্চ্চসামতিতেজসাম্। কৃতেন কামেনেতি পূর্ব্ববদর্থঃ। দূরং দেশম্ ॥৩৭॥

নেতি। মনো মে দূরতরং প্রধাবতি, ত্বয়াপি দূরতরগমনাৎ। সমুদ্যতামারব্ধাম্ ॥৩৮॥

যম বলিলেন—"কল্যাণি! পিপাসার্ত্তের নিকট জল যেমন হয়, তেমন আমার নিকট তোমার এই বাক্যটী হইয়াছে; অতএব তুমি এই সত্যবানের জীবন ব্যতীত অন্য যাহা ইচ্ছা কর, আবার সেই বর গ্রহণ কর" ॥৩৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—"আমার পিতা রাজা; কিন্তু পুত্রবিহীন; সুতরাং তাঁহার একশত ঔরস পুত্র হইবে; যাহারা বংশবিস্তার করিতে পারিবে। আমি আপনার নিকট এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করি" ॥৩৬॥

যম বলিলেন—"সাবিত্রি! তোমার পিতার বংশবিস্তারকারী ও মহাতেজা একশত পুত্র হইবে। রাজনন্দিনি! এই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম; এখন তুমি নিবৃত্ত হও। কেন না, তুমি দূরে আসিয়া পড়িয়াছ" ॥৩৭॥

সাবিত্রী বলিলেন—"ভর্ত্তার নিকটে এটা আমার দূর নহে। কারণ, আমার মন ইহা অপেক্ষাও দূরে যাইতেছে। সে যাহা হউক, আপনি যাইতে যাইতেই পুনরায় আমার এই কথা শ্রবণ করুন ॥৩৮॥

---

(৩৭)…সুবর্চ্চসম্—বা ব কা নি। (৩৯)…শমেন ধর্ম্মেণ—পি,…সমেন ধর্ম্মেণ চরন্তি তাঃ প্রজাঃ—বা নি।

আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪০॥
যম উবাচ।
উদাহৃতং যদ্বচনং ত্বয়াঙ্গনে! শুভে! ন তাদৃক্ চ কুতো ময়া শ্রুতম্।
অনেন তুষ্টোঽস্মি বিনাঽস্য জীবিতং বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

বিবস্বত ইতি। সমেন সমানেন। তথা চ ধর্ম্মেণ রঞ্জয়তীতি ধর্ম্মরাজ ইতি ব্যুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। অতএবোক্তং কালিদাসেনাপি রঘুবংশে—"রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" ইতি ॥৩৯॥

আত্মনীতি। সৎসু সজ্জনেষু, যো যথা বিশ্বাসো ভবতি, তথা বিশ্বাস আত্মনি স্বস্মিন্নপি ন ভবতি। সন্ ভবান্ মমোপকারমেব করিষ্যতীতি মদ্বিশ্বাস ইত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

উদিতি। হে অঙ্গনে! উত্তমস্ত্রি!। কুতঃ কুত্রাপি। অস্য সত্যবতঃ ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৩৫॥ ঔরসমিতি দত্তক্রীতাদিব্যাবৃত্তিঃ ॥৩৬—৩৭॥ সমুদ্যতামুপস্থিতাম্ ॥৩৮॥ বিবস্বতঃ, বস্যতে আচ্ছাদ্যতে ইতি বঃ আচ্ছাদনং তদ্বান্ বস্বাংস্তদন্যো বিবস্বান্নিরাবরণো জগদাত্মা সূর্য্যঃ। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য তনয়ঃ পুত্রঃ অত্যন্তহিত ইত্যর্থঃ। সমেন শত্রুমিত্রাদিতারতম্যহীনেন, তব ধর্ম্মেণ প্রশাসনেন তাঃ প্রজাশ্চরন্তি ত্বদাজ্ঞাবশগা ইত্যর্থঃ। অতএব তব নাম ধর্ম্মরাজ ইতি, ধর্ম্মেণৈব রাজতে, ধর্ম্মোঽস্য রাজত ইতি বা ॥৩৯॥ লৌকিকেষ্বপি বিশ্বাসং কুর্ব্বন্নিষ্টসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি কিমুত ত্বয়ি

হে ঈশ্বর! আপনি বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র এবং প্রতাপশালী; সেই জন্যই পণ্ডিতেরা আপনাকে 'বৈবস্বত' বলিয়া থাকেন; আর আপনি সমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত লোককে রঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া—'ধর্ম্মরাজ' ॥৩৯॥

এবং সজ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয়, তেমন বিশ্বাস নিজের উপরেও হয় না। সেই জন্যই মানুষ সজ্জনের উপরে বিশেষভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে" ॥৪০॥

যম বলিলেন—"কল্যাণি! সাবিত্রি! তুমি যেরূপ বাক্য বলিলে, এরূপ বাক্য আমি আর কোথাও শুনি নাই; অতএব আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি; সুতরাং তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং গমন কর" ॥৪১॥

---

(৪০) অস্য মধ্যে "তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি। সৌহৃদাৎ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।" ইতি পাদচতুষ্টয়মধিকম্—বা ব কা নি। (৪১) উদাহৃতং তে বচনং যদঙ্গনে! শুভে! ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া ॥—বা ব কা নি।

সাবিত্র্যুবাচ।

মমাত্মজং সত্যবতস্তথৌরসং ভবেদুভাভ্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্।
শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনামিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪২॥

যম উবাচ।

শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনাং ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবানঘে!।
পরিশ্রমস্তে ন ভবেন্নৃপাত্মজে! নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৪৩॥

সাবিত্র্যুবাচ।

সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি। আত্মনি উদরে জায়ত ইত্যাত্মজম্। ঔরসং বীর্য্যজাতম্। এতেনান্যপুরুষজাতত্বব্যাবৃত্তিঃ সূচিতা। উভাভ্যামাবাভ্যামেব যদ্ভবেদিতি সম্বন্ধঃ। অহো! সাবিত্র্যা মহীয়সীয়ং চাতুরী কৃতা; যৎ যমবচনমনুসরন্ত্যা সত্যবতো জীবনং সাক্ষান্ন যাচিতম্, অথ চ ভঙ্গ্যা তদেব সংগৃহীতমিতি ॥৪২॥

অথ যমোঽপি সত্যবজ্জীবিতেতরবরযাচনাদগত্যা তদেব দত্তে—শতমিতি। অনঘ ইতি সম্বোধনেন তস্যা নিষ্পাপত্বমেবেদৃশবরসমূহলাভস্য হেতুরিতি সূচিতম্ ॥৪৩॥

দত্তবরপরিবর্ত্তনাশঙ্কয়া যমং দৃঢ়ীকরোতি—সতামিতি। সতাং সদৈব শাশ্বতে সনাতনে ধর্ম্মে সত্যে বৃত্তিঃ স্থিতির্ভবতি; সন্তঃ অদেয়ং দত্ত্বাপি ন সীদন্তি বিষণ্ণা ন ভবন্তি, ন চ ব্যথন্তে। অতঃ সত্যব্যাঘাতসম্ভবাৎ দত্তং সত্যবতো জীবনং ন ভবতা পরিবর্ত্তনীয়ং ন বিষদিতব্যং ন বা ব্যথিতব্যঞ্চেতি ভাবঃ। কিঞ্চ সতাং সদ্ভিঃ সহ সঙ্গমো মেলনং ন অফলঃ

ভারতভাবদীপঃ

ধর্ম্মরাজে ইত্যাশয়েনাহ—আত্মন্যপীতি। প্রণয়ং প্রার্থনাম্ ॥৪০—৪১॥ তে ত্বয়া মমাত্মজং সত্যবতশ্চ ঔরসং ন তু ধৃতরাষ্ট্রাদিবদন্যতো ময়ি জাতমিত্যর্থঃ ॥৪২—৪৩॥ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ, পত্যুঃ সকাশাদেবাপত্যোৎপাদনং সতাং মাদৃশানাং দারাণাং তত্রৈব বৃত্তিঃ। নন্বু গতাযুষি পত্যৌ কথং তৎ স্যাদিত্যত আহ—সন্ত ইতি। বরং দত্ত্বা সন্তো ন ব্যথন্তি নাপি সীদন্তি কিন্তু উক্তং নির্ব্বহন্ত্যেবেত্যর্থঃ। অত্যন্তাশক্যেঽর্থে কথং স্যাদিত্যত আহ—সতামিতি। সতামশক্যমপি নাস্তি ভয়ং চান্যস্য তেভ্যো নাস্তীতি ত্বত্তোঽহং নির্ভয়া-

সাবিত্রী বলিলেন—"সত্যবানের ঔরসে এবং আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী ও বংশরক্ষক একশত পুত্র হউক; ইহাই আমি আপনার নিকট চতুর্থ বর প্রার্থনা করিতেছি" ॥৪২॥

যম বলিলেন—"নিষ্পাপে। বলবীর্য্যশালী ও প্রীতিজনক একশত পুত্র তোমার হইবে। রাজনন্দিনি! তুমি দূরপথে আসিয়া পড়িয়াছ; অতএব এখন নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে আর তোমার পরিশ্রম হইবে না" ॥৪৩॥

(৪৩)...প্রীতিকরং তবাবলে।—বা ব কা নি।

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্! সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥৪৫॥
আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্ ॥৪৬॥
ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

অস্তি ভবতি, তথা সন্তঃ সদ্ভ্যো ভয়ং ন অনুবর্ত্তন্তি অনুভবন্তি। অতঃ সত্যবতো জীবনলাভেন ভবৎসঙ্গমো মে সফলো ভবেৎ ভয়ঞ্চ ন ভবেদিত্যাশয়ঃ ॥৪৪॥

পুনরপি রক্ষণীয়ত্বেন সত্যমেব দ্রঢ়য়তি—সন্ত ইতি। নয়ন্তি চালয়ন্তি। ভূমিং পৃথিবীম্। গতিরুপায়ঃ, ভূতভব্যস্য অতীতানাগতবিষয়সাধনস্য ॥৪৫॥

নন্বন্যোপকারস্য কস্ময়া প্রত্যুপকারঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—আর্য্যেতি। ইদং পরং প্রতি দয়াকরণরূপম্, বৃত্তং ব্যবহারঃ, আর্য্যজুষ্টং সজ্জনসেবিতং শাশ্বতং চিরকালীনঞ্চ, ইতি বিজ্ঞায়, সন্তঃ সজ্জনাঃ, পরার্থং পরোপকারং কুর্ব্বাণা অপি, প্রতিক্রিয়াং প্রত্যুপকারং নাবেক্ষন্তে ॥৪৬॥

নেতি। সৎপুরুষেম্বিতি যথাসম্ভবং বিভক্তিবিপরিণামেনান্বয়ঃ। তথা চ সৎপুরুষাণাং প্রসাদোঽনুগ্রহঃ, কুত্রাপি মোঘো ব্যর্থো ন ভবতি; সৎপুরুষেষু, অর্থঃ কস্যাপি কোঽপি বিষয়ঃ, ন নশ্যতি; মানোঽপি চ ন নশ্যতি। যস্মাৎ, সৎসু পুরুষেষু, এতত্ত্রয়ম্, নিত্যং সর্ব্বদৈব, নিয়তং ধ্রুবম্; তস্মাৎ সন্ত এব সর্ব্বেষাং রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্মীতি ভাবঃ ॥৪৪॥ ত্বয়াপি সত্যং স্বীয়ং রক্ষণীয়মিত্যাহ—সন্তো হীতি। ভূতভব্যস্য ভূতস্য ভবিষ্যস্য চ ॥৪৫॥ পরস্পরম্ উপকারপ্রত্যুপকারম্ ॥৪৬॥ এতৎ ত্রয়ং প্রসাদোঽর্থো মানশ্চ দরিদ্রস্য প্রসাদো নার্থায়, শ্রীগতাং প্রসাদোঽর্থকৃদপি ন মানদঃ, সতাং তু মানদ

সাবিত্রী বলিলেন—"সজ্জনেরা সর্ব্বদাই সনাতন ধর্ম্মে থাকেন এবং অদেয় বস্তু দান করিয়াও বিষণ্ণ বা ব্যথিত হন না। আর সজ্জনের সহিত সজ্জনের সম্মেলন নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনেরা সজ্জন হইতে ভয় পান না ॥৪৪॥

সজ্জনেরাই সত্যধর্ম্মদ্বারা সূর্য্যকে পরিচালিত করেন, সজ্জনেরাই তপস্যাদ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন, সজ্জনেরা ভূত ও ভবিষ্যতের গতি এবং সজ্জনেরা সজ্জনদের মধ্যে অবসন্ন হন না ॥৪৫॥

এইরূপ ব্যবহার সজ্জনসেবিত এবং চিরন্তন; ইহা বুঝিয়া সজ্জনেরা পরের উপকার করিবার সময়ে প্রত্যুপকার লাভের অপেক্ষা করেন না ॥৪৬॥

আর, সজ্জনের অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় না এবং সজ্জনের নিকটে কাহারও কোন বিষয় বা সম্মান নষ্ট হয় না। যেহেতু সজ্জনের উপরে সর্ব্বদাই এই তিনটা বিষয় অবশ্যই থাকে, সেই জন্যই সজ্জনেরা সকলের রক্ষক হন" ॥৪৭॥

যম উবাচ।

যথা যথা ভাষসি ধর্ম্মসংহিতং মনোঽনুকূলং সুপদং মহার্থবৎ।
তথা তথা মে ত্বয়ি ভক্তিরুত্তমা বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং পতিব্রতে! ॥৪৮॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্বিনা কৃতস্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ!।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা মৃতা হ্যেবমহং বিনা পতিম্ ॥৪৯॥
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ং ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। ধর্ম্মসংহিতং ধর্ম্মযুক্তম্। শোভনানি পদানি সুপ্তিঙন্তানি যত্র তৎ, তথা মহার্থবৎ প্রশস্তার্থবোধকঞ্চ। অপ্রতিমং নিরুপমম্ ॥৪৮॥

নেতি। হে মানদ! মৎসম্মানরক্ষক! যথা অন্যেষু প্রাঙ্ময়া লব্ধেষু বরেষু সুকৃতাদ্বিনা মৎপুণ্যং বিনা, তে ত্বয়া, অপবর্গো দানম্, ন কৃতঃ, তথা তৎপুণ্যবলাদেবেমং বরং বৃণে, যথা অয়ং সত্যবান্ জীবতু; হি যস্মাৎ, অহং পতিমিমং বিনা, মৃতা মৃতেব ভূতা। ত্বয়েদানীমপ্রতিমমিত্যভিধানাৎ "বিনাঽস্য জীবিতম্" ইত্যনভিধানাচ্চ স্পষ্টমিদমুক্তমিতি ভাবঃ ॥৪৯॥

নেতি। ভর্ত্ত্রা বিনাকৃতা বিরহিতা। ব্যবসামি শক্নোমি ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি। খলে তু প্রসাদ এব নাস্তি অতস্ত্বয়ং ত্বয়ৈব স্থিতমিতি ত্বং রক্ষিতাস্মাকং ভবেতি ভাবঃ ॥৪৭—৪৮॥ তে ত্বত্তঃ, অপবর্গঃ পুত্রফলপ্রাপ্তিঃ, সুকৃতাদ্বিনা সমীচীনাদ্দাম্পত্যযোগা-

যম বলিলেন—"সাবিত্রি! তুমি—ধর্ম্মসম্বন্ধ, মনের অনুকূল, সুন্দর পদযুক্ত এবং প্রশস্ত অর্থবোধক বাক্য যেমন যেমন বলিতেছ, তেমন তেমনই তোমার উপরে আমার উত্তম ভক্তি জন্মিতেছে; অতএব পতিব্রতে! তুমি অতুলনীয় একটা বর প্রার্থনা কর" ॥৪৮॥

সাবিত্রী বলিলেন—"হে মানরক্ষক! আমার পুণ্য ব্যতীত আপনি যেমন আমাকে অন্য বর দান করেন নাই, তেমন সেই পুণ্যের বলেই এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন। যেহেতু পতি ব্যতীত আমি মৃতের ন্যায়ই হইয়াছি ॥৪৯॥

পতি ব্যতীত আমি সুখ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি স্বর্গ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি প্রিয়বস্তু চাহি না এবং পতি ব্যতীত আমি বাঁচিতেই পারিব না ॥৫০॥

(৫০)···ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবম্···ভর্ত্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ম্—পি।

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তং পাশং মুক্ত্বা বৈবস্বতো যমঃ।
ধর্ম্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫২॥
এষ ভদ্রে! ময়া মুক্তো ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনি!।
অরোগশ্চ বলীয়াংশ্চ সিদ্ধার্থশ্চ ভবিষ্যতি ॥৫৩॥
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈশ্চ ধর্ম্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৪॥
ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চাপি সত্যবান্ জনয়িষ্যতি।
তে চাপি সর্ব্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
খ্যাতাস্ত্বন্নামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতাঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্রার্থনাপূরণে যমমনুকূলয়তি—বরেতি। মম সত্যবত এব শতপুত্রতা ভবিষ্যতীতি বরাতিসর্গো বরদানং ত্বয়ৈব দত্তঃ কৃতঃ; অথ চ মে পতির্হ্রিয়তে। বাগ্‌বিরোধী তবায়ং ব্যবহার ইতি ভাবঃ। তব বচনমেব সত্যং ভবিষ্যতি, সত্যবতো জীবনাদিত্যাশয়ঃ ॥৫১॥

তথেতি। মুক্ত্বা সত্যবতঃ প্রচ্যাব্য। প্রহৃষ্টাত্মা, সাবিত্র্যাঃ পাতিব্রাত্যদর্শনাৎ ॥৫২॥

এষ ইতি। হে কুলনন্দিনি! বংশানন্দকারিণি!। সিদ্ধার্থো নিষ্পন্নপ্রয়োজনঃ ॥৫৩॥

চতুরিতি। ইষ্ট্বা যজনং কৃত্বা। অবাপ্স্যতি গমিষ্যতীত্যুভয়ত্রাপি তে ভর্ত্তেত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫৪॥

সত্যবানের ঔরসে আমার একশত পুত্র হইবে, এইরূপ বর আমাকে আপনিই দিয়াছেন, আবার আপনিই আমার সেই পতিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; অতএব এখন আমি এই বর চাহিতেছি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন; তাহা হইলে আপনার বাক্যই সত্য হইবে" ॥৫১॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ যম সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সাবিত্রীকে এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

"ভদ্রে! কুলনন্দিনি! এই তোমার ভর্ত্তাকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম। এখন হইতে ইনি নীরোগ, বলবান্ ও সফলকাম হইবেন ॥৫৩॥

ইনি তোমার সহিত এখন হইতে চারিশত বৎসর আয়ু লাভ করিবেন এবং নানা যজ্ঞ করিয়া ধর্ম্মদ্বারাই জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন ॥৫৪॥

(৫৩)…অরোগস্তব নেয়শ্চ—বা ব কা নি।

পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি।
মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ ॥৫৬॥
এবং তস্যৈ বরান্ দত্ত্বা ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্।
নিবর্ত্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৫৭॥
সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্ত্তারং প্রতিলভ্য চ।
জগাম তত্র যত্রাস্য ভর্ত্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৫৮॥
সা ভূমৌ প্রেক্ষ্য ভর্ত্তারমুপসৃত্যোপগৃহ্য চ।
উৎসঙ্গে শির আরোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়ীতি। তন্নামধেয়া সাবিত্রাখ্যাঃ। শাশ্বতাশ্চিরন্তনাঃ খ্যাতাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৫॥

পিতুরিতি। মালব্যাং মালবরাজতনয়ায়াম্। শাশ্বতা মালবা নাম। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৬॥

এবমিতি। তস্যৈ সাবিত্র্যৈ। ধর্ম্মরাজো যমঃ ॥৫৭॥

সাবিত্রীতি। ভর্ত্তারং তজ্জীবনবরম্। শাবং শবীভূতম্ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃতে ক্ষেত্রজাদিপুত্রার্পণেন ন ক্রতো নিষ্পাদিতো ভবতি, যথান্যেষু বরেষু ভর্ত্তৃষু মদয়ন্ত্যাং বসিষ্ঠস্যেব ন তদ্বৎ, যস্মাদেবং তস্মাদ্বরং বৃণে ॥৪৯॥ ব্যবসামি শক্নোমি ॥৫০—৫৪॥

আর, সত্যবান্ তোমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিবেন এবং তাহারা সকলেও রাজা, পুত্র পৌত্রশালী এবং জগতে চিরকালের জন্য তোমার নামে ('সাবিত্র'-নামে) বিখ্যাত হইবে ॥৫৫॥

আর, তোমার মাতা মালবরাজতনয়ার গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র হইবে; এবং তোমার সেই ভ্রাতারাও চিরকালের জন্য পুত্র-পৌত্রশালী ও দেবতুল্য হইয়া 'মালব'-নামে বিখ্যাত হইবে" ॥৫৬॥

প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যম সাবিত্রীকে এই প্রকার বর দান করিয়া এবং তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেলেন ॥৫৭॥

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও ভর্ত্তার জীবনের বর লাভ করিয়া—যেখানে তাঁহার শবদেহ ছিল, সেইখানে গেলেন ॥৫৮॥

---

(৫৯) শ্লোকাৎ পরম্ "সংজ্ঞাঞ্চ স পুনর্লব্ধ্বা সাবিত্রীমভ্যভাষত। প্রোষ্যাগত ইব প্রেম্ণা পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ॥ সত্যবানুবাচ। সুচিরং বত সুপ্তোঽস্মি কিমর্থং নাববোধিতঃ। ক্ব চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোঽসৌ মাং সঞ্চকর্ষ হ॥" ইতি শ্লোকদ্বয়মধিকম্—বা ব কা নি।

সাবিত্র্যুবাচ। *

বিশ্রান্তোঽসি মহাভাগ! বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ!।
যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্ব্বরীম্ ॥৬০॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সুখসুপ্ত ইবোত্থিতঃ।
দিশঃ সর্ব্বা বনান্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যোবাচ সত্যবান্ ॥৬১॥
ফলাহারোঽস্মি নিষ্ক্রান্তস্ত্বয়া সহ সুমধ্যমে!।
ততঃ পাটয়তঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজাভবৎ ॥৬২॥
শিরোঽভিতাপসন্তপ্তঃ স্থাতুং চিরমশক্নুবন্।
তবোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোঽস্মি ইতি সর্ব্বং স্মরে শুভে! ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। ভূমৌ শয়িতমিতি শেষঃ। উৎসঙ্গে ক্রোড়ে ॥৫৯॥
বিশ্রান্ত ইতি। বিনিদ্রঃ অপগতনিদ্রঃ। বিগাঢ়াং বিশেষপ্রবৃত্তাম্ ॥৬০॥
উপেতি। সংজ্ঞাং চৈতন্যম্, সুখসুপ্তঃ সুস্থকালে সুখেন নিদ্রিতঃ ॥৬১॥
ফলেতি। ফলাহার ইতি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানম্। রুজা পীড়া ॥৬২॥
শির ইতি। শিরসঃ অভিতাপেন বেদনয়া সন্তপ্তঃ। স্মরে স্মরামি ॥৬৩॥

তিনি সেখানে যাইয়া, ভর্ত্তাকে ভূতলে শয়িত দেখিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া এবং তাঁহার মাথাটী কোলে তুলিয়া লইয়া, ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥৫৯॥

পরে সাবিত্রী বলিলেন—"মহাভাগ রাজপুত্র! আপনার বিশ্রাম করা হইয়াছে এবং নিদ্রাও ভাঙ্গিয়াছে; এখন যদি পারেন, তবে গাত্রোত্থান করুন, দেখুন—রাত্রি অধিক হইয়াছে" ॥৬০॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর সত্যবান্ চৈতন্য লাভ করিয়া, সুখনিদ্রিতের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া সমস্ত দিক্ ও বনপ্রান্ত দেখিয়া বলিলেন—॥৬১॥

"সুমধ্যমে! আমি ফলাহরণ করিবার জন্য তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; তাহার পর কাঠ ফাঁড়িবার সময়ে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল ॥৬২॥

কল্যাণি! তৎপরে সেই শিরঃপীড়ায় আকুল হইয়া, বহুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া, তোমার কোলে ঘুমাইয়াছিলাম; এ সমস্ত বৃত্তান্তই আমার স্মরণ পড়িতেছে ॥৬৩॥

* অয়ং পাঠঃ পিতামহপুস্তকে নাস্তি। ইতঃ পরঞ্চ—"সুচিরং ত্বং প্রসুপ্তোঽসি মমাঙ্কে পুরুষর্ষভ!। গতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥" অয়ং শ্লোকশ্চাধিকঃ—বা ব কা নি।

ত্বয়োপগূঢ়স্য চ মে নিদ্রয়াপহৃতং মনঃ।
ততোঽপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহৌজসম্ ॥৬৪॥
তদ্‌যদি ত্বং বিজানাসি কিং তদ্‌ব্রূহি সুমধ্যমে!।
স্বপ্নেন যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ ॥৬৫॥
তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে।
শ্বস্তে সর্ব্বং যথাবৃত্তমাখ্যাস্যামি নৃপাত্মজ! ॥৬৬॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য সুব্রত!।
বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ ॥৬৭॥
নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রূরাভিভাষিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাং চরতাং বনে ॥৬৮॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি। উপগূঢ়স্য আলিঙ্গিতস্য। তমঃ অন্ধকারম্ ॥৬৪॥

তদিতি। যমেন সত্যবতো লিঙ্গশরীরহরণকালে তচ্ছরীরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সত্ত্বেঽপি তেষামতি সূক্ষ্মত্বাদধিষ্ঠানভূতগোলকাভাবাচ্চ তস্য যমদর্শনতদালাপশ্রবণাসম্ভব আসীদিতি ভাবঃ। অতএবেদৃশং পৃষ্টমিতি বোধ্যম্ ॥৬৫॥

তমিতি। ব্যবগাহতে আধিক্যেন বর্ত্ততে। শ্বঃ পরদিনে ॥৬৬॥

উত্তিষ্ঠেতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত্বিতি শেষঃ। নিবৃত্তঃ চিরমেবাস্তং গতঃ ॥৬৭॥

নক্তমিতি। নক্তঞ্চরা রাত্রিচরাঃ প্রাণিনঃ, ক্রূরাভিভাষিণঃ নিষ্ঠুররবকারিণঃ ॥৬৮॥

তুমি যখন আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে, তখন আমার মন নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল; তৎপরে আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও মহাতেজা একটা পুরুষকে দেখিয়াছিলাম ॥৬৪॥

সুমধ্যমে! তুমি যদি সে বৃত্তান্ত জান, তবে তাহা বল; আমি কি স্বপ্নে সেই পুরুষটাকে দেখিয়াছিলাম? না, তাহা সত্যই ছিল?" ॥৬৫॥

তাহার পর সাবিত্রী সত্যবান্‌কে বলিলেন—"রাজপুত্র! রাত্রি অধিক হইতেছে; অতএব্ কল্য আপনার নিকট যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্ত বলিব ॥৬৬॥

সুব্রত! উঠুন উঠুন, আপনার মঙ্গল হউক। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইতেছে; অতএব যাইয়া পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ করুন ॥৬৭॥

কর্কশভাষী এই সকল রাত্রিচর প্রাণীরা আনন্দিত হইয়া বিচরণ করিতেছে এবং পশুরাও বনে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে পাতার শব্দ শুনা যাইতেছে ॥৬৮॥

এতা ঘোরান্ শিবা নাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আস্থায় বিরুবন্ত্যুগ্রাঃ কম্পয়ন্ত্যো মনো মম ॥৬৯॥

সত্যবানুবাচ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসা বৃতম্।
ন বিজ্ঞাস্যসি পন্থানং গন্তুঞ্চৈব ন শক্ষ্যসি ॥৭০॥

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্মিন্নদ্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৭১॥
ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্ব্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ ॥৭২॥
যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে ॥৭৩॥
শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽনঘ! ॥৭৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতা ইতি। শিবাঃ শৃগালাঃ। আস্থায় আশ্রিত্য, নাদান্ রুবন্তি কুর্ব্বন্তি ॥৬৯॥
বনমিতি। প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্কররূপম্। বিজ্ঞাস্যসি দ্রক্ষ্যসি ॥৭০॥
অস্মিন্নিতি। ধম্যমানঃ জ্বল্যমানঃ। কর্ম্মণি ধমাদেশ আর্ষঃ ॥৭১॥
তত ইতি। আনয়িত্বা আনীয়। জহি ত্যজ, সন্তাপমুদ্বেগম্ ॥৭২॥
যদীতি। নোৎসহসে ন শক্নোষি। তদেতি শেষঃ, শ্বঃ পরদিনে ॥৭৩—৭৪॥

এই ভয়ঙ্কর শৃগালগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাইয়া, আমার মন কাঁপাইতে থাকিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতেছে” ॥৬৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—“একে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বন, তাহাতে আবার নিবিড় অন্ধকারে আবৃত; এ অবস্থায় তুমি পথ দেখিতে পাইবে না, গমন করিতেও পারিবে না” ॥৭০॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আজ এই বন দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এখনও একটা শুষ্কবৃক্ষ জ্বলিতেছে এবং কোথাও কোথাও বায়ু অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, দেখা যাইতেছে ॥৭১॥

অতএব সেই সকল স্থান হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এখানে সকল দিকে অগ্নি জ্বালাইব; এই কাষ্ঠগুলি এখানে রহিয়াছে; অতএব আপনি আপনার উদ্বেগ ত্যাগ করুন ॥৭২॥

সত্যবানুবাচ।

শিরোরুজা নিবৃত্তা মে স্বস্থান্যঙ্গানি লক্ষয়ে।
মাতাপিতৃভ্যামিচ্ছামি সঙ্গমং ত্বৎপ্রসাদজম্ ॥৭৫॥
ন কদাচিদ্বিকালে হি গতপূর্ব্বোঽহমাশ্রমান্।
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং মাতা মে প্ররুণদ্ধি মাম্ ॥৭৬॥
দিবাপি ময়ি নিষ্ক্রান্তে সন্তপ্যেতে গুরূ মম।
বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সহৈবাশ্রমবাসিভিঃ ॥৭৭॥
মাত্রা পিত্রা চ সুভৃশং দুঃখিতাভ্যামহং পুরা।
উপালব্ধশ্চ বহুশশ্চিরেণাগচ্ছসীতি হি ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

শির ইতি। লক্ষয়ে অনুভবামি। সঙ্গমং সম্মেলনম্ ॥৭৫॥
নেতি। বিকালে অসময়ে। অনাগতায়াম্ অচিরাগুবিষ্যন্ত্যাম্ ॥৭৬॥
দিবেতি। গুরূ মাতাপিতরৌ। বিচিনোতি অন্বিষ্যতি ॥৭৭॥
মাত্রেতি। উপালব্ধস্তিরস্কৃতঃ, চিরেণাতিবিলম্বেন, আগচ্ছসীতি কৃত্বা ॥৭৮॥

আপনাকে এখনও রুগ্‌ণের মতই দেখিতেছি এবং বনটাও অন্ধকারাবৃত হইয়াছে; অতএব আপনি যদি পথ দেখিতে না পান, কিংবা গমন করিতে সমর্থ না হন, তবে আপনার অনুমতি হইলে, কল্য প্রভাতে বন দেখা যাইতে থাকিলে আমরা যাইব। হে নিষ্পাপ! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমরা এক রাত্রি এইখানেই বাস করিব" ॥৭৩—৭৪॥

সত্যবান্ বলিলেন—"আমার শিরঃপীড়া গিয়াছে এবং শরীরটাকেও সুস্থ বলিয়াই বোধ করিতেছি; অতএব তোমার ইচ্ছা হইলে, আমি আমার মাতা ও পিতার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥৭৫॥

কারণ, আমি পূর্ব্বে কখনও অসময়ে আশ্রমে যাই নাই এবং সন্ধ্যা সন্নিহিত হইলে, আমার মাতা আমাকে রুদ্ধ করেন ॥৭৬॥

এমন কি আমি দিনেও নির্গত হইলে, আমার মাতা ও পিতা দুই জনই উদ্বিগ্ন হন। তাঁর পর, আমার পিতা আশ্রমবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন ॥৭৭॥

মাতা ও পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পূর্ব্বে বহুবার আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছেন যে, 'তুই বড় বিলম্ব করিয়া আসিস্' ॥৭৮॥

(৭৫) স্বস্থান্যঙ্গানি লক্ষয়ে—বা ব কা নি। (৭৬) ন কদাচিদ্বি কালং হি গতপূর্ব্বো ময়াশ্রমঃ—বা ব কা, ন কদাচিদ্বি কালে হি—পি। (৭৮) উপলব্ধঃ সুবহুশঃ—কা।

কা ত্ববস্থা তয়োরদ্য মদর্থমিতি চিন্তয়ে।
তয়োরদৃশ্যে ময়ি চ মহদ্দুঃখং ভবিষ্যতি ॥৭৯॥
পুরা মামূচতুশ্চৈব রাত্রাবস্রায়মাণকৌ।
ভৃশং সুদুঃখিতৌ বৃদ্ধৌ বহুশঃ প্রীতিসংযুতৌ ॥৮০॥
ত্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্ত্তমপি পুত্রক!।
যাবদ্ধরিষ্যসে পুত্র! তাবন্নৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮১॥
বৃদ্ধয়োরন্ধয়োর্যষ্টিস্ত্বয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সন্তানশ্চাবয়োরিতি ॥৮২॥
মাতা বৃদ্ধা পিতা বৃদ্ধস্তয়োর্যষ্টিরহং কিল।
তৌ রাত্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবস্থাং গমিষ্যতঃ ॥৮৩॥
নিদ্রায়াশ্চাভ্যসূয়ামি যস্যা হেতোঃ পিতা মম।
মাতা চ সংশয়ং প্রাপৎ মৎকৃতেঽনপকারিণৌ ॥৮৪॥

ভারতকৌমুদী

কেতি। অবস্থা জাতেতি শেষঃ ॥৭৯॥

পুরেতি। অস্রং নয়নজলমুদ্বমন্তাবিতি অস্রায়মাণকৌ ক্রন্দন্তাবিত্যর্থঃ ॥৮০॥

ত্বয়েতি। ধরিষ্যসে অবস্থাস্যসে। নৌ আবয়োঃ ॥৮১॥

বৃদ্ধয়োরিতি। যষ্টির্যষ্টিবদবলম্বনম্। সন্তানো বংশবিস্তারঃ ॥৮২॥

মাতেতি। কামবস্থাং গমিষ্যতঃ, উদ্বেগেনাতীবদুরবস্থাং গমিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥৮৩॥

আজ আমার জন্য তাঁহাদের যে কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, ইহাই আমি চিন্তা করিতেছি। (বোধ হয়—) আমাকে না দেখায় তাঁহাদের গুরুতর দুঃখ হইয়া থাকিবে ॥৭৯॥

পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে বৃদ্ধ, অতিদুঃখিত ও স্নেহপরায়ণ পিতা ও মাতা রোদন করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন—॥৮০॥

"পুত্র! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা মুহূর্ত্ত কালও বাঁচিব না; সুতরাং তুমি যতকাল থাকিবে, আমাদের জীবনও ততকালই থাকিবে ॥৮১॥

আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদের যষ্টি, তোমার উপরে আমাদের বংশপ্রতিষ্ঠা ও বংশবিস্তার এবং তোমার উপরেই আমাদের পিণ্ড ও কীর্ত্তির প্রত্যাশা রহিয়াছে" ॥৮২॥

মাতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পিতাও বৃদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং আমি তাঁহাদের যষ্টি; অতএব আমাকে না দেখিয়া এই রাত্রিতে তাঁহারা কি অবস্থা ভোগ করিবেন ॥৮৩॥

(৮৪)…মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা—বা ব কা।

অহঞ্চ সংশয়ং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৮৫॥
ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম।
একৈকমস্যাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৮৬॥
নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শুভে!।
ভর্ত্তারঞ্চাপ্যনুগতাং মাতরং পরিদুর্ব্বলাম্ ॥৮৭॥
মৎকৃতেন হি তাবদ্য সন্তাপং পরমেষ্যতঃ।
জীবন্তাবনুজীবামি ভর্ত্তব্যৌ তৌ ময়েতি হ।
তয়োঃ প্রিয়ং মে কর্ত্তব্যমিতি জানামি চাপ্যহম্ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

নিদ্রায়া ইতি। অভ্যসূয়ামি সর্ব্বথা দোষমাবিষ্করোমি। মৎকৃতে মন্নিমিত্তে ॥৮৪॥

অহমিতি। সংশয়ং জীবনসন্দেহম্, কৃচ্ছ্রাং কৃচ্ছ্রজনিকাম্। উৎসহে শক্নোমি ॥৮৫॥

ব্যক্তমিতি। ব্যক্তং ধ্রুবম্। প্রজ্ঞা বুদ্ধিরেব চক্ষুর্যস্য সঃ অন্ধ ইত্যর্থঃ ॥৮৬॥

নেতি। ভর্ত্তারমনুগতামিত্যনেন ইয়মপি গান্ধারীবদেব চক্ষুর্বেষ্টনেনান্ধীভূতেতি সূচিতম্ ॥৮৭॥

মদিতি। মৎকৃতেন মন্নিমিত্তেন। পরমত্যন্তম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮৮॥

অতএব আমি নিদ্রার উপরেই দোষারোপ করিতেছি; যাহার জন্য আমার পিতা ও মাতা আমার কারণে জীবনসন্দেহে উপস্থিত হইয়াছেন; অথচ তাঁহারা আমার অপকারী নহেন ॥৮৪॥

এবং আমিও এই কষ্টকর বিপদে পতিত হইয়া জীবনসন্দেহে উপস্থিত হইয়াছি। কারণ, আমিও, মাতা এবং পিতাকে ছাড়িয়া জীবিত থাকিতে পারিব না ॥৮৫॥

নিশ্চয়ই আমার অন্ধ পিতা বিহ্বল চিত্তে এই সময়ে আশ্রমবাসী এক এক জনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৮৬॥

কল্যাণি। আমি যেমন আমার পিতার বিষয়ে এবং ভর্ত্তার অনুগামিনী ও অতিদুর্ব্বলা মাতার বিষয়ে শোক করি, নিজের বিষয়ে তেমন শোক করি না ॥৮৭॥

হায়। আজ আমার জন্য তাঁহারা গুরুতর কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাই, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিও বাঁচিয়া আছি; তাঁহাদিগকে আমার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের প্রিয়-কার্য্য আমার করিতে হইবে; ইহাই আমি জানি" ॥৮৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্ম্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ।
উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ত্তঃ সস্বরং প্ররুরোদ হ ॥৮৯॥
ততোঽব্রবীত্তথা দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারং শোককর্ষিতম্।
বিমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্ম্মচারিণী ॥৯০॥
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি।
শ্বশ্রূশ্বশুরভর্ত্তৃণাং মম পুণ্যাঽস্তু শর্ব্বরী ॥৯১॥
ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বাং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্।
তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম ॥৯২॥

সত্যবানুবাচ।

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রি! মা চিরম্।
পুরা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে! সত্যেনাত্মানমালভে ॥৯৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। উচ্ছ্রিত্য উত্তোল্য। সস্বরং মুক্তকণ্ঠম্ ॥৮৯॥
তত ইতি। নেত্রাভ্যাং সত্যবতো নয়নযুগলাৎ অশ্রূণি বিমৃজ্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৯০॥
যদীতি। পুণ্যা পুণ্যবশাৎ মঙ্গলময়ী ॥৯১॥
নেতি। স্বৈরেম্বপি স্বচ্ছন্দালাপেম্বপি। ধ্রিয়েতাং সুস্থাববতিষ্ঠেয়াতাম্ ॥৯২॥
কাময় ইতি। পুরা আগামিনি কালে, বিপ্রিয়ং ভাবম্। আলভে স্পৃশামি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয় ও ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইরূপ বলিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া, বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৮৯॥

তাহার পর ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে সেইরূপ শোকার্ত্ত দেখিয়া, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুজল মার্জ্জন করিয়া বলিলেন—॥৯০॥

"আমি যদি তপস্যা করিয়া থাকি, যদি দান করিয়া থাকি এবং যদি হোম করিয়া থাকি, তবে আমার শ্বশুর, শাশুরী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি মঙ্গলময় হউক ॥৯১॥

আমি পূর্ব্বে স্বেচ্ছালাপের সময়েও যে মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এমন মনে পড়ে না। সেই সত্যধর্ম্মবশতঃ আজ আমার শ্বশুর ও শাশুরী সুস্থ থাকুন" ॥৯২॥

যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্মাঞ্চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাৎ ॥৯৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী।
পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥৯৫॥
উত্থায় সত্যবাংশ্চাপি প্রমৃজ্যাঙ্গানি পাণিনা।
সর্ব্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥৯৬॥
তমুবাচাথ সাবিত্রী শ্বঃ ফলানি হরিষ্যসি।
যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেষ্যামি পরশুং ত্বহম্ ॥৯৭॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। কর্ত্তব্যং ত্বয়া। অন্তিকাদস্মাদ্দেশাৎ ॥৯৪॥
সাবিত্রীতি। সংযম্য বদ্ধ্বা, ভাবিনী আশ্রমগমনায় চেষ্টাশালিনী ॥৯৫॥
উত্থায়েতি। কঠিনে প্রাকৃফলপূরিতবস্ত্রস্থাল্যাম্, আদধে অর্পয়ামাস ॥৯৬॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বনামধেয়াঃ সাবিত্র্যা ইতি ॥৫৫—৫৭॥ শাবং শ্যামম্ ॥৫৮—৭৯॥ অত্রায়মাণকৌ রুদন্তৌ ॥৮০॥ নৌ আবয়োঃ ॥৮১—৮৫॥ প্রজ্ঞাচক্ষুরন্ধঃ ॥৮৬—৯১॥ ম্রিয়েতাং জীবেতাম্, শ্বশুরৌ শ্বশ্রূশ্বশুরৌ ॥৯২—৯৫॥ কঠিনে ফলপূর্ণে পাত্রে ॥৯৬—১০৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫১॥

সত্যবান্ বলিলেন—"সাবিত্রি! আমি আমার পিতা ও মাতার দর্শন কামনা করি; অতএব চল, বিলম্ব করিও না। বরারোহে! আমি যদি পরে পিতার বা মাতার কোন অপ্রিয় অবস্থা দেখি, তবে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শপথ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছি ॥৯৩॥

তোমার যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, আমাকে যদি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর এবং আমার প্রিয়কার্য্য যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে চল, আমরা এস্থান হইতে আশ্রমে যাই" ॥৯৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর সাবিত্রী আশ্রমগমনের জন্য উদ্‌যোগিনী হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কেশবন্ধন করিয়া বাহুযুগলদ্বারা ধরিয়া সত্যবান্‌কে উত্তোলন করিলেন ॥৯৫॥

সত্যবান্‌ও উঠিয়া হস্তদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া, ফলপূর্ণ সেই থলিয়ার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৯৬॥

(৯৭)...শ্বঃ ফলানীহ নেষ্যসি—পি।

কৃত্বা কঠিনভারং সা বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্।
গৃহীত্বা পরশুং ভর্ত্তুঃ সকাশে পুনরাগমৎ ॥৯৮॥
বামে স্কন্ধে তু বামোরুর্ভর্ত্তুর্বাহুং নিবেশ্য চ।
দক্ষিণেন পরিষ্বজ্য জগাম গজগামিনী ॥৯৯॥

সত্যবানুবাচ।

অভ্যাসগমনাদ্ভীরু! পন্থানো বিদিতা মম।
বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে ॥১০০॥
আগতৌ স্বঃ পথা যেন ফলান্যবচিতানি চ।
যথাগতং শুভে! গচ্ছ পন্থানং মা বিচারয় ॥১০১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। শ্বঃ পরদিনে। যোগক্ষেমার্থং সাংসারিককার্য্যসম্পাদনার্থম্ ॥৯৭॥

কৃত্বেতি। কঠিনভারং ফলভারবৎ কঠিনং ফলপূর্ণাং বস্ত্রস্থালীমিতি যাবৎ ॥৯৮॥

বাম ইতি। বামৌ সুন্দরৌ উরূ যস্যাঃ সা বামোরুঃ গজগামিনী চ সাবিত্রী, ভর্ত্তুঃ তাং বামং বাহুং প্রসার্য্য আত্মনো বামে স্কন্ধে নিবেশ্য চ, আত্মনো দক্ষিণেন বাহুনা ভর্ত্তারং পরিষ্বজ্য আলিঙ্গনপ্রকারেণ ধৃত্বা, জগাম গন্তুমারেভে ॥৯৯॥

অভ্যাসেতি। হে ভীরু! অভ্যাসেন পৌনঃপুন্যেন গমনাৎ, অদর্শনেঽপি পন্থানো মম বিদিতাঃ। কিঞ্চ বৃক্ষান্তরাণি আলোকিতানি যয়া তয়া জ্যোৎস্নয়াপি, লক্ষয়ে পথঃ পশ্যামি। ততশ্চানায়াসেনৈব গন্তুং শক্নোমীতি ভাবঃ ॥১০০॥

আগতাবিতি। স্ব আবামিতি শেষঃ। অবচিতানি আবাভ্যাং গৃহীতানি ॥১০১॥

তাহার পর সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন—"কাল ফলগুলি লইয়া যাইবেন; আমি এখন সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আপনার এই কুরুলখানা লইয়া যাইব" ॥৯৭॥

এই কথা বলিয়া সাবিত্রী সেই ফলের থলিয়াটাকে গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া, কুরুলখানা লইয়া পুনরায় স্বামীর নিকটে আসিলেন ॥৯৮॥

তাহার পর সুন্দরোরুযুগলশালিনী ও গজগামিনী সাবিত্রী সত্যবানের বাম বাহু নিজের বামস্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক নিজের দক্ষিণ বাহুদ্বারা সত্যবান্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া যাইতে লাগিলেন" ॥৯৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—"ভীরু! বার বার যাতায়াত করায় এই পথগুলি আমার জানা আছে; বিশেষতঃ জ্যোৎস্না আসিয়া বৃক্ষের অন্তরালদেশ আলোকিত করিতে থাকায় পথগুলি দেখাও যাইতেছে ॥১০০॥

অতএব কল্যাণি! আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম এবং আসিয়া ফল

(৯৯) বামে স্কন্ধে তু সাবিত্রী ভর্ত্তুর্বাহুং নিগৃহ্য সা—পি।

পলাশষণ্ডেরেতস্মিন্ পন্থা ব্যাবর্ত্ততে দ্বিধা।
তস্যোত্তরেণ যঃ পন্থাস্তেন গচ্ছ ত্বরস্ব চ ॥১০২॥
সুস্থোঽস্মি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ।
ব্রুবন্নেবং ত্বরাযুক্তঃ স প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১০৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সত্যবদাশ্রমাগমনে একপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ।
লব্ধচক্ষুঃ প্রসন্নায়াং দৃষ্ট্যাং সর্ব্বং দদর্শ হ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পলাশেতি। পলাশষণ্ডৈঃ পলাশবৃক্ষসমূহৈঃ, এতস্মিন্ স্থানে ॥১০২॥

সুস্থ ইতি। সুস্থোঽস্মি বলবানস্মি, পিত্রোর্দিদৃক্ষাবশাদেবেতি ভাবঃ ॥১০৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

চয়ন করিয়াছিলাম, সেই যথাগত পথেই গমন করিতে থাক, কোন ইতস্ততঃ করিও না ॥১০১॥

এইখানে পলাশবন থাকায় পথটা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই পলাশবনের উত্তরদিক্ দিয়া যে পথটা গিয়াছে, সেই পথে চল এবং দ্রুত চল ॥১০২॥

আমি সুস্থ হইয়াছি, সবলও হইয়াছি এবং পিতা ও মাতা উভয়কেই দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি"। এইরূপ বলিতে বলিতে সত্যবান্ সত্বর আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন" ॥১০৩॥

(১০২) পলাশখণ্ডে চৈতস্মিন্...বা ব কা নি। (১০৩) স্বস্থোঽস্মি বলবানস্মি...বা ব কা নি। * '...চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —বা ব, '...সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —কা, '...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —নি।

(১)...দ্যুমৎসেনো মহাবনে—পি।

স সর্ব্বানাশ্রমান্ গত্বা শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া।
পুত্রহেতোঃ পরামার্ত্তিং জগাম ভরতর্ষভ ! ॥২॥
তাবাশ্রমান্ নদীশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
তস্যাং দিশি বিচিন্বন্তৌ দম্পতী পরিজগ্মতুঃ ॥৩॥
শ্রুত্বা শব্দন্তু যং কঞ্চিদুন্মুখৌ সুতশঙ্কয়া।
সাবিত্রীসহিতোঽভ্যেতি সত্যবানিত্যভাষতাম্ ॥৪॥
ভিন্নৈশ্চ পরুষৈঃ পাদৈঃ সব্রণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
কুশকণ্টকবিদ্ধাঙ্গাবুন্মত্তাবিব ধাবতঃ ॥৫॥
ততোঽভিসৃত্য তৈর্বিপ্রৈঃ সর্ব্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ।
পরিবার্য্য সমাশ্বাস্য তাবানীতৌ স্বমাশ্রমম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি। দৃষ্ট্যাং চক্ষুষি, প্রসন্নায়াং নির্ম্মলতয়া কার্য্যক্ষমায়াং সত্যাম্ ॥১॥
স ইতি। সর্ব্বানাশ্রমান্ গত্বাপি পুত্রমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ, শৈব্যয়া তদাখ্যয়া ॥২॥
তাবিতি। বিচিন্বন্তৌ অন্বিষ্যন্তৌ, দম্পতী শৈব্যাদ্যুমৎসেনৌ ॥৩॥
শ্রুত্বেতি। সুতশঙ্কয়া সুতস্য পদশব্দোঽয়মিতি সম্ভাবনয়া ॥৪॥
ভিন্নৈরিতি। ভিন্নৈঃ কণ্টকাদিবিদীর্ণৈঃ, পরুষৈর্ধূলিরূক্ষৈঃ। ধাবতস্তৌ ॥৫॥
তত ইতি। অভিসৃত্য উপগম্য। পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"এই সময়েই মহাবল দ্যুমৎসেন চক্ষু লাভ করিলেন এবং সে চক্ষু প্রসন্ন হওয়ায় সমস্তই দেখিতে লাগিলেন ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর তিনি ভার্য্যা শৈব্যার সহিত সকল আশ্রমে যাইয়াও পুত্রকে না পাইয়া পুত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥২॥

ক্রমে তাঁহারা সাবিত্রী ও সত্যবান্‌কে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া সেই দিকের আশ্রম, নদী, বন ও সরোবরগুলিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

তাঁহারা যে কোন শব্দ শুনিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া 'সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে' এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৪॥

ক্রমে তাঁহারা—বিদীর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত ও ধূলিপূর্ণ চরণে কুশ ও কণ্টক-বিদ্ধ দেহে উন্মত্তের ন্যায় দৌড়াইতে থাকিলেন ॥৫॥

তাহার পর আশ্রমবাসী সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যাইয়া পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিলেন ॥৬॥

তত্র ভার্য্যাসহায়ঃ স বৃতো বৃদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।
আশ্বাসিতো বিচিত্রার্থৈঃ পূর্ব্বরাজ্ঞাং কথাশ্রয়ৈঃ ॥৭॥
ততস্তৌ পুনরাশ্বস্তৌ বৃদ্ধৌ পুত্রদিদৃক্ষয়া।
বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্য স্মরন্তৌ ভৃশদুঃখিতৌ ॥৮॥
পুনরুক্ত্বা চ করুণাং বাচং তৌ শোককর্ষিতৌ।
হা পুত্র! হা সাধ্বি! বধু! ক্বাসি ক্বাসীত্যরোদতাম্ ॥৯॥

সুবর্চ্চা উবাচ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০॥

গৌতম উবাচ।

বেদাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাস্তপো মে সঞ্চিতং মহৎ।
কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরবোঽগ্নিশ্চ তোষিতাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। ভার্য্যাসহায়ঃ শৈব্যয়া সহিতঃ, স দ্যুমৎসেনঃ ॥৭॥

তত ইতি। পুত্রস্য দিদৃক্ষয়া দ্রষ্টুমিচ্ছয়া পুনর্ভৃশদুঃখিতৌ অভবতামিতি শেষঃ ॥৮॥

পুনরিতি। হা পুত্র! ক্বাসি, হা সাধ্বি! বধু! ক্বাসীত্যন্বয়ঃ ॥৯॥

যথেতি। যথা যতঃ, তথা ততঃ। ঈদৃশী ধর্ম্মচারিণী বিধবা ন ভবতীতি ভাবঃ ॥১০॥

বেদা ইতি। অঙ্গৈর্ব্যাকরণাদিভিঃ সহেতি সাঙ্গাঃ। ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কৃতমিতি শেষঃ ॥১১॥

তখন বৃদ্ধ তপস্বীরা ভার্য্যার সহিত দ্যুমৎসেন রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাচীন রাজাদের বিচিত্র উপাখ্যান বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর সেই বৃদ্ধ রাজদম্পতি আশ্বস্ত হইয়াও পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছায় এবং তাহার শৈশবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আবার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥৮॥

তাঁহারা করুণ বাক্য বলিয়া পুনরায় শোকে অধীর হইলেন এবং 'হা পুত্র! তুমি কোথায়? হা সাধ্বি! বধু! তুমি কোথায়?' এইভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তখন 'সুবর্চ্চা'-নামে এক ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইহার ভার্য্যা সাবিত্রী যখন তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন ও আচারশালিনী, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে" ॥১০॥

গৌতম বলিলেন—"আমি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, গুরুতর তপস্যা করিয়াছি, কৌমারবয়সে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছি এবং গুরুগণ ও অগ্নির সন্তোষবিধান করিয়াছি ॥১১॥

---

(৯) শ্লোকাৎ পরম্ 'ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেষামুবাচেদং তয়োর্বচঃ…'—বা ব কা নি।

সমাহিতেন চীর্ণানি সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানি মে।
বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ সদা ॥১২॥
অনেন তপসা বেদ্মি সর্ব্বং পরচিকীর্ষিতম্।
সত্যমেতন্নিবোধ ত্বং ধ্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩॥

শিষ্য উবাচ।

উপাধ্যায়স্য মে বক্ত্রাদ্‌যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্।
নৈব জাতু ভবেন্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪॥

ঋষয় উচুঃ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী সর্ব্বৈরেব সুলক্ষণৈঃ।
অবৈধব্যকরৈর্যুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫॥

দাল্‌ভ্য উবাচ। *

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্।
গতাহারমকৃত্বা তু তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। মে ময়া। বায়োরেব ভক্ষো ভক্ষণং যস্মিন্ স তাদৃশ উপবাসঃ ॥১২॥
অনেনেতি। পরেণ চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্। ধ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে জীবতীত্যর্থঃ ॥১৩॥
উপেতি। উপাধ্যায়স্য গৌতমস্য। জাতু কদাচিৎ ॥১৪॥
যথেতি। যথা যতঃ। অবৈধব্যকরৈঃ অবৈধব্যসূচকৈঃ। তথা ততঃ ॥১৫॥

আর আমি সমাহিত চিত্তে সকল ব্রত এবং সর্ব্বদা যথাবিধানে বায়ুমাত্র ভোজনে উপবাস করিয়াছি ॥১২॥

এই তপস্যার বলে আমি পরের সমস্ত অভিপ্রেত বিষয় জানিতে পারি; অতএব রাজা! আপনি এই ঘটনা সত্য জানুন যে, সত্যবান্ জীবিত আছে" ॥১৩॥

গৌতমের শিষ্য বলিল—"আমার অধ্যাপকের মুখ হইতে যখন এইরূপ বাক্য নির্গত হইয়াছে, তখন কখনও উহা মিথ্যা হইবে না; সুতরাং সত্যবান্ নিশ্চয়ই জীবিত আছেন" ॥১৪॥

অন্যান্য ঋষিরা বলিলেন—"সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যখন অবৈধব্যসূচক সমস্ত সুলক্ষণসম্পন্ন, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে" ॥১৫॥

---

(১৫) শ্লোকাৎ পরম্ 'ভারদ্বাজ উবাচ। যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ। আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্॥' ইতি সুবর্চ্চ উক্তশ্লোকস্য অনুরূপঃ শ্লোকঃ পুনঃ বা ব কা নি। * দাল্ভ্য উবাচ—পি।

আপস্তম্ব উবাচ। *

যথা নদন্তি শান্তায়াং দিশি বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
পার্থিবৈষা প্রবৃদ্ধিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭॥

ধৌম্য উবাচ।

সর্ব্বৈগু´ণৈরুপেতস্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ।
দীর্ঘায়ুর্লক্ষণোপেতস্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমাশ্বাসিতস্তৈস্তু সত্যবাগ্ভিস্তপস্বিভিঃ।
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সর্ব্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥১৯॥

ততো মুহূর্ত্তাৎ সাবিত্রী ভর্ত্রা সত্যবতা সহ।
আজগামাশ্রমং রাত্রৌ প্রহৃষ্টা প্রবিবেশ হ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি। প্রবৃত্তা সঞ্জাতা। আহারমকৃত্বা গতা সা সাবিত্রীতি শেষঃ ॥১৬॥

যথেতি। শান্তায়াং দাহশূন্যায়াম্। প্রবৃদ্ধিঃ নয়নলাভেনোন্নতিঃ ॥১৭॥

সর্ব্বৈরিতি। দীর্ঘায়ুষো লক্ষণৈঃ সামুদ্রিকোক্তচিহ্নবিশেষৈরুপেতঃ ॥১৮॥

এবমিতি। বিগণয়ন্ মনসা চিন্তয়ন্, অভবৎ দ্যুমৎসেন ইতি শেষঃ ॥১৯॥

তত ইতি। মুহূর্ত্তাৎ অত্যল্পকালাৎ পরমেব ॥২০॥

দাল্ভ্যমুনি কহিলেন—"রাজা! আপনার যখন দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছে, সাবিত্রী যখন ব্রত করিয়াছেন এবং আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে" ॥১৬॥

আপস্তম্ব বলিলেন—"রাজা! দাহশূন্য দিকে যখন পশু-পক্ষীরা রব করিতেছে এবং আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে" ॥১৭॥

ধৌম্য কহিলেন—"আপনার পুত্র সত্যবান্ যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোকপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুর লক্ষণযুক্ত, তখন সে নিশ্চয়ই জীবিত আছে" ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সেই সত্যবাদী তপস্বীরা এইরূপে আশ্বস্ত করিলে, দ্যুমৎসেন সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া স্থিরের ন্যায় হইলেন ॥১৯॥

তাহার পর মুহূর্ত্ত পরেই সাবিত্রী—স্বামী সত্যবানের সহিত রাত্রিতে আশ্রমে আসিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিলেন" ॥২০॥

---

* মাণ্ডব্য উবাচ—কা। (১৭) যথা বদন্তি শান্তায়াম্...পার্থিবী চ প্রবৃত্তিস্তে—বা ব কা।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

পুত্রেণ সঙ্গতং ত্বাদ্য চক্ষুষ্মন্তং নিরীক্ষ্য চ।
সর্ব্বে বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বৃদ্ধিং তে পৃথিবীপতে! ॥২১॥
সমাগমেন পুত্রস্য সাবিত্র্যা দর্শনেন চ।
সর্ব্বৈরস্মাভিরুক্তং যত্তথা তন্মাত্র সংশয়ঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথাগ্নিং তত্র সংজ্বাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব্ব এব হি।
উপাসাঞ্চক্রিরে পার্থ! দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৩॥
শৈব্যা চ সত্যবাংশ্চৈব সাবিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ।
সর্ব্বৈস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাবিশন্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

পুত্রেণেতি। সঙ্গতং সম্মিলিতম্, ত্বা ত্বাম্। বৃদ্ধিমুন্নতিম্ ॥২১॥

সমিতি। সমাগমেন সম্মেলনেন। তত্তথা সত্যমেব জাতমিত্যর্থঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥

অথেতি। অগ্নিসংজ্বালনমন্ধকারে সর্ব্বেষাং দর্শনার্থম্। উপাসাঞ্চক্রিরে উপবিবিশুঃ ॥২৩॥

শৈব্যেতি। শৈব্যা দ্যুমৎসেনভার্য্যা। বিশোকাঃ সর্ব্বসম্মেলনান্নিরুদ্বেগাঃ ॥২৪॥

তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—"রাজা! আমরা সকলে আজ আপনাকে পুত্রের সহিত মিলিত এবং চক্ষুষ্মান্ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি উন্নতি লাভ করিয়াছেন ত?" ॥২১॥

পুত্রের সম্মেলনে এবং সাবিত্রীর দর্শনে আমরা সকলে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হইয়াছে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তা'র পর, শীঘ্রই আপনার অতিপ্রচুর সমৃদ্ধি হইবে" ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! তাহার পর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দ্যুমৎসেনরাজার নিকটে উপবেশন করিলেন ॥২৩॥

আর শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী একদিকে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহারাও সেই সকলের অনুমতিক্রমে নিরুদ্বেগ হইয়া উপবেশন করিলেন ॥২৪॥

(২১) পুত্রেণ সঙ্গতং ত্বাত্ত···বা ব কা, বৃদ্ধিং বৈ পৃথিবীপতেঃ—পি। (২২) প্রথম-চরণদ্বয়াৎ পরম্ 'চক্ষুষশ্চাত্মনো লাভাত্রি ভির্দিষ্ট্যা বিবর্দ্ধসে' ইতি চরণদ্বয়মধিকং বা ব কা নি। (২৩) অতোঽগ্নিম্···বা ব কা নি।

ততো রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সর্ব্বে তে বনবাসিনঃ।
জাতকৌতূহলাঃ পার্থ! পপ্রচ্ছুর্নৃপতেঃ সুতম্ ॥২৫॥

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রাগেব নাগতং কস্মাৎ সভার্য্যেণ ত্বয়া বিভো!।
বিরাত্রে চাগতং কস্মাৎ কোঽনুবন্ধস্তবাভবৎ ॥২৬॥
সন্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়ঞ্চৈব নৃপাত্মজ!।
কস্মাদিতি ন জানীমস্তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি ॥২৭॥

সত্যবানুবাচ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ।
অথ মেঽভূচ্ছিরোদুঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ ॥২৮॥
সুপ্তশ্চাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষয়ে।
তাবৎ কালং ন চ ময়া সুপ্তপূর্ব্বং কদাচন ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আসীনা উপবিষ্টাঃ। নৃপতেঃ সুতং সত্যবন্তম্ ॥২৫॥

প্রাগিতি। বিরাত্রে বিশেষেণাধিকোন রাত্রৌ ভূতায়াম্, অনুবন্ধো বিঘ্নঃ ॥২৬॥

সমিতি। কস্মাৎ কারণাৎ সন্তাপিতস্ত্বয়া উদ্বেজিতঃ ॥২৭॥

পিত্রেতি। গতো বনমিতি শেষঃ। শিরসো দুঃখং পীড়া, ভিন্দতঃ পাটয়তঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিন্নেবেতি ॥১—৪॥ ভিন্নৈর্বিদীর্ণৈঃ, পরুষৈঃ কর্কশৈঃ ॥৫—১৬॥ শান্তায়াং প্রসন্নায়াম্, পার্থিবী পার্থিবত্বযোগ্যা, প্রবৃত্তির্ধর্মঃ ॥১৭—২৫॥ বিরাত্রে বহুরাত্রে কালে, আগতমাগমনম্ ॥২৬—৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫২॥

যুধিষ্ঠির! তদনন্তর রাজার সহিত উপবিষ্ট সেই বনবাসীরা সকলে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সত্যবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৫॥

ঋষিরা বলিলেন—"সত্যবান্! তুমি তোমার ভার্য্যার সহিত পূর্ব্বেই কেন আগমন কর নাই? অধিক রাত্রিতেই বা কেন আগমন করিলে? এবং তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল? ॥২৬॥

রাজপুত্র! তুমি কি জন্য পিতাকে, মাতাকে এবং আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলে, তাহা আমরা জানি না; অতএব তুমি সেই সকল বল" ॥২৭॥

সত্যবান্ বলিলেন—"আমি পিতার অনুমতিক্রমে সাবিত্রীর সহিত বনে গিয়াছিলাম; পরে কাঠ কাড়িবার সময়ে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল ॥২৮॥

---

(২৬)...চিরাত্তবাগতং কস্মাৎ—পি। (২৭)...নাকস্মাদিব জানীমঃ—পি।

সর্ব্বেষামেব ভবতাং সন্তাপো মা ভবেদিতি।
অতো বিরাত্রাগমনং নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥৩০॥

গৌতম উবাচ।

অকস্মাচ্চক্ষুষঃ প্রাপ্তির্দ্যুমৎসেনস্য তে পিতুঃ।
নাস্য ত্বং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বক্তুমর্হতি ॥৩১॥
শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি! ত্বং হি বেত্থ পরাবরম্।
ত্বাং হি জানামি সাবিত্রি! সাবিত্রীমিব তেজসা ॥৩২॥
ত্বমত্র হেতুং জানীষে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্।
রহস্যং যদি তে নাস্তি কিঞ্চিদেব বদস্ব নঃ ॥৩৩॥

সাবিত্র্যুবাচ।

এবমেতদ্‌যথৈবাত্থ সঙ্কল্পো নান্যথা হি বঃ।
নহি কিঞ্চিদ্রহস্যং মে শ্রূয়তাং তথ্যমত্র যৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্ত ইতি। সুপ্তো নিদ্রিতঃ, বেদনয়া শিরঃপীড়য়া, উপলক্ষয়ে মন্যে ॥২৯॥
তর্হি কথমাগত ইত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি। বিরাত্রে অধিকরাত্রে আগমনম্ ॥৩০॥
অকস্মাদিতি। নাস্য ত্বং কারণং বেৎসীত্যনুবাদঃ সাবিত্রী বক্তুমর্হতীতি চ সম্ভাবনা ॥৩১॥
শ্রোতুমিতি। পরাবরম্ উত্তমাধমং সর্ব্বং বিষয়ম্। সাবিত্রীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ ॥৩২॥
ত্বমিতি। রহস্যং গোপনীয়ম্। কিঞ্চিদেবেতি সাকল্যাসম্ভবপক্ষে ॥৩৩॥
এবমিতি। যথৈব সত্যমেব আত্থ ব্রবীষি, সঙ্কল্পঃ সম্ভাবনা ॥৩৪॥

সেই শিরঃপীড়াবশতঃ আমি দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলাম; ইহাই আমি ধারণা করি; কিন্তু পূর্ব্বে কখনও আমি ততকাল নিদ্রা যাই নাই ॥২৯॥

তা'র পর, আপনাদের সকলের উদ্বেগ না হয়, এই জন্যই অধিক রাত্রিতে আসিয়াছি; কিন্তু এতদ্ভিন্ন এবিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই" ॥৩০॥

গৌতম বলিলেন—"তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের অকস্মাৎ চক্ষুলাভ হইয়াছে; ইহার কারণ তুমি জান না, সম্ভবতঃ সাবিত্রী বলিতে পারেন ॥৩১॥

সাবিত্রি! আমি তোমার নিকট ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি। কেন না, তুমি উত্তমাধম সমস্ত বিষয়ই জান। যে হেতু, সাবিত্রি! তোমাকে আমি তেজে সাবিত্রীদেবীর তুল্যই মনে করি ॥৩২॥

সুতরাং, তুমি এ বিষয়ের হেতু জান; অতএব সত্য বল। তোমার যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদের নিকট কিছু বল" ॥৩৩॥

(৩০)…অতো চিরাম্নাগমনম্—পি। (৩৪) এবমেতদ্‌যথা বেত্থ—বা.ব.কা.নি।

মৃত্যুর্মে পত্যুরাখ্যাতো নারদেন মহাত্মনা।
স চাদ্য দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্ ॥৩৫॥
সুপ্তঞ্চৈনং যমঃ সাক্ষাদুপাগচ্ছৎ সকিঙ্করঃ।
স এনমনয়দ্বদ্ধা দিশং পিতৃনিষেবিতাম্ ॥৩৬॥
অস্তৌষং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভুম্।
পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ মম ॥৩৭॥
চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।
লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাঞ্চাত্মনঃ শতম্ ॥৩৮॥
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুর্মে ভর্ত্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।
ভর্ত্তুর্হি জীবিতার্থন্তু ময়া চীর্ণন্ত্বিদং ব্রতম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

মৃত্যুরিতি। আখ্যাতঃ পরিণয়াৎ প্রাগেবোক্তঃ। প্রাপ্ত উপস্থিতঃ, এনং পতিম্ ॥৩৫॥
সুপ্তমিতি। এনম্ এতস্য সত্যবতো লিঙ্গদেহম্। পিতৃনিষেবিতাং দক্ষিণাম্ ॥৩৬॥
অস্তৌষমিতি। অস্তৌষং স্তুতবতী। তেন যমেন ॥৩৭॥
চক্ষুষী ইতি। পিতুরশ্বপতেঃ। আত্মনো মম ॥৩৮॥
চতুরিতি। ইদং ত্রিরাত্রোপবাসাত্মকং ব্রতং ময়া চীর্ণমাচরিতম্ ॥৩৯॥

সাবিত্রী বলিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে। কেন না, আপনাদের ধারণা অন্যরূপ হয় না। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার গোপনীয় কিছু নাই ; সুতরাং যাহা সত্য, তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৪॥

মহাত্মা নারদ আমার পতির মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, সে দিন আজ ছিল। সেই জন্যই আমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করি নাই ॥৩৫॥

ইনি নিদ্রিত হইলে, সাক্ষাৎ যম তাঁহার ভৃত্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং তিনি ইঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া চলিলেন ॥৩৬॥

তখন আমি সত্যবাক্যে সেই প্রভাবশালী দেবতার স্তব করিতে লাগিলাম ; পরে তিনি আমাকে পাঁচটী বর দিলেন ; তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥৩৭॥

প্রথম দুই বরে আমার শ্বশুরের চক্ষু দুইটী ও আপন রাজ্যলাভ, তৃতীয় বরে আমার পিতার একশত পুত্র লাভ এবং চতুর্থ বরে আমার নিজের একশত পুত্র লাভ ॥৩৮॥

আর পঞ্চম বরে আমার স্বামী চারিশত বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছেন এবং আমি স্বামীর জীবনের জন্যই এই ব্রত করিয়াছিলাম ॥৩৯॥

এতৎ সর্ব্বং ময়াখ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ।
যথা বৃত্তং সুখোদর্কমিদং দুঃখং মহন্মম ॥৪০॥
ঋষয় উচুঃ।
নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিদ্রুতং কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হ্রদে।
ত্বয়া সুশীলব্রতপুণ্যযুক্তয়া সমুদ্ধৃতং সাধ্বি! পুনঃ কুলীনয়া ॥৪১॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তথা প্রশস্য হ্যভিপূজ্য চৈব বরস্ত্রিয়ং তামৃষয়ঃ সমাগতাঃ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য সপুত্রমঞ্জসা শিবেন জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪২॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
দ্রৌপদীহরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে সাবিত্রীকথায়াং
দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। কারণং শ্বশুরস্য চক্ষুর্লাভস্য। সুখোদর্কং সুখোত্তরফলকম্ ॥৪০॥

নিমজ্জেতি। হে সাধ্বি! সাবিত্রি! সুশীলব্রতপুণ্যযুক্তয়া কুলীনয়া চ ত্বয়া, ব্যসনৈঃ পুত্রাভাবরূপাদিভির্বিপদ্ভিঃ, অভিদ্রুতম্ আক্রান্তম্, অতএব তমোময়ে হ্রদে নিমজ্জমানম্, পিণ্ডলোপাদিত্যাশয়ঃ, নরেন্দ্রস্য দ্যুমৎসেনস্য অশ্বপতেশ্চ রাজ্ঞঃ কুলম্, সমুদ্ধৃতম্ ঈদৃশবর-গ্রহণেন উত্তোলিতম্ ॥৪১॥

তথেতি। তাং সাবিত্রীম্। অঞ্জসা দ্রুতম্, শিবেন মঙ্গলেন ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি
দ্রৌপদীহরণে দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

আমি বিস্তরক্রমে আপনাদের নিকট এই সকল কারণ বলিলাম; যাহাতে আমার এই গুরুতর কষ্টের সুখজনক ফল হইতে আরম্ভ করিয়াছে" ॥৪০॥

ঋষিরা বলিলেন—"সাধ্বি! তুমি—সচ্চরিত্র ও ব্রতপুণ্যশালিনী এবং সদ্বংশজাতা; তাই তুমি—বিপদাক্রান্ত ও অন্ধকারময় হ্রদে নিমগ্নপ্রায় রাজকুল উদ্ধার করিয়াছ" ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সমাগত ঋষিরা উত্তমস্ত্রী সাবিত্রীর সেইভাবে প্রশংসা ও গৌরব করিয়া, সত্যবানের সহিত দ্যুমৎসেনরাজার অনুমতি লইয়া, আনন্দিত হইয়া কুশলে আপন আপন ভবনে সত্বর গমন করিলেন" ॥৪২॥

---

(৪০)…ইদং দুঃখতমং মম—পি। * '…পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —পি, '…সপ্তনবত্য-ধিকদ্বিশততমঃ…' —বা, ব, '…অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —কা, …একোননবত্যধিক দ্বিশততমঃ…' —নি।

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
কৃতপূর্ব্বাহ্নিকাঃ সর্ব্বে সমীয়ুস্তে তপোধনাঃ ॥১॥
তদেব সর্ব্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ।
দ্যুমৎসেনায় নাতৃপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২॥
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ শাল্বেভ্যোঽভ্যাগতা নৃপ!।
আচখ্যুর্নিহতঞ্চৈব স্বেনামাত্যেন তং দ্বিষম্ ॥৩॥
তং মন্ত্রিণা হতং শ্রুত্বা সসহায়ং সবান্ধবম্।
ন্যবেদয়ন্ যথা বৃত্তং বিদ্রুতঞ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥৪॥
ঐকমত্যঞ্চ সর্ব্বস্য জনস্যাথ নৃপং প্রতি।
সচক্ষুর্বাপ্যচক্ষুর্বা স নো রাজা ভবত্বিতি ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। কৃতানি পূর্ব্বাহ্নিকানি পূর্ব্বাহ্নবিহিতানি দেবপূজাদীনি যৈস্তে ॥১॥
তদিতি। মহাভাগ্যং পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানাৎ মাহাত্ম্যম্ ॥২॥
তত ইতি। প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ, শাল্বেভ্যঃ দ্যুমৎসেনপূর্ব্বাধিকৃতশাল্বদেশাৎ ॥৩॥
তমিতি। ন্যবেদয়ন্ প্রকৃতয় ইত্যনুবৃত্তিঃ। বিদ্রুতং পলায়িতম্ ॥৪॥
ঐকেতি। নৃপং দ্যুমৎসেনম্। স দ্যুমৎসেনঃ, নঃ অস্মাকম্ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"সেই রাত্রি অতীত হইলে এবং সূর্য্য উঠিলে, সেই [ত]পস্বীরা সকলে পূর্ব্বাহ্নবিহিত কার্য্য করিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

এবং সেই মহর্ষিরা দ্যুমৎসেনের নিকট সাবিত্রীর সেই সকল মাহাত্ম্যের [কথা] বার বার বলিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না ॥২॥

রাজা যুধিষ্ঠির! তা'র পর প্রজারা সকলে শাল্বদেশ হইতে আসিয়া [দ্যুম]ৎসেনের নিকট বলিল যে, তাঁহার মন্ত্রী সেই শত্রুকে বধ করিয়াছেন ॥৩॥

তাহারা আরও এই যথাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল যে, 'মন্ত্রী—সহায় ও বন্ধু[গ]ণের সহিত শত্রুকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া সেই শত্রুসৈন্যেরা পলায়ন [ক]রিয়াছে ॥৪॥

---

(১)···সমেয়ুস্তে তপোধনাঃ—বা ব , কা নি।

অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ ! ।
প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গঞ্চ তে বলম্ ॥৬॥
প্রয়াহি রাজন্ ! ভদ্রং তে ঘুষ্টস্তে নগরে জয়ঃ ।
অধ্যাস্স্ব চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । †
চক্ষুষ্মন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্বিতম্ ।
মূর্দ্ধ্না নিপতিতাঃ সর্ব্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮॥
ততোঽভিবাদ্য তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ ।
তৈশ্চাভিপূজিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অনেনেতি । প্রস্থাপিতাঃ প্রকৃতিভিরেব প্রেরিতাঃ । প্রাপ্তানি উপস্থিতানি ॥৬॥

প্রয়াহীতি । ভদ্রং তে ভবিষ্যতীতি শেষঃ, ঘুষ্টঃ প্রচারিতঃ । অধ্যাস্স্ব অধিতিষ্ঠ, চির-রাত্রায় চিরায়, "চিরায় চিররাত্রায় চিরস্যাদ্যাশ্চিরার্থকাঃ" ইত্যমরঃ ॥৭॥

চক্ষুষ্মন্তমিতি । বপুষা প্রশস্তয়া আকৃত্যা, "বপুঃ শস্তাকৃতৌ দেহে" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্যামিতি ॥১—৬॥ চিররাত্রায় বহুকালম্ ॥৭—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৩॥

এবং দ্যুমৎসেনরাজার প্রতি সকল লোকেরই এইরূপ একমত হইয়াছে যে, দ্যুমৎসেনরাজা চক্ষুষ্মান্ই হউন বা অন্ধই হউন, তিনিই আমাদের রাজা হউন ॥৫॥

রাজা! এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই প্রজারা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং আপনার এই সকল যান ও চতুরঙ্গ বল আসিয়াছে ॥৬॥

রাজা! আপনার রাজধানীতে আপনার জয়ঘোষণা করা হইয়াছে; অতএব চলুন এবং চিরকালের জন্য পিতৃপৈতামহপদে অধিষ্ঠান করুন; আপনার মঙ্গল হইবে" ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"তাহার পর প্রজারা সকলে রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও সুন্দরাকৃতি দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত ও বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন হইল ॥৮॥

তদনন্তর দ্যুমৎসেন রাজা, আশ্রমবাসী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৯॥

† অয়ং পাঠঃ বা ব কা পি নাস্তি ।

শৈব্যা চ সহ সাবিত্র্যা স্বাস্তীর্ণেন সুবর্চ্চসা।
নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃতা ॥১০॥
ততোঽভিষিষিচুঃ প্রীত্যা দ্যুমৎসেনং পুরোহিতাঃ।
পুত্রঞ্চাস্য মহাত্মানং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ন্ ॥১১॥
ততঃ কালেন মহতা সাবিত্র্যাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
তদ্বৈ পুত্রশতং জজ্ঞে শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ॥১২॥
ভ্রাতৄণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্যাভবচ্ছতম্।
মদ্রাধিপস্যাশ্বপতের্মালব্যাং সুমহাবলম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূঃ শ্বশুর এব চ।
ভর্ত্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্ব্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতম্ ॥১৪॥
তথৈবৈষাপি কল্যাণী দ্রৌপদী শীলসম্পদা।
তারয়িষ্যতি বঃ সর্ব্বান্ সাবিত্রীব কুলাঙ্গনা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অভিপূজিতঃ সম্মানিতঃ, দ্যুমৎসেন ইতি শেষঃ ॥৯॥
শৈব্যেতি। শোভনম্ আস্তীর্ণমাস্তরণবস্ত্রং যত্র তেন। যানেন শিবিকয়া ॥১০॥
তত ইতি। অভিষিষিচুঃ, রাজ্যে ইত্যর্থঃ। পুত্রং সত্যবন্তম্ ॥১১॥
তত ইতি। তদ্বরবরপ্রাপ্যম্। মালব্যাং তদাখ্যায়াং তদ্ভার্য্যায়াম্ ॥১২—১৩॥
এবমিতি। কৃচ্ছ্রাৎ বৈধব্যরূপাৎ অপুত্রকত্বাদিরূপাচ্চ কষ্টাৎ ॥১৪॥

শৈব্যাও সাবিত্রীর সহিত সুন্দর আস্তরণযুক্ত, উজ্জ্বলকান্তি ও নরযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া এবং সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন ॥১০॥

তাহার পর পুরোহিতেরা আনন্দের সহিত দ্যুমৎসেনরাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং উঁহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন ॥১১॥

তদনন্তর বহুকাল পরে সাবিত্রীর কীর্ত্তিবর্দ্ধক সেই একশত পুত্র জন্মিল এবং মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত সহোদর ভ্রাতা জন্মিল; তাহারা কালক্রমে অতিমহাবল, বীর ও যুদ্ধ হইতে অনিবর্ত্তী হইয়াছিল ॥১২—১৩॥

সাবিত্রী এইভাবে আপনি, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুরী এবং স্বামিকুল—এই সমস্তকেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥১৪॥

এই কুলবধূ কল্যাণী দ্রৌপদীও সাবিত্রীর ন্যায় সেইভাবেই চরিত্রের গুণে তোমাদের সকলকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন" ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স পাণ্ডবস্তেন অনুনীতো মহাত্মনা।
বিশোকো বিজ্বরো রাজন্! কাম্যকে ন্যবসত্তদা ॥১৬॥
যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্ব্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
দ্রৌপদীহরণে সাবিত্র্যুপাখ্যানে দ্যুমৎসেনরাজ্যলাভে
ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০:*:০—

(১৮। কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব।)

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:*:০—

জনমেজয় উবাচ।

যত্তত্তদা মহাব্রহ্মন্! লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
ইন্দ্রস্য বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। শীলসম্পদা চরিত্রগুণেন। বো যুষ্মান্ ॥১৫॥
এবমিতি। তেন মার্কণ্ডেয়েন, অনুনীতঃ প্রবোধিতঃ। বিজ্বরো নিঃসন্তাপঃ ॥১৬॥
য ইতি। সর্ব্বে সিদ্ধা নিষ্পন্না অর্থাঃ প্রয়োজনানি যস্য সঃ ॥১৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি
দ্রৌপদীহরণে ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! সেই মহাত্মা মার্কণ্ডেয় এইভাবে প্রবোধ দিলে, তখন পাণ্ডবগণ শোক ও সন্তাপশূন্য হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

যে লোক ভক্তিপূর্ব্বক এই উত্তম সাবিত্র্যুপাখ্যান শ্রবণ করে, সে লোক সুখী হয়, তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং সে, কোন দুঃখ পায় না ॥১৭॥

---

* '…ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—বা ব, '…নবনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —কা, '…ত্রিশততমঃ…' —নি।

(১) যত্তত্তদা মহদ্ব্রহ্মন্—বা ব কা নি।

যচ্চাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কীর্ত্তয়সে ক্বচিৎ।
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২॥
কিন্নু তজ্জপতাং শ্রেষ্ঠ! কর্ণং প্রতি মহদ্ভয়ম্।
আসীন্ন চ স ধর্ম্মাত্মা কথয়ামাস কস্যচিৎ ॥৩॥ (বিশেষকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ তে রাজশার্দ্দূল! কথয়ামি কথামিমাম্।
পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ! শুশ্রূষস্ব গিরং মম ॥৪॥
দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে।
পাণ্ডূনাং হিতকৃচ্ছক্রঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

যদ্বিতি। হে মহাব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ!। ন চ "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥" ইতি বচনান্মহচ্ছব্দপ্রয়োগেণ নিকৃষ্টব্রাহ্মণপ্রতীতিরিতি বাচ্যম্, উদাহৃতশব্দেভ্যঃ পূর্ব্বমেব মহচ্ছব্দপ্রয়োগে তত্তদর্থপ্রতীতেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ অত্র তু ব্রহ্মশব্দাৎ পূর্ব্বং মহচ্ছব্দপ্রয়োগে ন নিকৃষ্টব্রাহ্মণপ্রতীতিঃ। অতএব ভট্টাবপি "পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহজুষ্টঃ" ইত্যুক্তম্। তদা যুধিষ্ঠিরাদীনাং তীর্থযাত্রাপ্রারম্ভে, লোমশো মুনিঃ, ইন্দ্রস্য বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্, তৎ যৎ বাক্যমব্রবীৎ। কিং তদ্বাক্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদর্থমনুবদতি—যচ্চেতি। হে যুধিষ্ঠির! যচ্চাপি তে মানসিকং তীব্রং ভয়ং ক্বচিদপি ন কীর্ত্তয়সে, ধনঞ্জয়ে ইতঃ স্বর্গাদ্গতে সতি, তচ্চাপ্যহমপহরিষ্যামি। তত্রত্যবচনন্তু—"যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণাত্মনসিস্থমরিন্দম!। তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্যতো গতে॥" ইতি। হে জপতাং শ্রেষ্ঠ! বৈশম্পায়ন! কর্ণপ্রতি যুধিষ্ঠিরস্য কিং নু তন্মহদ্ভয়মাসীৎ। স ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ, কস্যচিদপি জনস্য সকাশে ন চ তৎ কথয়ামাস। অতএবাশ্রবণাদহং ত্বাং পৃচ্ছামীতি ভাবঃ ॥১—৩॥

অথেতি। পৃচ্ছতস্তে ইতি সম্বন্ধঃ। শুশ্রূষস্ব ঐকাগ্র্যেণ শ্রোতুমিচ্ছ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই সময়ে লোমশমুনি ইন্দ্রের বাক অনুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই যে কথা বলিয়াছিলেন—"যুধিষ্ঠির! কর্ণের প্রতি তোমার মনে যে তীব্র ভয় রহিয়াছে, যাহা তুমি কোথাও বলিতেছ না; অর্জ্জুন এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে, তাহা আমি দূর করিব"। জপিশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! কর্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সে মহাভয়টা কি ছিল? সে ধর্ম্মাত্মা ত তাহা কাহারও নিকট বলেন নাই" ॥১—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ভরতপ্রধান! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া আপনার নিকট আমি একথা বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন ॥৪॥

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাত্বা মহেন্দ্রস্য বিভাবসুঃ।
কুণ্ডলার্থে মহারাজ! সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬॥
মহার্হে শয়নে বীরং স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে।
শয়ানমতিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্।
স্বপ্নান্তে নিশি রাজেন্দ্র! দর্শয়ামাস রশ্মিবান্ ॥৭॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রস্নেহাচ্চ ভারত!।
ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ভূত্বা সূর্য্যো যোগাদ্ধি রূপবান্।
হিতার্থমব্রবীৎ কর্ণং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৮॥
কর্ণ! মদ্বচনং তাত! শৃণু সত্যভৃতাং বর!।
ব্রুবতোঽদ্য মহাবাহো! সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দ্বাদশ ইতি। প্রাপ্তে উপস্থিতপ্রায়ে। ভিক্ষিতুং কুণ্ডলং যাচিতুম্ ॥৫॥

অভীতি। বিভাবসুঃ কিরণধনঃ। কুণ্ডলার্থে কুণ্ডলরক্ষার্থে ॥৬॥

মহেতি। মহার্হে মহামূল্যে, শয়নে শয্যায়াম্, স্পর্দ্ধিনা উত্তমেন আস্তরণেন বস্ত্রেণ সংবৃতে। ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণহিতম্। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ, রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ, মোপধত্বাদ্বত্তঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥

কৃপয়েতি। যোগাদ্ যোগবলাৎ, রূপবান্ সুন্দরঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

যত্তদিতি ॥১—৫॥ বিভাবসুঃ বিশিষ্টা ভাঃ দীপ্তিঃ সৈব বসু ধনং যস্য তাদৃশঃ সূর্য্যঃ ॥৬॥ স্বপ্নান্তে স্বপ্নমধ্যে ॥৭—৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৪

বনবাসের দ্বাদশ বৎসর প্রায় অতীত এবং ত্রয়োদশ বৎসর প্রায় আগত হইলে, পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট তাঁহার কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন ॥৫॥

মহারাজ! তাহার পর বিভাবসু সূর্য্য ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া কুণ্ডলরক্ষার জন্য কর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! বীর, ব্রাহ্মণহিতৈষী ও সত্যবাদী কর্ণ—উত্তম আস্তরণবস্ত্রে আবৃত ও মহামূল্য শয্যার উপরে অতিবিশ্বস্তভাবে রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য যাইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন! সূর্য্য পুত্রস্নেহবশতঃ অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, যোগবলে বেদবিৎ ও রূপবান্ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, হিতের জন্য কর্ণকে এই কোমল বাক্য বলিলেন—॥৮॥

উপায়াস্যতি শক্রস্ত্বাং পাণ্ডবানাং হিতেপ্সয়া।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা কর্ণ! কুণ্ডলাপজিহীর্ষয়া ॥১০॥
বিদিতং তেন তে শীলং সর্ব্বস্য জগতস্তথা।
যথা ত্বং ভিক্ষিতঃ সদ্ভির্দদাস্যেব ন যাচসে ॥১১॥
ত্বান্তু চৈবংবিধং জ্ঞাত্বা স্বয়ং বৈ পাকশাসনঃ।
আগন্তা কুণ্ডলার্থায় কবচঞ্চৈব ভিক্ষিতুম্ ॥১২॥
তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া।
অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্ধি তে পরম্ ॥১৩॥
কুণ্ডলার্থে ব্রুবংস্তাত! কারণৈর্বহুভিস্ত্বয়া।
অন্যৈর্বহুবিধৈর্বিত্তৈঃ স নিবার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কর্ণেতি। সত্যভৃতাং সত্যবাদসত্যব্যবহারশালিনাম্। সৌহৃদাৎ স্নেহাৎ ॥৯॥
উপেতি। তব কুণ্ডলস্য কবচস্য চ পরোক্তেঃ অপজিহীর্ষয়া অপহরণেচ্ছয়া ॥১০॥
বিদিতমিতি। তেন শক্রেণ। দদাস্যেবেত্যেবশব্দেন প্রত্যাখ্যানব্যাবৃত্তিঃ ॥১১॥
ত্বামিতি। আগন্তা আগমিষ্যতি, কুণ্ডলার্থায় কুণ্ডলয়োর্গ্রহণায় ॥১২॥
তস্মা ইতি। কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্। শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥১৩॥

"মহাবাহু সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ বৎস কর্ণ। আমি আজ স্নেহবশতঃ তোমায় পরম হিতকর বাক্য বলিতেছি; তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৯॥

কর্ণ! দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতের জন্য তোমার কুণ্ডল ও কবচ হরণ করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট আসিবেন ॥১০॥

তিনি তোমার এবং জগতের সমস্ত লোকের স্বভাব জানেন যে, সজ্জনেরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তুমি দান করিয়াই থাক; কিন্তু প্রত্যাখ্যান কর না, বা কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা কর না ॥১১॥

তোমাকে এইরূপ জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্রই তোমার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিবার জন্য আগমন করিবেন ॥১২॥

তিনি আসিয়া প্রার্থনা করিলে, তুমি কবচ ও কুণ্ডল দিও না, তুমি শক্তি অনুসারে তাঁহার বিশেষ অনুনয় করিও, ইহাই তোমার পক্ষে পরম মঙ্গল ॥১৩॥

(১১) শ্লোকাৎ পরম্ 'ত্বং হি তাত! দদাস্যেব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্। বিত্তং যচ্চান্যদপ্যার্হ্ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ ॥' অয়মুক্তার্থকোঽধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি।

(১৪) শ্লোকাৎ পরম্ 'রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্নৈর্বহুবিধৈরপি। নিদর্শনৈশ্চ বহুভিঃ কুণ্ডলেপ্সুঃ পুরন্দরঃ ॥' ইতি প্রায়েণ পূর্ব্বশ্লোকৈকার্থকং শ্লোকান্তরম্—বা ব কা নি।

যদি দাস্যসি কর্ণ! ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥১৫॥
কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ মানদ!।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম ॥১৬॥
অমৃতাদুত্থিতং হ্যেতদুভয়ং রত্নসম্ভবম্।
তস্মাদ্রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ! জীবিতঞ্চেৎ প্রিয়ং তব ॥১৭॥

কর্ণ উবাচ।

কো মামেবং ভগবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্।
কাময়া ভগবন্! ব্রূহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধৃক্ ॥১৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহং তাত! সহস্রাংশুঃ সৌহৃদাত্ত্বাং নিদর্শয়ে।
কুরুষ্বৈতদ্বচো মে ত্বমেতচ্ছ্রেয়ঃ পরং হি তে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কুণ্ডলেতি। বিত্তৈর্নৈর্ধনদানাঙ্গীকারৈঃ, স শক্রঃ ॥১৪॥
যদীতি। সহজে আজন্মলব্ধে। গত্বা প্রাপ্য ॥১৫॥
কবচকুণ্ডলরক্ষণে কিং ফলমিত্যাহ—কবচেনেতি। বিদ্ধি সত্যং জানীহি ॥১৬॥
অমৃতাদিতি। রক্ষ্যম্ ইন্দ্রাদ্রক্ষণীয়ম্ ॥১৭॥
ক ইতি। কাময়া ইচ্ছয়া, অনিচ্ছা চেন্ন ব্রূহীতি ভাবঃ ॥১৮॥

বৎস! তিনি কুণ্ডলের জন্য বলিতে লাগিলে, তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া এবং অন্য বহুবিধ ধনদানের অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বার বার নিবারণ করিবে ॥১৪॥

কর্ণ! যদি তুমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান কর, তবে আয়ুঃক্ষয় হওয়ায় তুমি মৃত্যুর অধীন হইবে ॥১৫॥

পক্ষান্তরে তুমি কবচ-কুণ্ডল-যুক্ত থাকিলে, যুদ্ধে শত্রুগণের অবধ্যই থাকিবে; আমার এই বাক্য সত্য বলিয়াই জানিয়া রাখ ॥১৬॥

কারণ, রত্নসম্ভূত এই কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উঠিয়াছিল; অতএব কর্ণ! তোমার জীবন যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে উহা রক্ষণীয়" ॥১৭॥

কর্ণ বলিলেন—"কে আপনি পরম সৌহার্দ্দ দেখাইতে থাকিয়া আমাকে এইরূপ বলিতেছেন।। ভগবন্! আপনি আপনার ইচ্ছানুসারেই বলুন যে, ব্রাহ্মণবেশধারী আপনি কে?" ॥১৮॥

(১৯)···সৌহৃদাত্ত্বাং নিদর্শয়ে—পি।

কর্ণ উবাচ।

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যস্য মে গোপতিঃ প্রভুঃ।
প্রবক্তাদ্য হিতান্বেষী শৃণু চেদং বচো মম ॥২০॥
প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ব্রবীম্যহম্।
ন নিবার্য্যো ব্রতাদস্মাদহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২১॥
ব্রতং বৈ মম লোকোঽয়ং বেত্তি কৃৎস্নং বিভাবসো!।
যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদ্যাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২২॥
যদ্যাগচ্ছতি মাং শক্রো ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনাবৃতঃ।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম! ভিক্ষিতুম্।
দাস্যামি বিবুধশ্রেষ্ঠ! কুণ্ডলে বর্ম্ম চোত্তমম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি। সহস্রাংশুঃ সূর্য্যঃ। সৌহৃদাৎ স্নেহাৎ, নিদর্শয়ে আত্মানং দর্শয়ামি ॥১৯॥

শ্রেয় ইতি। গোপতিঃ কিরণাধিপতিঃ সূর্য্যঃ "ষণ্ডঃ সূর্য্যশ্চ গোপতিঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥২০॥

প্রেতি। প্রসাদয়ে অনুনয়েন প্রসন্নীকরোমি। অস্মাৎ দানরূপাৎ ॥২১॥

ব্রতমিতি। লোকঃ সর্ব্বো জনঃ। দ্বিজমুখ্যেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥২২॥

যদীতি। হে খেচরোত্তম! গ্রহশ্রেষ্ঠ!। দাস্যামি তস্মৈ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

ব্রাহ্মণরূপী সূর্য্য বলিলেন—"বৎস! আমি সূর্য্য; স্নেহবশতই আমি তোমাকে দেখা দিয়াছি। তুমি আমার এই বাক্য রক্ষা কর, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে" ॥১৯॥

কর্ণ কহিলেন—"আমার পরম মঙ্গলই হইবে, (এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই)। কারণ, প্রভাবশালী সূর্য্যদেবই যখন আমার হিতৈষী হইয়া আজ এইরূপ বলিতেছেন। তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥২০॥

আপনি বরদাতা; সুতরাং আপনাকে আমি প্রসন্ন করিতেছি এবং প্রণয়-বশতঃ বলিতেছি—আমি যদি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে এই ব্রত হইতে নিবারণ করিবেন না ॥২১॥

সূর্য্যদেব! জগতের লোক আমার এই ব্রতের বিষয় জানে যে, আমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে প্রাণও দিয়া থাকি ॥২২॥

গ্রহশ্রেষ্ঠ দেবতাপ্রধান! তাহাতে ইন্দ্র যদি পাণ্ডবগণের হিতের জন্য ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আমার নিকট আগমন করেন, তবে তাঁহাকে আমি কুণ্ডল দুইটী ও উত্তম বর্ম্মটী দান করিব ॥২৩॥

ন মে কীর্ত্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
মদ্বিধস্যাযশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্ ॥২৪॥
যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্।
সোঽহমিন্দ্রায় দাস্যামি কুণ্ডলে সহ বর্ম্মণা ॥২৫॥
যদি মাং বলবৃত্রঘ্নো ভিক্ষার্থমুপযাস্যতি।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রযাচিতুম্।
তন্মে কীর্ত্তিকরং লোকে তস্যাকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥২৬॥
বৃণোমি কীর্ত্তিং লোকেঽস্মিন্ জীবিতেনাপি ভানুমন্!।
কীর্ত্তিমানশ্নুতে স্বর্গং হীনকীর্ত্তিস্তু নশ্যতি ॥২৭॥
কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সঞ্জীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্ত্তির্জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥২৮॥
অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো!।
ধাত্রা লোকেশ্বর! যথা কীর্ত্তিরায়ুর্নরস্য হ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। বিশ্রুতা বিখ্যাতা। অযশস্যং নিন্দাজনকম্ ॥২৪॥
যুক্তমিতি। যুক্তং সঙ্গতম্, যুক্তমন্বিতম্। কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্ ॥২৫॥
যদীতি। বলং বৃত্রঞ্চ নামাসুরং হতবানিতি বলবৃত্রঘ্ন ইন্দ্রঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥
বৃণোমীতি। জীবিতেন জীবনেনাপি, হে ভানুমন্! রশ্মিবন্! সূর্য্য! ॥২৭॥
কীর্ত্তেঃ প্রাধান্যমাহ—কীর্ত্তিরিতি। অকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিবিরোধিনী নিন্দা ॥২৮॥
অত্রার্থে মহাপুরুষবচনং প্রমাণয়তি—অয়মিতি। কীর্ত্তিরিত্যাদির্ধাতৃবচনার্থোক্তিঃ ॥২৯॥

তাহা হইলে আমার ত্রিভুবনবিখ্যাত কীর্ত্তি নষ্ট হইবে না। কারণ, আমার মত লোকের পক্ষে নিন্দাজনক প্রাণরক্ষা করা সঙ্গত নহে ॥২৪॥

কিন্তু লোকসম্মত যশোযুক্ত মরণই সঙ্গত; অতএব আমি কবচের সহিত কুণ্ডল দুইটী ইন্দ্রকে দান করিব ॥২৫॥

ইন্দ্র যদি ভিক্ষার জন্য - অর্থাৎ পাণ্ডবগণের হিতার্থে আমার কুণ্ডল দুইটী প্রার্থনা করিতে আমার নিকট আগমন করেন, তবে তাহা জগতে আমার কীর্ত্তিজনক এবং তাঁহার অকীর্ত্তিজনক হইবে ॥২৬॥

সূর্য্যদেব! আমি প্রাণ দিয়াও এই জগতে কীর্ত্তি বরণ করি। কারণ, কীর্ত্তিশালী লোক স্বর্গ লাভ করে, আর কীর্ত্তিহীন লোক নষ্ট হয় ॥২৭॥

কীর্ত্তি মাতারই তুল্য জগতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে; আর অকীর্ত্তি জীবিত ব্যক্তিরও জীবন নষ্ট করে ॥২৮॥

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্ত্তিরেব পরায়ণম্।
ইহলোকে বিশুদ্ধা চ কীর্ত্তিরায়ুর্বিবর্দ্ধনী ॥৩০॥
সোঽহং শরীরজে দত্ত্বা কীর্ত্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্।
দত্ত্বা চ বিধিবদ্দানং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩১॥
হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
বিজিত্য চ পরানাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)
ভীতানামভয়ং দত্ত্বা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্।
বৃদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৩॥
প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গমনুত্তমম্।
জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তদ্বিদ্ধি মে ব্রতম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যকর্ণসংবাদে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধাতৃগীতশ্লোকমুদাহরতি—পুরুষস্যেতি। পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ, তস্যা এব তৎস্থাপকত্বাৎ ॥৩০॥

স ইতি। শরীরজে সহজে কবচকুণ্ডলে। শাশ্বতীং চিরস্থায়িনীম্। বিধিবৎ শাস্ত্রোক্তম্। যথাবিধি শাস্ত্রোক্তপরিপাট্যা। পরান্ শত্রূন্, আজৌ যুদ্ধে ॥৩১—৩২॥

ভীতানামিতি। ইহলোকে পরমং যশঃ, পরলোকে চানুত্তমং স্বর্গম্ ॥৩৩—৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

জগদীশ্বর সূর্য্যদেব! স্বয়ং বিধাতাই এই প্রাচীন শ্লোক গাহিয়াছেন যে, কীর্ত্তিই মানুষের আয়ুঃ (যথা—) ॥২৯॥

'কীর্ত্তিই পরলোকে মানুষের পরম গতি এবং নির্ম্মল কীর্ত্তি ইহলোকে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে' ॥৩০॥

অতএব আমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিব। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে যথানিয়মে শাস্ত্রোক্ত দান করিয়া, যুদ্ধে অতিদুষ্কর কার্য্য এবং শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া, তৎপরে যুদ্ধেই দেহত্যাগ করিয়া, অদ্বিতীয় যশ লাভ করিব ॥৩১—৩২॥

---

(৩৪) শ্লোকাৎ পরম্ 'সোঽহং দত্ত্বা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুত্তমাম্। ব্রাহ্মণচ্ছদ্মিনে দেবলোকে গন্তা পরাং গতিম্॥' ইতি পুনরুক্তার্থকঃ শ্লোকঃ—বা ব পি নি। * '…সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —পি, '…একোনশতাধিকদ্বিশততমঃ…' বা ব, '…ত্রিশততমঃ…'—কা, '…একাধিকত্রিশততমঃ…' —নি।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

সূর্য্য উবাচ।

মাঽহিতং কর্ণ! কার্ষীস্ত্বমাত্মনঃ সুহৃদাং তথা।
পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১॥
শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিভিঃ প্রাণভৃদ্বর!।
ইষ্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্ত্তিশ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥২॥
যস্ত্বং প্রাণবিরোধেন কীর্ত্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্।
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩॥
জীবতঃ কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা সুতস্তথা।
যে চান্যে বান্ধবাঃ কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ!।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্র! পৌরুষেণ নিবোধ তৎ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। হে কর্ণ! ত্বমাত্মাদীনামহিতং কার্য্যং মা কার্ষীরিতি সম্বন্ধঃ ॥১॥
কথমিত্যাহ—শরীরস্যেতি। অবিরোধেন হানিমকৃত্বা। ত্রিদিবে স্বর্গে ॥২॥
য ইতি। প্রাণবিরোধেন প্রাণহানিসম্ভাবনয়া। গমিষ্যতি লোপমিতি শেষঃ ॥৩॥

যুদ্ধে ভীত ও জীবনার্থীদিগকে অভয় দান করিয়া এবং বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া ইহলোকে উত্তম যশ এবং পরলোকে উত্তম স্বর্গ লাভ করিব; অতএব আমি প্রাণ দিয়াও কীর্ত্তি রক্ষা করিব। আপনি সেইটাকেই আমার ব্রত বলিয়া জানুন" ॥৩৩—৩৪॥

—:*:—

সূর্য্য বলিলেন—"কর্ণ! তুমি নিজের, বন্ধুবর্গের, পুত্রদের, ভার্য্যাগণের, মাতার এবং পিতার অহিত কার্য্য করিও না ॥১॥

হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ! প্রাণীরা শরীরের অবিরোধেই যশ লাভ এবং স্বর্গে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥২॥

যে তুমি প্রাণের বিরোধেও চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তোমার প্রাণ লইয়াই সেই কীর্ত্তি লোপ পাইবে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

(২)...প্রাণিনাং প্রাণভৃদ্বর।—পি। (৪) জীবতাং কুরুতে কার্য্যম্—বা ব কা নি।

কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে ! ।
মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং ভস্মীভূতস্য দেহিনঃ ॥৫॥
মৃতঃ কীর্ত্তিং ন জানীতে জীবন্ কীর্ত্তিং সমশ্নুতে ।
মৃতস্য কীর্ত্তির্মর্ত্ত্যস্য যথা মালা গতায়ুষঃ ॥৬॥
অহন্তু ত্বাং ব্রবীম্যেতদ্ভক্তোঽসীতি হিতেপ্সয়া ।
ভক্তিমন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেতেনাপি হেতুনা ॥৭॥
ভক্তোঽয়ং পরয়া ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাভুজ ! ।
মমাপি ভক্তিরুৎপন্না স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮॥
অস্তি চাত্র পরং কিঞ্চিদধ্যাত্মং দৈবনির্ম্মিতম্ ।
অতশ্চ ত্বাং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

জীবত ইতি। পৌরুষেণ কার্য্যং কুরুতে ইতি সম্বন্ধঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥
কীর্ত্তিরিতি। সাধ্বী প্রশস্তা। কার্য্যং প্রয়োজনম্ ॥৫॥
মৃত ইতি। কীর্ত্তিনিবন্ধনং সুখম্, সমশ্নুতে অনুভবতি ॥৬॥
নম্বপ্রার্থিতো ভবান্ কথমীদৃশমুপদিশতীত্যাহ—অহমিতি। রক্ষ্যা রক্ষণীয়াঃ ॥৭॥
ভক্ত ইতি। ভক্ত্যা গৌরবাকর্ষণেন, মাং প্রতি। ভক্তিঃ ত্বয়ি স্নেহঃ ॥৮॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি জান যে, পিতা, মাতা, পুত্র এবং এই জগতে যে কিছু বন্ধু আছে, তাহারা ও রাজারা আপন আপন পুরুষকারদ্বারা জীবিত ব্যক্তিরই কার্য্য করিয়া থাকেন ॥৪॥

মহাতেজা! জীবিত পুরুষের কীর্ত্তিই ভাল। কেন না, মৃত ও ভস্মীভূত প্রাণীর কীর্ত্তিদ্বারা কি প্রয়োজন আছে? ॥৫॥

মৃত ব্যক্তি কীর্ত্তির বিষয় জানিতে পারে না, জীবিত ব্যক্তিই কীর্ত্তির সুখ অনুভব করে; সুতরাং মৃত মানুষের মালাও যেমন, কীর্ত্তিও তেমন ॥৬॥

তুমি আমার ভক্ত এই জন্য তোমার হিতৈষিতাবশতঃ এবং ভক্তলোকদিগকে আমার রক্ষা করা উচিত—এই কারণেও তোমাকে আমি এই কথা বলিতেছি ॥৭॥

মহাবাহু! তুমি পরম ভক্তি সহকারে আমার ভক্ত হইয়াছ; এই জন্য আমারও তোমার প্রতি স্নেহ জন্মিয়াছে; সুতরাং সেই তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর ॥৮॥

---

(৯)...অধ্যাত্মং দেবনির্ম্মিতম্—পি_নি।

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ ! ।
তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্যতি তদ্ভবান্ ॥১০॥
পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় ! নিবোধ তৎ ।
মাঽস্মৈ তে কুণ্ডলে দদ্যা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১॥
শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে ! ।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২॥
কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ ।
প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত ! কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

উপদেশে কারণান্তরমাহ—অস্তীতি। অত্রোপদেশে, কিঞ্চিৎ কারণম্ অধ্যাত্মম্ অধ্যাত্মবিষয়বৎ দুরূহমিতি বাচ্যার্থঃ, আত্মাশ্রিতঃ পিতৃপুত্রত্বসম্বন্ধ ইতি তু ব্যঙ্গ্যার্থঃ ॥৯॥

অথ দুরূহমপি তৎ কারণং ব্রূহীত্যাহ—দেবেতি। দেবেষপি গুহ্যং তৎ কারণম্ ॥১০॥

পুনরিতি। পুনরুক্তমনর্থকমপি দার্ঢ্যায়েতি ভাবঃ। অস্মৈ বজ্রপাণয়ে ॥১১॥

কুণ্ডলাদানে হেত্বন্তরমাহ—শোভস ইতি। বিশাখয়োর্নক্ষত্রয়োঃ ॥১২॥

কীর্ত্তিরিতি। জীবত এব ন মৃতস্যেত্যাশয়ঃ। তত্তস্মাদ্ধেতোঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মাঽহিতমিতি। অহিতমিতি চ্ছেদঃ ॥১—৩॥ জীবতাং পুত্রাদীনাম্, কার্য্যং প্রয়োজনম্, পরিষ্বঙ্গাদিজং সুখং পিত্রাদিঃ কুরুতে লভতে ত্বয়ি মৃতে ত্বৎপিত্রাদীনাং কিং সুখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥৪—১১॥ বিশাখয়োঃ বিশাখানক্ষত্রস্য দ্বে ভাস্বরে তারে তয়োর্মধ্যে গতঃ পূর্ণচন্দ্রঃ

বিশেষতঃ, এ বিষয়ে দৈববিহিত এবং অধ্যাত্মবিষয়ের ন্যায় দুরূহ অন্য কোন কারণ আছে; এই জন্যও আমি একথা তোমাকে বলিতেছি; সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বাক্য রক্ষা কর ॥৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ। সে কারণ দেবগণের নিকটেও গোপনীয়; সুতরাং তুমি তাহা জানিতে পারিবে না। সেই জন্যই আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি না। তবে তুমি সে গোপনীয় বিষয় কালে জানিতে পারিবে ॥১০॥

রাধানন্দন। আমি আবারও বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ইন্দ্র আসিয়া প্রার্থনা করিলে, তুমি কুণ্ডল দুইটী তাঁহাকে দিও না ॥১১॥

মহাতেজা। বিশেষতঃ নির্ম্মল আকাশে বিশাখানক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় তুমি কুণ্ডল দুইটীদ্বারা বড়ই শোভা পাইয়া থাক ॥১২॥

বৎস। জীবিত ব্যক্তিরই কীর্ত্তি ভাল, মৃত ব্যক্তির নহে; অতএব কুণ্ডলের বিষয়ে তুমি ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিও ॥১৩॥

শক্যা বহুবিধৈর্বাক্যৈঃ কুণ্ডলেপ্সা ত্বয়ানঘ!।
বিহন্তুং দেবরাজস্য হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥
হেতুমদুপপন্নার্থৈর্মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ।
পুরন্দরস্য কর্ণ! ত্বং বুদ্ধিমেতামপানুদ ॥১৫॥
ত্বং হি নিত্যং নরব্যাঘ্র! স্পর্দ্ধসে সব্যসাচিনা।
সব্যসাচী ত্বয়া চেহ যুধি শূরঃ সমেষ্যতি ॥১৬॥
নহি ত্বামর্জ্জুনঃ শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্।
বিজেতুং যুধি যদ্যস্য স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥১৭॥
তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়ৈতে কুণ্ডলে শুভে।
সংগ্রামে যদি নির্জ্জেতুং কর্ণ! কাময়সেঽর্জ্জুনম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যকর্ণসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শক্যেতি। হেতুযুক্তৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ বহুবিধৈর্বাক্যৈঃ কুণ্ডলেপ্সা বিহন্তুং শক্যা ॥১৪॥
হেতুমদিতি। মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ কোমলতালঙ্কৃতৈঃ, বাক্যৈরিত্যনুবৃত্তিঃ ॥১৫॥
ত্বমিতি। সব্যসাচিনা অর্জ্জুনেন সহ। ত্বয়া সার্দ্ধম্ ॥১৬॥
নহীতি। অস্য অর্জ্জুনস্য। সখা সহায়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১২—১৩॥ বিহন্তুং শক্যেতি সম্বন্ধঃ। হেতুর্জীবনাদিপ্রদর্শনং তদ্যুক্তৈঃ ॥১৪॥ হেতুর্যুক্তিস্তদ্বন্তি চ উপপন্নার্থানি হেত্বাভাসরহিতানি চ তৈঃ সর্ব্বত এবাত্মানং গোপায়েৎ। ন সর্পায়াঙ্গুলিং দদ্যাৎ। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধন"মিত্যাদিভির্বাক্যৈঃ ॥১৫—১৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৫॥

হে নিষ্পাপ! তুমি যুক্তিযুক্ত নানাবিধ বাক্যদ্বারা দেবরাজের কুণ্ডলগ্রহণের ইচ্ছা বার বারই খণ্ডন করিতে পারিবে ॥১৪॥

অতএব কর্ণ! তুমি—যুক্তিযুক্ত, সঙ্গতার্থ ও কোমলতাভূষিত বাক্যদ্বারা দেবরাজের এই বুদ্ধিটাকে দূর করিয়া দিও ॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক; সুতরাং বীর অর্জ্জুনও অবশ্যই যুদ্ধে তোমার সহিত সম্মিলিত হইবেন ॥১৬॥

তখন তুমি কুণ্ডলযুক্ত থাকিলে, যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জ্জুনের সহায় হন, তথাপি অর্জ্জুন তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না ॥১৭॥

---

* '...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...ত্রিশততমঃ...' —বা ব, '...একাধিকত্রিশততমঃ...' —কা, '.. দ্ব্যধিকত্রিশততমঃ...' —নি।

ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

কর্ণ উবাচ।

ভগবন্তমহং ভক্তো যথা মাং বেত্থ গোপতে!।
তথা পরমতিগ্মাংশো! নাস্ত্যদেয়ং কথঞ্চন॥১॥
ন মে দারা ন মে পুত্রা ন চাত্মা সুহৃদো ন চ।
তথেষ্টা বৈ সদা ভক্ত্যা যথা ত্বং গোপতে! মম॥২॥
ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
কুর্ব্বন্তি ভক্তিমিষ্টাঞ্চ জানীষে ত্বঞ্চ ভাস্কর!॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্, শুভে জীবনরক্ষকতয়া শুভকরে॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥০॥

—:*:—

ভগেতি। হে গোপতে! সূর্য্য! অহং ভগবন্তং ভবন্তং প্রতি ভক্ত ইতি ভক্তত্বেন যথা ত্বং মাং বেত্থ, তথা হে পরমতিগ্মাংশো! মম কথঞ্চন কিঞ্চিদপি অদেয়ং নাস্তীত্যপি বেত্থ॥১॥

নেতি। ইষ্টাঃ প্রিয়াঃ। হে গোপতে! সূর্য্য! "বণ্ডঃ সূর্য্যশ্চ গোপতিঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ॥২॥

ইষ্টানামিতি। ইষ্টানাং প্রিয়াণাম্। ভক্তিং স্নেহম্, ইষ্টাং প্রিয়াম্॥৩॥

অতএব কর্ণ! তোমার যদি যুদ্ধে অর্জ্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই শুভসূচক কুণ্ডল দুইটী কখনও ইন্দ্রকে দিও না" ॥১৮॥

—:*:—

কর্ণ বলিলেন—"পরমতীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্যদেব! আমি আপনার ভক্ত—ইহা যেমন আপনি জানেন, তেমন আপনি ইহাও জানেন যে, আমার অদেয় কিছুই নাই॥১॥

সূর্য্যদেব! ভক্তিবশতঃ আপনি যেমন আমার সর্ব্বদা প্রিয়, আমার তেমন প্রিয়—ভার্য্যারা নহে, পুত্রেরা নহে, আপন দেহ নহে এবং বন্ধুরাও নহে॥২॥

---

(১)···নাস্তং দেব! কথঞ্চন—পি।

ইষ্টো ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন চান্যদ্দৈবতং দিবি।
জানীত ইতি বৈ কৃত্বা ভগবানাহ মদ্ধিতম্ ॥৪॥
ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইতি ব্রবীমি তিগ্মাংশো! ত্বন্তু মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥৫॥
বিভেমি ন তথা মৃত্যোর্যথা বিভ্যেঽনৃতাদহম্।
বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা সতাম্।
প্রদানে জীবিতস্যাপি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥৬॥
যচ্চ মামাত্থ দেব! ত্বং পাণ্ডবং ফাল্গুনং প্রতি।
ব্যেতু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর! মানসম্।
অর্জ্জুনপ্রতিমঞ্চৈব বিজেষ্যামি রণেঽর্জ্জুনম্ ॥৭॥
তবাপি বিদিতং দেব! মমাপ্যস্ত্রবলং মহৎ।
জামদগ্ন্যাদুপাত্তং তত্তথা দ্রোণান্মহাত্মনঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ইষ্ট ইতি। কর্ণঃ দিবি অন্যদ্দৈবতং ন জানীত ইতি সম্বন্ধঃ। ভগবান্ ভবান্ ॥৪॥

ভূয় ইতি। ভূয়শ্চ পুনশ্চ, শিরসা অবনতেন। ক্ষন্তুমর্হসি ইতি ব্রবীমি ॥৫॥

বিভেমীতি। বিভ্যে বিভেমি। সতাং ব্রাহ্মণীয়গুণবিশিষ্টানাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

যদিতি। ব্যেতু দূরীভবতু। অর্জ্জুনপ্রতিমং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনতুল্যমপি। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৭॥

নন্বর্জ্জুনবিজয়ে কথং তব শক্তিরিত্যাহ—তবেতি। জামদগ্ন্যাৎ রামাৎ, উপাত্তং লব্ধম্ ॥৮॥

দেব! ভাস্কর! মহাত্মারা প্রিয় ও ভক্তগণের উপরে স্নেহ করিয়া থাকেন, আপনিও সে প্রিয়স্নেহ জানেন ॥৩॥

কর্ণ আমারই প্রিয় ও ভক্ত; সুতরাং সে, স্বর্গে অন্য দেবতা আছেন বলিয়াই জানে না; ইহা ভাবিয়াই আপনি আমার হিত বলিতেছেন ॥৪॥

কিন্তু তীক্ষ্ণকিরণ! আমি বার বার অনুনয় করিয়া অবনত মস্তকে পুনরায় ইহা প্রার্থনা করিতেছি এবং বলিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥৫॥

মিথ্যা হইতে এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন সমস্ত ব্রাহ্মণ হইতে সর্ব্বদা আমার যেরূপ ভয় হয়, সেরূপ ভয় মৃত্যু হইতেও হয় না। সেই জন্যই সেই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে আমার কোন বিচার-বিতর্ক নাই ॥৬॥

তা'র পর দেব! ভাস্কর! আপনি অর্জ্জুনের বিষয়ে আমাকে যে কথা বলিলেন, সে বিষয়ে আপনার মানসিক উদ্বেগদুঃখ দূর হউক। কারণ, অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য হইলেও, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিব ॥৭॥

ইদং ত্বমনুজানীহি সুরশ্রেষ্ঠ! ব্রতং মম।
ভিক্ষতে বজ্রিণে দদ্যামপি জীবিতমাত্মনঃ ॥৯॥

সূর্য্য উবাচ।

দদ্যাস্ত্বং যদি তাতেমে কুণ্ডলে বজ্রিণে শুভে।
ত্বমপ্যেনমথো ব্রূয়া বিজয়ার্থং মহাবল!।
নিয়মেন প্রদদ্যাং তে কুণ্ডলে বৈ শতক্রতো! ॥১০॥
অবধ্যো হ্যসি ভূতানাং কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ।
অর্জ্জুনেন বিনাশং হি তব দানবসূদনঃ।
প্রার্থয়ানো রণে বৎস! কুণ্ডলে তে জিহীর্ষতি ॥১১॥
স ত্বমপ্যেনমারাধ্য সূনৃতাভিঃ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যর্থয়েথা দেবেশমমোঘাস্ত্রং পুরন্দরম্ ॥১২॥
অমোঘাং দেহি মে শক্তিমমিত্রবিনির্বর্হিণীম্।
দাস্যামি তে সহস্রাক্ষ! কুণ্ডলে বর্ম্ম চোত্তমম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। ভিক্ষতে যাচমানায়, বজ্রিণে ইন্দ্রায় ॥৯॥
দদ্যা ইতি। এনং বজ্রিণম্। নিয়মেন পণেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
অবধ্য ইতি। প্রার্থয়ান্ ইচ্ছন্। জিহীর্ষতি হর্ত্তুমিচ্ছতি। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১১॥
স ইতি। সূনৃতাভিঃ সত্যপ্রিয়াভির্বাগ্‌ভিঃ। অভ্যর্থয়েথা যাচেথাঃ ॥১২॥

দেব! আপনারও জানা আছে যে, আমারও গুরুতর অস্ত্রবল রহিয়াছে এবং তাহা আমি মহাত্মা পরশুরাম ও দ্রোণাচার্য্য হইতে লাভ করিয়াছি ॥৮॥

দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে এই ব্রত করিবার অনুমতি দিন যে, ইন্দ্র আসিয়া প্রার্থনা করিলে, আমি তাঁহাকে নিজের জীবনও দিতে পারি" ॥৯॥

সূর্য্য বলিলেন—"বৎস মহাবল কর্ণ! তুমি যদি অবশ্যই এই শুভসূচক কুণ্ডল দুইটী ইন্দ্রকে দান কর, তবে তুমিও জয়লাভের জন্য ইন্দ্রকে বলিবে যে, দেবরাজ! কোন নিয়ম অনুসারেই আপনাকে কুণ্ডল দুইটী দিতে পারি ॥১০॥

বৎস! তুমি কুণ্ডলসমন্বিত থাকিয়া প্রাণিগণের অবধ্য হইয়াছ। এই জন্যই ইন্দ্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে তোমার বিনাশ হয়—এই ইচ্ছা করিয়াই তোমার কুণ্ডল হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥১১॥

অতএব তুমিও সত্য ও প্রিয় বাক্যদ্বারা বার বার এই দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অব্যর্থ অস্ত্র প্রার্থনা করিবে ॥১২॥

(১২ য ত্বং বাসবমারাধ্য…অমোঘার্থম্—পি। (১৩)…অমিত্রবলনাশিনীম্—পি।

ইত্যেবং নিয়মেন ত্বং দদ্যাঃ শক্রায় কুণ্ডলে।
তয়া ত্বং কর্ণ! সংগ্রামে হনিষ্যসি রণে রিপূন্ ॥১৪॥
নাহত্বা হি মহাবাহো! শক্রানেতি করং পুনঃ।
সা শক্তির্দেবরাজস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুঃ সহসান্তরধীয়ত।
ততঃ সূর্য্যায় জপ্যান্তে কর্ণঃ স্বপ্নং ন্যবেদয়ৎ ॥১৬॥
যথাদৃষ্টং যথাতত্ত্বং যথোক্তমুভয়োর্নিশি।
তৎ সর্ব্বমানুপূর্ব্ব্যেণ শশংসাস্মৈ বৃষস্তদা ॥১৭॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ।
উবাচ তং তথেত্যেব কর্ণং সূর্য্যঃ স্ময়ন্নিব ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অমোঘামিতি। শক্তিমস্ত্রবিশেষম্, অমিত্রবিনিবর্হিণীং শত্রুনাশিনীম্ ॥১৩॥
ইতীতি। সম্যক্ গ্রামঃ শত্রুসমূহো যত্র তস্মিন্নিত্যর্পৌনরুক্ত্যম্ ॥১৪॥
নেতি। শতশোঽথ সহস্রশঃ শত্রূনিতি সম্বন্ধঃ। এতেন শক্তেঃ শক্তিরাখ্যাতা ॥১৫॥
এবমিতি। ততো রাত্র্যবসানাৎ পরম্, জপ্যান্তে সূর্য্যমন্ত্রজপাৎ পরম্ ॥১৬॥
যথেতি। যথাতত্ত্বং যথাযথম্। অস্মৈ সূর্য্যায়, বৃষঃ কর্ণঃ ॥১৭॥

(বলিবে যে,) দেবরাজ! আপনি আমাকে শত্রুনাশক অব্যর্থ একটী শক্তি দান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে কুণ্ডল দুইটী ও উত্তম কবচটী দান করিব ॥১৩॥

কর্ণ! এইরূপ নিয়মেই তুমি ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটী দান করিও। তাহা হইলেই সেই শক্তিদ্বারা তুমি শত্রুপূর্ণ যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করিতে পারিবে ॥১৪॥

মহাবাহু! ইন্দ্রের সেই শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রু সংহার না করিয়া পুনরায় হস্তে আগমন করে না" ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপ বলিয়া সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর প্রভাতকালে কর্ণ সূর্য্যমন্ত্র জপের পরে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত সূর্য্যকে জানাইলেন ॥১৬॥

রাত্রিতে যেমন দেখিয়াছিলেন এবং দুই জনে যেমন কথোপকথন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই আনুপূর্ব্বীক্রমে ও যথাযথভাবে কর্ণ সূর্য্যকে বলিলেন ॥১৭॥

(১৪)…হনিষ্যসি রণে রিপূন্—পি। (১৫) অহত্বা হি মহাবাহো! শত্রূন্ নৈতি করে পুনঃ—পি।

ততস্তত্ত্বমিতি জ্ঞাত্বা রাধেয়ঃ পরবীরহা।
শক্তিমেবাভিকাঙ্ক্ষন্ বৈ বাসবং প্রত্যপালয়ৎ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যকর্ণসংবাদে ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জনমেজয় উবাচ।

কিং তদ্গুহ্যং ন চাখ্যাতং কর্ণায়েহোষ্ণরশ্মিনা।
কীদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচঞ্চৈব কীদৃশম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। স্বর্ভানুসূদনঃ অমৃতপরিবেশনকালে বিষ্ণবে নিবেদনাৎ রাহুদমনঃ ॥১৮॥

তত ইতি। তত্ত্বং স্বপ্নবৃত্তান্তস্য যাথার্থ্যম্। প্রত্যপালয়ৎ প্রতীক্ষিতবান্ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

"দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ।" ইতি সূর্য্যেণ কর্ণায় প্রাগুক্তম্, তৎস্মৃত্বা কৌতুকাৎ পৃচ্ছতি—কিমিতি। উষ্ণরশ্মিনা সূর্য্যেণ। কীদৃশে ইতি প্রকারপ্রশ্নঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভগবন্তমিতি ॥১—১৬॥ অস্মৈ সূর্য্যায়, বৃষঃ কর্ণঃ ॥১৭॥ স্বর্ভানুসূদনো রাহুদমনঃ ॥১৮—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৬॥

তখন প্রভাশালী, রাহুদমন ও মাহাত্ম্যবান্ সূর্য্যদেব তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন কর্ণকে বলিলেন—'তাহাই বটে' ॥১৮॥

তাহার পর বিপক্ষবীরহন্তা কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ জানিয়া, সেই শক্তি লাভ করিবারই ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

—:*:—

জনমেজয় বলিলেন—"সেই গোপনীয় বিষয়টা কি, তাহা এখানে সূর্য্য কর্ণকে বলিলেন না এবং সেই কুণ্ডল দুইটী ও কবচটী কিপ্রকার ছিল ? ॥১॥

---

* '…উনন্বত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, ' একাধিকত্রিশত-তমঃ…'—বা ব, 'দ্ব্যধিকত্রিশত তমঃ…' কা,…'ত্র্যধিকত্রিশততমঃ…'—নি।

কুতশ্চ কবচং তস্য কুণ্ডলে চৈব সত্তম !।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি তপোধন ! ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ রাজন্ ! ব্রবীম্যেতত্তস্য গুহ্যং বিভাবসোঃ।
যাদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচঞ্চৈব যাদৃশম্ ॥৩॥
কুন্তিভোজং পুরা রাজন্ ! ব্রাহ্মণঃ পর্য্যুপস্থিতঃ।
তিগ্মতেজা মহাপ্রাংশুঃ শ্মশ্রুদণ্ডজটাধরঃ ॥৪॥
দর্শনীয়োঽনবদ্যাঙ্গস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
মধুপিঙ্গো মধুরবাক্ তপঃস্বাধ্যায়ভূষণঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
স রাজানং কুন্তিভোজমব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
ভিক্ষামিচ্ছামি বৈ ভোক্তুং তব গেহে বিমৎসর ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কুত ইতি। কুতঃ কস্মাদাগতমিতি শেষঃ, তস্য কর্ণস্য ॥২॥

আদিপর্ব্বণি সংক্ষেপেণোক্তমপি জনমেজয়প্রশ্নাৎ পুনর্বিস্তরেণ কর্ণোৎপত্তিবৃত্তান্তমাহ—অথেতি। তস্য কর্ণস্যান্তিকে, গুহ্যং গোপনীয়ম্, বিভাবসোঃ সূর্য্যস্য ॥৩॥

কুন্তীতি। কুন্তিভোজং রাজানম্। ব্রাহ্মণোঽয়ং দুর্বাসা নাম, আদিপর্ব্বণি তথৈবোল্লেখাৎ। মহাপ্রাংশুঃ অত্যুন্নতঃ। মধুপিঙ্গঃ মধুবৎপিঙ্গলঃ ॥৪—৫॥

স ইতি। ভিক্ষাং ভিক্ষান্নম্। হে বিমৎসর ! ভিক্ষুবিদ্বেষরহিত ! ॥৬॥

সাধুশ্রেষ্ঠ তপোধন! কর্ণের সেই কবচ ও কুণ্ডল দুইটী কোথা হইতে আসিয়াছিল, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার নিকট তাহা বলুন ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! কর্ণের নিকট সূর্য্যের যাহা গোপনীয় ছিল এবং সেই কুণ্ডল দুইটী ও কবচটী যে প্রকার ছিল, তাহা আমি এই বলিতেছি ॥৩॥

রাজা! প্রখরতেজা, অত্যুন্নতদেহ, শ্মশ্রু-দণ্ড-জটাধারী, দর্শনীয়মূর্ত্তি, অনিন্দিতাঙ্গ, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, মধুরভাষী এবং তপস্যা ও বেদপাঠে অলঙ্কৃত এক ব্রাহ্মণ আপন তেজে জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন পূর্ব্বে একদা কুন্তিভোজ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥৪—৫॥

সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ আসিয়া কুন্তিভোজরাজাকে বলিলেন—"হে ভিক্ষুবিদ্বেষশূন্য রাজা! আমি আপনার ঘরে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ॥৬॥

(২)…তন্মে ব্রূহি মহামুনে।—পি। (৩) অয়ং রাজন্।—পি।

ন মে ব্যলীকং কর্ত্তব্যং ত্বয়া বা তব চানুগৈঃ।
এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতেঽনঘ ॥৭॥
যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ।
শয্যাসনে চ মে রাজন্! নাপরাধ্যেত কশ্চন ॥৮॥
তমব্রবীৎ কুন্তিভোজঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ।
এবমস্তু পরঞ্চেতি পুনশ্চৈনমথাব্রবীৎ ॥৯॥
মম কন্যা মহাপ্রাজ্ঞ! পৃথা নাম যশস্বিনী।
শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী ॥১০॥
উপস্থাস্যতি সা ত্বাং বৈ পূজয়াঽনবমন্য চ।
তস্যাশ্চ শীলবৃত্তেন তুষ্টিং সমুপযাস্যতি ॥১১॥
এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রমভিপূজ্য যথাবিধি।
উবাচ কন্যামভ্যেত্য পৃথাং পৃথুললোচনাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ব্যলীকম্ অপ্রিয়ম্, "ব্যলীকমপ্রিয়াকার্য্যবৈলক্ষ্যেষ্বপি পীড়নে" ইতি বিশ্বঃ ॥৭॥
যথেতি। শয্যাসনে শয্যাসনপরিগ্রহে, নাপরাধ্যেত ইচ্ছাবিরুদ্ধং নাচরেৎ ॥৮॥
তমিতি। পরঞ্চ অনন্তরঞ্চ। এনং ব্রাহ্মণম্ ॥৯॥
মমেতি। শীলং সৎস্বভাবঃ বৃত্তং সদাচারশ্চ তাভ্যামন্বিতা, ভাবিনী ধর্ম্মানুরক্তা ॥১০॥
উপেতি। উপস্থাস্যতি সেবিষ্যতে। সমুপযাস্যতি ভবানিতি শেষঃ ॥১১॥
এবমিতি। উবাচ কুন্তিভোজ ইত্যনুবৃত্তিঃ। পৃথুললোচনাং বিশালনয়নাম্ ॥১২॥

হে নিষ্পাপ রাজা। আপনি বা আপনার অনুচরেরা আমার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না; ইহা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি আপনার বাড়ীতে বাস করিব ॥৭॥

রাজা। আমি ইচ্ছানুসারে যাইব ও আসিব এবং ইচ্ছানুসারেই শয্যা ও আসন গ্রহণ করিব, তাহাতে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না" ॥৮॥

তখন কুন্তিভোজরাজা সেই ব্রাহ্মণকে এই প্রীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন—'এই-রূপই হউক'। তাহার পর আবার রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—॥৯॥

"মহাপ্রাজ্ঞ! সৎস্বভাব ও সদাচারসম্পন্না, সাধুচরিত্রা, সংযতা, ধর্ম্মানুরক্তা ও যশস্বিনী 'পৃথা'-নাম্নী আমার একটী কন্যা আছে ॥১০॥

সে, কোন অবমাননা না করিয়া গৌরবসহকারে আপনার সেবা করিবে এবং আপনিও তাহার স্বভাবে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইবেন" ॥১১॥

---

(৮)…শয্যাশনে চ মে রাজন্।—বা ব কা নি।

অয়ং বৎসে। মহাভাগো ব্রাহ্মণো বস্তুমিচ্ছতি।
মম গেহে ময়া চাস্য তথেত্যেবং প্রতিশ্রুতম্।
ত্বয়ি বৎসে। পরার্শস্য ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্ ॥১৩॥
তন্মে বাক্যমমিথ্যা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি কর্হিচিৎ।
অয়ং তপস্বী ভগবান্ স্বাধ্যায়নিয়তো দ্বিজঃ।
যদ্‌যদ্‌ব্রূয়াম্মহাতেজাস্তত্তদ্দেয়মমৎসরাৎ ॥১৪॥
ব্রাহ্মণো হি পরং তেজঃ ব্রাহ্মণো হি পরং তপঃ।
ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে ॥১৫॥
অমানয়ন্ হি মানার্হান্ বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
নিহতো ব্রহ্মদণ্ডেন তালজঙ্ঘস্তথৈব চ ॥১৬॥
সোঽয়ং বৎসে! মহাভার আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্।
ত্বং সদা নিয়তা কুর্য্যা ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি। বস্তুং বাসং কর্ত্তুম্। অভিরাধনং প্রতিশ্রুতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥
তদিতি। অমৎসরাৎ অবিদ্বেষাৎ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥
ব্রাহ্মণ ইতি। তেজস্তেজোময়ঃ, ব্রাহ্মণস্তৎসেবা। ব্রাহ্মণানামিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী ॥১৫॥
অমানয়মিতি। ব্রহ্মণা কৃতো দণ্ডো ব্রহ্মদণ্ডস্তেন, তালজঙ্ঘো নামাসুরঃ ॥১৬॥
স ইতি। অয়ং ব্রাহ্মণসেবারূপঃ, আহিতঃ স্থাপিতঃ। নিয়তা সংযতা ॥১৭॥

এইরূপ বলিয়া কুন্তিভোজ যথাবিধানে সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া, বিশালনয়না কন্যা পৃথার নিকট যাইয়া বলিলেন—॥১২॥

"বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার বাড়ীতে বাস করিবার ইচ্ছা করেন; আমিও বৎসে! তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের সেবার অঙ্গীকার করিয়াছি ॥১৩॥

অতএব আমার সেই বাক্য কখনও মিথ্যা না হয়—তুমি তাহা কর। তপস্বী, মাহাত্ম্যশালী, বেদপাঠনিরত ও মহাতেজা এই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা বলিবেন, তুমি বিনা বিদ্বেষে তাহা তাহাই দিবে ॥১৪॥

ব্রাহ্মণই পরম তেজ, ব্রাহ্মণের সেবাই পরম তপস্যা এবং ব্রাহ্মণেরা নমস্কার করেন বলিয়াই সূর্য্য আকাশে বিরাজ করিতেছেন ॥১৫॥

এবং বাতাপি ও তালজঙ্ঘ মহাসুর সম্মানযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে না মানিয়াই ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছিল ॥১৬॥

---

(১৭) সোঽয়ং বৎসে! মহাভাগঃ—বা ব কা।

জানামি প্রণিধানং তে বাল্যাৎ প্রভৃতি নন্দিনি ।
ব্রাহ্মণেষ্বিহ সর্ব্বেষু গুরুবন্ধুষু চৈব হ ॥১৮॥
তথা প্রেষ্যেষু সর্ব্বেষু মিত্রসম্বন্ধিমাতৃষু ।
ময়ি চৈব যথাবত্ত্বং সর্ব্বমাবৃত্য বর্ত্তসে ॥১৯॥
নহ্যতুষ্টো জনোঽস্তীহ পুরে চান্তঃপুরে চ তে ।
সম্যগ্‌বৃত্ত্যাঽনবদ্যাঙ্গি ! তব ভৃত্যজনেষ্বপি ॥২০॥
সন্দেষ্টব্যাস্তু মন্যে ত্বাং দ্বিজাতিং কোপনং প্রতি ।
পৃথে ! বালেতি কৃত্বা বৈ সুতা চাসি মমেতি চ ॥২১॥
বৃষ্ণীনাং ত্বং কুলে জাতা শূরস্য দয়িতা সুতা ।
দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

জানামীতি। প্রণিধানং মনোযোগম্, জানামি অস্তিত্বেনেতি শেষঃ ॥১৮॥
তথেতি। প্রেষ্যেষু ভৃত্যেষু। সর্ব্বং স্নেহম্, আবৃত্য আদায় ॥১৯॥
নহীতি। সম্যগ্‌বৃত্ত্যা সমীচীনব্যবহারেণ, হে অনবদ্যাঙ্গি ! অনিন্দিতাঙ্গি ! ॥২০॥
সমিতি। সন্দেষ্টব্যামুপদেষ্টব্যাম্, কোপনং দ্বিজাতিং প্রতি তদ্বিষয়ে ॥২১॥
বৃষ্ণীনামিতি। শূরস্য তদাখ্যস্য মৎসুহৃদঃ, দয়িতা প্রিয়া ॥২২॥

অতএব বৎসে ! আমি তোমার উপরে সেই ব্রাহ্মণসেবারূপ গুরুতর ভার এখন ন্যস্ত করিলাম ; তুমি সর্ব্বদা সংযত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে ॥১৭॥

নন্দিনি ! বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণের উপরে এবং সমস্ত গুরুজন ও বন্ধুজনের উপরে তোমার একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি জানি ॥১৮॥

এবং তুমি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সকল ভৃত্য, মিত্র, সম্বন্ধী, মাতা ও আমার সমস্ত স্নেহ গ্রহণ করিয়াই রহিয়াছ ॥১৯॥

অনিন্দ্যসুন্দরি ! ভৃত্যজনের উপরেও তোমার উপযুক্ত ব্যবহার চলিতে থাকায় এই পুরে বা অন্তঃপুরে তোমার উপরে অসন্তুষ্ট লোক নাই ॥২০॥

পৃথা ! তথাপি তুমি বালিকা এবং আমার কন্যা—এই জন্য কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণের বিষয়ে তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি ॥২১॥

তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্মিয়াছ এবং প্রিয়সুহৃৎ শূরের প্রিয়তমা কন্যা। পূর্ব্বে তোমার বাল্যকালে তোমার পিতা প্রীতিযুক্ত চিত্তে নিজেই আমার হস্তে তোমাকে দান করিয়াছিলেন ॥২২॥

(১৯)।· সর্ব্বমাদৃত্য বর্ত্তসে—বা ব কা।

বসুদেবস্য ভগিনী সুতানাং প্রবরা মম।
অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় তেনাসি দুহিতা মম ॥২৩॥
তাদৃশে হি কুলে জাতা কুলে চৈব বিবর্দ্ধিতা।
সুখাৎ সুখমনুপ্রাপ্তা হ্রদাদ্ধ্রদমিবাপগা ॥২৪॥
দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ।
বালভাবাদ্বিকুর্ব্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে! ॥২৫॥
পৃথে! রাজকুলে জন্ম রূপঞ্চাপি তবাদ্ভুতম্।
তেন তেনাসি সম্পন্না সমুদায়েন ভাবিনী ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

বস্বিতি। ত্বং বসুদেবস্য ভগিনী, শূরস্য সুতানাং মধ্যে প্রবরা জ্যেষ্ঠা চ। তথা তেন শূরেণ, অগ্রে আদৌ, অগ্র্যং জ্যেষ্ঠমপত্যং মহ্যং দেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় পরং মহ্যং দত্তেতি শেষঃ। অতএব ত্বমিদানীং মমৈব দুহিতাসি ॥২৩॥

তাদৃশ ইতি। আপগা নদী হ্রদাৎ হ্রদমিব, ত্বং সুখাৎ সুখমনুপ্রাপ্তেতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

দৌষ্কুলেয়া ইতি। দৌষ্কুলেয়া দুষ্কুলজাতাঃ, প্রগ্রহম্ আবদ্ধীভাবম্ ॥২৫॥

পৃথ ইতি। তেন তেন হেতুনা, সমুদায়েন সুশীলত্বাদিগুণসমূহেন ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কিং তদ্গ্রহমিতি ॥১—১০॥ অনবমত্য অবমানমকৃত্বা ॥১১—১২॥ বস্তুং বাসং কর্ত্তুম্ ॥১৩॥ পরাশ্বস্য পরমাশ্বাসং কৃত্বা অভিরাধনং কর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥১৪—১৭॥ প্রণিধানং চিত্তৈকাগ্র্যম্ ॥১৮॥ আবৃত্য ব্যাপ্য ॥১৯—২২॥ অগ্র্যং অগ্রে দেয়ং ময়া প্রথমমপত্যং তুভ্যং দেয়মিতি প্রতিজ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥২৩—২৪॥ দৌষ্কুলেয়াঃ দুষ্কুলে জাতাঃ, প্রগ্রহং নির্ব্বন্ধম্, গতাঃ প্রাপ্তাঃ, বিকুর্ব্বন্তি দৌষ্ট্যং কুর্ব্বন্তি ॥২৫—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৭॥

পৃথে! তুমি শূরের সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং বসুদেবের ভগিনী। প্রিয়সুহৃৎ শূর প্রথমে আমার নিকটে তাঁহার প্রথম সন্তান দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে তিনি তোমাকে আমার হস্তে দান করিয়াছেন; সেই জন্যই তুমি আমার তনয়া ॥২৩॥

তুমি সেইরূপ বংশে জন্মিয়াছ এবং উচ্চবংশে আসিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ; সুতরাং নদী যেমন এক হ্রদ হইতে অপর হ্রদে যায়, তুমিও সেইরূপ একস্থানের সুখ হইতে অপরস্থানের সুখে আসিয়াছ ॥২৪॥

কল্যাণি! দুষ্কুলজাত রমণীরা কোন কারণে বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া অল্প বয়সে প্রায়ই বিকৃত হইয়া পড়ে ॥২৫॥

(২৪) হ্রদাদ্ধ্রদমিবাগতা—বা ব কা পি। (২৬)…সমুপেতা চ ভাবিনী—বা ব কা নি।

সা ত্বং দর্পং পরিত্যজ্য দম্ভং মানঞ্চ ভাবিনি ।
আরাধ্য বরদং বিপ্রং শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে পৃথে ! ॥২৭॥
এবং প্রাপ্স্যসি কল্যাণি ! কল্যাণমনঘে ! ধ্রুবম্ ।
কো পতে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কৃৎস্নং দহ্যেত মে কুলম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে পৃথোপদেশে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

কুন্ত্যুবাচ ।

ব্রাহ্মণং যন্ত্রিতা রাজন্ ! উপস্থাস্যামি পূজয়া ।
যথাপ্রতিজ্ঞং রাজেন্দ্র ! ন চ মিথ্যা ব্রবীম্যহম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । দর্পং গর্ব্বম্, দম্ভং কাপট্যম্, মানং গৌরবম্ । শ্রেয়সা মঙ্গলেন ॥২৭॥

এবমিতি । কল্যাণং মঙ্গলম্ । দহ্যেত তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠেনেতি শেষঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ব্রাহ্মণমিতি । যন্ত্রিতা নিয়তা সতী, পূজয়া গৌরবেণ, উপস্থাস্যামি সেবিষ্যে ॥১॥

পৃথা ! রাজকুলে তোমার জন্ম এবং রূপও তোমার অদ্ভুত; সুতরাং সেই সেই কারণেই তুমি গুণসমূহসম্পন্না এবং সচ্চরিত্রা হইয়াছ ॥২৬॥

সংস্বভাবা পৃথা ! সেই তুমি দর্প, কপটতা ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বরদাতা ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করিবে ॥২৭॥

কল্যাণি ! নিষ্পাপে ! তুমি এইরূপ করিলে অবশ্যই মঙ্গল লাভ করিবে; আর ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ করিলে, তিনি আমার সমস্ত বংশই দগ্ধ করিবেন" ॥২৮॥

—:*:—

কুন্তী বলিলেন—"রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! আমি মিথ্যা বলিতেছি না; আমি

* '...নবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...দ্ব্যধিকত্রিশততমঃ ...' —বা ব, '...ত্র্যধিকত্রিশততমঃ...' —কা, '...চতুরধিকত্রিশততমঃ...' —নি ।

এষ চৈব স্বভাবো মে পূজয়েয়ং দ্বিজানিতি।
তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম ॥২॥
যদ্যেবৈষ্যতি সায়াহ্নে যদি প্রাতরথো নিশি।
যদ্যর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ ন মে কোপং করিষ্যতি ॥৩॥
লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র! যদ্বৈ পূজয়িতুং দ্বিজান্।
আদেশে তব তিষ্ঠন্তী হিতং কুর্য্যাং নরোত্তম! ॥৪॥
বিস্রব্ধো ভব রাজেন্দ্র! ন ব্যলীকং দ্বিজোত্তমঃ।
বসন্ প্রাপ্স্যতি তে গেহে সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৫॥
যৎ প্রিয়ঞ্চ দ্বিজস্যাস্য হিতঞ্চৈব তবানঘ!।
যতিষ্যামি তথা রাজন্! ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি। তাভ্যামুভাভ্যাং মম পরমং শ্রেয়ো ভবেদিতি শেষঃ ॥২॥
যদীতি। ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্ ব্রাহ্মণঃ, মে কোপং ন করিষ্যতি সহিষ্ণুত্বাৎ ॥৩॥
লাভ ইতি। এষ তব হিতকরণরূপঃ ॥৪॥
বীতি। বিস্রব্ধো মমাচরণে বিশ্বস্তঃ। ব্যলীকং কিমপ্যপ্রিয়ম্ ॥৫॥

আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে সংযত হইয়া গৌরবপূর্ব্বকই ব্রাহ্মণের সেবা করিব ॥১॥

ব্রাহ্মণের পূজা করা ও আপনার প্রিয়কার্য্য করা—ইহাই আমার স্বভাব এবং ইহাতেই আমার পরম মঙ্গল হইবে ॥২॥

মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ যদি সায়ংকালে, বা প্রাতঃকালে, কিংবা রাত্রিতে, অথবা অর্দ্ধরাত্রসময়ে আগমন করেন, তথাপি আমার ক্রোধ হইবে না ॥৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! আমি ব্রাহ্মণদের সেবা করিবার পক্ষে আপনার আদেশে থাকিয়া আপনার যে হিত করিতে পারিব, ইহাই আমার লাভ ॥৪॥

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপনার গৃহে বাস করতঃ কখনও আমা হইতে কোন অপ্রিয় আচরণ পাইবেন না; সুতরাং আপনি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকুন ॥৫॥

নিষ্পাপ রাজা! এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয় এবং আপনার যাহা হিত, তাহা করিবার পক্ষে আমি যত্ন করিব; অতএব আপনার মনের উদ্বেগ দূর হউক ॥৬॥

---

(৪) যদ্বৈ জয়তী দ্বিজান্—বা ব কা,...যদ্বৈ পূজয়তি দ্বিজান্—পি।

ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে।
তারণায় সমর্থাঃ স্যুর্বিপরীতে বধায় চ ॥৭॥
সাহমেতদ্বিজানন্তী তোষয়িষ্যে দ্বিজোত্তমম্।
ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্! প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ ॥৮॥
অপরাধে হি রাজেন্দ্র! রাজ্ঞামশ্রেয়সে দ্বিজাঃ।
ভবন্তি চ্যবনো যদ্বৎ সুকন্যায়াঃ কৃতে পুরা ॥৯॥
নিয়মেন পরেণাহমুপস্থাস্যে দ্বিজোত্তমম্।
যথা ত্বয়া নরেন্দ্রেদং ভাষিতং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥১০॥
এবং ব্রুবন্তীং বহুশঃ পরিষ্বজ্য সমর্থ্য চ।
ইতি চেতি চ কর্ত্তব্যং রাজা সর্ব্বমথাদিশৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

যদিতি। তথা কর্ত্তুমিতি শেষঃ। ব্যেতু দূরীভবতু, জ্বরঃ সন্তাপঃ ॥৬॥

ব্রাহ্মণা ইতি। মহাভাগা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্না মাহাত্ম্যবন্তঃ ॥৭॥

সেতি। বিজানন্তীতি নলোপাভাব আর্ষঃ। মৎকৃতে মন্নিমিত্তে, ব্যথামনিষ্টম্ ॥৮॥

অপেতি। অশ্রেয়সে অমঙ্গলায় ভবন্তি। সুকন্যাখ্যয়া শর্যাতিরাজকন্যয়া তপস্যতশ্চ্যবনস্য নয়নদ্বয়ং বিদীর্ণম্, তেন চ চ্যবনেন শর্যাতিরাজসৈন্যস্য আনাহমুৎপাদ্য শর্যাতেরনিষ্টমুৎপাদিতমিত্যস্মিন্ বনপর্ব্বণ্যেব একাধিকশততমে অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যম্ ॥৯॥

নিয়মেনেতি। পরেণ উত্তমেন, উপস্থাস্যে সেবিষ্যে ॥১০॥

এবমিতি। অত্রাপি ব্রুবন্তীমিতি নকারলোপাভাব আর্ষঃ। সমর্থ্য অনুমন্য ॥১১॥

কারণ, মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণেরা পূজিত হইয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, আর ইহার বিপরীত করিলে সংহার করেন ॥৭॥

রাজা! এই সমস্ত জানিয়াই আমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সন্তুষ্ট করিব; সুতরাং আপনি আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইতে কোন দুঃখ পাইবেন না ॥৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ! অপরাধ হইলেই ব্রাহ্মণেরা রাজাদের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন; যেমন চ্যবনমুনি পূর্ব্বকালে সুকন্যার জন্য শর্যাতিরাজার অমঙ্গল ঘটাইয়াছিলেন ॥৯॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ! আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেমন বলিয়াছেন, তেমন উত্তম নিয়মেই আমি তাঁহার সেবা করিব" ॥১০॥

পৃথা এইরূপ বলিলে, রাজা তাঁহাকে অনেক বার আলিঙ্গন করিয়া এবং তাঁহার কথার সমর্থন করিয়া 'এই এই করিবে' এইভাবে সমস্ত বিষয়ের উপদেশ দিলেন ॥১১॥

রাজোবাচ।

এবমেতত্ত্বয়া ভদ্রে! কর্ত্তব্যমবিশঙ্কয়া।
মদ্ধিতার্থং তথাত্মার্থং কুলার্থঞ্চাপ্যনিন্দিতে! ॥১২॥
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং কুন্তিভোজো মহাযশাঃ।
পৃথাং পরিদদৌ তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ ॥১৩॥
ইয়ং ব্রহ্মন্! মম সুতা বালা সুখবিবর্দ্ধিতা।
অপরাধ্যেত যৎ কিঞ্চিত্তন্ন কার্য্যং হৃদি ত্বয়া ॥১৪॥
দ্বিজাতয়ো মহাভাগা বৃদ্ধবালতপস্বিষু।
ভবন্ত্যক্রোধনাঃ প্রায়োঽপরাদ্ধেষ্বপি নিত্যদা ॥১৫॥
সুমহত্যপরাধেঽপি ক্ষান্তিঃ কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ।
যথাশক্তি যথোৎসাহং পূজা গ্রাহ্যা দ্বিজোত্তম! ॥১৬॥
তথেতি ব্রাহ্মণেনোক্তে স রাজা প্রীতমানসঃ।
হংসচন্দ্রাংশুসঙ্কাশং গৃহমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। এতৎ ব্রাহ্মণসেবনম্। আত্মার্থমাত্মনো হিতার্থম্ ॥১২॥
এবমিতি। পরিদদৌ তৎসেবনায়ার্পয়ামাস ॥১৩॥
ইয়মিতি। বালত্বয়ৈবাস্যা অপরাধস্ত্বয়া ক্ষন্তব্য ইত্যাশয়ঃ ॥১৪॥
দ্বিজাতয় ইতি। অপরাদ্ধেষ্বপি কৃতাপরাধেষ্বপি, নিত্যদা সর্ব্বদা ॥১৫॥
সুমহতীতি। যথাশক্তি যথোৎসাহঞ্চ পরেণ কৃতেতি শেষঃ ॥১৬॥
তথেতি। হংস-চন্দ্রাংশু-সঙ্কাশং তদুভয়তুল্যশুভ্রবর্ণম্। ন্যবেদয়দ্দাসায় ॥১৭॥

রাজা বলিলেন—"ভদ্রে! অনিন্দিতে! আমার হিত, নিজের হিত এবং বংশের হিতের জন্য তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এইভাবে এই সমস্ত করিবে" ॥১২॥

এইরূপ বলিয়া মহাযশা ও ব্রাহ্মণবৎসল কুন্তিভোজরাজা সেই পৃথানাম্নী কন্যাটীকে সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন—॥১৩॥

"ব্রাহ্মণ! সুখবিবর্দ্ধিতা আমার এই বালিকা কন্যাটী যে কিছু অপরাধ করিবে, তাহা আপনি মনে করিবেন না ॥১৪॥

কারণ, বৃদ্ধ, বালক ও তপস্বীরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদের উপরে মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই ক্রোধ করেন না ॥১৫॥

আর কেহ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার উপরে ব্রাহ্মণদের ক্ষমা করা উচিত এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে কেহ নিজের শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে পূজা করিলে, ব্রাহ্মণদের তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত" ॥১৬॥

তত্রাগ্নিশরণে কৢপ্তমাসনং তস্য ভানুমৎ।
আহারাদি চ সর্ব্বং তত্তথৈব প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৮॥
নিক্ষিপ্য রাজপুত্রী তু তন্দ্রীং মানং তথৈব চ।
আতস্থে পরমং যত্নং ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনে ॥১৯॥
তত্র সা ব্রাহ্মণং গত্বা পৃথা শৌচপরা সতী।
বিধিবৎ পরিচারার্হং দেববৎ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে পৃথাদ্বিজপরিচর্য্যায়ামষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অগ্নিশরণে হোমগৃহে। ভানুমৎ উজ্জ্বলম্। আহারাদি খাদ্যাদি ॥১৮॥
নিক্ষিপ্যেতি। নিক্ষিপ্য বিহায়, রাজপুত্রী পৃথা, তন্দ্রীং নিদ্রাম্। আতস্থে চকার ॥১৯॥
তত্রেতি। শৌচপরা সর্ব্বদা পবিত্রা। পরিচারার্হং শুশ্রূষাযোগ্যং ব্রাহ্মণম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণমিতি। যন্ত্রিতা নিয়মযুক্তা ॥১—১৪॥ বিশ্রব্ধো বিশ্বস্তঃ, ব্যলীকমপ্রিয়ম্ ॥১৫—১৭॥ অগ্নিশরণে অগ্ন্যাগারে ॥১৮॥ তন্দ্রীমালস্যম্ ॥১৯॥ পরিচারার্হং পূজার্হম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৮॥

—:*:—

'তাহাই হইবে' ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, রাজা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া হংস ও চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ একখানি গৃহ তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন ॥১৭॥

এবং তিনি সেই হোমগৃহে সেই ব্রাহ্মণের জন্য উজ্জ্বল আসন ও খাদ্য-পেয়-প্রভৃতি সমস্ত বস্তু দিবার ব্যবস্থা করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর রাজকন্যা পৃথা নিদ্রা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সেবায় পরম যত্ন অবলম্বন করিলেন ॥১৯॥

পৃথা প্রত্যহ পবিত্র হইয়া সেই ঘরে যাইয়া দেবতার ন্যায় শুশ্রূষার যোগ্য সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥২০॥

—:*:—

* '...একনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ত্র্যধিকত্রিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুরধিকত্রিশততমঃ...' —কা, '...পঞ্চাধিকত্রিশততমঃ...' —নি।

ঊনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা মহারাজ! ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্।
তোষয়ামাস শুদ্ধেন মনসা সংশিতব্রতা ॥১॥
প্রাতরেষ্যাম্যথেত্যুক্ত্বা কদাচিদ্দ্বিজসত্তমঃ।
তত আয়াতি রাজেন্দ্র! সায়ং রাত্রাবথো পুনঃ ॥২॥
তঞ্চ সর্ব্বাসু বেলাসু ভক্ষ্যভোজ্যপ্রতিশ্রয়ৈঃ।
পূজয়ামাস সা কন্যা বর্দ্ধমানৈস্তু সর্ব্বদা ॥৩॥
অন্নাদিসমুদাচারঃ শয্যাসনকৃতস্তথা।
দিবসে দিবসে তস্য বর্দ্ধতে ন তু হীয়তে ॥৪॥
নির্ভৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাপ্রিয়য়া গিরা।
ব্রাহ্মণস্য পৃথা রাজন্! ন চকারাপ্রিয়ং তদা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। সংশিতব্রতং দৃঢ়শাস্ত্রীয়নিয়মম্। সংশিতব্রতা দৃঢ়প্রাত্যহিকনিয়মা ॥১॥
প্রাতরিতি। ইত্যুক্ত্বা নির্গতঃ সন্নিতি শেষঃ। অথো অথবা ॥২॥
তমিতি। ভক্ষ্যং চর্ব্যং ভোজ্যং তদিতরৎ প্রতিশ্রয় আসনাদিস্তৈস্তত্তদ্দানৈঃ ॥৩॥
অন্নেতি। অন্নাদীনাং সমুদাচারঃ সম্যঙ্‌নির্ম্মাণব্যবহারঃ ॥৪॥
নিরিতি। নির্ভৎসনানি গালিদানানি অপবাদা নিন্দাশ্চ তৈঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! সেই কন্যা পৃথা যথানিয়মে ও পবিত্র মনে ব্রতপরায়ণ সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কখনও সেই ব্রাহ্মণ 'প্রাতঃকালে আসিব' এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেন; তাহার পর সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে আসিতেন ॥২॥

অথচ পৃথা প্রতিদিন সমস্ত সময়েই অধিক অধিক পরিমাণে খাদ্য, পেয়, শয্যা ও আসন প্রস্তুত করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন ॥৩॥

প্রত্যহই সেই ব্রাহ্মণের জন্য অন্নাদি প্রস্তুত করা বা শয্যাসনাদি রচনা করা বৃদ্ধিই পাইত; কিন্তু কমিত না ॥৪॥

রাজা! তখন সেই ব্রাহ্মণের তিরস্কার, নিন্দা এবং অপ্রিয় বাক্যেও পৃথা তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিতেন না ॥৫॥

ব্যস্তে কালে পুনশ্চৈতি ন চৈতি বহুশো দ্বিজঃ।
সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সোঽব্রবীৎ ॥৬॥
কৃতমেব চ তৎ সর্ব্বং পৃথা তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা ॥৭॥
যথোপজোষং রাজেন্দ্র! দ্বিজাতিপ্রবরস্য সা।
প্রীতিমুৎপাদয়ামাস কন্যারত্নমনিন্দিতা ॥৮॥
তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ দ্বিজসত্তমঃ।
অবধানে চ ভূয়োঽস্যাঃ পরং যত্নমথাকরোৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ব্যস্ত ইতি। ব্যস্তে উক্তবিপরীতে। সুদুর্লভং দুষ্প্রাপ্যং ॥৬॥

কৃতমিতি। স্বসৃবৎ কনিষ্ঠভগিনীবৎ, সুসংযতা তৎসেবনে নিতান্ততৎপরা ॥৭॥

যথেতি। উপজোষং দ্বিজাতিপ্রবরস্যৈব সুখমনতিক্রম্যেতি যথোপজোষম্, "তূষ্ণীমর্থে সুখে জোষম্" ইত্যমরঃ। কন্যারত্নশব্দাভিধেয়ত্ব স্ত্রীত্বাদনিন্দিতা সেতি বিশেষণশব্দয়োরপি স্ত্রীত্বম্। তথা চ বররুচিঃ—"শব্দাভিধেয়ে লিঙ্গং স্যাৎ শব্দলিঙ্গমথাপি বা। শোভনায়ৈ কলত্রায় দারান্ পশ্যন্তি শোভনান্ ॥" শব্দলিঙ্গন্তু প্রায়িকং দৃশ্যতে ॥৮॥

তস্যা ইতি। শীলবৃত্তেন স্বভাবান্বিতব্যবহারেণ। অবধানে স্বশুশ্রূষায়ামৈকাগ্র্যে ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সা ত্বিতি ॥১—২॥ প্রতিশ্রয়ৈঃ আশ্রয়ৈঃ শয়নাসনাদ্যৈঃ ॥৩॥ অন্নাদিনা সমুদাচারঃ সমুপসর্পণম্ ॥৪॥ নির্ভৎসনং ধিক্কারঃ, অপবাদোঽস্মাদেদূষণম্। পাঠান্তরেঽপদেশো ব্যাজঃ, অপ্রিয়য়া গালনরূপয়া ॥৫—৭॥ যথোপজোষং প্রিয়মনতিক্রম্য ॥৮॥ শীলং শমাদি বৃত্তং

ব্রাহ্মণ যখন আসিবেন বলিতেন, তাহার বিপরীত সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং বহু সময়ে আসিতেনও না, আবার কখনও আসিয়া 'অতিদুর্লভ অন্ন দাও' বলিতেন ॥৬॥

অথচ শিষ্যা, তনয়া ও কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় অতিসংযত হইয়া পৃথা তাঁহাকে জানাইতেন যে, "সে সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি" ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন পৃথা যথাসুখে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠও পৃথার স্বভাবে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে থাকিলেন এবং নিজের পরিচর্য্যার প্রতি পৃথার একাগ্রতাবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

(৭)...স্বস্বচ্চ সুসংযতা—ক।

তাং প্রভাতে চ সায়ঞ্চ পিতা পপ্রচ্ছ ভারত।।
অপি তুষ্যতি তে পুত্রি! ব্রাহ্মণঃ পরিচর্য্যয়া ॥১০॥
তং সা পরমমিত্যেবং প্রত্যুবাচ যশস্বিনী।
ততঃ প্রীতিমবাপাগ্র্যাং কুন্তিভোজো মহামনাঃ ॥১১॥
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে যদাসৌ জপতাং বরঃ।
নাপশ্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ পৃথায়াঃ সৌহৃদে রতঃ ॥১২॥
ততঃ প্রীতমনা ভূত্বা স এনাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি পরমং ভদ্রে! পরিচারেণ তে শুভে! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
বরান্ বৃণীষ্ব কল্যাণি! দুরাপান্ মানুষৈরিহ।
যৈস্ত্বং সীমন্তিনীঃ সর্ব্বা যশসাভিভবিষ্যসি ॥১৪॥
কুন্ত্যুবাচ।
কৃতানি মম সর্ব্বাণি যস্যা মে বেদবিত্তম!।
ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র! বরৈর্ম্মম ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি। তাং পৃথাম্। পিতা কুন্তিভোজঃ। কিং পপ্রচ্ছেত্যাহ—অপীতি ॥১০॥

তমিতি। পরমং তুষ্যতীতি সম্বন্ধঃ। অগ্র্যামুত্তমাম্ ॥১১॥

তত ইতি। দুষ্কৃতমপরাধম্। সৌহৃদে পৃথায়া এব স্নেহে, রতো ব্যাপৃতঃ। ততস্তদা। এনাং পৃথাম্। পরিচারেণ পরিচর্য্যয়া ॥১২—১৩॥

বরানিতি। দুরাপান্ দুর্লভান্। সীমন্তিনীঃ নারীঃ ॥১৪॥

কৃতানীতি। কৃতানি ত্বয়ৈবেতি শেষঃ। কৃতম্ অলম্ ॥১৫॥

ভরতনন্দন! পিতা কুন্তিভোজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"পুত্রি! তোমার পরিচর্য্যায় ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইতেছেন ত?" ॥১০॥

তখন যশস্বিনী পৃথা কুন্তিভোজকে বলিতেন—"পরম সন্তুষ্ট হইতেছেন"। তাহাতে মহামনা কুন্তিভোজ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন ॥১১॥

তাহার পর একবৎসর পূর্ণ হইলে, যখন সেই পৃথাস্নেহনিরত ব্রাহ্মণ পৃথার কোন ত্রুটি দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পৃথাকে বলিলেন—"ভদ্রে! কল্যাণি! তোমার পরিচর্য্যায় আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১২—১৩॥

অতএব কল্যাণি! তুমি মানুষের দুর্লভ বর গ্রহণ কর; যাহার ফলে তুমি যশদ্বারা সকল-নারীকে অভিভূত করিতে পারিবে" ॥১৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যদি নেচ্ছসি ভদ্রে! ত্বং বরং মত্তঃ শুচিস্মিতে!।
ইমং মন্ত্রং গৃহাণ ত্বমাহ্বানায় দিবৌকসাম্ ॥১৬॥
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
তেন তেন বশে ভদ্রে! স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৭॥
অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশম্।
বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদ্ভৃত্য ইবানতঃ ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ন শশাক দ্বিতীয়ং সা প্রত্যাখ্যাতুমনিন্দিতা।
তং বৈ দ্বিজাতিপ্রবরং তদা শাপভয়ান্নৃপ! ॥১৯॥
ততস্তামনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্! অথর্ব্বশিরসি স্থিতম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। মত্তো মম সকাশাৎ, শুচি শুভ্রং স্মিতং মন্দহাস্যং যস্যাস্তৎসম্বোধনম্ ॥১৬॥
যমিতি। আবাহয়িষ্যসি আহ্বাস্যসি। বশে ত্বদধীনতায়াম্ ॥১৭॥
অকাম ইতি। বিবুধো দেবঃ, মন্ত্রেণ সংশান্তো নিবারিতোগ্রভাবঃ ॥১৮॥
নেতি। দ্বিতীয়ং বারম্। সা পৃথা ॥১৯॥
তত ইতি। মন্ত্রগ্রামং মন্ত্রসমূহম্, অথর্ব্বশিরসি অথর্ব্ববেদস্যান্তিমে ভাগে ॥২০॥

কুন্তী বলিলেন—"বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আপনি ও পিতৃদেব—যাহার উপরে প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহার আপনি সকলই করিয়াছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণ! আমার আর বরের প্রয়োজন নাই" ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ভদ্রে! শুচিস্মিতে! তুমি যদি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে তুমি দেবতাদের আহ্বানের জন্য এই মন্ত্র গ্রহণ কর ॥১৬॥

ভদ্রে! তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতাই আসিয়া তোমার বশে থাকিবেন ॥১৭॥

সেই দেবতা ইচ্ছুই হউন বা অনিচ্ছুই হউন, তোমার বশীভূত হইবেন এবং এই মন্ত্রের প্রভাবে সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় অবনত হইবেন" ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! অনিন্দিতা পৃথা তখন শাপের ভয়ে দ্বিতীয়বার আর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৯॥

(২০) অথর্ব্বশিরসি শ্রুতম্—বা ব কা নি।

তং প্রদায় তু রাজেন্দ্র! কুন্তিভোজমুবাচ হ।
উষিতোঽস্মি সুখং রাজন্! কন্যয়া পরিতোষিতঃ।
তব গেহে সুবিহিতঃ সদা সুপ্রতিপূজিতঃ ॥২১॥
সাধয়িষ্যামহে তাবদিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত।
স তু রাজা দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তর্হিতং তদা।
বভূব বিস্ময়াবিষ্টঃ পৃথাঞ্চ সমপূজয়ৎ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে পৃথামন্ত্রপ্রাপ্তৌ উনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উষিতঃ কৃতবাসঃ। সুবিহিতঃ সুষ্ঠু শুশ্রূষিতঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

সাধেতি। সাধয়িষ্যামহে গমিষ্যামঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে উনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিচর্য্যা অবধানমৈকাগ্র্যম্ এতৈস্ততোষ। যদ্বা অস্যাঃ পৃথায়াঃ শ্রেয়োঽর্থমবধানেন সমাধিকালে যত্নমকরোৎ. যত্নেন তস্যাঃ কল্যাণং চিন্তিতবানিত্যর্থঃ ॥৯—১৮॥ দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়বারম্ ॥১৯—২০॥ বিহিতো বিধানতঃ বিশেষেণ হিতস্তুষ্টো বা ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৯॥

রাজা! তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ তখনই সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পৃথাকে অথর্ব্ববেদের শেষভাগস্থিত মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করাইলেন ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্রদান করিয়া কুন্তিভোজকে বলিলেন—"রাজা! আপনার কন্যা সর্ব্বদাই সুন্দরভাবে পরিচর্য্যা ও সম্মান করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে; সুতরাং আমি আপনার বাড়ীতে সুখেই বাস করিয়াছি ॥২১॥

এখন যাইব" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন কুন্তিভোজরাজা সেই ব্রাহ্মণকে সেইখানেই অন্তর্হিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পৃথার যথেষ্ট গৌরব করিলেন ॥২২॥

---

(২২)…তুঃখ এবাপচারঃ—বা ব কা। * '…দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…চতুরধিকত্রিশততমঃ…'—বা ব, '…পঞ্চাধিকত্রিশততমঃ…'—কা '…ষড়ধিকত্রিশততমঃ…'—নি।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতে তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কস্মিংশ্চিৎ কালপর্য্যয়ে।
চিন্তয়ামাস সা কন্যা মন্ত্রগ্রামবলাবলম্ ॥১॥
অয়ং বৈ কীদৃশস্তেন মম দত্তো মহাত্মনা।
মন্ত্রগ্রামো বলং তস্য জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিব ॥২॥
এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দদর্শর্ত্তুং যদৃচ্ছয়া।
ব্রীড়িতা সাভবদ্বালা কন্যাভাবে রজস্বলা ॥৩॥
ততো হর্ম্ম্যতলস্থা সা মহার্হশয়নোচিতা।
প্রাচ্যাং দিশি সমুদ্যন্তং দদর্শাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪॥
তত্রাবদ্ধমনোদৃষ্টিরভবৎ সা সুমধ্যমা।
নচাতপ্যত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি। কালপর্য্যয়ে কালাতিক্রমে সতি। সা কন্যা পৃথা ॥১॥
চিন্তায়াঃ প্রকারমাহ—অয়মিতি। তেন ব্রাহ্মণেন। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥২॥
এবমিতি। ঋতুম্ আত্মন এব রজঃ, যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥৩॥
তত ইতি। হর্ম্ম্যতলস্থা প্রাসাদাভ্যন্তরস্থিতা। দদর্শ গবাক্ষরন্ধ্রেণ ॥৪॥
তত্রেতি। রূপেণ তেজসা, ভানোঃ সূর্য্যস্য, সন্ধ্যাগতস্য রাত্রিদিনসন্ধিস্থিতস্য ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে এবং তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, সেই মন্ত্রসমূহের কিরূপ শক্তি আছে বা না আছে, সেই বিষয়ে পৃথা চিন্তা করিলেন ॥১॥

সেই মহাত্মা আমাকে কিপ্রকার এই মন্ত্রসমূহ দিয়া গিয়াছেন, শীঘ্রই আমি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিব ॥২॥

পৃথা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে রজোদর্শন করিলেন এবং তিনি কন্যাবস্থায় রজস্বলা হইয়া লজ্জিতা হইলেন ॥৩॥

তাহার পর তিনি অট্টালিকার ভিতরে মহামূল্য শয্যায় থাকিয়াই গবাক্ষদ্বার দিয়া পূর্ব্বদিকে উদয়মান সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিলেন ॥৪॥

---

(২) জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিতি—বা ব কা নি।

তস্যা দৃষ্টিরভূদ্দিব্যা সাপশ্যদ্দিব্যদর্শনম্।
আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥৬॥
তস্যাঃ কৌতূহলং ত্বাসীন্মন্ত্রং প্রতি নরাধিপ!।
আহ্বানমকরোৎ সাথ তস্য দেবস্য ভাবিনী ॥৭॥
প্রাণানুপস্পৃশ্য তদা হ্যাজুহাব দিবাকরম্।
আজগাম ততো রাজন্! ত্বরমাণো দিবাকরঃ ॥৮॥
মধুপিঙ্গো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো হসন্নিব।
অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো দিশঃ প্রজ্বালয়ন্নিব ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
যোগাৎ কৃত্বা দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ।
আবভাষে ততঃ কুন্তীং সাম্না পরমবল্গুনা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যা ইতি। দিব্যা অলৌকিকী দেবদর্শনযোগ্যেত্যর্থঃ। আমুক্তকবচং ধৃতবর্মাণম্ ॥৬॥

তস্যা ইতি। মন্ত্রং তন্মন্ত্রশক্তিম্। ভাবিনী অনুরাগিণী সতী ॥৭॥

প্রাণানিতি। প্রাণান্ প্রাণস্থানং হৃদয়মুপস্পৃশ্য আচম্যেত্যর্থঃ। মধুপিঙ্গো মধুবৎ পিঙ্গলবর্ণঃ, কম্বুঃ শঙ্খ ইব ত্রিরেখাঙ্কিতা গ্রীবা যস্য সঃ। অঙ্গদী কেয়ূরী ॥৮—৯॥

অথ সূর্য্যস্য তত্রাগমনে জগৎপ্রকাশস্য তদানীং কা গতিরাসীদিত্যাহ—যোগাদিতি। যোগাৎ যোগনিবন্ধনৈশ্বর্য্যপ্রভাবাৎ। ততাপ জগৎ। পরমবল্গুনা অতিসুন্দরেণ ॥১০॥

ক্রমে সুমধ্যমা পৃথা সেই সূর্য্যমণ্ডলের উপরে মন ও দৃষ্টি নিবিষ্ট করিলেন; কিন্তু রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়বর্ত্তী সূর্য্যের তেজে তিনি সন্তপ্ত হইলেন না ॥৫॥

তখন তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি জন্মিল; তাই তিনি—দিব্যমূর্ত্তি, কবচধারী ও কুণ্ডলযুগলভূষিত সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥৬॥

রাজা। তখন তাঁহার সেই মন্ত্রের শক্তিপরীক্ষার বিষয়ে কৌতুক জন্মিল; তাই তিনি অনুরক্ত হইয়া সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন ॥৭॥

রাজা। কুন্তী তখন আচমন করিয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন। তাহার পর মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, আজানুলম্বিতবাহু, কম্বুগ্রীব এবং কেয়ূর ও মুকুট-ধারী সূর্য্যদেব সকল দিক্ আলোকিত করিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন সত্বর সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥৮—৯॥

তিনি যোগবলে আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে আগমন করিলেন এবং অপরভাগে তাপ দিতে থাকিলেন। তাহার পর তিনি পরম সুন্দর ও মধুর বাক্যে কুন্তীকে বলিলেন—॥১০॥

আগতোঽস্মি বশং ভদ্রে! তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ।
কিং করোমি বশো রাজ্ঞি! ব্রূহি কর্ত্তা তদস্মি তে ॥১১॥

কুন্ত্যুবাচ।

গম্যতাং ভগবংস্তত্র যত এবাগতো হ্যসি।
কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥১২॥

সূর্য্য উবাচ।

গমিষ্যেঽহং যথা মা ত্বং ব্রবীষি তনুমধ্যমে!।
ন তু দেবং সমাহূয় ন্যায্যং প্রেষয়িতুং বৃথা ॥১৩॥
তবাভিসন্ধিঃ সুভগে! সূর্য্যাৎ পুত্রো ভবেদিতি।
বীর্য্যেণাপ্রতিমো লোকে কবচী কুণ্ডলীতি চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আগত ইতি। মন্ত্রবলাৎকৃতঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টঃ। হে রাজ্ঞি! রাজকন্যে! ॥১১॥
গম্যতামিতি। তর্হি কথং ত্বয়াহূত ইত্যাহ—কৌতূহলাদিতি ॥১২॥
গমিষ্য ইতি। মা মাম্! হে তনুমধ্যমে! কৃশকটীদেশে! ॥১৩॥
তবেতি। অভিসন্ধিরুদ্দেশ্যম্। অন্যথা মমাহ্বানং ন স্যাদিত্যাশয়ঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গতে ইতি ॥১—২॥ ঋতুং রজঃ ॥৩—৭॥ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রাদীন্যুপস্পৃশ্য জলেন সম্যগাচম্যেত্যর্থঃ ॥৮—১০॥ বশং কামম্ ॥১১—১২॥ যথাঽহং গমিষ্যে তথা মা

"ভদ্রে! আমি তোমার মন্ত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট ও বশীভূত হইয়া আসিয়াছি; অতএব রাজকন্যে! আমি তোমার কি করিব—বল, আমি তোমার তাহাই করিব" ॥১১॥

কুন্তী বলিলেন—"ভগবন্! আপনি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই গমন করুন। আমি কৌতুকবশতই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" ॥১২॥

সূর্য্য বলিলেন—"কৃশমধ্যে! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে আমি অবশ্যই যাইব; কিন্তু দেবতাকে ডাকিয়া আনিয়া বৃথা পাঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে ॥১৩॥

সুভগে! তোমার এইরূপ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে যে, জগতে অসাধারণ বলশালী এবং কবচ ও কুণ্ডলধারী আমার একটী পুত্র সূর্য্য হইতে হউক ॥১৪॥

---

(১১)...কিং করোম্যবশো রাজ্ঞি!—পি।

সা ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনি!।
উৎপৎস্যতি হি পুত্রস্তে যথাসঙ্কল্পমঙ্গনে!।
অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে! ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে! ॥১৫॥
যদি ত্বং বচনং নাদ্য করিষ্যসি মম প্রিয়ম্।
শপিষ্যে ত্বামহং ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে ॥১৬॥
ত্বৎকৃতে তান্ প্রধক্ষ্যামি সর্ব্বানপি ন সংশয়ঃ।
পিতরঞ্চৈব তে মূঢ়ং যো ন বেত্তি তবানয়ম্ ॥১৭॥
তস্য চ ব্রাহ্মণস্যাদ্য যোঽসৌ মন্ত্রমদাত্তব।
শীলবৃত্তমবিজ্ঞায় ধাস্যামি বিনয়ং পরম্ ॥১৮॥
এতে হি বিবুধাঃ সর্ব্বে পুরন্দরমুখা দিবি।
ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। যথাসঙ্কল্পম্ ইচ্ছানুরূপঃ, হে অঙ্গনে! উত্তমস্ত্রি!। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
যদীতি। বচনম্ এতদ্বচনানুরূপং প্রিয়ম্। ব্রাহ্মণম্ এতন্মন্ত্রদাতারং দুর্ব্বাসসম্ ॥১৬॥
ত্বদিতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তে, প্রধক্ষ্যামি দগ্ধান্ করিষ্যামি। অনয়মন্যায্যাচরণম্ ॥১৭॥
তস্যেতি। শীলবৃত্তং তব স্বভাবব্যবহারৌ। ধাস্যামি বিধাস্যামি, বিনয়ং দণ্ডম্ ॥১৮॥
এত ইতি। প্রলব্ধং প্রতারিতং মাম্, স্ময়ন্তঃ স্ময়মানা ঈষদ্ধসন্তঃ ॥১৯॥

অতএব গজগামিনি! সেই তুমি আমাকে দেহসমর্পণ কর; অঙ্গনে! তাহাতে তোমার আশানুরূপ পুত্র হইবে। ভদ্রে! সুস্মিতে! আমি তোমার সহিত সঙ্গম করিয়া পরে চলিয়া যাইব ॥১৫॥

আর যদি তুমি আমার বাক্য অনুসারে আজ আমার প্রিয়কার্য্য না কর, তবে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে, তোমার পিতাকে এবং সেই ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করিব ॥১৬॥

এবং যিনি তোমার অন্যায্য আচরণের বিষয় জানেন না, তোমার সেই পিতাকে ও তাঁহার সকল পরিজনকে তোমার জন্যই দগ্ধ করিব; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

আর সেই যে ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব-চরিত্র না জানিয়া তোমাকে মন্ত্র দিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণেরও আজ গুরুতর দণ্ড বিধান করিব ॥১৮॥

কারণ, ইন্দ্রপ্রভৃতি এই দেবতারা সকলে আকাশে থাকিয়া—তুমি যে আমাকে প্রতারণা করিয়াছ, তাহা যেন মৃদু হাস্য করতঃ দর্শন করিতেছেন ॥১৯॥

পশ্য চৈনান্ সুরগণান্ দিব্যং চক্ষুরিদং হি তে।
পূর্ব্বমেব ময়া দত্তং দৃষ্টবত্যসি যেন মাম্ ॥২০॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততোঽপশ্যত্ত্রিদশান্ রাজপুত্রী সর্ব্বানেব স্বেষু ধিষ্ণ্যেষু খস্থান্।
প্রভাসন্তং ভানুমন্তং মহান্তং যথাদিত্যং রোচমানাংস্তথৈব ॥২১॥
সা তান্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়মানেব বালা সূর্য্যং দেবী বচনং প্রাহ ভীতা।
গচ্ছ ত্বং বৈ গোপতে! স্বং বিমানং কন্যাভাবাদ্দুঃখ এবোপকারঃ ॥২২॥
পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেঽন্যে দেহস্যাস্য প্রভবন্তি প্রদানে।
নাহং ধর্ম্মং লোপয়িষ্যামি লোকে স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যেতি। এনান্ উপর্য্যঙ্গুল্যা নির্দ্দিষ্টান্। দিব্যমলৌকিকম্ ॥২০॥
তত ইতি। ধিষ্ণ্যেষু স্থানেষু, খস্থান্ আকাশস্থিতান্। ভানুমন্তং প্রশস্তরশ্মিম্ ॥২১।
সেতি। হে গোপতে! সূর্য্য! উপকারঃ সঙ্গমেন তব শুশ্রূষা, দুঃখো দুঃখকরঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

মাং ব্রবীষি, ন তু তদযোগ্যমিত্যাহ—ন স্থিতি। বৃথা প্রসাদমপ্রাপ্য ॥১৩—১৫॥ ব্রাহ্মণং দুর্ব্বাসসম্ ॥১৬—১৭॥ বিনয়ং দণ্ডম্, ধাস্যামি ধারয়িষ্যামি ॥১৮—২১॥ অপচারোঽপরাধঃ কৃতঃ ॥২২—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায় ॥২৬০॥

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই দিব্য চক্ষু দিয়াছি, যাহাদ্বারা তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে, সেই চক্ষুদ্বারা এই দেবগণকে দর্শন কর" ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কুন্তী—প্রশস্তকিরণ, উজ্জ্বলমূর্ত্তি ও বিশালমণ্ডল সূর্য্যকে যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন আকাশে আপন আপন স্থানে দীপ্যমান সকল দেবতাকে দেখিতে পাইলেন ॥২১॥

তখন বালিকা কুন্তী তাঁহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়াই যেন ভীতভাবে সূর্য্যকে এই কথা বলিলেন—"সূর্য্যদেব! আপনি নিজের বিমানে গমন করুন। কারণ, কন্যা অবস্থায় আপনার এই সেবা করা আমার পক্ষে দুঃখজনক ॥২২॥

পিতা, মাতা এবং অন্য যে সকল গুরুজন আছেন, তাঁহারাই এই দেহ দান করিতে পারেন (কিন্তু আমি নিজে পারি না); অতএব আমি ধর্ম্ম নষ্ট করিব না। জগতে স্ত্রীলোকের কার্য্যের মধ্যে দেহরক্ষা করাই প্রশস্ত ॥২৩॥

---

(২২) দুঃখ এবাপচারঃ—বা ব কা।

ময়া মন্ত্রবলং জ্ঞাতুমাহূতস্ত্বং বিভাবসো!।
বাল্যাদ্বালেতি তৎ কৃত্বা ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো। ॥২৪॥

সূর্য্য উবাচ।

বালেতি কৃত্বানুনয়ং তবাহং দদানি নান্যানুনয়ং লভেত।
আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তি! কন্যে! শান্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু! ॥২৫॥

ন চাপি যুক্তং গন্তুং হি ময়া মিথ্যাকৃতেন বৈ।
অসমেত্য ত্বয়া ভীরু! মন্ত্রাহূতেন ভাবিনি। ॥২৬॥
গমিষ্যাম্যনবদ্যাঙ্গি! লোকে সমবহাস্যতাম্।
সর্ব্বেষাং বিবুধানাঞ্চ বক্তব্যঃ স্যাং তথা শুভে। ॥২৭॥
সা ত্বং ময়া সমাগচ্ছ পুত্রং লপ্স্যসি মাদৃশম্।
বিশিষ্টা সর্ব্বলোকেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে কুন্তীসূর্য্যাহ্বানে ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

পিতেতি। প্রভবন্তি শক্নুবন্তি। বৃত্তং কার্য্যমধিকৃত্য দেহরক্ষৈব পূজ্যতে প্রশস্যতে ॥২৩॥
ময়েতি। বাল্যাদ্বালচাঞ্চল্যাদাহূত ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥
বালেতি। অনুনয়ং নম্রভাবেন স্তবম্, দদানি করবাণি ॥২৫॥
নেতি। মিথ্যাকৃতেন ত্বয়া নিষ্ফলীকৃতেন। অসমেত্য অসঙ্গম্য ॥২৬॥
গমিষ্যামীতি। বক্তব্যো নিন্দনীয়ঃ। ত্বয়া সার্দ্ধমসঙ্গম্য গমন ইতি শেষঃ ॥২৭॥

সূর্য্যদেব! আমি বালচাপল্যবশতঃ মন্ত্রের প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্যই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; সুতরাং প্রভু! বালিকা বলিয়াই আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন” ॥২৪॥

সূর্য্য বলিলেন—“কুন্তি! তুমি বালিকা বলিয়াই আমি তোমার এই অনুনয় করিতেছি; অন্য হইলে, সে এ অনুনয় পাইত না; অতএব ভীরু! কুমারি! তুমি আত্মদান কর, ইহাতে তোমার শান্তিই হইবে ॥২৫॥

ভীরু! ভাবিনি! তুমি আমাকে মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিয়াছ, এ অবস্থায় তোমার সহিত সঙ্গম না করিয়া নিষ্ফল হইয়া যাওয়া আমার উচিত নহে ॥২৬॥

অনিন্দিতাঙ্গি! কল্যাণি! নিষ্ফল হইয়া চলিয়া গেলে, আমি লোকসমাজে হাস্য এবং দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব ॥২৭॥

---

* '...ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...পঞ্চাধিকত্রিশততমঃ...'—বা ব, '...ষড়ধিকত্রিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তাধিকত্রিশততমঃ...'—নি।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা বহুবিধং ব্রুবন্তী মধুরং বচঃ।
অনুনেতুং সহস্রাংশুং ন শশাক মনস্বিনী ॥১॥
ন শশাক যদা বালা প্রত্যাখ্যাতুং তমোনুদম্।
ভীতা শাপাত্ততো রাজন্। দধ্যৌ দীর্ঘমথান্তরম্ ॥২॥
অনাগসঃ পিতুঃ শাপো ব্রাহ্মণস্য তথৈব চ।
মন্নিমিত্তঃ কথং ন স্যাৎ ক্রুদ্ধাদস্মাদ্বিভাবসোঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। ময়া সহেতি শেষঃ। বিশিষ্টা মৎপ্রসাদাৎ স্ত্রীষু প্রধানা ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

সেতি। ব্রুবন্তীতি নকারলোপাভাব আর্ষঃ। অনুনেতুমনুনয়েন নিবারয়িতুম্ ॥১॥
নেতি। তমোনুদং সূর্য্যম্। দধ্যৌ চিন্তয়ামাস, অন্তরং সময়ম্ ॥২॥
কিং দধ্যাবিত্যাহ—অনেতি। অনাগসো নিরপরাধস্য, পিতুঃ কুন্তিভোজস্য ।৩।

অতএব তুমি আমার সহিত সঙ্গম কর, তাহা হইলে আমার তুল্যই পুত্র লাভ করিবে এবং সমস্ত জগতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধানা হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৮॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মনস্বিনী কুন্তী নানাবিধ মধুর বাক্য বলিয়া অনুনয় করিয়াও সূর্য্যকে বারণ করিতে পারিলেন না ॥১॥

রাজা! বালিকা কুন্তী যখন সূর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি সূর্য্যের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন—॥২॥

‘আমার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ এই সূর্য্যদেব হইতে নিরপরাধ পিতার এবং নিরপরাধ দুর্ব্বাসার প্রতি অভিশাপ কি প্রকারে না হইতে পারে? ॥৩॥

বালেনাপি সতা মোহাদ্ভৃশং সাপহ্নবান্যপি।
নাভ্যাসাদয়িতব্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥৪॥
সাহমদ্য ভৃশং ভীতা গৃহীতা চ করে ভৃশম্।
কথং ত্বকার্য্যং কুর্য্যাং বৈ প্রদানং হ্যাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা বৈ শাপপরিত্রস্তা বহু চিন্তয়তী হৃদা।
মোহেনাভিপরীতাঙ্গী স্ময়মানা পুনঃ পুনঃ ॥৬॥
তং দেবমব্রবীদ্ভীতা বন্ধূনাং রাজসত্তম!।
ব্রীড়াবিহ্বলয়া বাচা শাপত্রস্তা বিশাংপতে। ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বালেনেতি। বালেনাপি, সতা সাধুনাপি, মোহাৎ, ভৃশং সাপহ্নবান্যপি অতিগুপ্তান্যপি, তেজাংসি সূর্য্যাদিবৎ তেজোময়া জনাঃ, তপাংসি দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতিবৎ তপস্বিনো জনাশ্চ, নাভ্যাসাদয়িতব্যানি নাতিসন্নিহিতীকর্ত্তব্যানি। দৃষ্টান্তত্বহমেবেতি ভাবঃ ॥৪॥

সেতি। গৃহীতা সূর্য্যেণ। স্বয়মাত্মনৈব আত্মনঃ প্রদানং তদ্রূপমকার্য্যম্ ॥৫॥

সেতি। অভিপরীতাঙ্গী ব্যাপ্তচিত্তা, স্ময়মানা ব্যাপারচিন্তনাদ্বিস্ময়াপন্না ॥৬॥

তমিতি। বন্ধূনাং বন্ধুভ্যঃ পিত্রাদিভ্যো ভীতা। শাপত্রস্তা সূর্য্যস্য শাপাদ্ভীতা ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সা তু কন্যেতি ॥১॥ দধ্যৌ চিন্তিতবতী, অন্তরং কালম্ ॥২—৩॥ বালেনাল্পবয়সাপি, সতা সাধুনা, মোহাচ্চিত্তপারবশ্যাৎ পাপং কৃতং হিংসিতং যৈস্তানি নিষ্পাপান্যপি তেজাংসি সূর্য্যাদীনি, তপাংসি দুর্ব্বাস-আদীনি, নাভ্যাসাদয়িতব্যান্যত্যন্তং প্রত্যাসত্তিবিষয়াণি ন

অতিগোপনেও তেজস্বী বা তপস্বীকে অতিনিকটবর্ত্তী করা বালক বা সাধুরও উচিত নহে ॥৪॥

সেই আমি আজ অত্যন্ত ভীতা এবং হস্তে ধৃতা হইয়াও কিপ্রকারে আত্মদানরূপ অকার্য্য করি?' ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী এইভাবে মনে মনে বহু চিন্তা করিয়া, সূর্য্যের শাপভয়ে ভীতা এবং মোহে অভিভূতা হইয়া বার বার বিস্মিতা হইতে লাগিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ নরনাথ! তাহার পর কুন্তী বন্ধুভয়ে ভীত এবং সূর্য্যের শাপের ভয়ে আকুল হইয়া লজ্জাবিহ্বল বাক্যে সূর্য্যদেবকে বলিলেন ॥৭॥

---

(৪)···ভৃশং পাপকৃতান্যপি—বা ব কা।

কুন্ত্যুবাচ।

পিতা মে ধ্রিয়তে দেব! মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।
ন তেষু ধ্রিয়মাণেষু বিধিলোপো ভবেদয়ম্ ॥৮॥
ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব! যদি স্যাদ্বিধিবর্জ্জিতঃ।
মন্নিমিত্তং কুলস্যাস্য লোকে কীর্ত্তির্নশেত্ততঃ ॥৯॥
অথবা ধর্ম্মমেতং ত্বং মন্যসে তপতাং বর!।
ঋতে প্রদানাদ্বন্ধুভ্যস্তব কামং করোম্যহম্ ॥১০॥
আত্মপ্রদানং দুর্দ্ধর্ষ! তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।
ত্বয়ি ধর্ম্মো যশশ্চৈব কীর্ত্তিরায়ুশ্চ দেহিনাম্ ॥১১॥

সূর্য্য উবাচ।

ন তে পিতা ন তে মাতা গুরবো বা শুচিস্মিতে!।
প্রভবন্তি বরারোহে! ভদ্রং তে শৃণু মে বচঃ ॥১২॥
সর্ব্বান্ কাময়তে যস্মাৎ কমের্ধাতোশ্চ ভাবিনি!।
তস্মাৎ কন্যেহ সুশ্রোণি! স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

পিতেতি। ধ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে। "পিতা দত্তাৎ স্বয়ং কন্যাম্" ইতি বিধের্লোপঃ ॥৮॥
ত্বয়েতি। ত্বয়া সহ। নশেৎ নশ্যেৎ, ততস্তদা ॥৯॥
অথবেতি। তদা বন্ধুভ্যঃ পিত্রাদিভির্বন্ধুভিঃ, প্রদানাৎ ঋতে বিনাপি ॥১০॥
আত্মেতি। অহং সতী স্থাতুমিচ্ছামীতি শেষঃ, তব প্রসাদাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
নেতি। প্রভবন্তি প্রভবো ভবন্তি। তে ভদ্রং মঙ্গলকরম্ ॥১২॥

কুন্তী বলিলেন—"দেব! আমার পিতা, মাতা এবং অন্যান্য বন্ধুগণ রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা থাকিতে এটা কি বিধিলোপ হইবে না? ॥৮॥

দেব! বিধিবির্জ্জিতভাবে আপনার সহিত যদি আমার সঙ্গম হয়, তাহা হইলে জগতে আমার জন্যই এই বংশের যশ নষ্ট হইবে ॥৯॥

অথবা তেজস্বিশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি এটাকে ধর্ম্ম মনে করেন, তবে আমি বন্ধুগণের দান ব্যতীতও আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব ॥১০॥

দুর্দ্ধর্ষ! আপনাকে আত্মদান করিয়াও আমি সতী থাকিতেই ইচ্ছা করি। কারণ, প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু আপনাতেই রহিয়াছে" ॥১১॥

সূর্য্য বলিলেন—"শুচিস্মিতে! বরারোহে! পিতা, মাতা বা অন্য গুরুজনেরা তোমার প্রভু নহেন। এ বিষয়ে তোমার মঙ্গলের কথা আমার নিকট শোন ॥১২॥

নাধর্ম্মশ্চরিতঃ কশ্চিত্ত্বয়া ভবতি ভাবিনি।।
অধর্ম্মং কুত এবাহং চরেয়ং লোককাম্যয়া ॥১৪॥
অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি।।
স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোঽন্য ইতি স্মৃতঃ ॥১৫॥
সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তে মহাবাহুর্ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥১৬॥

কুন্ত্যুবাচ।

যদি পুত্রো মম ভবেত্ত্বত্তঃ সর্ব্বতমোনুদ।।
কুণ্ডলী কবচী শূরো মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

কথং ন প্রভবন্তীত্যাহ—সর্ব্বানিতি। কমের্ধাতোঃ কন্যাপদং সিদ্ধমিতি শেষঃ। কমের্ধাতোর্ভব্যাদিত্বাৎ কর্ত্তরি যপ্রত্যয়ে পৃষোদরাদিত্বাৎ মকারস্য নকার ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

নেতি। চরিতো মৎসঙ্গমেনেতি শেষঃ। লোককাম্যয়া লৌকিকসুখেচ্ছয়া ॥১৪॥

অনেতি। অনাবৃতা ভোগাদাবনবরুদ্ধাঃ। অন্যঃ বিবাহাদিনা একৈকভোগনিয়মঃ ॥১৫॥

সেতি। কন্যা কন্যাবদবিকৃতাঙ্গী ভবিষ্যসি, মৎপ্রসাদাদেবেতি ভাবঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ত্তব্যানি ॥৪—৬॥ বন্ধূনাং সখীনাং তাভ্য ইত্যর্থঃ ॥৭॥ ধ্রিয়তে জীবতি ॥৮॥ নশেন্নশ্যেৎ ॥৯—১১॥ প্রভবন্তি স্বাম্যমর্হন্তি ॥১২॥ কাময়তে সর্ব্বানিতি কন্যেতি কন্যাশব্দনির্ব্বচনম্ ॥১৩॥ তত্র হেতুঃ—লোককাম্যয়া লোকপ্রিয়য়া কামবত্ত্বয়া ॥১৪॥ অন্যো বিবাহ-

---

ভাবিনি! সুনিতম্বে! বরবর্ণিনি! যে হেতু কুমারী সকল পুরুষকেই কামনা করিতে পারে, সেই হেতু সে কন্যা। কন্যাশব্দ কমধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং কন্যা স্বতন্ত্রা ॥১৩॥

অতএব ভাবিনি! আমার সহিত সঙ্গম করিলে তোমার কোন অধর্ম্ম করা হইবে না। আমিই বা লৌকিক সুখের ইচ্ছায় কি করিয়া অধর্ম্ম করিতে পারি? ॥১৪॥

বরবর্ণিনি! ইহাই লোকের স্বভাব যে, সমস্ত স্ত্রী ও সমস্ত পুরুষই অনবরুদ্ধ থাকে; সুতরাং অন্য নিয়মগুলিই বিকার ॥১৫॥

অতএব তুমি আমার সহিত সঙ্গম করিয়া পুনরায় কন্যাই হইবে এবং তোমার পুত্রও মহাবাহু ও মহাযশা হইবে" ॥১৬॥

কুন্তী বলিলেন—"হে সমস্তান্ধকারনাশক! আপনা হইতে আমার যদি পুত্র হয়, তবে সে যেন কুণ্ডল ও কবচধারী এবং বীর, মহাবাহু ও মহাযশা হয়" ॥১৭॥

সূর্য্য উবাচ।

ভবিষ্যতি মহাবাহুঃ কুণ্ডলী দিব্যবর্ম্মভৃৎ।
উভয়ঞ্চামৃতময়ং তস্য ভদ্রে! ভবিষ্যতি ॥১৮॥

কুন্ত্যুবাচ।

যদ্যেতদমৃতাদস্তি কুণ্ডলে বর্ম্ম চোত্তমম্।
মম পুত্রস্য যং বৈ ত্বং মত্ত উৎপাদয়িষ্যসি ॥১৯॥
অস্তু মে সঙ্গমো দেব! যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া।
ত্বদ্বীর্য্যরূপসত্ত্বৌজা ধর্ম্মযুক্তো ভবেৎ স চ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

সূর্য্য উবাচ।

অদিত্যা কুণ্ডলে রাজ্ঞি! দত্তে মে মত্তকাশিনি!।
তস্মৈ দাস্যামি বামোরু! বর্ম্ম চেদমনুত্তমম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। ত্বত্তস্তব সকাশাৎ। তর্হি স কুণ্ডল্যাদিরূপো ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভবিষ্যতীতি। অমৃতময়ম্ অমৃতস্বরূপং মৃত্যুনিবারকমিত্যর্থঃ ॥১৮॥

যদীতি। অমৃতাদুৎপন্নমিতি শেষঃ, কুণ্ডলে উত্তমং বর্ম্ম চৈতদুভয়মিত্যর্থঃ। মত্তো মম সকাশাৎ। উক্তমনতিক্রম্যেতি যথোক্তম্। তবেব বীর্য্যং রূপং সত্ত্বমধ্যবসায়ঃ ওজস্তেজশ্চ যস্য স তাদৃশঃ। স ত্বয়োৎপাদয়িষ্যমাণো মৎপুত্রঃ ॥১৯—২০॥

অদিত্যেতি। হে রাজ্ঞি! রাজকন্যে! মত্তেন যৌবনমদেন কাশতে শোভত ইতি মত্তকাশিনী, তৎসম্বোধনম্। তস্মৈ ত্বৎপুত্রায়। ইদমিত্যঙ্গুল্যা আত্মবর্ম্মপ্রদর্শনম্ ॥২১॥

সূর্য্য বলিলেন—"ভদ্রে! তোমার পুত্র মহাবাহু এবং কুণ্ডল ও দিব্যকর্ম্ম-ধারী হইবে; আর সে দুইটীই তাহার অমৃতময় হইবে" ॥১৮॥

কুন্তী বলিলেন—"দেব! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, আমার সেই পুত্রের কুণ্ডল ও উত্তম বর্ম্ম—এই দুইটী বস্তুই যদি অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আপনার সহিত আমার উক্তরূপ সঙ্গম হউক। তাহা হইলে সেই পুত্র আপনারই তুল্য বীর্য্যবান্, রূপবান্, অধ্যবসায়ী, তেজস্বী এবং ধার্ম্মিক হইবে" ॥১৯—২০॥

সূর্য্য বলিলেন—"রাজকন্যে! মত্তকাশিনি! বামোরু! অদিতিদেবী আমাকে দুইটী কুণ্ডল এবং এই উত্তম বর্ম্মটী দিয়াছিলেন, আমি ইহা তাহাকে দিব" ॥২১॥

---

(১৮)...অভেদ্যকাম্নৃতময়ম্—বা ব কা। (২১)...তেনস্য দাস্যামি বৈ ভীরু!—বা ব কা।

কুন্ত্যুবাচ।

পরমং ভগবন্নেবং সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ।
যদি পুত্রো ভবেদেবং যথা বদসি গোপতে! ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তাং কুন্তীমাবিবেশ বিহঙ্গমঃ।
স্বর্ভানুশত্রুর্যোগাত্মা নাভ্যাং পস্পর্শ চৈব তাম্ ॥২৩॥
ততঃ সা বিহ্বলেবাসীৎ কন্যা সূর্য্যস্য তেজসা।
পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূঢ়চেতনা ॥২৪॥

সূর্য্য উবাচ।

সাধয়িষ্যামি সুশ্রোণি! পুত্রং বৈ জনয়িষ্যসি।
সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং কন্যা চৈব ভবিষ্যসি ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সা ব্রীড়িতা বালা তদা সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
এবমস্ত্বিতি রাজেন্দ্র! প্রস্থিতং ভূরিবর্চ্চসম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

পরমমিতি। পরমং সঙ্গমিষ্য ইতি সম্বন্ধঃ। হে গোপতে! সূর্য্য! ॥২২॥

তথেতি। বিহঙ্গমো গগনচারী, স্বর্ভানুশত্রুঃ অমৃতপরিবেশনকালে বিষ্ণবে প্রদর্শনাৎ রাহুশত্রুঃ, যোগাত্মা যোগবলেন ধৃতমানুষদেহঃ সূর্য্যঃ, তথা ইত্যুক্ত্বা, তাং কুন্তীম্, আবিবেশ আলিলিঙ্গ, করাভ্যাং তাং নাভ্যাং পস্পর্শ চ, বসনমোচনায়েত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

তত ইতি। শয়নে শয্যায়াম্, মূঢ়চেতনা কামাতিরেকেণ লুপ্তপ্রায়চৈতন্যা ॥২৪॥

সাধেতি। সাধয়িষ্যামি রমণং নিষ্পাদয়িষ্যামীতি কাকুঃ। কন্যা মৎপ্রসাদাৎ ॥২৫॥

কুন্তী বলিলেন—"ভগবন্ সূর্য্যদেব! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ পুত্রই যদি আমার হয়, তবে আমি আপনার সহিত উত্তমরূপে সঙ্গম করিব" ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া গগনচারী অথচ মানুষরূপধারী রাহুশত্রু সূর্য্যদেব কুন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নাভিদেশ স্পর্শ করিলেন ॥২৩॥

তাহার পর কুন্তী সূর্য্যের তেজে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া শয্যার উপরে পতিত হইলেন ॥২৪॥

তখন সূর্য্য বলিলেন—"সুনিতম্বে! তুমি, সকল শস্ত্রধারী-শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মাইবে এবং কন্যাও হইবে; সুতরাং আমি এখন কার্য্য সাধন করি?" ॥২৫॥

ইতি শ্নোক্তা কুন্তিভোজাত্মজা সা বিবস্বন্তং যাচমানা সলজ্জা।
তস্মিন্ পুণ্যে শয়নীয়ে পপাত মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব ॥২৭॥
তিগ্মাংশুস্তাং তেজসা মোহয়িত্বা যোগেনাবিশ্যাত্মসংস্থাং চকার।
ন চৈবৈনাং দূষয়ামাস ভানুঃ সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা ॥২৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলা-
হরণে পৃথাসূর্য্যসঙ্গমে একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রস্থিতং রন্তুমুদ্যতম্, ভূরিবর্চ্চসম্ অতিতেজসম্ ॥২৬॥

ইতীতি। উক্তা উক্তবতী। যাচমানা পুত্রমিতি শেষঃ। পুণ্যে অদূষিতপূর্ব্বে ॥২৭॥

তিগ্মাংশুরিতি। তিগ্মাংশুর্ভানুঃ, তেজসা তাং কুন্তীং মোহয়িত্বা আবিশ্য আলিঙ্গ্য, যোগেন অঙ্গসংযোগেন, আত্মসংস্থাং তদুদরে স্ববীর্য্যসংস্থিতিং চকার। কিঞ্চ এনাং কুন্তীম্, কন্যাত্বলোপেন ন দূষয়ামাস, অপি তু পুনঃ কন্যাত্বমেব দদাবিত্যর্থঃ। অথ রমণাৎ পরম্, বালা কুন্তী, ভূয় এব পুনরপি, সংজ্ঞাং চৈতন্যং প্রকৃতিং লেভে ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি
কুণ্ডলাহরণে একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

নিয়মাদিবিকারঃ ॥১৫—১৭॥ অমৃতময়ং সহজং বর্ম্ম ॥১৮—২৫॥ প্রস্থিতং সঙ্গমায়োপক্রান্তম্ ॥২৬—২৭॥ আত্মসংস্থাং রচনবশাৎ এনাং ন দূষয়ামাস কন্যাত্বস্থাপনেনেতি শেষঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর তখনই বালিকা কুন্তী লজ্জিত হইয়া রমণোদ্যত বিশালতেজা সূর্য্যকে কহিলেন—"এইরূপই হউক" ॥২৬॥

এই কথা বলিয়া কুন্তী সলজ্জভাবে সূর্য্যের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতে থাকিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া ভগ্ন লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয্যার উপরে পতিত হইলেন ॥২৭॥

তখন তীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্য আপন তেজে কুন্তীকে মোহিত করিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অঙ্গসংযোগদ্বারা তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কন্যাত্বলোপ না করায় তাঁহাকে দূষিত করিলেন না। পরে কুন্তী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন ॥২৮॥

---

* '…চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ…'—পি, '…ষড়ধিকত্রিশততমঃ…'— বা ব, '…সপ্তাধিক-ত্রিশততমঃ…'—কা, '…অষ্টাধিকত্রিশততমঃ…'—নি।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:※:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো গর্ভঃ সমভবৎ পৃথায়াঃ পৃথিবীপতে!।
শুক্লে দশোত্তরে পক্ষে তারাপতিরিবাম্বরে ॥১॥
সা বান্ধবভয়াদ্বালা গর্ভং তং বিনিগূহতী।
ধারয়ামাস সুশ্রোণী ন চৈনাং বুবুধে জনঃ ॥২॥
নহি তাং বেদ নার্য্যন্যা কাচিদ্ধাত্রেয়িকামৃতে।
কন্যাপুরগতাং বালাং নিপুণাং পরিরক্ষণে ॥৩॥
ততঃ কালেন সা গর্ভং সুষুবে বরবর্ণিনী।
কন্যৈব তস্য দেবস্য প্রসাদাদমরপ্রভম্ ॥৪॥
তথৈবাবদ্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
হর্য্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দশোত্তরে মার্গশীর্ষস্য অগ্রহায়ণস্যাত্তচ্ছুক্লপক্ষাবধিকে একাদশে আশ্বিনমাসীয়ে ইত্যর্থঃ শুক্লে পক্ষে, প্রাথমিকত্বাত্তৎপ্রতিপদি তিথাবিতি তাৎপর্য্যম্, অম্বরে আকাশে, তারাপতিশ্চন্দ্র ইব, পৃথায়া গর্ভঃ সমভবৎ। শরচ্চন্দ্রতয়া তস্য স্পষ্টতাসূচনার্থং দশোত্তরগ্রহণম্। নীলকণ্ঠস্য মাঘোক্তিশ্চিন্ত্যা প্রমাণাভাবাৎ ॥১॥

সেতি। বিনিগূহতী কস্মৈচিদপ্যনিবেদনাদ্‌গোপয়ন্তী। সুশ্রোণী সুনিতম্বা ॥২॥

নহীতি। বেদ জানাতি স্ম। ধাত্রেয়িকাং ধাত্রীতনয়াম্, ঋতে বিনা ॥৩॥

তত ইতি। কন্যৈব তথাপি কন্যাবদবিকৃতাঙ্গ্যেবাসীৎ, তস্য সূর্য্যস্য। আবদ্ধকবচং ধৃতবর্ম্মাণম্। হরেঃ সিংহস্যেব অক্ষিণী যস্য তম্। পিতরং সূর্য্যম্ ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাহার পর আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আকাশে চন্দ্র যেমন উদিত হন, সেইরূপ কুন্তীর গর্ভ হইল ॥১॥

কিন্তু সুনিতম্বা কুন্তী বন্ধুজনের ভয়ে গোপনে সেই গর্ভ ধারণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং কেহই তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া বুঝিতে পারিত না ॥২॥

আর, তিনি কন্যান্তঃপুরে থাকিতেন এবং আত্মগোপনে নিপুণ ছিলেন; সুতরাং ধাত্রীকন্যা ব্যতীত অন্য কোন নারীও তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া ধারণা করিতে পারিত না ॥৩॥

তাহার পর বরবর্ণিনী কুন্তী যথাকালে দেবতুল্য একটি পুত্র প্রসব

জাতমাত্রঞ্চ তং গর্ভং ধাত্র্যা সংমন্ত্র্য ভাবিনী।
মঞ্জূষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬॥
মধূচ্ছিষ্টস্থিতায়াং সা সুখায়াং রুদতী তদা।
শ্লক্ষ্ণায়াং সুপিধানায়ামশ্বনদ্যামবাসৃজৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
জানতী চাপ্যকর্ত্তব্যং কন্যায়া গর্ভধারণম্।
পুত্রস্নেহেন রাজেন্দ্র! করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৮॥
সমুৎসৃজন্তী মঞ্জূষামশ্বনদ্যাস্তদা জলে।
উবাচ রুদতী কুন্তী যানি বাক্যানি তচ্ছৃণু ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

জাতেতি। মঞ্জূষায়াং বেতসনির্ম্মিতপেটকে, সুষ্ঠু আস্তীর্ণা অভ্যন্তরে সম্যগাস্তৃতবস্ত্রা তস্যাম্। মধূচ্ছিষ্টানি সিক্থকানি স্থিতানি জলপ্রবেশনিবারণার্থমুষ্ণতাসম্পাদনার্থঞ্চ অভ্যন্তরে লিপ্তানি যস্যাস্তস্যাম্, শোভনং পিধানমূর্দ্ধ্যাবরণং যস্যাস্তস্যাম্। অশ্বনদ্যাং সন্নিহিতায়াং তদাখ্যায়াং কস্যাঞ্চিৎ সরিতি, অবাসৃজৎ অত্যজৎ ॥৬—৭॥

জানতীতি। গর্ভধারণং তন্নাশাদৌ বিলাপঞ্চ। তথাপি পুত্রস্নেহেন ॥৮॥

সমিতি। সমুৎসৃজন্তী ত্যজন্তী। তৎ বাক্যবৃন্দম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। দশোত্তরে একাদশে, শুক্লে পক্ষে প্রতিপদি চন্দ্র ইব বাল উদ্ভূতঃ মাঘ-শুক্লপ্রতিপদি কর্ণনিষেকজন্মেত্যর্থঃ ॥১—৪॥ হর্য্যক্ষং সিংহনেত্রম্ ॥৫—৬॥ মধূচ্ছিষ্টং

করিলেন; তাহার গাত্রে কবচ, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, সিংহের ন্যায় নয়ন, বৃষের ন্যায় স্কন্ধ এবং উহার পিতা সূর্য্যদেবের ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল। এহেন পুত্র প্রসব করিয়াও কুন্তী সূর্য্যদেবের অনুগ্রহে কন্যাই রহিলেন ॥৪—৫॥

পুত্র জন্মিবামাত্রই বুদ্ধিমতী কুন্তী ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, একটা পেট্রার ভিতরে সকল দিকে মোম লেপিয়া ভাল করিয়া পালিস্ করিয়া, তাহার উপরে বেশ করিয়া কাপড় পাতিয়া, তাহাতে সেই বালকটীকে রাখিয়া, সুন্দরভাবে ঢাকনি দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটবর্ত্তী অশ্বনদীতে সেই পেট্রাটী ভাসাইয়া দিলেন ॥৬—৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কন্যার গর্ভধারণ করা বা সেই জন্য বিলাপ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা বুঝিয়াও কুন্তী পুত্রস্নেহেই করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

কুন্তী অশ্বনদীর জলে পেট্রাটী ভাসাইয়া দিবার সময়ে রোদন করিতে থাকিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন—॥৯॥

স্বস্তি তেঽস্ত্বান্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক!।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥১০॥
শিবাস্তে সন্তু পন্থানো মা চ তে পরিপন্থিনঃ।
আগতাশ্চ তথা পুত্র! ভবন্ত্বদ্রোহচেতসঃ ॥১১॥
পাতু ত্বাং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বরঃ।
অন্তরীক্ষেঽন্তরীক্ষস্থঃ পবনঃ সর্ব্বগস্তথা ॥১২॥
পিতা ত্বাং পাতু সর্ব্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।
যেন দত্তোঽসি মে পুত্র! দিব্যেন বিধিনা কিল ॥১৩॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে চ দেবতাঃ।
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
রক্ষন্তু ত্বাং সুরাঃ সর্ব্বে সমেষু বিষমেষু চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বস্তীতি। স্বস্তি মঙ্গলম্। পার্থিবেভ্যো ভূচরেভ্যঃ। দিব্যেভ্যঃ স্বর্গীয়েভ্যঃ ॥১০॥

শিবা ইতি। শিবা মঙ্গলময়াঃ। পরিপন্থিনঃ শত্রবঃ ॥১১॥

পাত্বিতি। পাতু রক্ষতু। সর্ব্বগত্বাদেব সর্ব্বত্র তে পবনেন রক্ষণসম্ভবঃ ॥১২॥

পিতেতি। তপনঃ সূর্য্যঃ। দিব্যেন অলৌকিকেন অতিচমৎকারিণেত্যর্থঃ ॥১৩॥

আদিত্যা ইতি। বিশ্বে তদাখ্যাঃ। বিষমেষু সঙ্কটেষু। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

"পুত্র! স্বর্গচর, আকাশচর, ভূচর ও জলচর যে সকল প্রাণী আছে, তাহাদের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক ॥১০॥

পুত্র! সেই সকল প্রাণী আসিয়া তোমার যেন শত্রু বা অপকারী হয় না এবং পথগুলিও তোমার মঙ্গলময় হউক ॥১১॥

জলের রাজা বরুণ তোমাকে জলে রক্ষা করুন এবং আকাশচারী ও সর্ব্বত্রগামী বায়ু তোমাকে আকাশে রক্ষা করুন ॥১২॥

পুত্র! যিনি অলৌকিকবিধানে তোমাকে আমায় দিয়াছেন, তোমার পিতা সেই তেজস্বিশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন ॥১৩॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, ইন্দ্রের সহিত বায়ুগণ, দিক্‌পালদিগের সহিত সকল দিক্ এবং অন্য সকল দেবতা, সম অবস্থায় ও বিষম অবস্থায় তোমাকে রক্ষা করুন ॥১৪॥

---

(১০) স্বস্তি তে চান্তরীক্ষেভ্যঃ...বা ব কা, স্বস্তি তে ত্বন্তরীক্ষেভ্যঃ—পি।

বেৎস্যামি ত্বাং বিদেশেঽপি কবচেনাভিসূচিতম্।
ধন্যস্তে পুত্র! জনকো দেবো ভানুর্বিভাবসুঃ।
যস্ত্বাং দ্রক্ষ্যতি দিব্যেন চক্ষুষা বাহিনীগতম্ ॥১৫॥
ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বাং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি।
যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্র! স্তনং পাস্যসি দেবজ! ॥১৬॥
কো নু স্বপ্নস্তয়া দৃষ্টো যা ত্বামাদিত্যবর্চ্চসম্।
দিব্যবর্ম্মসমাযুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥১৭॥
পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলম্।
সুললাটং সুকেশান্তং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র! ত্বাং ভূমৌ সংসর্পমাণকম্।
অব্যক্তকলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বেৎস্যামীতি। অভিসূচিতং পরিচায়িতম্। বাহিনীগতং নদীস্থিতম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

ধন্যেতি। ধন্যা পুণ্যবতী, প্রমদা স্ত্রী। দেবজঃ সূর্য্যজত্বাৎ ॥১৬॥

ক ইতি। ত্বাদৃশপুত্রলাভে পূর্ব্বং তৎসূচকস্বপ্নদর্শনস্য সম্ভবপরত্বাদিত্যাশয়ঃ। পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলং কান্তৌ, সদ্যোজাতশিশূনাং প্রায়েণৈব তাদৃশত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৭—১৮॥

পুত্র। তুমি বিদেশে থাকিলেও এই কবচটীই তোমাকে আমায় পরিচিত করাইয়া দিবে; সুতরাং সেখানেও তোমাকে আমি চিনিতে পারিব। পুত্র! তোমার পিতা সূর্য্যদেবই ধন্য; যিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা নদীস্থিত অবস্থায় তোমাকে দেখিতে পাইবেন ॥১৫॥

হে দেবজাত পুত্র! সে নারীই ধন্য, যিনি তোমাকে পুত্র কল্পনা করিবেন এবং তুমি পিপাসার্ত্ত হইয়া যাঁহার স্তন পান করিবে ॥১৬॥

পুত্র! তুমি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, দিব্য কবচে আবৃতদেহ ও দিব্যকুণ্ডল ভূষিত হইয়াছ; আর তোমার নয়ন দুইটী পদ্মদলের ন্যায় বিশাল, দেহের কান্তিও পদ্মদলের ন্যায় তাম্রবর্ণ, ললাটদেশ সুন্দর এবং কেশপাশও সুন্দর হইয়াছে; সুতরাং তোমাকে যিনি পুত্ররূপে কল্পনা করিবেন, সেই নারী কিরূপ সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন? ॥১৭—১৮॥

পুত্র! তুমি যখন জানুযুগলদ্বারা ভূতলে বিচরণ করিবে, অস্পষ্ট-মধুর বাক্য বলিবে এবং ধূলিধূসরিত হইবে, তখন পুণ্যবান্ লোকেরাই তোমাকে দেখিবেন ॥১৯॥

ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র! ত্বাং পুনর্যৌবনগোচরম্।
হিমবদ্বনসম্ভূতং সিংহং কেশরিণং যথা ॥২০॥
এবং বহুবিধং রাজন্! বিলপ্য করুণং পৃথা।
অবাসৃজত মঞ্জুষামশ্বনদ্যাং তদা জলে ॥২১॥
রুদতী পুত্রশোকার্ত্তা নিশীথে কমলেক্ষণা।
ধাত্র্যা সহ পৃথা রাজন্! পুত্রদর্শনলালসা ॥২২॥
বিসর্জ্জয়িত্বা মঞ্জুষাং সংবোধনভয়াৎ পিতুঃ।
বিবেশ রাজভবনং পুনঃ শোকাতুরা ততঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
মঞ্জুষা ত্বশ্বনদ্যাঃ সা যযৌ চর্ম্মণ্বতীং নদীম্।
চর্ম্মণ্বত্যাশ্চ যমুনাং ততো গঙ্গাং জগাম হ ॥২৪॥
গঙ্গায়াঃ সূতবিষয়ং চম্পামনুযযৌ পুরীম্।
স মঞ্জুষাগতো গর্ভস্তরঙ্গৈরুহ্যমানকঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধন্যা ইতি। সংসর্পমাণকং জানুভ্যাং বিচরন্তম্ ॥১৯॥
ধন্যা ইতি। হিমবতঃ পর্ব্বতস্য বনসম্ভূতম্, কেশরিণং প্রশস্তকেশরযুক্তম্ ॥২০॥
এবমিতি। পৃথা কুন্তী। অবাসৃজত ত্যক্তবতী ॥২১॥
রুদতীতি। নিশীথে অর্দ্ধরাত্রসময়ে। সংবোধনভয়াদবগতিভয়াৎ ॥২২—২৩॥
মঞ্জুষেতি। যযৌ জলস্রোতসা চালিতেত্যাশয়ঃ ॥২৪॥
গঙ্গায়া ইতি। সূতবিষয়ম্ আদাবঙ্গরাজ্যম্। গর্ভঃ শিশুঃ ॥২৫॥

পুত্র! আবার তুমি যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া হিমালয়-বন-সম্ভূত প্রশস্তকেশরধারী সিংহের ন্যায় হইবে, তখনও ধন্য লোকেরাই তোমাকে দেখিবেন" ॥২০॥

রাজা! কুন্তী তখন এইরূপ নানাবিধ করুণ বিলাপ করিয়া অশ্বনদীর জলে সেই পেট্রাটীকে ভাসাইয়া দিলেন ॥২১॥

রাজা! তাহার পর পুত্রশোকার্ত্তা ও পুত্রদর্শনার্থিনী পদ্মনয়না পৃথা পেট্রাটী ভাসাইয়া দিয়া পিতার জানার ভয়ে সে স্থান হইতে আবার শোকাতুর অবস্থায় রোদন করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রসময়ে ধাত্রীর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥২২—২৩॥

কিন্তু সেই পেট্রাটী অশ্বনদী হইতে চর্ম্মণ্বতীনদীতে গেল; পরে চর্ম্মণ্বতী-নদী হইতে যমুনায় এবং যমুনা হইতে গঙ্গায় যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৪॥

তৎপরে মঞ্জুষাস্থিত সেই বালকটী তরঙ্গদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া গঙ্গা দিয়া

অমৃতাদুত্থিতং দিব্যং তত্র বর্ম্ম সকুণ্ডলম্ ।
ধারয়ামাস তং গর্ভং দৈবঞ্চ বিধিনির্ম্মিতম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে পৃথামঞ্জূষাক্ষেপণে দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা ।
সূতোঽধিরথ ইত্যেব সদারো জাহ্নবীং যযৌ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অথাহারাদ্যভাবে কঃ খলু তং শিশুং জীবয়ামাসেত্যাহ—অমৃতাদিতি । তত্র তদানীম্, অমৃতাদুত্থিতং সকুণ্ডলং দিব্যং বর্ম্ম, দৈবমদৃষ্টঞ্চ কর্তৃ, বিধিনির্ম্মিতং বিধাতৃকৃততদবস্থম্, তং গর্ভং শিশুম্, ধারয়ামাস জীবয়ামাস ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

এতস্মিন্নিতি । ইত্যেব নাম, দারৈর্ভার্য্যয়া সহেতি সদারঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সিকৃথকং মদনমিতি ভাষায়াং তেন স্থিতায়াং সর্ব্বতো লিপ্তায়াং মঞ্জূষায়াং জলপ্রবেশো ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥৭—২৫॥ দৈবং দেবজম্ বিধিনা ঈশ্বরেণ নির্ম্মিতম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬২॥

—:*:—

প্রথমে অঙ্গদেশে, তাহার পর তত্রত্য চম্পানগরীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৫॥

বিধাতাই সেই বালকটীর সেই অবস্থা করিয়াছিলেন; তথাপি অমৃত হইতে উৎপন্ন দিব্য বর্ম্ম ও কুণ্ডল এবং দৈব—ইহারাই তাহাকে জীবিত রাখিয়াছিল ॥২৬॥

---

(২৬)···তম্মবর্ম্ম সকুণ্ডলম্—বা ব কা নি । * '···পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ···'— পি, '···সপ্তাধিকত্রিশততমঃ···'—বা ব, '···অষ্টাধিকত্রিশততমঃ···'—কা, '···নবাধিকত্রিশততমঃ'—নি ।

তস্য ভার্য্যাভবদ্রাজন্। রূপেণাসদৃশী ভুবি।
রাধা নাম মহাভাগা ন সা পুত্রমবিন্দত ॥২॥
অপত্যার্থে পরং যত্নমকরোচ্চ বিশেষতঃ।
সা দদর্শাথ মঞ্জূষামুহ্যমানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩॥
দত্তরক্ষাপ্রতিসরামন্বালভনশোভিতাম্।
ঊর্ম্মীতরঙ্গৈর্জাহ্নব্যাঃ সমানীতামুপহ্বরম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
সা তাং কৌতূহলাৎ প্রাপ্তাং গ্রাহয়ামাস ভাবিনী।
ততো নিবেদয়ামাস সূতস্যাধিরথস্য বৈ ॥৫॥
স তামুদ্ধৃত্য মঞ্জূষামুৎসার্য্য জলমন্তিকাৎ।
যন্ত্রৈরুদ্‌ঘাটয়ামাস সোঽপশ্যত্তত্র বালকম্ ॥৬॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হৈমবর্ম্মধরং তথা।
মৃষ্টকুণ্ডলযুক্তেন বদনেন বিরাজতা ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। অসদৃশী অতুলনীয়া। অবিন্দত অলভত ॥২॥

অপত্যেতি। সা রাধা, বিশেষতো বাহুল্যেন দেবপূজাদিভিঃ, অপত্যার্থে পুত্রলাভবিষয়ে পরং যত্নমকরোচ্চ। অথ যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, স্রোতসা উহ্যমানাম্, দত্তো রক্ষায়ৈ প্রতিসরো লতাবিশেষমালা যস্যাং তাম্, অন্বালভনেন রক্ষার্থমেব সিন্দুরলেপনেন শোভিতাম্, জাহ্নব্যা ঊর্ম্মীতরঙ্গৈঃ প্রবলস্রোতোরেখাগততরঙ্গৈঃ, উপহ্বরং সমীপম্, সমানীতাং তাং মঞ্জূষাং দদর্শ। অভিধানমূহ্যম্ ॥৩—৪॥

সেতি। গ্রাহয়ামাস হস্তেন জগ্রাহ। স্বার্থে ইন্‌প্রত্যয় আর্ষঃ ॥৫॥

স ইতি। অন্তিকাজ্জলমুৎসার্য্য তদধো হস্তচালনার্থমপসার্য্য। যন্ত্রৈঃ পিধানোদ্‌ঘাটন-লৌহশলাকাবিশেষৈঃ। বদনেনোপলক্ষিতমিতি বিশেষণে তৃতীয়া ॥৬—৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই ধৃতরাষ্ট্রের সখা 'অধিরথ'-নামে এক সারথি আপন ভার্য্যার সহিত গঙ্গায় গিয়াছিল ॥১॥

রাজা! তাহার সেই ভার্য্যাটীর রূপ ভূতলে অতুলনীয় ছিল এবং তাহার নাম ছিল—'রাধা'। সেই রাধার পুত্র ছিল না ॥২॥

অতএব রাধা বিশেষরূপে দেবার্চ্চনাপ্রভৃতিদ্বারা পুত্রলাভের জন্য গুরুতর যত্ন করিত। সেই রাধা দেখিল—ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে গঙ্গার তরঙ্গ একটী পেট্‌রাকে নিকটে আনিয়াছে; রক্ষার জন্য তাহাতে কুমুরিয়ালতা জড়ান আছে এবং সিন্দুর লেপা রহিয়াছে ॥৩—৪॥

তখন রাধা কৌতুকবশতঃ সেই পেট্‌রাটীকে ধরিল এবং তাহা অধিরথকে জানাইল ॥৫॥

স সূতো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
অঙ্কমারোপ্য তং বালং ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৮॥
ইদমত্যদ্ভুতং ভীরু! যতো জাতোঽস্মি ভাবিনি!।
দৃষ্টবান্ দেবগর্ভোঽয়ং মন্যেঽস্মাকমুপাগতঃ ॥৯॥
অনপত্যস্য পুত্রোঽয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম।
ইত্যুক্ত্বা তং দদৌ পুত্রং রাধায়ৈ স মহীপতে! ॥১০॥
প্রতিজগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্দিব্যরূপিণম্।
পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়াবৃতম্ ॥১১॥
পুপোষ চৈনং বিধিবদ্বৃধে স চ বীর্য্যবান্।
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যন্যে প্রাভবন্নৌরসাঃ সুতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। সূতঃ অধিরথঃ, বিস্ময়েন উৎফুল্ললোচনা বিস্ফারিতনেত্রঃ ॥৮॥
ইদমিতি। যতঃ কালাৎ। তৎকালমধ্যে ইদমত্যদ্ভুতং দৃষ্টবান্। গর্ভঃ শিশুঃ ॥৯॥
অনেতি। অনপত্যস্য নিঃসন্তানস্য। ধ্রুবং নিশ্চিতম্ ॥১০॥
প্রতীতি। বিধিবৎ জননীনিয়মেন। দেবগর্ভং দেবশিশুমিব ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিন্নিতি ॥১—৩॥ দত্তো রক্ষার্থং প্রতিসরো দূর্ব্বাকঙ্কণাদিরূপো যস্যাং তাম্, অম্বালম্ভনং কুঙ্কুমহস্তদানম্, উপহ্বরং সমীপম্ ॥৪—৫॥ উৎসার্য্য পরতো নীত্বা ॥৬—৮॥ যতো

তখন অধিরথ নিকটের জল সরাইয়া, সেই পেট্রাটীকে তুলিয়া, লোহার শলা দিয়া তাহার ঢাক্নি খুলিল, পরে তাহার ভিতরে দেখিল—নবীন সূর্য্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ একটী বালক রহিয়াছে, তাহার গাত্রে স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং সুন্দর মুখমণ্ডলে দুইটী মার্জ্জিত কুণ্ডল শোভা পাইতেছে ॥৬—৭॥

অধিরথ তখন ভার্য্যার সহিত বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র হইয়া সেই বালকটীকে কোলে লইয়া ভার্য্যাকে এই কথা বলিল—॥৮॥

"ভীরু! ভাবিনি! আমার জন্ম হইতে এই একটীই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম। আমি মনে করি—এটী দেববালক আমাদের নিকট আসিয়াছে ॥৯॥

আমি নিঃসন্তান কি না; তাই নিশ্চয়ই দেবতারা এই পুত্রটী আমাকে দিয়াছেন"। রাজা! এই কথা বলিয়া অধিরথ সেই পুত্রটী রাধার নিকট সমর্পণ করিল ॥১০॥

রাধাও পদ্মগর্ভসদৃশবর্ণ এবং দেবশিশুর ন্যায় কান্তিসম্পন্ন ও অলৌকিকরূপশালী সেই পুত্রটীকে যথানিয়মে গ্রহণ করিল ॥১১॥

বসুবর্ম্মধরং দৃষ্ট্বা তং বালং হেমকুণ্ডলম্।
নামাস্য বসুষেণেতি ততশ্চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥১৩॥
এবং স সূতপুত্রত্বং জগামামিতবিক্রমঃ।
বসুষেণ ইতি খ্যাতো বৃষ ইত্যেব চ প্রভুঃ ॥১৪॥
সূতস্য বরৃধেঽঙ্গেষু জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স বীর্য্যবান্।
চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথায়া দিব্যবর্ম্মভৃৎ ॥১৫॥
সূতস্ত্বধিরথঃ পুত্রং বিবৃদ্ধং সময়েন তম্।
দৃষ্ট্বা প্রস্থাপয়ামাস পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥১৬॥
তত্রোপসদনং চক্রে দ্রোণস্যেষ্বস্ত্রকর্ম্মণি।
সখ্যং দুর্য্যোধনেনৈবমগমৎ স চ বীর্য্যবান্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পুপোষেতি। অন্যে ঔরসাঃ সুতা অপি তয়োঃ প্রাভবন্নিতি সম্বন্ধঃ ॥১২॥
বস্বিতি। বসুবর্ম্মধরং স্বর্ণকবচধারিণম্, "বসু হাটকে চ" ইতি বিশ্বঃ ॥১৩॥
এবমিতি। বৃষ ইত্যেব চ নাম, বাল্যাদেব ধার্ম্মিকত্বাৎ। প্রভুর্বলপ্রভাববান্ ॥১৪॥
সূতস্যেতি। সূতস্য অধিরথস্য, অঙ্গেষু অঙ্গদেশে। চারেণ গুপ্তচরেণ ॥১৫॥
সূত ইতি। প্রস্থাপয়ামাস ধনুর্ব্বেদশিক্ষার্থং প্রেরয়ামাস, বারণসাহ্বয়ং হস্তিনাম্ ॥১৬॥
তত্রেতি। উপসদনম্ অন্তেবাসিত্বম্, ইষ্বস্ত্রকর্ম্মণি ধনুর্ব্বেদশিক্ষায়াম্ ॥১৭॥

এবং (বাড়ীতে নিয়া) যথানিয়মে তাহাকে পোষণ করিতে লাগিল; ক্রমে বালকটীও বৃদ্ধি পাইল এবং বলবান্ হইয়া উঠিল। আর তদবধি রাধা ও অধিরথের আরও কতকগুলি ঔরস পুত্র জন্মিল ॥১২॥

তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সেই বালকটীর স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডল দেখিয়া উহার নাম করিলেন—'বসুষেণ' ॥১৩॥

এইভাবে অমিতবিক্রম ও প্রভাবশালী কর্ণ সূতপুত্র হইয়াছিলেন এবং 'বসুষেণ' ও 'বৃষ'- নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥১৪॥

দিব্যবর্ম্মধারী কর্ণ অঙ্গদেশে অধিরথের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন এবং বলবান্ হইয়াছেন, এই ঘটনা কুন্তী গুপ্তচরদ্বারা জানিয়াছিলেন ॥১৫॥

সূত অধিরথ পুত্র কর্ণকে যথাকালে বিবৃদ্ধ দেখিয়া, অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁহাকে হস্তিনানগরে পাঠাইয়া দিল ॥১৬॥

বলবান্ কর্ণ হস্তিনায় যাইয়া ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় দ্রোণের শিষ্য হইলেন এবং সেই সুযোগে দুর্য্যোধনের সখ্য লাভ করিলেন ॥১৭॥

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সোঽস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্ ।
লব্ধ্বা লোকেঽভবৎ খ্যাতঃ পরমেষ্বাসতাং গতঃ ॥১৮॥
সন্ধায় ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ পার্থানাং বিপ্রিয়ে রতঃ ।
যোদ্ধুমাশংসতে নিত্যং ফাল্গুনেন মহাত্মনা ॥১৯॥
সদা হি তস্য স্পর্দ্ধাসীদর্জ্জুনেন বিশাংপতে ! ।
অর্জ্জুনস্য চ কর্ণেন যতো দৃষ্টো বভূব সঃ ॥২০॥
এতদ্‌গুহ্যং মহারাজ ! সূর্য্যস্যাসীন্ন সংশয়ঃ ।
যৎ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ কুন্ত্যাং সূতকুলে তদা ॥২১॥
তং তু কুণ্ডলিনং দৃষ্ট্বা বর্ম্মণা চ সমন্বিতম্ ।
অবধ্যং সমরে মত্বা পর্য্যতপ্যদ্‌যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণাদিতি। চতুর্বিধম্ আসন্ন-দূরাদৃশ্য-শব্দবেধ্য-শত্রুনাশকম্ ॥১৮॥
সন্ধায়েতি। আশংসতে ইচ্ছতি স্ম, ফাল্গুনেন অর্জ্জুনেন সহ ॥১৯॥
সদেতি। যতঃ কালাদর্জ্জুনেন স দৃষ্টঃ, ততঃ কালাদেব তস্যার্জ্জুনেন স্পর্দ্ধাসীৎ ॥২০॥
এতদিতি। কুন্ত্যাং সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ তদা যৎ সূতকুলে অবসৎ, এতদ্‌গুহ্যম্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

জাতোঽস্মি উৎপত্তিদিনাদারভ্যাগুণৈবেদসম্ভূতং দৃষ্টম্ ॥৯—১২॥ বসুবর্ম্ম স্বর্ণকবচম্ ॥১৫—১৬॥ অঙ্গেষু জনপদবিশেষেষু, উপসদনং গুরূপসদনম্ ॥১৭॥ পরমেষ্বাসতাং মহাধনুর্দ্ধরতাম্ ॥১৮—১৯॥ যতঃ কালে দৃষ্টঃ ॥২০—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৩॥

তিনি—দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরাম হইতে চতুর্বিধ অস্ত্র লাভ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর হইয়া জগতে বিখ্যাত হইলেন ॥১৮॥

এবং তিনি দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া, পাণ্ডবগণের অপ্রিয়াচরণে ব্যাপৃত থাকিয়া সর্ব্বদাই মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেন ॥১৯॥

নরনাথ ! অর্জ্জুন যে সময়ে কর্ণকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তদবধিই অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের এবং কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছিল ॥২০॥

মহারাজ ! কুন্তীর গর্ভে এবং সূর্য্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ণ যে তখন সারথির বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, সেই বিষয়টাই কর্ণের নিকটে সূর্য্যের গোপনীয় ছিল ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

(২১)···যঃ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ—বা ব কা নি ।

যদা চ কর্ণো রাজেন্দ্র! ভানুমন্তং দিবাকরম্।
স্তৌতি মধ্যন্দিনে প্রাপ্তে প্রাঞ্জলিঃ সলিলোত্থিতঃ ॥২৩॥
তত্রৈনমুপতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণা ধনহেতুনা।
নাদেয়ং তস্য তৎকালে কিঞ্চিদস্তি দ্বিজাতিষু ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
তমিন্দ্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষাং দেহীত্যুপস্থিতঃ।
স্বাগতঞ্চেতি রাধেয়স্তমথ প্রত্যভাষত ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে রাধাকর্ণপ্রাপ্তৌ ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

তমিতি। শক্রসখেন কর্ণেন সহাবশ্যং যুদ্ধং ভাবীতি সম্ভাব্যেত্যাশয়ঃ ॥২২॥

যদেতি। ভানুমন্তং তীব্রকিরণম্। উপতিষ্ঠন্তি আগচ্ছন্তি স্ম ॥২৩—২৪॥

পরাধ্যায়ং সূচয়িতুমাহ—তমিতি। রাধেয়ঃ কর্ণঃ, রাধয়া পুত্রত্বেন গৃহীতত্বাৎ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির কর্ণকে স্বভাবতই কবচ ও কুণ্ডলধারী দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে অবধ্য মনে করিয়া পরিতপ্ত হইতেন ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কর্ণ যখন দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে জল হইতে উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্যের স্তব করিতেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা ধনপ্রার্থনার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। তৎকালে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই থাকিত না ॥২৩—২৪॥

তাহার পর একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া 'ভিক্ষা দিন' বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন 'আপনার শুভাগমন হইয়াছে ত?' বলিয়া কর্ণ তাঁহার সম্ভাষণ করিলেন ॥২৫॥

—:*:—

(২৩) সদা তু কর্ণো রাজেন্দ্র!—পি। * '...ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...অষ্টাধিকত্রিশততমঃ...'—বা ব, '...নবাধিকত্রিশততমঃ...'—কা, '...দশাধিকত্রিশততমঃ...'—নি।

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দেবরাজমনুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনাবৃতম্।
দৃষ্ট্বা স্বাগতমিত্যাহ ন বুবোধাস্য মানসম্ ॥১॥
হিরণ্যকণ্ঠীঃ প্রমদা গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্।
কিং দদানীতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ ॥২॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

হিরণ্যকণ্ঠ্যঃ প্রমদা যচ্চান্যৎ প্রীতিবর্দ্ধনম্।
নাহং দত্তমিহেচ্ছামি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥৩॥
যদেতৎ সহজং বর্ম্ম কুণ্ডলে চ তবানঘ!
এতদুৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রতো ভবান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি। অনুপ্রাপ্তমুপস্থিতম্। মানসমভিপ্রায়ং ন বুবোধ কর্ণ ইতি শেষঃ ॥১॥

হিরণ্যেতি। বহুগোকুলান্ প্রচুরগোসমূহান্। আধিরথিঃ কর্ণঃ ॥২॥

হিরণ্যেতি। দত্তম্ এতৎ সর্ব্বং ত্বয়া দত্তং নেচ্ছামি ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া কর্ণ তাঁহার নিকট স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন; কিন্তু উঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন না ॥১॥

তাহার পর তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"স্বর্ণমালালঙ্কৃত রমণী, গ্রাম, বা বহুতর গরু, ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিব?" ॥২॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"স্বর্ণমালালঙ্কৃত রমণী বা অন্য যাহা প্রীতিবর্দ্ধক আছে, তাহা আপনি দান করেন—ইহা আমি ইচ্ছা করি না; সেগুলি আপনি অন্য প্রার্থীদিগকে দিন ॥৩॥

কিন্তু নিষ্পাপ কর্ণ! আপনি যদি সত্যপরায়ণ হন, তাহা হইলে আপনার এই যে স্বাভাবিক কবচ ও কুণ্ডল রহিয়াছে, ইহা ছেদন করিয়া আমাকে দিন" ॥৪॥

---

(৪) শ্লোকাৎ পরম্ 'এতদিচ্ছাম্যহং ক্ষিপ্রং ত্বয়া দত্তং পরন্তপ।। এষ মে সর্ব্বলাভানাং লাভঃ পরমকো মতঃ।' ইতি প্রায়েণ পূর্ব্বসমানার্থঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি।

কর্ণ উবাচ।

অবনিং প্রমদা গাশ্চ নিবাসং বহুবার্ষিকম্।
তত্তে বিপ্র! প্রদাস্যামি ন তু বর্ম্ম সকুণ্ডলম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্যাচ্যমানঃ স তু দ্বিজঃ।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ! নান্যং বরমযাচত ॥৬॥
যদা নান্যং প্রবৃণুতে বরং বৈ দ্বিজসত্তমঃ।
তদৈনমব্রবীদ্ভূয়ো রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥৭॥
সহজং বর্ম্ম মে বিপ্র! কুণ্ডলে চামৃতোদ্ভবে।
তেনাবধ্যোঽস্মি লোকেষু ততো নৈতজ্জহাম্যহম্ ॥৮॥
বিশালং পৃথিবীরাজ্যং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মত্তস্ত্বং সাধু ব্রাহ্মণপুঙ্গব! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদ্বিতি। কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্। উৎকৃত্য ছিত্ত্বা, সত্যব্রতঃ সত্যনিরতঃ ॥৪॥
অবনিমিতি। নিবাসমস্মদ্গৃহে স্থিতিম্। তৎ সর্ব্বম্ ॥৫॥
এবমিতি। যাচ্যমানঃ অভ্যর্থ্যমানঃ। বরং বরণীয়ং বস্তু ॥৬॥
যদেতি। বরমভীষ্টম্। প্রহসন্নিব, কৌতুকোদয়াদিতি ভাবঃ ॥৭॥
সহজমিতি। কুণ্ডলে চ সহজে। জহামি ত্যজামি ॥৮॥
বিশালমিতি। পৃথিবীরাজ্যং বিজয়েন ময়া লভ্যমিত্যাশয়ঃ। মত্তো মম সকাশাৎ ॥৯॥

কর্ণ বলিলেন—"ভূমি, রমণী, গরু বা বহুবৎসর বাস, এই সকলই আপনাকে দিতে পারি; কিন্তু কবচ ও কুণ্ডল নহে" ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণ এইরূপ বহুতর বাক্যদ্বারা অনুরোধ করিলেও সে ব্রাহ্মণ অন্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন না ॥৬॥

ব্রাহ্মণ যখন অন্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ হাসিতে হাসিতেই যেন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—॥৭॥

"ব্রাহ্মণ! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন এবং সহজাত; তাহাতেই আমি জগতে অবধ্য হইয়াছি; সুতরাং আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারি না ॥৮॥

---

(৫)…নিবাপং বহুবার্ষিকম্—বা ব কা নি। (৬) শ্লোকাৎ পরম্ 'শান্তিতশ্চ যথাশক্তি পূজিতশ্চ যথাবিধি। ন চান্যং স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কাময়ামাস বৈ বরম্।।' অয়মপি পূর্ব্বসমানার্থঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি।

কুণ্ডলাভ্যাং বিমুক্তোঽহং বর্ম্মণা সহজেন চ।
গমনীয়ো ভবিষ্যামি শত্রূণাং দ্বিজসত্তম ! ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা নান্যং বরং বব্রে ভগবান্ পাকশাসনঃ।
ততঃ প্রহস্য কর্ণস্তং পুনরিত্যব্রবীদ্বচঃ ॥১১॥
বিদিতো দেবদেবেশ ! প্রাগেবাসি মম প্রভো !।
ন তু ন্যায্যং ময়া দাতুং তব শক্র ! বৃথা বরম্ ॥১২॥
ত্বং হি দেবেশ্বরঃ সাক্ষাত্ত্বয়া দেয়ো বরো মম।
অন্যেষাঞ্চৈব ভূতানামীশ্বরো হ্যসি ভূতধৃক্ ॥১৩॥
যদি দাস্যামি তে দেব ! কুণ্ডলে কবচং তথা।
বধ্যতামুপযাস্যামি ত্বঞ্চ শক্রাবহাস্যতাম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কুণ্ডলাভ্যামিতি। গমনীয়ো বশতাং নেয়ঃ ॥১০॥

যদেতি। পাকশাসনো ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রঃ ॥১১॥

বিদিত ইতি। প্রাগেব স্বপ্নে সূর্য্যসমীপাদিতি ভাবঃ। বৃথা স্বপক্ষে নিষ্ফলম্ ॥১২॥

ত্বমিতি। ঈশ্বরো নিয়ন্তা, ভূতধৃক্ পরিপালনেন ॥১৩॥

যদীতি। হে শক্র ! ত্বঞ্চ সর্ব্বেষামবহাস্যতামুপযাস্যসীত্যর্থঃ, অন্যায়েন গ্রহণাৎ ॥১৪॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার নিকট হইতে সম্যক্‌রূপে বিশাল, নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলময় পৃথিবীর রাজ্য গ্রহণ করুন ॥৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি সহজাত কুণ্ডল ও কবচবিহীন হইলে শত্রুগণের বশীভূত হইব” ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ (ব্রাহ্মণরূপী) ইন্দ্র যখন অন্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥১১॥

“প্রভু দেবাধিদেব ইন্দ্র ! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই জানিয়াছি ; সুতরাং আপনাকে নিষ্ফল বর দেওয়া আমার উচিত নহে ॥১২॥

আপনি দেবগণের ও অন্য প্রাণিগণের অধীশ্বর এবং লোকপালক সাক্ষাৎ ইন্দ্র ; সুতরাং আপনারও আমাকে বর দেওয়া উচিত ॥১৩॥

দেব ! আমি যদি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডল দান করি, তবে আমি শত্রুর বধ্য হইব, আপনিও লোকের উপহাস্য হইবেন ॥১৪॥

তস্মাদ্বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বর্ম্ম চোত্তমম্।
হরস্ব শক্র! কামং মে ন দদ্যামহমন্যথা ॥১৫॥

শক্র উবাচ।

বিদিতোঽহং রবেঃ পূর্ব্বমায়ানেব ত্বদান্তিকম্।
তেন তে সর্ব্বমাখ্যাতমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১৬॥
কামমস্তু তথা তাত! তব কর্ণ! যথেচ্ছসি।
বর্জ্জয়িত্বা তু মে বজ্রং প্রবৃণীষ্ব যথেচ্ছসি ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কর্ণঃ প্রহৃষ্টস্তমুপসঙ্গম্য বাসবম্।
অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বব্রে সম্পূর্ণমানসঃ ॥১৮॥

কর্ণ উবাচ।

বর্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব!।
অমোঘাং শত্রুসংঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। বিনিময়ং দ্রব্যান্তরেণ পরিবর্ত্তনম্। কামং যথেচ্ছম্ ॥১৫॥
বিদিত ইতি। অহং ত্বদান্তিকম্, আয়ান্ আগচ্ছন্নেব পূর্ব্বং রবের্বিদিতঃ ॥১৬॥
কামমিতি। কামমিত্যনুমতৌ, "কামঞ্চানুমতৌ স্মৃতম্" ইত্যাদি মেদিনী ॥১৭॥
তত ইতি। উপসঙ্গম্য তদাসন্নীভূয়। অভ্যেত্য তদুক্তিমঙ্গীকৃত্য ॥১৮॥
বর্ম্মণেতি। বর্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ তদুভয়বিনিময়েন। পৃতনামুখে সেনামুখে ॥১৯॥

অতএব দেবরাজ! আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি কোন বস্তুর বিনিময়ে আমার উত্তম কবচ ও কুণ্ডল গ্রহণ করুন; অন্যথা আমি উহা দিব না" ॥১৫॥

ইন্দ্র বলিলেন—"আমি তোমার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য তাহা জানিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিই তোমার নিকট এইরূপ ইহা বলিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

সে যাহা হউক; বৎস কর্ণ! তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই হউক; সুতরাং আমার বজ্র ব্যতীত তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ কর" ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কর্ণ মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রের বাক্য অনুমোদন করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার অব্যর্থ শক্তি প্রার্থনা করিলেন ॥১৮॥

---

(১৬) ...আগতোঽস্মি ত্বদান্তিকে—পি। (১৮) ততঃ কর্ণঃ প্রহৃষ্টস্তু—বা ব কা।

ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা মুহূর্ত্তমিব বাসবঃ।
শক্ত্যর্থং পৃথিবীপাল! কর্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥২০॥
কুণ্ডলে মে প্রযচ্ছস্ব বর্ম্ম চৈব শরীরজম্।
গৃহাণ শক্তিং কর্ণ! অমনেন সময়েন চ ॥২১॥
অমোঘা হন্তি শতশঃ শত্রূন্ মম করচ্যুতা।
পুনশ্চ পাণিমভ্যেতি মম দৈত্যান্ বিনিঘ্নতঃ ॥২২॥
সেয়ং তব করপ্রাপ্তা হত্বৈকং রিপুমূর্জ্জিতম্।
গর্জ্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ মামেবৈষ্যতি সূতজ! ॥২৩॥

কর্ণ উবাচ।

একমেবাহমিচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে।
গর্জ্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ যতো মম ভয়ং ভবেৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। শক্ত্যর্থং সঞ্চিন্ত্যেত্যন্বয়ঃ। বাসব ইন্দ্রঃ ॥২০॥
কুণ্ডলে ইতি। শক্তিং নাম অস্ত্রবিশেষম্। সময়েন নিয়মেন ॥২১॥
তস্যাঃ শক্তেঃ শক্তিমাহ—অমোঘেতি। সা শক্তিরিতি শেষঃ ॥২২॥
সময়মাহ—সেতি। উর্জ্জিতং বলবন্তম্। প্রতপন্তং স্বপক্ষসংহারেণ ব্যথয়ন্তম্ ॥২৩॥
একমিতি। রিপুম্ অর্জ্জুনমিত্যাশয়ঃ, মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥২৪॥

কর্ণ বলিলেন -"দেবরাজ! আমার কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্ত্তে সৈন্যসম্মুখে শত্রুসমূহনাশিনী আপনার অব্যর্থ শক্তি আমাকে দান করুন" ॥১৯॥

রাজা! তাহার পর ইন্দ্র মুহূর্ত্তকালই যেন মনে মনে শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া পরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

"কর্ণ! তুমি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান কর এবং এই নিয়মে আমার শক্তি গ্রহণ কর ॥২১॥

আমি যখন অসুর বধ করি, তখন এই অব্যর্থ শক্তি আমার হস্তচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু সংহার করে, পুনরায় আমারই হস্তে আগমন করে ॥২২॥

কর্ণ! আমার এই সেই শক্তি তোমার হাতে যাইয়া গর্জ্জন ও সন্তাপকারী বলবান্ একজনমাত্র শত্রুকে বধ করিয়া পুনরায় আমারই নিকটে আসিবে" ॥২৩॥

কর্ণ বলিলেন—"আমার যাহা হইতে ভয় হয়, গর্জ্জন ও সন্তাপকারী সেই একজনমাত্র শত্রুকেই আমি মহাযুদ্ধে বধ করিতে ইচ্ছা করি" ॥২৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

একং হনিষ্যসি রিপুং গর্জ্জন্তং বলিনং রণে।
ত্বন্তু যং প্রার্থয়স্যেকং রক্ষ্যতে স মহাত্মনা ॥২৫॥
যমাহুর্বেদবিদ্বাংসো বরাহমজিতং হরিম্।
নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥২৬॥

কর্ণ উবাচ।

এবমপ্যস্তু ভগবন্নেকবীরবধে মম।
অমোঘাং দেহি মে শক্তিং যয়া হন্যাং প্রতাপিনম্ ॥২৭॥
উৎকৃত্য তু প্রদাস্যামি কুণ্ডলে কবচঞ্চ তে।
নিকৃত্তেষু তু গাত্রেষু ন মে বীভৎসতা ভবেৎ ॥২৮॥

ইন্দ্র উবাচ।

ন তে বীভৎসতা কর্ণ! ভবিষ্যতি কথঞ্চন।
ব্রণশ্চৈব ন গাত্রেষু যস্ত্বং নানৃতমিচ্ছসি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

একমিতি। মহাংশ্চাসৌ আত্মা চেতি তেন পরমাত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ ॥২৫॥
অথ কোঽসৌ মহাত্মেত্যাহ—যমিতি। বরাহং তদ্রূপেণ পৃথিব্যুদ্ধারকম্ ॥২৬॥
এবমিতি। একবীরবধে তদ্বিষয়ে। প্রতাপিনং ভীমং যং কঞ্চিদন্যং বা ॥২৭॥
উদিতি। উৎকৃত্য ছিত্ত্বা। নিকৃত্তেষু ছিন্নেষু। বীভৎসতা আকৃতের্বিকৃতিঃ ॥২৮॥

ইন্দ্র বলিলেন—"কর্ণ! তুমি যুদ্ধে গর্জ্জনকারী বলবান্ একজন শত্রুকে বধ করিবে বটে, তবে তুমি যাহার বিষয় প্রার্থনা করিতেছ, তাহাকে পরমাত্মাই রক্ষা করেন ॥২৫॥

বেদবিদ্বান্ লোকেরা যাঁহাকে বরাহ, অজিত, হরি ও অচিন্তনীয় নারায়ণ বলেন, সেই কৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করেন" ॥২৬॥

কর্ণ বলিলেন—"হউক না এইরূপ; কিন্তু ভগবন্! আমার একজনমাত্র বীর-শত্রুবধের জন্য আমাকে অব্যর্থ শক্তি দান করুন, যাহাদ্বারা আমি প্রতাপশালী শত্রুকে বধ করিতে পারি ॥২৭॥

কিন্তু দেবরাজ! আমি কবচ ও কুণ্ডল ছেদন করিয়া আপনাকে দিব বটে, তবে অঙ্গচ্ছেদন করায় আমার যেন আকৃতির কোন বিকৃতি না হয়" ॥২৮॥

---

(২৬)…বরাহমপরাজিতম্—বা ব কা নি।

যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর ! ।
তাদৃশেনৈব বর্ণেন ত্বং কর্ণ ! ভবিতা পুনঃ ॥৩০॥
বিদ্যমানেষু শস্ত্রেষু যদ্যমোঘামসংশয়ে ।
প্রমত্তো মোক্ষ্যসে বাপি ত্বয্যেবৈষা পতিষ্যতি ॥৩১॥

কর্ণ উবাচ ।

সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বিমোক্ষ্যে বাসবীমিমাম্ ।
যথা মামাত্থ শক্র ! ত্বং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ শক্তিং প্রজ্বলিতাং প্রতিগৃহ্য বিশাংপতে ! ।
শস্ত্রং গৃহীত্বা নিশিতং সর্ব্বগাত্রাণ্যকৃন্তত ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ব্রণঃ ক্ষতম্ । অনৃতং মিথ্যা, বক্তুং ব্যবহর্ত্তুং বেতি শেষঃ ॥২৯॥

যাদৃশ ইতি । পিতুঃ সূর্য্যস্যেতি ইন্দ্রাভিপ্রায়ঃ, অধিরথস্যেতি চ কর্ণেন বুদ্ধম্ ॥৩০॥

বিদ্যেতি । অন্যেষু শস্ত্রেষু বিদ্যমানেষু, অসংশয়ে জীবনাসন্দেহে বা, স্বয়ং বাপি প্রমত্তঃ অসাবধানঃ সন্, এনামমোঘাং শক্তিং যদি মোক্ষ্যসে, তদৈষা ত্বয্যেব পতিষ্যতি ॥৩১॥

সংশয়মিতি । বাসবীমৈন্দ্রীম্ । আত্থ ব্রবীষি ॥৩২॥

তত ইতি । প্রতিগৃহ্য ইন্দ্রাদিতি শেষঃ । অকৃন্তত কবচকুণ্ডলদানায় অচ্ছিনৎ ॥৩৩॥

ইন্দ্র বলিলেন—"কর্ণ ! তুমি যখন মিথ্যা বলিতে বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর না, তখন তোমার অঙ্গে কোনপ্রকার বিকৃতি বা ক্ষত হইবে না ॥২৯॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কর্ণ ! তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ রহিয়াছে, তোমারও তেমনই বর্ণ ও তেজ আবার হইবে ॥৩০॥

তবে, অন্য অস্ত্র বিদ্যমান থাকিতে, কিংবা প্রাণসংশয় না হইলে, অথবা নিজে অসাবধান হইয়া যদি এই অব্যর্থ শক্তি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে ইহা তোমার উপরেই আসিয়া পড়িবে" ॥৩১॥

কর্ণ বলিলেন—"দেবরাজ ! আপনি আমাকে যেরূপ বলিলেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত প্রাণসংশয়স্থলেই এই ঐন্দ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিব ; ইহা আপনার নিকট আমি সত্য বলিলাম" ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ! তাহার পর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই উজ্জ্বল শক্তি গ্রহণ করিয়া সুধার অস্ত্র লইয়া নিজের সমস্ত অঙ্গ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

ততো দেবা মানবা দানবাশ্চ নিকৃন্তন্তং কর্ণমাত্মানমেবম্।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বে সিংহনাদান্ প্রণেদুর্ন হ্যস্যাসীন্মুখজো বৈ বিকারঃ ॥৩৪॥
ততো দিব্যা দুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ পপাতোচ্চৈঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ দিব্যম্।
দৃষ্ট্বা কর্ণং শস্ত্রসংকৃত্তগাত্রং মুহুশ্চাপি স্ময়মানং নৃবীরম্ ॥৩৫॥
ততশ্ছিত্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাত্তথৈবার্দ্রং প্রদদৌ বাসবায়।
তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণাত্তস্মাৎ কর্ম্মণা তেন কর্ণঃ ॥৩৬॥
ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা।
কৃতং কার্য্যং পাণ্ডবানাং হি মেনে ততঃ পশ্চাদ্দিবমেবোৎপপাত ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রণেদুর্বিস্ময়েন চক্রুঃ। অস্য কর্ণস্য মুখজোঽপি বিকারো নাসীৎ দৃঢ়ত্বাৎ ॥৩৪॥

তত ইতি। উচ্চৈরূর্দ্ধাৎ। শস্ত্রেণ সংকৃত্তানি ছিন্নানি গাত্রাণি যেন তম্ ॥৩৫॥

তত ইতি। উৎকৃত্য ছিত্ত্বা। কর্ণাৎ শ্রবণযুগলাৎ। তেন কর্ম্মণা কর্ণযুগলতঃ কুণ্ডলযুগলচ্ছেদনব্যাপারেণ হেতুনা, নাম্না কর্ণো বভূবেতি শেষঃ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

দেবরাজমিতি ॥১—৪॥ অবনিং গৃহার্থং নিবাপং ন্যপ্যতে বীজমস্মিন্নিতি ক্ষেত্রং বহুবার্ষিকং যাবজ্জীবিকবৃত্তিরূপম্ ॥৫—৮॥ গমনীয়ো বধ্যঃ ॥৯—১৫॥ আয়ানেব আগচ্ছন্নেব ॥১৬—৩৫॥ কৃণাতি হিনস্তি কৃন্ততি ছিনত্তি বা অঙ্গানীতি কর্ণ ইত্যর্থঃ ॥৩৬—৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৪॥

তাহার পর সকল দেবতা, মনুষ্য ও দানব কর্ণকে এইভাবে আপন অঙ্গ ছেদন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন; কিন্তু কর্ণের তাহাতে একটু মুখবিকারও হইল না ॥৩৪॥

তদনন্তর কর্ণ আপন অঙ্গ ছেদন করিয়াও অনবরত হাস্য করিতেছেন—ইহা দেখিয়া স্বর্গীয় দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং উপর হইতে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে থাকিল ॥৩৫॥

সূতপুত্র আপন অঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া দিব্য কবচটী আর্দ্র অবস্থাতেই ইন্দ্রকে দিলেন এবং কর্ণযুগল হইতে ছেদন করিয়া কুণ্ডল দুইটীও তাঁহাকে দান করিলেন। সেই কার্য্যদ্বারাই তদবধি তাঁহার নাম হইল—'কর্ণ' ॥৩৬॥

তাহার পর ইন্দ্র কর্ণকে বঞ্চনা করিয়াও তাঁহাকে জগতে যশস্বী করিয়া হাস্য করতঃ পাণ্ডবগণের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন, পরে আকাশেই উঠিয়া গেলেন ॥৩৭॥

শ্রুত্বা কর্ণং মুষিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রা দীনাঃ সর্ব্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্ ।
তাঞ্চাবস্থাং গমিতং সূতপুত্রং শ্রুত্বা পার্থা জহৃষুঃ কাননস্থাঃ ॥৩৮॥

জনমেজয় উবাচ ।

ক্বস্থা বীরাঃ পাণ্ডবাস্তে বভূবুঃ কুতশ্চৈতে শ্রুতবন্তঃ প্রিয়ং তৎ ।
কিং বাহকার্ষুর্দ্বাদশাব্দে ব্যতীতে তন্মে সর্ব্বং ভগবান্ ব্যাকরোতু ॥৩৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

লব্ধ্বা কৃষ্ণাং সৈন্ধবং দ্রাবয়িত্বা বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং কাম্যকাদাশ্রমাত্তে ।
মার্কণ্ডেয়াচ্ছ্রুতবন্তঃ পুরাণং দেবর্ষীণাং চরিতং বিস্তরেণ ॥৪০॥
প্রত্যাজগ্মুঃ সরথাঃ সানুযাত্রাঃ সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং সূতপৌরোগবৈশ্চ ।
ততঃ পুণ্যং দ্বৈতবনং নৃবীরা নিস্তীর্য্যোগ্রং বনবাসং সমগ্রম্ ॥৪১॥
(যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে কবচকুণ্ডলদানে চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পাণ্ডবানাং কার্য্যং প্রয়োজনং কৃতং মেনে, কর্ণস্য বধ্যত্বসম্ভবাৎ ॥৩৭॥

শ্রুত্বেতি। মুষিতং চোরিতম্ ইন্দ্রেণাপহৃতকবচকুণ্ডলমিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

ক্বেতি। ক্বস্থাঃ কুত্র স্থিতাঃ। ব্যাকরোতু বিস্তরেণ ব্রবীতু ॥৩৯॥

লব্ধ্বেতি। কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্, সৈন্ধবং জয়দ্রথম্, দ্রাবয়িত্বা পরাভূয়। দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তেষাম্। সূতপৌরোগবৈঃ সারথিপাকাধ্যক্ষৈঃ। নৃবীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৪০—৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণে চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

এদিকে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সকলেই বিষণ্ণ ও ভগ্নদর্পের ন্যায় হইলেন ; আর কর্ণের সেই অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া পাণ্ডবেরা বনে থাকিয়াই আনন্দিত হইলেন ॥৩৮॥

জনমেজয় বলিলেন—"বীর পাণ্ডবেরা তখন কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই প্রিয় সংবাদ শুনিয়াছিলেন ; আর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে পরই বা তাঁহারা কি করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকট বিস্তরক্রমে বলুন" ॥৩৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মনুষ্যবীর পাণ্ডবেরা জয়দ্রথকে পরাভূত করিয়া

---

* '…সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ…' —পি, '…নবাধিকত্রিশততমঃ…' —বা ব, '…দশাধিক-ত্রিশততমঃ…' —কা, '…একাদশাধিকত্রিশততমঃ…' —নি ।

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ। *

অনুভুক্তাঃ ফলাহারাঃ সর্ব্ব এব মিতাশনাঃ।
ন্যবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র কৃষ্ণয়া সহ ভার্য্যয়া ॥১॥
ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তা ধর্ম্মাত্মানো যতব্রতাঃ।
ক্লেশমাচ্ছর্ন্তি বিপুলং সুখোদর্কং পরন্তপাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অন্বিতি। মিতাশনাশ্চিরমিতভোজিনঃ সর্ব্ব এব পাণ্ডবাঃ, ফলাহারা ফলাহরণকারিণঃ সন্তঃ, অনুভুক্তাঃ পশ্চাত্তান্যেব ফলানি ভুক্তবন্তশ্চ সন্তঃ, "ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ, পীতা গাবঃ" ইত্যাদিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ। ভার্য্যয়া কৃষ্ণয়া সহ তত্র দ্বৈতবনে অবশিষ্টং কালং ন্যবসন্ ॥১॥

ব্রাহ্মণেতি। আর্চ্ছন্তি মৃগয়াদিনা প্রাপ্নুবন্তি স্ম, সুখোদর্কং সুখোত্তরফলকম্ ॥২॥

দ্রৌপদীকে আনয়নপূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট বিস্তরক্রমে দেবগণ ও ঋষিগণের প্রাচীন চরিত্র শ্রবণ করিয়া এবং ভয়ঙ্কর সমস্ত বনবাসকাল অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণগণ, অনুচরগণ, সারথিগণ ও পাকাধ্যক্ষগণের সহিত রথারোহণে কাম্যকবনের আশ্রম হইতে পবিত্র দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৪০—৪১॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—চির-পরিমিতভোজী পাণ্ডবেরা সকলেই ফল আহরণপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিয়াই ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত সেই দ্বৈতবনে বনবাসের অবশিষ্ট কাল বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

পরাক্রমী, শত্রুসন্তাপী, ধর্ম্মাত্মা ও ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের জন্য

* ইতঃ পূর্ব্বম্ 'জনমেজয় উবাচ। এবং হৃতায়াং ভার্য্যায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্। প্রতিপদ্য ততঃ কৃষ্ণাং কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ। এবং হৃতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য কেশমনুত্তমম্। বিহায় কাম্যকং রাজা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ॥ পুনর্দ্বৈতবনং রম্যমাজগাম যুধিষ্ঠিরঃ। স্বাদুমূলফলং রম্যং বিচিত্রবহুপাদপম্॥' ইতি পূর্ব্বাধ্যায়শেষ-শ্লোকত্রয়সমানার্থকমধিকং শ্লোকত্রয়ম্—বা ব কা নি। (১) শ্লোকাৎ পরম্—'বসন্ দ্বৈত-বনে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ভীমসেনার্জ্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ॥' অয়মপ্যধিকঃ শ্লোকঃ—ব কা নি।

অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
মৃগস্য ঘর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥৩॥
তদাদায় গতো রাজন্! ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমান্তরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ ॥৪॥
হ্রিয়মাণন্তু তং দৃষ্ট্বা স বিপ্রঃ কুরুসত্তম!।
ত্বরিতোঽভ্যাগমত্তত্র অগ্নিহোত্রপরীপ্সয়া ॥৫॥
অজাতশত্রুমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং বনে।
আগম্য ব্রাহ্মণস্তূর্ণং সন্তপ্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অরণীতি। কস্যচিত্তপস্বিনো ব্রাহ্মণস্য, অরণী অগ্ন্যুৎপাদনকাষ্ঠং তৎসহিতম্, মন্থং তন্মথনদণ্ডম্, ঘর্ষমাণস্য শৃঙ্গেন চালয়তঃ, কস্যচিন্মৃগস্য, বিষাণে তত্র শৃঙ্গে, সমসজ্জত সংশ্লিষ্টং তদুভয়ং সংলগ্নমভূৎ। "অরণির্বহ্নিমন্থেঽপি" ইতি বিশ্বঃ ॥৩॥

তদিতি। তৎ অরণী মন্থশ্চেত্যুভয়ম্। আশ্রমান্তরিত আশ্রমাদ্ব্যবহিতঃ ॥৪॥

হ্রিয়েতি। তমরণীসহিতং মন্থম্। অগ্নিহোত্রস্য পরীপ্সয়া অনুষ্ঠানেচ্ছয়া ॥৫॥

অজাতেতি। অজাতশত্রুং যুধিষ্ঠিরম্। সন্তপ্তো দুঃখিতঃ ॥৬॥

মৃগয়াপ্রভৃতি করিতে থাকায় প্রচুর কষ্টভোগ করিতেন; কিন্তু সে কষ্টের পরিণামে সুখই হইত ॥২॥

একদা একটা হরিণ শৃঙ্গদ্বারা কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের সেই অরণী ও মন্থ (অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠের নাম—অরণী এবং তাহা ঘর্ষণ করিবার দণ্ডের নাম—মন্থ) সঞ্চালন করিতেছিল; তখন সেই অরণী ও মন্থ তাহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়া পড়িল ॥৩॥

রাজা! মহাবেগশালী সেই বিশাল হরিণ ব্রাহ্মণের সেই অরণী-মন্থ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে সত্বর আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া গেল ॥৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণ, অরণী ও মন্থ হরণ করিতে দেখিয়া অগ্নিহোত্র করিবার ইচ্ছায় সত্বর যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকটে আগমন করিলেন ॥৫॥

ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া সত্বর আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত বনে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের নিকট এই কথা বলিলেন—॥৬॥

---

(৩) শ্লোকাৎ পরম্ 'তস্মিন্ প্রতিবসত্সু যৎপ্রাহুঃ কুরুসত্তমাঃ। বনে ক্লেশং সুখোদর্কং তৎ প্রবক্ষ্যামি তে শৃণু।' এষ শ্লোকোঽভ্যধিকঃ—ব কা নি।

অরণীসহিতং মন্থং সমাসক্তং বনস্পতৌ।
মৃগস্য ঘর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥৭॥
তমাদায় গতো রাজন্! ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমান্তরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ ॥৮॥
তস্য গত্বা পদং রাজন্! আসাদ্য চ মহামৃগম্।
অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ! ॥৯॥
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তপ্তোঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনুরাদায় কৌন্তেয়ঃ প্রাদ্রবদ্‌ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥
সন্নদ্ধা ধন্বিনঃ সর্ব্বে প্রাদ্রবন্ নরপুঙ্গবাঃ।
ব্রাহ্মণার্থে যতন্তস্তে শীঘ্রমন্বগমন্ মৃগম্ ॥১১॥
কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্তো মহারথাঃ।
নাবিধ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র পশ্যন্তো মৃগমন্তিকাৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অরণীতি। সমাসক্তং শাখায়াং সংলগ্নম্, বনস্পতৌ আশ্রমবৃক্ষে ॥৭॥
তমিতি। তমরণীসহিতং মন্থম্। প্লবমানো লম্ফেন বিহায়সা গচ্ছন্ ॥৮॥
তস্যেতি। পদং পদাঙ্কম্। তদানয়ত, তদা চাগ্নিহোত্রং মে ন লুপ্যেত ॥৯॥
ব্রাহ্মণস্যেতি। প্রাদ্রবৎ দ্রুতং প্রাতিষ্ঠত ॥১০॥
সন্নদ্ধা ইতি। সন্নদ্ধা ধৃতকবচাদয়ঃ। যতন্তো যতমানাঃ ॥১১॥
কর্ণীতি। মৃগং পশ্যন্তোঽপি নাবিধ্যন্ তং ব্যদ্ধুং নাশক্নুবন্ ॥১২॥

"আমার অরণী ও মন্থ আশ্রমের বৃক্ষে সংলগ্ন ছিল; একটা হরিণ শৃঙ্গদ্বারা তাহা সঞ্চালন করিতে থাকায় তাহা তাহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছিল ॥৭॥

রাজা! মহাবেগশালী সেই বিশাল হরিণটা তাহা লইয়া লাফাইতে লাফাইতে সত্বর আশ্রমের দূরে চলিয়া গিয়াছে। ॥৮॥

রাজা! অপর পাণ্ডবগণ! আপনারা তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহার নিকট যাইয়া আমার সেই অরণী ও মন্থ আনয়ন করুন; তাহা হইলে আর আমার অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত হইবে না" ॥৯॥

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া ধনু লইয়া ভ্রাতাদের সহিত দ্রুত প্রস্থান করিলেন ॥১০॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই কবচ পরিধান করিয়া ধনু লইয়া ব্রাহ্মণের জন্য যত্নবান্ হইয়া সত্বর সেই মৃগের অনুসরণ করিলেন ॥১১॥

(৮) আবশ্যকোঽপ্যয়ং শ্লোকঃ পি নাস্তি। (৯) শ্লোকাৎ পরম্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ'—পি।

তেষাং প্রয়তমানানাং নাদৃশ্যত মহামৃগঃ।
অপশ্যন্তো মৃগং শ্রান্তা দুঃখং প্রাপ্তা মনস্বিনঃ ॥১৩॥
শীতলচ্ছায়মাগম্য ন্যগ্রোধং গহনে বনে।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৪॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং নকুলো দুঃখিতস্তদা।
অব্রবীদ্‌ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমমর্ষাৎ কুরুনন্দনম্ ॥১৫॥
নাস্মিন্ কুলে জাতু মমজ্জ ধর্ম্মো ন চালস্যাদর্থলোপো বভূব।
অনুত্তরাঃ সর্ব্বভূতেষু ভূয়ঃ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ং কিন্নু রাজন্! ॥১৬॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
আরণেয়ে মৃগান্বেষণে পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। নাদৃশ্যত তৈরেব। দুঃখং প্রাপ্তাঃ, অরণীমপ্রাপ্তেঃ ॥১৩॥
শীতলেতি। ন্যগ্রোধং বটবৃক্ষম্। ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং পরীতাঙ্গাঃ ক্লান্তদেহাঃ ॥১৪॥
তেষামিতি। তেষাং মধ্যে। অমর্ষাৎ দুঃখক্ষোভাৎ ॥১৫॥
নেতি। অস্মিন্ অস্মদীয়ে কুলে, জাতু কদাচিদপি, ধর্ম্মো ন মমজ্জ লয়ং প্রাপ্তো বভূব;

ভারতভাবদীপঃ

অস্থিতি। অম্বুভক্ষাঃ ব্রতিনঃ, ফলাহারাঃ ফলান্যেবাহর্ত্তুং শীলাঃ ॥১—২॥ অরণী উত্তরাধরেঽগ্নিমথনকাষ্ঠে তাভ্যাং সহিতং মন্থং নির্ম্মথনদণ্ডম্ ॥৩॥ আশ্রমান্তরিতঃ আশ্রমদূরগতঃ ॥৪—৮॥ পদং মার্গে চিহ্নং গত্বা প্রাপ্য তেনৈব পথা আনয়ত ॥৯—১৫॥ ধর্ম্মো

ক্রমে মহারথ পাণ্ডবেরা নিকটে হরিণটাকে দেখিয়া কর্ণী, নালীক ও নারাচ নিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥১২॥

তাঁহারা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই সে মহাহরিণ অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন পরিশ্রান্ত মনস্বী পাণ্ডবেরা সে হরিণ না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন ॥১৩॥

তখন পাণ্ডবেরা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া সেই নিবিড় বনমধ্যেই শীতল-চ্ছায়াযুক্ত একটা বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন ॥১৪॥

তখন তাঁহাদের মধ্যে নকুল দুঃখিত হইয়া ক্ষোভবশতঃ কুরুনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৫॥

---

(১৫)...অব্রবীদ্‌ভ্রাতরং শ্রেষ্ঠম্...বা ব কা। * '...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...দশাধিকত্রিশততমঃ...' —বা ব, '...একাদশাধিকত্রিশততমঃ...'—কা, '...দ্বাদশাধিকত্রিশততমঃ...' —নি।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নাপদামস্তি মর্য্যাদা ন নিমিত্তং ন কারণম্।
ধর্ম্মস্তু বিভজত্যর্থমুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আলস্যাচ্চ অর্থলোপঃ কার্য্যনাশো ন বভূব। হে রাজন্! সর্ব্বভূতেষু মমৈতৎ নিষ্পাদয়েতি প্রার্থয়মানেষু সর্ব্বলোকেষু, অনুত্তরা ন পারয়ামীত্যেবমুত্তরেণ রহিতা অপি বয়ম্, ইদানীং ভূয়ো বহুলম্, কিম্, সংশয়ম্ অরণীমন্থাবানেতুং শক্নুমো ন বেতি সন্দেহং সম্প্রাপ্তাঃ। তদ্ব্রূহীত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

নেতি। ঈদৃশীনাম্ আপদাং মর্য্যাদা সীমা নাস্তি, ইতোঽধিকাপি ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ। নিমিত্তং পরঘটিতো হেতুরপি নাস্তি, কারণম্ আত্মঘটিতো হেতুরপি নাস্তি। কিন্তু ধর্ম্মঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপমদৃষ্টম্, স্ববিশেষরূপেণ খ্যাতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ, অর্থং ফলরূপং সুখদুঃখাত্মকবিষয়ং বিভজতি বিভজ্য দদাতি। অদৃষ্টবশাদেবাস্মাকম্ অরণীমন্থপ্রাপ্তিবিষয়ে সংশয়রূপেয়মাপদুপস্থিতেত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ন মমজ্জ ধর্ম্মলোপোঽর্থলোপশ্চ নাভূৎ, আলস্যাদিত্যুপচর্য্যতে ত্বয়ি অনুত্তরাঃ প্রতিবাক্যরহিতাঃ সর্ব্বভূতেষু কার্য্যার্থে উপস্থিতে ওমিত্যেব বদামো ন তু বাক্যান্তরমিত্যর্থঃ। সংশয়ঃ ব্রাহ্মণস্য কর্ম্মলোপনিমিত্তং দোষম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৫॥

"রাজা! এই বংশে কখনও ধর্ম্মলোপ হয় নাই, আলস্যবশতঃ কার্য্যনাশও হয় নাই এবং যে কোন লোক আসিয়া কার্য্যসাধনের প্রার্থনা করিলে, আমরা 'পারিব না' বলিয়া উত্তরও করি নাই; কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের কার্য্যসাধনবিষয়ে গুরুতর সংশয়াপন্ন হইলাম কেন?" ॥১৬॥

—:*:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"এইরূপ আপদের সীমা নাই, কিংবা ঐহিক পরঘটিত

ভীম উবাচ।

প্রাতিকাম্যনয়ৎ কৃষ্ণাং সভায়াং প্রেষ্যবত্তদা।
ন ময়া নিহতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥২॥

অর্জ্জুন উবাচ।

বাচস্তীক্ষ্ণাস্থিভেদিন্যঃ সূতপুত্রেণ ভাষিতাঃ।
অতিতীব্রা ময়া ক্ষান্তাস্তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৩॥

সহদেব উবাচ।

শকুনিস্ত্বাং যদাঽজৈষীদক্ষদ্যূতেন ভারত!।
স ময়া ন হতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং বাক্যমব্রবীৎ।
আরুহ্য বৃক্ষং মাদ্রেয়! নিরীক্ষস্ব দিশো দশ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রাতীতি। প্রাতিকামী তন্নিবৃত্তো দুঃশাসন ইত্যর্থঃ। প্রেষ্যবৎ দাসীমিব। কর্ত্তব্যাকরণ-পাপেনৈব জনিতোঽমস্মাকমাপদিতি ভাবঃ। পরয়োরপ্যেবমূহ্যং ॥২॥

বাচ ইতি। তীক্ষ্ণা রূক্ষাঃ, অস্থিভেদিন্যঃ অস্থিপর্য্যন্তবিদারিণ্যঃ ॥৩॥

শকুনিরিতি। ত্বাং যুধিষ্ঠিরম্। অক্ষৈর্দ্যূতং ক্রীড়া তেন ॥৪॥

তত ইতি। নিরীক্ষস্ব, জলান্বেষণার্থমিতি ভাবঃ ॥৫॥

হেতু নাই, অথবা ঐহিক আত্মঘটিত হেতুও নাই; কিন্তু পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্টই লোকের এইরূপ সুখ ও দুঃখ দিয়া থাকে” ॥১॥

ভীম বলিলেন—“সেই সময়ে দুঃশাসন দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীকে সভামধ্যে নিয়া গিয়াছিল, তাহাকে যে আমি তখন বধ করি নাই, সেই পাপেই আমরা এই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥২॥

অর্জ্জুন বলিলেন—“কর্ণ তখন অস্থিবিদারক অতিতীব্র কটু বাক্য সকল বলিয়াছিল, তাহা যে আমি সহ্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥৩॥

সহদেব বলিলেন—“ভরতনন্দন! শকুনি যখন পাশাখেলায় আপনাকে জয় করিয়াছিল, তখন তাহাকে যে আমি বধ করি নাই, তাহাতেই এই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—“মাদ্রীনন্দন! কোন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ পর্য্যবেক্ষণ কর ॥৫॥

পানীয়মন্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যুদকাশ্রিতান্।
এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রান্তাস্তব তাত! পিপাসিতাঃ ॥৬॥
নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা শীঘ্রমারুহ্য পাদপম্।
অব্রবীদ্‌ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥৭॥
পশ্যামি বহুলান্ রাজন্! বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্।
সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্ ॥৮॥
ততোঽব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
গচ্ছ সৌম্য! ততঃ শীঘ্রং তূণৈঃ পানীয়মানয় ॥৯॥
নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শাসনাৎ।
প্রাদ্রবদ্‌যত্র পানীয়ং শীঘ্রঞ্চৈবাভ্যপদ্যত ॥১০॥
স দৃষ্ট্বা বিমলং তোয়ং সারসৈঃ পরিবারিতম্।
পাতুকামস্ততো বাচমন্তরীক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

পানীয়মিতি। পানীয়মস্তি ন বেতি পশ্যেত্যর্থঃ। উদকাশ্রিতান্ জলজীবিনঃ। 'জলাদর্শনেঽপি জলজীবিবৃক্ষদর্শনেনৈব জলসত্তানুমানসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৬॥

নকুল ইতি। পাদপং সান্নিধ্যাদ্বং বটবৃক্ষম্। সমন্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু ॥৭॥

পশ্যামীতি। সারসানাং জলাশ্রিতপক্ষিবিশেষাণাম্, নির্হ্রাদং রবম্ ॥৮॥

তত ইতি। সত্যধৃতির্যথার্থধৈর্য্যশালী। তূণৈঃ শূন্যতূণীরৈঃ ॥৯॥

নকুল ইতি। শাসনাদাদেশাৎ অভ্যপদ্যত অলভত ॥১০॥

স ইতি। স প্রসিদ্ধঃ। পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্। স নকুলঃ ॥১১॥

নিকটে জল বা জলজীবী বৃক্ষ আছে কি না দেখ। কারণ, বৎস! তোমার এই ভ্রাতারা পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন ॥৬॥

"তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া নকুল সত্বরই সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া এবং সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥৭॥

"রাজা! জলাশ্রিত বহুতর বৃক্ষ দেখিতেছি এবং সারসপক্ষীর রবও শুনিতেছি; সুতরাং নিশ্চয়ই এইখানে জল আছে" ॥৮॥

তাহার পর প্রকৃতধৈর্য্যশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলিলেন—"সৌম্য! সত্বর গমন কর এবং তূণে করিয়া তথা হইতে জল আনয়ন কর" ॥৯॥

"তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ অনুসারে যেখানে জল ছিল, সেইখানে সত্বরই গেলেন এবং জলও পাইলেন ॥১০॥

---

(১১) শ্লোকাৎ পরম্ 'যক্ষ উবাচ'—বা ব কা নি।

মা তাত! সাহসং কার্ষীর্মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু মাদ্রেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ ॥১২॥
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং নকুলঃ সুপিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৩॥
চিরায়মাণে নকুলে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীদ্ভ্রাতরং বীরং সহদেবমরিন্দমম্ ॥১৪॥
ভ্রাতা হি চিরযাতো নঃ সহদেব! তবাগ্রজঃ।
তঞ্চৈবানয় সোদর্য্যং পানীয়ঞ্চ সমানয় ॥১৫॥
সহদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তাং দিশং প্রত্যপদ্যত।
দদর্শ চ হতং ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। সাহসং জলপানায় হঠকারিতাম্। পূর্ব্বপরিগ্রহঃ পূর্ব্বাধিকৃতমিদং জলম্ ॥১২॥
অনেতি। সুপিপাসিতত্বাদেব অনাদৃত্যেতি ভাবঃ। নিপপাত ভূমৌ ॥১৩॥
চিরেতি। বীরত্বাদেবারিন্দমঃ, অরিন্দমত্বাদেব চ তৎপ্রেষণে উদ্বেগাভাব ইতি ভাবঃ ॥১৪॥
ভ্রাতেতি। অস্মাকং ভ্রাতৃত্বাত্তব চাগ্রজসোদর্য্যত্বাত্তদানয়নং সর্ব্বথৈবোচিতমিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥
সহেতি। অপদ্যত অগচ্ছৎ। হতং হতমিব ভূমৌ শয়িতমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

তখন নকুল সারসপক্ষি-পরিবেষ্টিত নির্ম্মল জল দেখিয়া তাহা পান করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন আকাশ হইতে এই বাক্য শুনিলেন—॥১১॥

"বৎস! এই জল পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং সাহস করিও না। তবে, মাদ্রীনন্দন! আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরে পান কর এবং হরণ কর" ॥১২॥

নকুল অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত ছিলেন বলিয়া সেই কথা অগ্রাহ্য করিয়া সেই শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৩॥

নকুল বিলম্ব করিতে থাকিলে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, বীর ও শত্রুদমনকারী ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন—॥১৪॥

"সহদেব! আমাদের ভ্রাতা এবং তোমার অগ্রজ সহোদর নকুল অনেকক্ষণ গিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে আনয়ন কর এবং জলও আনয়ন কর" ॥১৫॥

"তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া সহদেব সেই দিকে গেলেন এবং যাইয়া দেখিলেন—ভ্রাতা নকুল নিহতের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৬॥

(১৫) ...তথৈবানয় সোদর্য্যম্—বা ব কা, ...পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়—বা ব কা নি।

ভ্রাতৃশোকাভিসন্তপ্তস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ।
অভিদুদ্রাব পানীয়ং ততো বাগভ্যভাষত ॥১৭॥
মা তাত! সাহসং কার্ষীর্মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা যথাকামং পিবস্ব চ হরস্ব চ ॥১৮॥
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং সহদেবঃ পিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৯॥
অথাব্রবীৎ স বিজয়ং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতরৌ তে চিরগতৌ বীভৎসো! শত্রুকর্ষণ! ॥২০॥
তৌ চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ত্বং হি নস্তাত! সর্ব্বেষাং দুঃখিতানামুপাশ্রয়ঃ ॥২১॥
এবমুক্তো গুড়াকেশঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
আমুক্তখড়্গো মেধাবী তৎ সরঃ প্রত্যপদ্যত ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাত্রিতি। পানানন্তরমপ্যনুসন্ধানং স্যাদিতি বিভাব্য প্রাক্ পানীয়াভিদ্রবণম্ ॥১৭॥

মেতি। পিবস্ব চ হরস্ব চ জলমিতি শেষঃ ॥১৮॥

অনাদৃত্যেতি। পিপাসা অস্য সঞ্জাতেতি পিপাসিতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্ ॥১৯॥

অথেতি। বিজয়মর্জ্জুনম্। সম্বোধনদ্বয়েন তস্যাজয্যত্বং সূচিতম্ ॥২০॥

তাবিতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। উপাশ্রয়ঃ অবলম্বনম্ ॥২১॥

তখন সহদেব ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত এবং তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া জলের দিকে ধাবিত হইলেন; তাহার পর একটা বাক্য ইহা বলিল—॥১৭॥

"বৎস! এই জল পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং সাহস করিও না। তবে, আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া ইচ্ছানুসারে জল পান কর এবং জল লইয়া যাও" ॥১৮॥

পিপাসার্ত্ত সহদেব সে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৯॥

তাহার পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন—"বীভৎসু! শত্রুদমন! তোমার ভ্রাতারা অনেকক্ষণ গিয়াছে ॥২০॥

তুমি তাহাদিগকে আনয়ন কর এবং জলও আনয়ন কর। বৎস! আমরা দুঃখী; সুতরাং তুমিই আমাদের সকলের আশ্রয়। তোমার মঙ্গল হউক" ॥২১॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন ধনু, বাণ ও তরবারি ধারণ করিয়া সেই সরোবরের দিকে গমন করিলেন ॥২২॥

ততঃ পুরুষশার্দ্দূলৌ পানীয়হরণে গতৌ।
তৌ দদর্শ হতৌ তত্র ভ্রাতরৌ শ্বেতবাহনঃ ॥২৩॥
প্রসুপ্তাবিব তৌ দৃষ্ট্বা নরসিংহঃ সুদুঃখিতঃ।
ধনুরুদ্যম্য কৌন্তেয়ো ব্যলোকয়ত তদ্বনম্ ॥২৪॥
নাপশ্যত্তত্র কিঞ্চিৎ স ভূতমস্মিন্ মহাবনে।
সব্যসাচী ততঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যধাবত ॥২৫॥
অভিধাবংস্ততো বাচমন্তরীক্ষাৎ স শুশ্রুবে।
কিমাসীদসি পানীয়ং নৈতচ্ছক্যং বলাত্ত্বয়া ॥২৬॥
কৌন্তেয়! যদি প্রশ্নাংস্তান্ ময়োক্তান্ প্রতিপৎস্যসে।
ততঃ পাস্যসি পানীয়ং হরিষ্যসি চ ভারত! ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। গুড়াকেশঃ অর্জ্জুনঃ। আমুক্তখড়্গঃ ধৃতকৃপাণঃ, অপগততাগচ্ছৎ ॥২২॥
তত ইতি। তৌ নকুলসহদেবৌ। শ্বেতবাহনঃ অর্জ্জুনঃ ॥২৩॥
প্রেতি। নরসিংহঃ অর্জ্জুনঃ। উদ্যম্য উত্তোল্য ॥২৪॥
নেতি। ভূতং প্রাণিনম্। সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ ॥২৫॥
অভীতি। কাং বাচমিত্যাহ—কিমিতি। আসীদসি জলস্যাসন্নো ভবসি ॥২৬॥
কৌন্তেয়েতি। প্রতিপৎস্যসে উত্তরযুক্তান্ কর্ত্তুং শক্ষ্যসে। ততস্তদা ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নাপদামিতি। নিমিত্তং ফলং ধর্ম্মঃ প্রারব্ধরূপস্তর্থং ফলং সুখদুঃখস্বরূপং বিভজতি ॥১॥ প্রেষ্যবৎ প্রেষ্যামিব ॥২—১১॥ সাহসং জলপানরূপম্, পরিগ্রহো নিয়মঃ, যো মৎপ্রশ্নান্ বদেৎ

তাহার পর অর্জ্জুন সেখানে যাইয়া দেখিলেন—জল আহরণের জন্য আগত নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব নিহত হইয়া রহিয়াছেন ॥২৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে নিদ্রিতের ন্যায় দেখিয়া অতিদুঃখিত হইয়া ধনু উত্তোলন করিয়া সেই বন দর্শন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

কিন্তু পরিশ্রান্ত অর্জ্জুন সেই মহাবনে তখন কোন প্রাণীকেই দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর তিনি জলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫॥

তিনি জলের দিকে ধাবিত হইয়া আকাশ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন—"কুন্তীনন্দন! তুমি জলের নিকট যাইতেছ কেন; বলপূর্ব্বক তুমি এ জল লইতে পারিবে না ॥২৬॥

ভরতনন্দন! তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তবে জল পান করিতেও পারিবে, হরণ করিতেও পারিবে" ॥২৭॥

বারিতস্ত্বব্রবীৎ পার্থো দৃশ্যমানো নিবারয়।
যাবদ্বাণৈর্বিনির্ভিন্নঃ পুনর্নৈবং বদিষ্যসি ॥২৮॥
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ।
প্রববর্ষ দিশঃ কৃৎস্নাঃ শব্দবেধঞ্চ দর্শয়ন্।
কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্ ভরতর্ষভ! ॥২৯॥
স ত্বমোঘানিষূন্ মুক্ত্বা তৃষ্ণয়াভিপ্রপীড়িতঃ।
অনেকৈরিষুসংঘাতৈরন্তরীক্ষং ববর্ষ হ ॥৩০॥

যক্ষ উবাচ।

কিং বিঘাতেন তে পার্থ! প্রশ্নানুক্ত্বা ততঃ পিব।
অনুক্ত্বা চ পিবন্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব ন ভবিষ্যসি ॥৩১॥
এবমুক্তস্ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
অবজ্ঞায়ৈব তাং বাচং পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বারিত ইতি। বারিতঃ অদৃশ্যমানেন প্রাণিনা নিষিদ্ধঃ, পার্থোঽর্জ্জুনঃ ॥২৮॥
এবমিতি। শব্দবেধং বাণম্, দর্শয়ন্ আবিষ্কুর্ব্বন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥
স ইতি। ইষুসংঘাতৈঃ তৈরেব বাণৈঃ। ববর্ষ অদৃশ্যভূতবধার্থমিতি ভাবঃ ॥৩০॥
কিমিতি। বিঘাতেন মদ্বিঘাতচেষ্টয়া। ন ভবিষ্যসি ন স্থাস্যসি মরিষ্যসীত্যর্থঃ ॥৩১॥

অর্জ্জুন সেইরূপ নিবারিত হইয়া বলিলেন—"তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়া নিবারণ কর। তাহা হইলে আমার বাণে বিদীর্ণ হইয়া আর এরূপ বলিতে পারিবে না" ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া তাহার পর শব্দবেধবাণ আবিষ্কার করিয়া এবং কর্ণী, নালীক ও নারাচ নিক্ষেপ করিয়া, পরে অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণসমূহদ্বারা সকল দিক্ আবৃত করিলেন ॥২৯॥

পিপাসার্ত্ত অর্জ্জুন অব্যর্থ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে তাহা দ্বারা আকাশটাকেও আবৃত করিলেন ॥৩০॥

তখন সেই অদৃশ্য যক্ষ বলিল—"অর্জ্জুন! আমাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার পর জল পান কর। প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলপানে প্রবৃত্ত হইলে পান করিয়াই মরিবে" ॥৩১॥

এইরূপ বলিলে, সব্যসাচী পৃথানন্দন অর্জ্জুনও সে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া জল পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩২॥

(২৯)…শব্দবিদ্ধঞ্চ দর্শয়ন্—বা ব কা পি।

অথাব্রবীদ্ভীমসেনং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ বীভৎসুশ্চ পরন্তপ! ॥৩৩॥
চিরং গতাস্তোয়হেতোর্ন চাগচ্ছন্তি ভারত।।
তাংশ্চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয় ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)
ভীমসেনস্তথেত্যুক্ত্বা তং দেশং প্রত্যপদ্যত।
যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রা ভ্রাতরোঽস্য নিপাতিতাঃ ॥৩৫॥
তান্ দৃষ্ট্বা দুঃখিতো ভীমস্তৃষ্ণয়া চ প্রপীড়িতঃ।
অমন্যত মহাবাহুঃ কর্ম্ম তদ্যক্ষরক্ষসাম্ ॥৩৬॥
স চিন্তয়ামাস তদা যোদ্ধব্যং ধ্রুবমদ্য বৈ।
পাস্যামি তাবৎ পানীয়মিতি পার্থো বৃকোদরঃ।
ততোঽভ্যধাবৎ পানীয়ং পিপাসুর্ভরতর্ষভঃ ॥৩৭॥

যক্ষ উবাচ।

মা তাত! সাহসং কার্ষীর্মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। পীত্বৈব সরসো জলমিতি শেষঃ ॥৩২॥
অথেতি। বীভৎসুরর্জ্জুনঃ। তোয়হেতোর্জলানয়নার্থম্ ॥৩৩—৩৪॥
ভীমেতি। প্রত্যপদ্যত অগচ্ছৎ। তে অর্জ্জুন-নকুল-সহদেবাঃ ॥৩৫॥
তানিতি। তৎ কর্ম্ম ভ্রাতৃণাং নিপাতনম্, যক্ষরক্ষসাং মায়াবিদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥
স ইতি। ইতি চিন্তয়িত্বা। অভ্যধাবৎ পিপাসুত্বাদেব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

তাহার পর এখানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন—"ভরতনন্দন পরন্তপ! নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুন জল আনয়নের জন্য অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনও আসিতেছে না; অতএব তুমি তাহাদিগকেও আনয়ন কর, জলও আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হউক" ॥৩৩—৩৪॥

"তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া ভীমসেন সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে উঁহার ভ্রাতা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠেরা পতিত হইয়া রহিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তৃষ্ণার্ত্ত মহাবাহু ভীমসেন ভ্রাতৃগণকে নিপতিত দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সে কার্য্যটা যক্ষ-রাক্ষসগণের বলিয়াই মনে করিলেন ॥৩৬॥

তাহার পর তিনি চিন্তা করিলেন—"আজ নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে আগে জল পান করিব"। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিপাসার্ত্ত ভরতশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন ভীমসেন জলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৭॥

এবমুক্তস্তদা ভীমো যক্ষেণামিততেজসা।
অনুক্ত্বৈব তু তান্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৩৯॥
ততঃ কুন্তীসুতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষর্ষভঃ।
সমুত্থায় মহাবাহুর্দহ্যমানেন চেতসা।
ব্যপেতজননির্ঘোষং প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥৪০॥
স গচ্ছন্ কাননে তস্মিন্ হেমজালপরিষ্কৃতম্।
দদর্শ তৎ সরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্ম্মকৃতং যথা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। প্রশ্নান্ মৎপ্রশ্নোত্তরাণি। পিব হরস্ব চ জলমিতি শেষঃ ॥৩৮॥
এবমিতি। তান্ যক্ষকর্ত্তব্যান্। পীত্বৈব জলম্ ॥৩৯॥
তত ইতি। প্রচিন্ত্য নকুলাদীনাং বিলম্বকারণমিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥
স ইতি। হেমজালেন হৈমপদ্মসমূহেন পরিষ্কৃতং পরিশোভিতম্ ॥৪১॥

তখন যক্ষ বলিল—"বৎস কুন্তীনন্দন! এই জল পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং তুমি সাহস করিও না। আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া পরে জল পান কর এবং হরণ কর" ॥৩৮॥

অমিততেজা যক্ষ এইরূপ বলিলে, ভীমসেন তাহার প্রশ্নের উত্তর না বলিয়াই জল পান করিলেন এবং জল পান করিয়াই পতিত হইলেন ॥৩৯॥

তাহার পর এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের বিলম্বের কারণ চিন্তা করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে যাইয়া সেই জন-শব্দ-শূন্য মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

(৩৯) শ্লোকাৎ পরং যাবন্তি পুস্তকানি দৃশ্যন্তে, তাবন্ত এব পাঠভেদাঃ পরিলক্ষ্যন্তে। ইমে শ্লোকাশ্চাধিকাঃ—'ততশ্চিরগতান্ ভ্রাতৄনথ জ্ঞাত্বা যুধিষ্ঠিরঃ। চিরায়মাণো বহুশঃ পুনঃ পুনরুবাচ হ। মাদ্রেয়ৌ কিং চিরায়েতে গাণ্ডীবী কিং চিরায়তে। মহাবলধরস্তত্র কিং নু ভীমশ্চিরায়তে। গচ্ছাম্যেবাং পদং দ্রষ্টুমিতি কৃত্বা যুধিষ্ঠিরঃ। সমুত্তস্থৌ মহাবাহুর্দহ্যমানেন চেতসা। ততঃ কুন্তীসুতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষর্ষভঃ। আত্মনাত্মানমেতচ্চ চিন্তয়ন্নিদমব্রবীৎ। কিং স্বিদ্বনমিদং দুষ্টং কিং স্বিদ্দুষ্টো মৃগো ভবেৎ। প্রাহসন্ বা মহাভূতং শপ্তাস্তেনাথবাঽপতন্। ন পশ্যন্ত্যথবা বীরাঃ পানীয়ং যত্র তে গতাঃ। অম্বিচ্ছদ্ভির্বনে তোয়ং কালোঽয়মভিপাতিতঃ। কিং নু তৎকারণং যেন নায়ান্তি পুরুষর্ষভাঃ। এবমাদীনি বাক্যানি বিমৃশ্য নৃপসত্তমঃ।'—ব পি। (৪০) শ্লোকাৎ পরশ্চায়ং সার্দ্ধশ্লোকোঽধিকঃ—'রুরুভিশ্চ বরাহৈশ্চ পক্ষিভিশ্চ নিষেবিতম্। নীলভাস্বরবর্ণৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতম্। ভ্রমরৈরুপগীতঞ্চ পক্ষিভিশ্চ মহাযশাঃ।'—ব পি নি।

উপেতং নলিনীজালৈঃ সিন্ধুবারৈঃ সবেতসৈঃ।
কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিপ্পলৈশ্চৈব সংবৃতম্।
শ্রমার্ত্তস্তদুপাগম্য সরো দৃষ্ট্বাথ বিস্মিতঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে নকুলাদিপতনে ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স দদর্শ হতান্ ভ্রাতৄন্ লোকপালানিব চ্যুতান্।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে শক্রপ্রতিমগৌরবান্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতমিতি। শ্রমার্ত্তো যুধিষ্ঠিরঃ। বিস্মিতঃ, সৌন্দর্য্যাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

স ইতি। যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে, চ্যুতান্ স্বস্বস্থানভ্রষ্টান্ লোকপালানিব ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

স এবেতঃ পয়ঃ পিবেদ্ধরেচ্চেতি ॥১২—২৭॥ দৃশ্যমানো ভূত্বেতি শেষঃ ॥২৮—৩০॥ বিধানেন যত্নেন। ন ভবিষ্যসি ন মরিষ্যসি ॥৩১—৪০॥ হেমজালানি হেমবর্ণানি কেশরাণি, তৈঃ পরিষ্কৃতং মণ্ডিতম্ ॥৪১॥ সিন্ধুবারৈর্জলবিশেষৈঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৬॥

শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির যাইতে যাইতে সেই বনমধ্যে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতের ন্যায় স্বর্ণপদ্মপরিশোভিত সেই সরোবর দর্শন করিলেন ॥৪১॥

সেই সরোবরের জল পদ্মলতায় আবৃত ছিল এবং তীরদেশ—সিন্ধুবার, বেতস, কেতক, করবীর ও পিপ্পলবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। পরিশ্রান্ত যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥৪২॥

---

* '...নবনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...' —পি, '...একাদশাধিকত্রিশততমঃ...' —বা ব, '...দ্বাদশাধিকত্রিশততমঃ...' —কা, '...ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমঃ...' —নি।

বিনিকীর্ণধনুর্বাণং দৃষ্ট্বা নিহতমর্জ্জুনম্।
ভীমসেনং যমৌ চৈব নির্বিচেষ্টান্ গতায়ুষঃ।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিশ্বস্য শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ ॥২॥
তান্‌দৃষ্ট্বা পতিতান্ ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চিন্তাসমন্বিতঃ।
ধর্ম্মপুত্রো মহাবাহুর্বিললাপ সুবিস্তরম্ ॥৩॥
ননু ত্বয়া মহাবাহো! প্রতিজ্ঞাতং বৃকোদর!।
দুর্য্যোধনস্য ভেৎস্যামি গদয়া সক্থিনী রণে ॥৪॥
ব্যর্থং তদদ্য মে সর্ব্বং ত্বয়ি ভীম! নিপাতিতে।
মহাত্মনি মহাবাহৌ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনে ॥৫॥
মনুষ্যসম্ভবা বাচো বিধর্ম্মিণ্যঃ প্রতিশ্রুতাঃ।
ভবতাং দিব্যবাচস্তু তা ভবন্তি কথং মৃষা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বীতি। শোকবাষ্পেণ পরিপ্লুতঃ সিক্তগণ্ডোঽভবৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
তানিতি। মহাবাহুরপি বিললাপ, দুস্তরদর্শনেন প্রতীকারাসম্ভবাৎ ॥৩॥
বিলাপপ্রকারানাহ। কিং প্রতিজ্ঞাতমিত্যাহ—দুর্য্যোধনস্যেতি। সক্থিনী উরুদ্বয়ম্ ॥৪॥
ব্যর্থমিতি। তৎ তৎপ্রতিজ্ঞাদিকম্ ॥৫॥
মনুষ্যেতি। বিধর্ম্মিণ্যো বিপরীতা ভবিতুমর্হন্তি। ভবতাং সম্বন্ধে ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির দেখিলেন—ইন্দ্রের তুল্য গৌরবশালী ভ্রাতারা, প্রলয়কালে স্বস্বস্থানচ্যুত লোকপালগণের ন্যায় নিহত হইয়া রহিয়াছেন ॥১॥

ধনু ও বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নিহত ও মৃত অবস্থায় নিস্পন্দভাবে রহিয়াছেন; ইহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোকবাষ্পে আপ্লুত হইলেন ॥২॥

মহাবাহু যুধিষ্ঠির সেই ভ্রাতাদের সকলকেই পতিত দেখিয়া চিন্তায় আকুল হইয়া বহুতর বিলাপ করিলেন—॥৩॥

'মহাবাহু ভীমসেন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধে গদাদ্বারা দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিব ॥৪॥

সে সমস্তই আজ আমার ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ, ভীম! কুরুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধক, মহাবাহু ও মহাত্মা তুমি নিপতিত হইয়াছ ॥৫॥

যাক্; মনুষ্যের প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে দেবগণের সেই বাক্যগুলি মিথ্যা হইতেছে কেন। ॥৬॥

দেবাশ্চাপি যদাঽবোচন্ সূতকে ত্বাং ধনঞ্জয় ! ।
সহস্রাক্ষাদনবরঃ কুন্তি ! পুত্রস্তবেতি বৈ ॥৭॥
উত্তরে পারিপাত্রে চ জগুর্ভূতানি সর্ব্বশঃ ।
বিপ্রনষ্টাং শ্রিয়ঞ্চৈষামাহর্ত্তা পুনরোজসা ॥৮॥
নাস্য জেতা রণে কশ্চিদজেতা নৈষ কস্যচিৎ ।
সোঽয়ং মৃত্যুবশং যাতঃ কথং জিষ্ণুর্মহাবলঃ ॥৯॥
অয়ং মমাশাং সংহৃত্য শেতে ভূমৌ ধনঞ্জয়ঃ ।
আশ্রিত্য যং বয়ং নাথং দুঃখান্যেতানি সেহিম ॥১০॥
রণেঽপ্রমত্তৌ বীরৌ চ সদা শত্রুনিবর্হণৌ ।
কথং রিপুবশং যাতৌ কুন্তীপুত্রৌ মহাবলৌ ।
যৌ সর্ব্বাস্ত্রাপ্রতিহতৌ ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি। অবোচন্ উক্তবন্তঃ, সূতকে জন্মসময়ে। অনবরঃ অন্যূনঃ ॥৭॥
উত্তর ইতি। পারিপাত্রে তদাখ্যে পর্ব্বতে। ভূতানি মুনিপ্রভৃতয়ঃ প্রাণিনঃ ॥৮॥
নেতি। অস্য অর্জ্জুনস্য। জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ ॥৯॥
অয়মিতি। সংহৃত্য বিনাশ্য। নাথং রক্ষকম্। সেহিম সোঢ়বন্তঃ ॥১০॥
রণ ইতি। অপ্রমত্তৌ সাবধানৌ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

অর্জ্জুন। তোমার জন্মের সময়েও দেবতারাও তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "কুন্তি ! তোমার এই পুত্র ইন্দ্র হইতে ন্যূন হইবে না" ॥৭॥

উত্তর পারিপাত্রপর্ব্বতে সকল প্রাণীরাই বলিয়াছিলেন যে, ইনি (অর্জ্জুন) নিজের বলে পাণ্ডবদের হস্তচ্যুত সম্পত্তি পুনরায় আনয়ন করিবেন ॥৮॥

এবং কেহই ইঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না, আবার ইনি কাহাকেও জয় না করিয়া ফিরিবেন না।' হায়! সেই মহাবল অর্জ্জুন এই কেন মৃত্যুর অধীন হইলেন ॥৯॥

হায়! আমরা যাহাকে রক্ষকরূপে অবলম্বন করিয়া এই সকল দুঃখ সহ্য করিলাম, সেই অর্জ্জুন আজ আমার সমস্ত আশা বিনষ্ট করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১০॥

কুন্তীনন্দন, মহাবীর ও মহাবল যে ভীম ও অর্জ্জুন যুদ্ধে সর্ব্বদা সাবধান, সমস্ত অস্ত্রে অপ্রতিহত এবং শত্রুহন্তা ছিল, তাহারা কেন মৃত্যুর অধীন হইল ॥১১॥

অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ।
যমৌ যদেতৌ দৃষ্ট্বাদ্য পতিতৌ নাবদীর্য্যতে ॥১২॥
শাস্ত্রজ্ঞা দেশকালজ্ঞাস্তপোযুক্তাঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ।
অকৃত্বা সদৃশং কর্ম্ম কিং শেধ্বং পুরুষর্ষভাঃ। ॥১৩॥
অবিক্ষতশরীরাশ্চাপ্যপ্রমৃষ্টশরাসনাঃ।
অসংজ্ঞা ভুবি সঙ্গম্য কিং শেধ্বমপরাজিতাঃ। ॥১৪॥
সানূনিবাদ্রেঃ সংসুপ্তান্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄন্ মহামতিঃ।
সুখং প্রসুপ্তান্ প্রস্বিন্নঃ পার্থঃ কষ্টাং দশাং গতঃ ॥১৫॥
এবমেবেদমিত্যুক্ত্বা ধর্ম্মাত্মা স নরেশ্বরঃ।
শোকসাগরমধ্যস্থো দধ্যৌ কারণমাকুলঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অশ্মেতি। অশ্মসারময়ং পাষাণসারেণ ঘটিতম্। যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥১২॥
শাস্ত্রেতি। সদৃশং স্বস্বযোগ্যম্। শেধ্বং শয়নং কুরুধ্বম্ ॥১৩॥
অবিক্ষতেতি। অপ্রমৃষ্টশরাসনা অভগ্নকার্ম্মুকাঃ। সঙ্গম্য পতিত্বা ॥১৪॥
সানূনিতি। সংসুপ্তান্ ভূপতিতান্, সানূন্ একদেশান্। প্রস্বিন্নো ঘর্ম্মাক্তঃ ॥১৫॥
এবমিতি। ইদমেষাং মরণম্, এবমাকস্মিকমেব। দধ্যৌ চিন্তয়ামাস ॥১৬॥

আমি দূষিতহৃদয় এবং নিশ্চয়ই আমার সে হৃদয় পাষাণসারদ্বারা নির্ম্মিত। যে হেতু সেই হৃদয় আজ নকুল-সহদেবকে পতিত দেখিয়াও বিদীর্ণ হইতেছে না ॥১২॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা—শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালজ্ঞ, তপস্বী ও সৎক্রিয়ান্বিত ছিলে; তবে আপন আপন যোগ্য কার্য্য না করিয়া শয়ন করিলে কেন ॥১৩॥

হে অপরাজিত ভ্রাতৃগণ! তোমাদের শরীরগুলি অবিক্ষত এবং ধনুগুলিও অভগ্ন রহিয়াছে; তবে তোমরা ভূতলে পতিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন' ॥১৪॥

মহামতি যুধিষ্ঠির ভূতলপতিত পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখ-সুপ্তের তুল্য দেখিয়া কষ্টকর দশায় পতিত হইলেন ॥১৫॥

'ইহা এইরূপই হইবে' এইরূপ বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শোকসাগরে মগ্ন ও আকুল হইয়া তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

---

(১২) অয়ঃসারময়ম্ ··মম দুর্ভিদম্—পি। (১৫)···খিন্নঃ কষ্টাং দশাং গতঃ—বা ব কা নি।

ইতিকর্ত্তব্যতাঞ্চৈব দেশকালবিভাগবিৎ।
নাভিপেদে মহাবাহুশ্চিন্তয়ানো মহামতিঃ ॥১৭॥
অথ সংস্তভ্য ধর্ম্মাত্মা তদাত্মানং তপঃসুতঃ।
এবং বিলপ্য বহুধা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ামাস বীরাঃ কেন নিপাতিতাঃ ॥১৮॥
নৈষাং শস্ত্রপ্রহারোঽস্তি পদং নেহাস্তি কস্যচিৎ।
ভূতং মহদিদং মন্যে ভ্রাতরো যেন মে হতাঃ ॥১৯॥
একাগ্রং চিন্তয়িষ্যামি পীত্বা বেৎস্যামি বা জলম্।
স্যাত্তু দুর্য্যোধনেনেদমুপাংশুবিহিতং কৃতম্ ॥২০॥
গান্ধাররাজচরিতং সততং জিহ্মবুদ্ধিনা।
যস্য কার্য্যমকার্য্যং বা সমমেব ভবত্যুত।
কস্তস্য বিশ্বসেদ্বীরো দুষ্কৃতেরকৃতাত্মনঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নাভিপেদে ন প্রাপ ন নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ ॥১৭॥
অথেতি। সংস্তভ্য স্থিরীকৃত্য। তপসঃ কুন্ত্যাঃ সুতঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
নেতি। শস্ত্রপ্রহারস্তচ্চিহ্নম্, পদং পদচিহ্নম্। ভূতং প্রাণী ॥১৯॥
একেতি। একাগ্রম্ একাগ্রচিত্তং যথা স্যাত্তথা। উপাংশুবিহিতং গুপ্তহত্যা ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

স দদর্শেতি ॥১—৫॥ বিধর্ম্মিণ্যোঽনৃতাঃ ॥৬—৮॥ ন কস্যচিদজেতাপি তু সর্ব্বস্যৈব জেতা ॥৯॥ আশাং রাজ্যাশাম্, সংহৃত্য বিনাশ্য ॥১০—১৫॥ দধ্যৌ কারণং মরণহেতুং বিচারিতবান্ ॥১৬—১৭॥ তপঃসুতো ধর্ম্মপুত্রঃ ॥১৮—১৯॥ উপাংশুবিহিতমস্মাভিরজ্ঞাতং

মহাবাহু, মহামতি ও দেশ-কাল-বিভাগবিৎ যুধিষ্ঠির চিন্তা করিয়াও তখন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ॥১৭॥

তাহার পর ধর্ম্মাত্মা কুন্তীনন্দন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাকে স্থির করিয়া এবং নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া আপন বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিলেন যে, 'বীরগণকে কোন্ ব্যক্তি নিপাতিত করিল ॥১৮॥

ইহাদের দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই এবং এখানে কাহারও পদচিহ্ন নাই; সুতরাং আমি ইহা ধারণা করি যে, যে আমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছে, সে একজন মহাপ্রাণী ॥১৯॥

একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিব, কিংবা জল পান করিয়া জানিব। হয়ত— দুর্য্যোধনই এই গুপ্তহত্যা করিয়াছে ॥২০॥

(১৭) ইতিকর্ত্তব্যতাঞ্চেতি—পি।

অথবা পুরুষৈর্গূঢৈঃ প্রয়োগোঽয়ং কৃতো মহান্।
কোঽন্যঃ প্রতিসমাগচ্ছেৎ কালান্তকযমাদৃতে ॥২২॥
এতেন ব্যবসায়েন তত্তোয়মবগাঢ়বান্।
গাহমানশ্চ তত্তোয়মন্তরীক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥২৩॥

যক্ষ উবাচ।

অহং বকঃ শৈবলমৎস্যভক্ষো নীতা ময়া প্রেতবশং তবানুজাঃ।
ত্বং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র ! ন চেৎ প্রশ্নান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

গান্ধারেতি। গান্ধাররাজেন শকুনিনেতি বিভক্তিলোপ আর্ষঃ, জিহ্মবুদ্ধিনা কুটিলবুদ্ধিনা। দুষ্কৃতেঃ পাপিষ্ঠস্য, অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতস্য। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

অথবেতি। পুরুষৈর্দুর্য্যোধনস্যৈব। প্রতিসমাগচ্ছেৎ প্রতিপক্ষভাবেন প্রত্যক্ষমাগচ্ছেৎ ॥২২॥

এতেনেতি। ব্যবসায়েন নিশ্চয়েন, অবগাঢ়বান্ অবগাঢ়ুমিষ্টবান্ ॥২৩॥

অহমিতি। প্রেতবশং প্রেতরাজবশম্। ব্যাকরোষি বিস্তরেণ ব্রবীষি ॥২৪॥

অথবা সর্ব্বদা বক্রবুদ্ধি শকুনির কার্য্য। যাহার নিকট কার্য্য ও অকার্য্য—দু-ই সমান হইয়া থাকে, সেই পাপিষ্ঠ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন্ বুদ্ধিমান্ বিশ্বাস করিতে পারে? ॥২১॥

অথবা দুর্য্যোধনেরই গুপ্তলোকেরা এই গুরুতর ব্যাপারটা করিয়াছে। না হইলে, কালান্তক যম ব্যতীত অন্য কোন্ লোক প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের বিপক্ষ হইয়া আসিতে পারে?' ॥২২॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুধিষ্ঠির সেই জলে অবগাহন করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং সেই জলে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই আকাশ হইতে শুনিলেন ॥২৩॥

যক্ষ বলিল—"আমি—শৈবল (সেওলা) ও মৎস্যভোজী বকপক্ষী এবং আমিই তোমার ভ্রাতৃগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি; সুতরাং রাজপুত্র! তুমিও যদি বিস্তরক্রমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দাও, তবে তুমিও ইহাদের পঞ্চম হইবে ॥২৪॥

---

(২২) অত্রৈবং পাঠঃ—'অথবা পুরুষৈর্গূঢৈঃ প্রয়োগোঽয়ং দুরাত্মনঃ। ভবেদিতি মহাবুদ্ধির্বহুধা তদচিন্তয়ৎ॥ তস্যাসীন্ন বিষেণেদমুদকং দূষিতং যথা। মৃতানামপি চৈতেষাং বিকৃতং নৈব জায়তে। মুখবর্ণাঃ প্রসন্না মে ভ্রাতৃণামিত্যচিন্তয়ৎ॥ একৈকশশ্চৌঘবলানিমান্ পুরুষসত্তমান্। কোঽন্যঃ প্রতিসমাসেত কালান্তকযমাদৃতে॥' —বা ব কা।

মা তাত! সাহসং কার্ষীর্মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছকুনিনা কৃতম্ ॥২৬॥
হিমবান্ পারিপাত্রশ্চ বিন্ধ্যো মলয় এব চ।
চত্বারঃ পর্ব্বতাঃ কেন পাতিতা ভূরিতেজসা ॥২৭॥
অতীব তে মহৎ কর্ম্ম কৃতঞ্চ বলিনাং বর!।
যান্ ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা নাসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ।
বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাদ্ভুতম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

মেতি। ব্যাখ্যাতমিদং প্রাক্ ॥২৫॥

রুদ্রাণামিতি। মরুতাং বায়ূনাম্, প্রধানভাক্ প্রাধান্যভাক্। শকুনিনা পক্ষিণা ॥২৬॥

হিমবানিতি। এতৎপর্ব্বতচতুষ্টয়তুল্যা এব মে চত্বারো ভ্রাতর ইতি ভাবঃ ॥২৭॥

অতীবেতি। উভয়ত্রাপি তে ত্বয়া। তেষাং সম্বন্ধে মহাদ্ভুতং হননম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্নিহিতম্ ॥২০॥ দুষ্কৃতেঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥২১—২৫॥ (পাঠান্তরে) ওঘবলান্ মহাপ্রবাহবেগান্, প্রতিসমাসেত প্রতিযুধ্যেৎ, কালেঽন্তং করোতি যন্তাদৃশো যমঃ কালান্তকযমস্তস্মাৎ।

বৎস! এই জল পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং তুমি সাহস করিও না। তবে, কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া, তা'র পর জল পান কর এবং হরণ কর" ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি—রুদ্রগণ, বসুগণ বা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান কোন্ দেবতা? না হইলে, একটা পক্ষী এ কাজ করিতে পারে না ॥২৬॥

কোন্ মহাতেজা আজ—হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়—এই চারিটী পর্ব্বতকে নিপাতিত করিয়াছেন? ॥২৭॥

হে বলিশ্রেষ্ঠ! আপনি অতিগুরুতর কার্য্য করিয়াছেন। কারণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণও মহাযুদ্ধে যাহাদিগকে সহ্য করিতে পারেন না, আপনি তাহাদেরই অত্যাশ্চর্য্য বধ করিয়াছেন! ॥২৮॥

---

(২৭) পাতিতা ভূরিতেজসঃ—বা ব কা।

ন তে জানামি যৎ কার্য্যং নাভিজানামি কাঙ্ক্ষিতম্।
কৌতূহলং মহজ্জাতং সাধ্বসঞ্চাগতং মম ॥২৯॥
যেনাস্ম্যুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সমুৎপন্নশিরোজ্বরঃ।
পৃচ্ছামি ভগবংস্তস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি ॥৩০॥

যক্ষ উবাচ।

যক্ষোঽহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ।
ময়ৈতে নিহতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তামশিবাং শ্রুত্বা বাচং স পরুষাক্ষরাম্।
যক্ষস্য ব্রুবতো রাজন্নুপক্রম্য তদা স্থিতঃ ॥৩২॥
বিরূপাক্ষং মহাকায়ং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্।
জ্বলনার্কপ্রতীকাশমধৃষ্যং পর্ব্বতোপমম্ ॥৩৩॥
বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ ভরতর্ষভঃ।
মেঘগম্ভীরনাদেন তর্জ্জয়ন্তং মহাস্বনম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতভাবদীপঃ

নেতি। পক্ষিত্বাৎ কৌতুকম্, ভয়ঙ্করকার্য্যকরণাচ্চ সাধ্বসং ভয়মিতি ভাবঃ ॥২৯॥
যেনেতি। শোকেন ভয়েন চ সমুৎপন্নঃ শিরোজ্বরঃ শিরঃপীড়া যস্য সঃ ॥৩০॥
যক্ষ ইতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্তু। মহৌজসো মহাবলাঃ ॥৩১॥
তত ইতি। অশিবামশুভাম্, পরুষাক্ষরাং নিষ্ঠুরবর্ণাম্। উপক্রম্য উত্থায় ॥৩২॥
বিরূপেতি। বিরূপাক্ষং বিকৃতনয়নম্। তালবৎ তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছ্রয় ঔন্নত্যং যস্য তম্। জ্বলনার্কপ্রতীকাশম্ অগ্নিসূর্য্যতুল্যতেজস্বিনম্। ভরতর্ষভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩—৩৪॥

আপনার যে প্রয়োজন বা যাহা অভীষ্ট, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আমার গুরুতর কৌতুক জন্মিয়াছে এবং ভয়ও উপস্থিত হইয়াছে ॥২৯॥

ভগবন্! আমার যখন মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে এবং শিরঃপীড়াও জন্মিয়াছে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি কে এখানে রহিয়াছেন?" ॥৩০॥

যক্ষ বলিল—"তোমার মঙ্গল হউক; আমি যক্ষ; কিন্তু জলচর পক্ষী নহি এবং আমিই তোমার এই সকল মহাবল ভ্রাতাকে বধ করিয়াছি" ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাহার পর যুধিষ্ঠির যক্ষের সেই নিষ্ঠুর ও অশুভ বাক্য শুনিয়া তখনই তীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩২॥

পরে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেখিলেন—বিকৃতনয়ন, বিশালদেহ, তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং পর্ব্বতের ন্যায় অনাক্রমণীয়

যক্ষ উবাচ।

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্! বার্য্যমাণা ময়াঽসকৃৎ।
বলাত্তোয়ং জিহীর্ষন্তস্ততো বৈ সূদিতা ময়া।
ন পেয়মুদকং রাজন্! প্রাণানিহ পরীপ্সতা ॥৩৫॥
পার্থ! মা সাহসং কার্ষীর্মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয়! ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন চাহং কাময়ে যক্ষ! তব পূর্ব্বপরিগ্রহম্।
কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা ॥৩৭॥
যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসেৎ পুরুষর্ষভ!।
যথাপ্রজ্ঞন্তু তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইম ইতি। জিহীর্ষন্তো হর্ত্তুমিচ্ছন্ত আসন্, সূদিতা নিহতাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥
পার্থেতি। পূর্ব্বপরিগ্রহ এষ সরোবর ইতি শেষঃ। প্রশ্নান্ প্রশ্নোত্তরাণি ॥৩৬॥
নেতি। ন কাময়ে বলাদ্‌গ্রহীতুং নেচ্ছামি। অথ ত্বং প্রশ্নান্ মে বক্তুং শক্ষ্যসি কিমিত্যাহ—কামমিতি। কামং সর্ব্বথা। স্বমাত্মানং নিজাং বুদ্ধিম্ ॥৩৭—৩৮॥

একটা যক্ষ বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং মেঘের ন্যায় গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে তর্জন করিতেছে ॥৩৩—৩৪॥

যক্ষ বলিল—"রাজা! আমি বার বার বারণ করিয়াছিলাম, তথাপি তোমার এই ভ্রাতারা বলপূর্ব্বক জল লইতে ইচ্ছা করিয়াছিল; তাই আমি উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি; অতএব রাজা! প্রাণরক্ষার্থী লোক (আমার অনুমতি ব্যতীত) এখানে জল পান করিতে পারে না ॥৩৫॥

কারণ, পৃথানন্দন! পূর্ব্ব হইতেই এই সরোবর আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং তুমিও সাহস করিও না। তবে, কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া তাহার পর জল পান করিতে বা হরণ করিতে পার" ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যক্ষ! আপনার পূর্ব্বাধিকৃত বস্তু আমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। তা'র পর, সৎপুরুষেরা কোন প্রকারেই এই বিষয়টার প্রশংসা করেন না যে, মানুষ নিজেই নিজের প্রশংসা করে; অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে আপনার প্রশ্নের উত্তর বলিব; আপনি জিজ্ঞাসা করুন" ॥৩৭—৩৮॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্যাভিতশ্চরাঃ।
কশ্চৈনমস্তং নয়তি কস্মিংশ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ।
ধর্ম্মশ্চাস্তং নয়ত্যেনং সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

যুধিষ্ঠিরস্য বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপরীক্ষার্থং প্রষ্টুমারভতে—কিমিতি। স্বিৎ প্রশ্নে। কিং বস্তু, আদিত্যং সূর্য্যম্, উন্নয়তি ঊর্দ্ধং প্রাপয়তি। অক্ষরাধিক্যমার্ষম্। কে চ পদার্থাঃ, তস্যাদিত্যস্য, অভিতশ্চরাঃ সমন্ততো বিচরন্তি। কশ্চ পদার্থঃ, এনমাদিত্যমস্তং নয়তি। কস্মিংশ্চ বস্তুনি, প্রতিতিষ্ঠতি অবতিষ্ঠতে আদিত্য এব ॥৩৯॥

ব্রহ্মেতি। ব্রহ্ম গুণবান্ ব্রাহ্মণঃ, আদিত্যমুন্নয়তি ঊর্দ্ধে স্থাপয়তি, "ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে" ইতি স্বয়মেব প্রাগুক্তেঃ, উন্নতানাং প্রণত্যা উন্নতেরবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ। দেবা মঙ্গলাদয়ো গ্রহাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ। ধর্ম্মো রাশিচক্রভ্রমণব্যাপারঃ, এনমস্তং নয়তি। সত্যে ব্রহ্মণি ব্রহ্মণঃ প্রথমপরিণতিরূপে গগনে, প্রতিতিষ্ঠতি রাশিচক্রাবলম্বনেনাবতিষ্ঠতে, "ভচক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ। পর্য্যেত্যজস্রং তন্নদ্ধা গ্রহকক্ষা যথাক্রমম্ ॥" ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রধানভাক্ প্রাধান্যভাক্ ॥২৬—২৭॥ তে তব ॥২৮॥ তে ত্বয়া ॥২৯—৩৭॥ যদ্যতঃ আত্মনৈবাত্মস্বরূপং বক্তব্যমতস্তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি ॥৩৮॥ কিং স্বিদাদিত্যমুন্নয়তীত্যাদিপ্রশ্নোত্তরমালিকা আত্মনস্তত্ত্বং নির্ণেতুমারব্ধা। "তরতি শোকমাত্মবিদিতি" তজ্‌জ্ঞানস্য ফলবত্ত্বশ্রবণাত্তৎসিদ্ধয়ে চোচ্চাবচং সাধনজাতমস্যাং নিরূপ্যতে তাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥৩৯॥ আদিত্যমাদত্তে শব্দাদীন্ শ্রোত্রাদিভিরিত্যাদিত্যো জীবস্তং গৌরোঽহমন্ধোঽহং দুঃখ্যহং কর্ত্তাহমিত্যাত্মভবাদ্দেহাদ্যাত্মতয়া ভাসমানং বাদিভিশ্চানেকধা বিকল্প্যমানং ব্রহ্ম বেদ উন্নয়তি দেহাদিভ্যঃ পৃথক্ করোতি শ্রুতিরেবাত্মতত্ত্বনির্ণয়ে মানমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ— "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্ত"মিতি। নহু সর্ব্বেঽপি বেদাদাত্মানং জানন্তি নেত্যাহ—দেবা ইতি। দেবাঃ শমাদয়স্তস্যাভিতশ্চরাঃ সহায়াঃ। অস্তং স্বস্থানমপহতপাপ্মাদিগুণাষ্টক-

---

যক্ষ বলিল—"কে সূর্য্যকে উপরে রাখিয়াছে? কাহারা সূর্য্যের সকল দিকে বিচরণ করে? কে সূর্য্যকে অস্তে প্রেরণ করে? এবং কোথায়ই বা সূর্য্য অবস্থান করেন?" ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যকে উপরে রাখিয়াছেন; গ্রহগণ

---

(৪০)...ধর্ম্মশ্চাস্তং নয়তি চ—বা ব কা নি।

যক্ষ উবাচ।

কেন স্বিচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি কেন স্বিদ্বিন্দতে মহৎ।
কেন স্বিদ্দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্! কেন চ বুদ্ধিমান্ ॥৪১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

কেনেতি। হে রাজন্! ব্রাহ্মণঃ কেন গুণেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি স্বিৎ। মানুষঃ কেন প্রকারেণ, মহৎ ব্রহ্ম, বিন্দতে লভতে স্বিৎ। মানুষঃ কেন গুণেন, দ্বিতীয়বান্ একোঽপি সহায়বান্ ভবতি। তথা কেনোপায়েন চ বুদ্ধিমান্ ভবতি। প্রথমে তৃতীয়ে চ পাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৪১॥

শ্রুতেনেতি। ব্রাহ্মণঃ শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি, "একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ। মানুষঃ, তপসা যোগাভ্যাসাদিবৈধক্লেশেন, মহৎ ব্রহ্ম, বিন্দতে লভতে। একোঽপি মানুষঃ, ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ, দ্বিতীয়বান্ সহায়বান্ ভবতি, ধৃতেরেব সহায়স্থানীয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ। বৃদ্ধসেবয়া তদুপদেশলাভেন চ অবুদ্ধিরপি বুদ্ধিমান্ ভবতি ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

বিশিষ্টং তৎকারণভূতং হার্দ্দাকাশং প্রত্যেনং ধর্ম্মঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা কর্ম্মোপাসনরূপো নয়তি প্রাপয়তি, স এবমুক্তবিধং স্বরূপং সগুণব্রহ্মভাবং প্রাপ্য তদ্বাধেন সত্যে সর্ব্ববাধাবধিভূতে শুদ্ধচিন্মাত্রে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভব"দিতি। প্রথমং শাস্ত্রজং জ্ঞানম্, ততঃ শমাদিসম্পন্নস্য যোগবলাদ্দেহাত্মাধ্যাসনিবৃত্তিস্ততঃ স্বর্গাখ্যসগুণব্রহ্মদর্শনং ততঃ কেবলীভাব ইতি শ্রুতেরর্থঃ ॥৪০—৪১॥ বেদস্য সত্যে প্রতিষ্ঠাহেতুত্বমুক্তং তত্র দৃষ্টং দ্বারমাহ— শ্রুতেনেতি। শ্রোত্রিয়ো বেদাধ্যায়ী শ্রুতেনাচার্য্যমুখাদ্বেদার্থাবধারণেন ভবতি ন ত্বক্ষরগ্রহণমাত্রেণ ততশ্চ তপসা যুক্ত্যা চ শ্রুতস্যার্থস্যালোচনেন মহৎ ব্রহ্ম বিন্দতে জানীতে।

সূর্য্যের সকল দিকে বিচরণ করেন; রাশিচক্রের ভ্রমণ সূর্য্যকে অস্তে প্রেরণ করে এবং সূর্য্য রাশিচক্র অবলম্বন করিয়া আকাশে অবস্থান করেন" ॥৪০॥

যক্ষ বলিল—"ব্রাহ্মণ কোন্ গুণে শ্রোত্রিয় হন? মানুষ কি প্রকারে ব্রহ্ম লাভ করে? লোক একাকী থাকিয়াও কোন্ গুণে সহায়শালী হয়? এবং নির্বোধ মানুষও কোন্ উপায়ে বুদ্ধিমান্ হয়?" ॥৪১॥

---

(৪১) দ্যুতিমান্ কেন ভবতি কেন রাজংশ্চ বুদ্ধিমান্। কেন স্বিচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি কেন স্বিদ্বিন্দতে মহৎ ॥—পি। (৪২) রাজোবাচ। ধৃত্যা দ্যুতিমান্ ভবতি—পি।

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষো ভাবঃ পরীবাদোঽসতামিব ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। ব্রাহ্মণানাং কিং দেবত্বং দেববদ্বৎকর্ষহেতুঃ, যেন "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" ইত্যাদিনা তেষাং দেবত্বং বিহিতমিতি ভাবঃ। সতাং স্বেতরসাধারণানাং সাধূনামিব তেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কো ধর্ম্মঃ। এষাং ব্রাহ্মণানাং কশ্চ মানুষো ভাবঃ মনুষ্যযোগ্যা অবস্থা। অসতামসাধূনামিব চ এষাং ব্রাহ্মণানাং কিমাচরণং সম্ভবতি ॥৪৩॥

স্বেতি। স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নমেব, এষাং ব্রাহ্মণানাম্, দেবত্বং দেববদ্বৎকর্ষহেতুঃ। সতাং স্বেতরসাধারণানাং সাধূনামিব এষাং ব্রাহ্মণানাং তপঃ প্রধানো ধর্ম্মঃ। এষাং মানুষো ভাবো মরণম্, মানুষান্তরবৎ। অসতামিব চৈষাং পরীবাদঃ দেবাদিনিন্দা আচরণম্ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মানমেয়গতাসম্ভাবনানিবৃত্তা নিশ্চিনোতি, "ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগে নাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥" ইত্যুক্তলক্ষণয়া নিদিধ্যাসনেনেত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মনীশত্বাদিবিশিষ্টাদবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতাজ্জৈবাদ্রূপাত্তদ্বিপরীতং বিদ্যাপ্রাপ্যং প্রতীচো যদ্দ্বিতীয়ং রূপং তদ্বান্ ভবতি এতত্ত্রয়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্গুরূপদেশাদেব প্রাপ্যেত্যাহ—বুদ্ধিমানিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদিরাত্মদর্শনসাধনত্বেন শ্রবণাদিত্রয়মাচার্য্যবত্ত্বং চেতি দর্শয়তি ॥৪২—৪৩॥ শ্রবণাদ্যধিকারে হেতুমাহ—ত্রিভিরুত্তরৈঃ। স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নং বিপ্রাণাং দেবত্বং স্বর্গলোকপ্রাপকং তপঃশমাদিকং সদাচার ইত্যুপাদেয়দ্বয়ং মানুষো ভাবো দেহাত্মাভিমানঃ মরণং জন্মমরণপ্রাপকঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রোত্রিয় হন; মানুষ তপস্যাদ্বারা ব্রহ্ম লাভ করে; লোক একাকী হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সহায়শালী হয় এবং নির্বোধ মানুষও বৃদ্ধের উপদেশে বুদ্ধিমান্ হয়" ॥৪২॥

যক্ষ বলিল—"ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ কি? সাধুদের ন্যায় তাঁহাদের কোন্ ধর্ম্ম? ব্রাহ্মণদের মানুষভাব কি? এবং তাঁহাদের দুর্জ্জনতুল্য আচরণই বা কি?" ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ; সাধুদের ন্যায় তাঁহাদের তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম; মরণ তাঁহাদের মানুষভাব এবং পরনিন্দা তাঁহাদের দুর্জ্জনতুল্য আচরণ" ॥৪৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইষ্বস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোহসতামিব ॥৪৬॥

যক্ষ উবাচ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কা চৈকা বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৪৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। দেবত্বং দেববদুৎকর্ষহেতুঃ, ইত্যাদিকং পূর্ব্ববদেবাত্র ব্যাখ্যানমুন্নেয়ম্ ॥৪৫॥

ইষ্বিতি। এষাং ক্ষত্রিয়াণাম্, ইষ্বস্ত্রং বাণানামন্যেষামস্ত্রাণাঞ্চ শিক্ষানৈপুণ্যম্, দেবত্বং দেববদুৎকর্ষহেতুঃ। ইষূণামস্ত্রত্বে সত্যপি ইষুপদমন্ত্রেষু তৎপ্রাধান্যজ্ঞাপনার্থং গোবৃষন্যায়াৎ। সতাং স্বেতরসাধারণানাং সাধূনামিব, এষাং ক্ষত্রিয়াণাং যজ্ঞঃ প্রধানো ধর্ম্মঃ। এষাং মানুষো ভাবো ভয়ম্; আর্ত্তানাং শরণাগতানাং পরিত্যাগঃ, অসতামিবৈষামাচরণম্ ॥৪৬॥

কিমিতি। একং মুখ্যম্, যজ্ঞিয়ং জ্ঞানযজ্ঞার্হম্। অন্যত্রাপ্যেবম্। বৃণুতে প্রাধান্যেন সম্বধ্নাতি। নাতিবর্ত্ততে নাতিক্রামতি। ॥৪৭॥

প্রাণ ইতি। যজ্ঞিয়ং জ্ঞানযজ্ঞসম্পাদকম্। অন্যত্রাপ্যেবম্। বৃণুতে সম্বধ্নাতি। তাম্ ঋচম্। তথা চ সামযজুষী যথা কর্ম্মযজ্ঞং সম্পাদয়তঃ, তথ প্রাণমনসী জ্ঞানযজ্ঞম্। একা ঋক্ যজ্ঞং সম্বধ্নাতি, অতএব যজ্ঞস্তামৃচং নাতিক্রামতি ॥৪৮॥

যক্ষ বলিল—"ক্ষত্রিয়গণের দেবত্বের কারণ কি? সাধুদের ন্যায় তাঁহাদের কোন্ ধর্ম্ম? ক্ষত্রিয়দের মানুষভাব কি? এবং তাঁহাদের দুর্জ্জনতুল্য আচরণই বা কি?" ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্যই ক্ষত্রিয়দের দেবত্বের কারণ, সাধুদের ন্যায় তাঁহাদের যজ্ঞ করাই প্রধান ধর্ম্ম, ভয় তাঁহাদের মানুষভাব এবং শরণাগত ত্যাগ তাঁহাদের দুর্জ্জনের তুল্য আচরণ" ॥৪৬॥

যক্ষ বলিল—"যজ্ঞের প্রধান সাম কি? যজ্ঞের প্রধান যজু কি? কোন্ বস্তু যজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয়? যজ্ঞ কোন্ বস্তুকে অতিক্রম করে না?" ॥৪৭॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিং স্বিন্নিবপতাং বরম্।
কিং স্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্বিৎ প্রসবতাং বরম্ ॥৪৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। আবপতাং দেবেভ্যো দদতাং সম্বন্ধে কিং শ্রেষ্ঠং স্বিৎ, নিবপতাং পিতৃভ্যো দদতাং সম্বন্ধে কিং বরং স্বিৎ, প্রতিষ্ঠমানানাং প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তানাং সম্বন্ধে কিং বরং স্বিৎ, প্রসবতাং সন্তানোৎপাদকানাঞ্চ সম্বন্ধে কিং বরং স্বিৎ ॥৪৯॥

বর্ষমিতি। আবপতাং যজ্ঞাদিনা দেবেভ্যো দদতাং সম্বন্ধে বর্ষঃ বৃষ্টিরেব শ্রেষ্ঠম্, "বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইত্যুক্তেরন্নজননে বৃষ্টেঃ প্রধানহেতুত্বাৎ অন্নস্য চ দেবদানসম্পাদনাৎ। নিবপতাং পিতৃভ্যো দদতাং বীজমাত্মশুক্রমেব বরম্, তেন পুত্রাদ্যুৎপত্তেঃ ততশ্চ স্বনিবাপসম্ভবাৎ। প্রতিষ্ঠমানানাং লোকে লব্ধপ্রতিষ্ঠানাং সম্বন্ধে গাবো ধেনবো বরাঃ, দুগ্ধাদিনা অতিথিসৎকারাদিসম্পাদনাৎ। প্রসবতাং সন্তানোৎপাদকানাঞ্চ পুত্রো বরঃ, তস্যৈব স্বপালনবংশরক্ষাদিনা উৎকর্ষাদিতি ভাবঃ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিবাদো দেবব্রাহ্মণাদিদূষণম্ অসদাচার ইতি হেতুদ্বয়ম্ ॥৪৪—৪৫॥ পরিত্যাগ আর্ত্তানামিতি শেষঃ ॥৪৬—৪৭॥ ইতোঽপ্যন্তরঙ্গং হেতুমাহ—প্রাণমনসী নিরুধ্যমানে যজ্ঞে সামযজুষী ইব জ্ঞানযজ্ঞোপকারকে ঋক্ একা মুখ্যা যজ্ঞং জ্ঞানং বৃণুতে স্বীকরোতি জ্ঞানোৎপাদিকেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনে কুরুতে"তি, আত্মহিতার্থমেতৎ ত্রয়ং প্রজাপতিনা সৃষ্টমিত্যাহ—তথা ইতি। তং ত্বৌপনিষদং পুরুষমিত্যৌপনিষদত্ববিশেষণং বাচো মুখ্যত্বমাহ ॥৪৮—৪৯॥ শমাদীনাং প্রাণজয়াদীনাং চাসম্ভবে যজ্ঞাদ্যেব কর্ত্তব্যমিত্যাহ—আবপতাম্ আ সমন্তাৎ দেবাংস্তর্পয়তাং বর্ষং বৃষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং ফলং সর্ব্বলোকোপকারকত্বাৎ। যথোক্তম্—"অগ্নৌ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"প্রাণ—জ্ঞানযজ্ঞের সাম, মন—জ্ঞানযজ্ঞের যজু, মন্ত্রযজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয় এবং যজ্ঞ মন্ত্রকে অতিক্রম করে না" ॥৪৮॥

যক্ষ বলিল—"যাঁহারা দেবতাকে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রধান কি? যাঁহারা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রধান কি? যাঁহারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি? এবং সন্তানোৎপাদকদিগের পক্ষেই বা শ্রেষ্ঠ কি?" ॥৪৯॥

---

(৪৯) কিং স্বিদাপততাং শ্রেষ্ঠম্...কিং স্বিৎ প্রসবতাং বরম্—কা পি। (৫০) বর্ষমাপততাং শ্রেষ্ঠম্...পুত্রঃ প্রসবতাং বরম্—কা পি।

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্ বুদ্ধিমাল্লোঁকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ স ন জীবতি ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রিয়েতি। বুদ্ধিমান্, ধনাদিমত্ত্বয়া লোকপূজিতঃ, দানশক্তত্বাচ্চ সর্ব্বভূতানাং সম্মতঃ কো জনঃ, ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ান্, সর্ব্বেন্দ্রিয়সত্ত্বাদনুভবন্নপি, উচ্ছ্বসন্ শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুর্ব্বন্নপি চ ন জীবতি ॥৫১॥

দেবেতেতি। যো জনঃ, দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ এতেষাং পঞ্চানাম্, ন নির্ব্বপতি যথাযোগ্যং ন দদাতি, স উচ্ছ্বসন্ শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুর্ব্বন্নপি, ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্নপি চেত্যুপলক্ষণম্, ন জীবতি; জীবিতকার্য্যাকরণান্মৃত এবেতি ভাবঃ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি"রিতি। নিবপতাং নিবাপঃ পিতৃতর্পণম্, তৎ কুর্ব্বতাম, বীজং ক্ষেত্ৰারামাত্মাত্মোপকারকং ফলম্। "আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিত্তাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ। প্রযচ্ছন্তু তথা রাজ্যং প্রীতাস্তভ্যং পিতামহাঃ ॥" ইতি স্মৃত্যুক্তং প্রতিষ্ঠমানানামিহৈব প্রতিষ্ঠালিপ্সূনাং গাবঃ শ্রেষ্ঠং প্রসবতাং সন্ততিমিচ্ছূনাং পুত্রঃ শ্রেষ্ঠং ফলং দৌহিত্রাদিভ্যঃ গবাং পুত্রস্য চ দৃষ্টার্থত্বেঽপি অতিথিপ্রীণনদ্বারা শ্রাদ্ধপ্রদানাদিদ্বারোপকারকত্বেন পরম্পরয়া শ্রবণাদ্যধিকারহেতুত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥৫০॥ ইতোঽপি সাধনাদ্রুষ্টো যস্তং নিন্দতি—ইন্দ্রিয়ার্থানিতি। ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দাদীন্, লোকে ধনাদিমত্ত্বেন পূজিতঃ সম্মতো দানাধিকারিত্বেন ॥৫১॥ ন নির্ব্বপতি ন প্রযচ্ছতি দেবতাদিভ্যঃ ॥৫২॥ উক্তসাধনাশক্তেন

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যাঁহারা দেবতাকে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃষ্টিই প্রধান; যাঁহারা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে শুক্রই প্রধান; যাঁহারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ধেনু শ্রেষ্ঠ এবং সন্তানোৎপাদকদিগের পক্ষে পুত্র শ্রেষ্ঠ" ॥৫০॥

যক্ষ বলিল—"বুদ্ধিমান্, লোকসমাজে সম্মানিত এবং সকল লোকের অভিপ্রেত কোন্ লোক ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুভব ও শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে থাকিয়াও জীবিত থাকে না?" ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আপনি—এই পাঁচ শ্রেণীর লোককে যে ব্যক্তি যথাযোগ্য দান করে না, সে ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে থাকিয়াও জীবিত থাকে না" ॥৫২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদ্‌গুরুতরং ভূমেঃ কিং স্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ।
কিং স্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিং স্বিদ্বহুতরং তৃণাৎ ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৫৪॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্‌হৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে ॥৫৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। ভূমেঃ সকাশাৎ কিং গুরুতরং ভারবত্তরং মাননীয়তরঞ্চ স্বিৎ, খাদাকাশাৎ কিম্ উচ্চতরম্ ঊর্দ্ধবর্ত্তিতরং মাননীয়তরঞ্চ স্বিৎ। বায়োঃ সকাশাৎ কিং শীঘ্রতরং দ্রুতগামিতরং স্বিৎ, তৃণাদ্দূর্ব্বাদেরপি কিং বহুতরং স্বিৎ ॥৫৩॥

মাতেতি। মাতা ভূমেরপি গুরুতরা ভারবত্তরা মাননীয়তরা চ, পিতা খাদাকাশাদপি উচ্চতর ঊর্দ্ধবর্ত্তিতরঃ মাননীয়তরশ্চ। মনো বাতাদপি শীঘ্রতরম্, চিন্তা তৃণাদপি বহুতরী ॥৫৪॥

কিমিতি। কিং সুপ্তং নিদ্রিতং সৎ ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি। অক্ষরাধিক্যমার্ষম্। কিং জাতং সৎ ন চোপতি ন স্পন্দতে। "চুপ মন্দায়াং গতৌ" ইতি ভৌবাদিকচুপধাতোঃ প্রয়োগঃ। কস্য প্রাণিস্বরূপস্যাপি হৃদয়ং নাস্তি স্বিৎ, কিং বেগেন বর্দ্ধতে স্বিৎ ॥৫৫॥

মৎস্য ইতি। মৎস্যঃ সুপ্তো নিদ্রিতঃ সন্নপি ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি। অণ্ডং জাতং সৎ ন চোপতি ন স্পন্দতে। অশ্মনঃ বিগ্রহীভূতস্য প্রাণিস্বরূপস্য পাষাণস্য হৃদয়ং নাস্তি। নদী চ বেগেন বর্দ্ধতে, ক্রমশস্তীরভঙ্গাৎ ॥৫৬॥

যক্ষ বলিল—"কে পৃথিবী হইতে গুরুতর? কে আকাশ হইতে উচ্চতর? কে বায়ু হইতেও শীঘ্রতর? এবং কাহারা তৃণ হইতেও বহুতর?" ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মাতা পৃথিবী হইতেও গুরুতর, পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর, মন বায়ু হইতেও শীঘ্রতর এবং চিন্তা তৃণ হইতেও বহুতর" ॥৫৪॥

যক্ষ বলিল—"কোন্ প্রাণী নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না? কোন্ প্রাণী জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না? প্রাণিস্বরূপ কোন্ পদার্থের হৃদয় নাই? এবং কোন্ পদার্থ বেগদ্বারা বৃদ্ধি পায়?" ॥৫৫॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিং স্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্‌ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। মিত্রমত্রোপকারিমাত্রম্। প্রবসতো বিদেশং গচ্ছতঃ কিং মিত্রং স্বিৎ, গৃহে সতস্তিষ্ঠতো জনস্য কিং মিত্রং স্বিৎ। আতুরস্য রোগিণো জনস্য কিং মিত্রম্, মরিষ্যত আসন্নমরণস্য চ জনস্য কিং মিত্রং স্বিৎ ॥৫৭॥

সার্থ ইতি। সমানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স সার্থঃ সহচর ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মাতাপিত্রোঃ শুশ্রূষা মনোনিরোধস্তৃণবত্তুচ্ছায়াশ্চিন্তায়াস্ত্যাগশ্চ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—কিং স্বিদ্‌গুরিতি ॥৫৩—৫৫॥ নন্থ মনোনাশে শূন্যমেবাবশিষ্যত ইত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—মৎস্য ইতি। মৎস্য ইব মৎস্যো জীবঃ জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিহলোকপরলোকয়োর্বা তীরয়োরিব সঞ্চারেণ সুপ্তঃ স্বনীড়ভূতং সদ্রূপং ব্রহ্ম প্রাপ্তো ন নিমিষতি মনোবল্লুপ্তদৃষ্টির্ন ভবতি। "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" ইতি শ্রুতেঃ। নন্থ মৎস্যোঽবিনাশিত্বাদজাতশ্চেৎ কস্তর্হি জাত ইত্যত আহ—অণ্ডং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডরূপং জাতমুৎপন্নং সৎ ন চোপতি ন চলতি, "চুপ মন্দায়াং গতৌ।" পুরুষপ্রবর্ত্তিতমেবাহঙ্কারাদিজড়জাতং চেষ্টতে ইত্যর্থঃ। 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা'দিতি শ্রুতেঃ, কস্তর্হি জাতাজাতয়োরেতয়োঃ সংযোগস্য দুঃখদস্য নিবৃত্ত্যুপায় ইত্যত আহ—অশ্মনঃ অশরীরস্য নিবৃত্তদেহত্রয়াধ্যাসস্য যোগিনো হৃদয়ং শোকনীড়ং নাস্তি। কথং তর্হি সমাধেরপি ব্যুত্তিষ্ঠতীত্যাহ—নদী চিত্তনদী, বেগেন বর্দ্ধতে সুষুপ্তাবস্থাপন্নস্য স্বপ্নদর্শনবৎ সমাহিতোত্থিতস্যায়ং প্রপঞ্চো দৃষ্টিসমসময়মাত্রজাত

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মৎস্য নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড (ডিম) জন্মিবার পর স্পন্দিত হয় না, প্রস্তরময় বিগ্রহের হৃদয় নাই এবং নদী বেগদ্বারা বৃদ্ধি পায়" ॥৫৬॥

যক্ষ বলিল—"বিদেশগামীর মিত্র কে? গৃহস্থের মিত্র কে? রোগীর মিত্র কে? এবং আসন্নমৃত্যু লোকেরই বা মিত্র কে?" ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"বিদেশগামীর মিত্র—সহচর (সাথী), গৃহস্থের মিত্র—ভার্য্যা, রোগীর মিত্র—চিকিৎসক এবং আসন্নমৃত্যু লোকের মিত্র—দান" ॥৫৮॥

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্ব্বভূতানাং কিং স্বিদ্ধর্ম্মং সনাতনম্।
অমৃতং কিং স্বিদ্রাজেন্দ্র! কিং স্বিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৫৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্ব্বভূতানামগ্নিঃ সোমো গবামৃতম্।
সনাতনঃ সত্যধর্ম্মো বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৬০॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকো বিচরতি জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিং স্বিদাবপনং মহৎ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি। অতিথিঃ ভবনে ভোক্তা। সনাতনং নিত্যম্। অমৃতং সুধা ॥৫৯॥

অতিথিরিতি। অগ্নিঃ সর্ব্বভূতানামেবাতিথিঃ সর্ব্বত্রৈব ভোজনাৎ, সোমঃ সোমরসঃ গোরমৃতং গবামৃতং গোদুগ্ধঞ্চ অমৃতম্। সত্যধর্ম্ম এব সনাতনো ধর্ম্মঃ সর্ব্বত্রাব্যত্যয়াৎ। প্রশ্নব্যুৎক্রমেণোত্তরমনয়োঃ। ইদং সর্ব্বং জগচ্চ বায়ুর্ব্বায়ুময়ম্ ॥৬০॥

কিমিতি। ভৈষজ্যম্ ঔষধম্ অব্যভিচারেণ নিবারকমিত্যর্থঃ। আ সম্যক্ উপ্যতে বীজং রূপ্যতে অস্মিন্নিতি আবপনং বীজবপনক্ষেত্রম্ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥৫৬—৫৭॥ মনোরোধাশক্তস্য দানমেব শ্রেয় ইত্যাহ—সার্থো যথা প্রসবতো মিত্রমেবং মরিষ্যতো মর্ত্ত্যস্য দানং মিত্রমিত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ দানস্য চিত্তশুদ্ধিদ্বারা যজ্ঞাদৌ যজ্ঞাদেশ্চ চিত্তৈকাগ্র্যদ্বারা সমষ্ট্যুপাপ্তৌ প্রবৃত্তিহেতুত্বেন চ উপকারকত্বমাহ—অতিথিরিতি। অগ্নিরাহবনীয়াদিরূপঃ, গবামৃতং ক্ষীরং তদেব সোমাখ্যং হোতব্যং সোঽয়ং সনাতনো নিত্যো ধর্ম্মঃ অমৃতো মোক্ষহেতুঃ; তত্র দ্বারমাহ – বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ, "বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টি"-রিতি শ্রুতেঃ, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডাত্মকবায়ুরূপত্বপ্রাপ্তের্মোক্ষদ্বারমিত্যর্থঃ ॥৬০—৬১॥ উক্তলক্ষণস্য

যক্ষ বলিল—"রাজশ্রেষ্ঠ! সমস্ত লোকের অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি? এবং এই জগৎটা কোন্ বস্তুময়?" ॥৫৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"অগ্নি—সমস্ত লোকের অতিথি, সত্যধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম, সোমরস ও গোদুগ্ধই অমৃত এবং এই সমগ্র জগৎটাই বায়ুময়" ॥৬০॥

যক্ষ বলিল—"কে একাকী বিচরণ করে? কে জন্মিয়া আবার জন্মে? হিমের ঔষধ কি? এবং বিশাল ক্ষেত্র কি?" ॥৬১॥

---

(৬০)...সনাতনোঽমৃতো ধর্ম্মঃ—বা ব কা নি। (৬১) কিং স্বিদেকো বিচরতে—বা ব কা নি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥৬২॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং কিং স্বিদেকপদং যশঃ।
কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং সুখম্ ॥৬৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

সূর্য্য ইতি। একঃ স্বসমানদ্বিতীয়রহিতঃ। চন্দ্রমা জাতোঽপি কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়ানন্তরং পুনর্জায়তে। অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যম্ অব্যভিচারেণ তন্নিবারকত্বাৎ ॥৬২॥

কিমিতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মোপযোগীত্যর্থঃ, একপদম্ একমাত্রস্থানং কিং স্বিৎ; যশঃ, একমেব পদং স্থানং যস্য তৎ যশস একমাত্রং কারণং কিং স্বিদিত্যর্থঃ। স্বর্গ্যং স্বর্গজনকম্, একপদম্ একং স্থানং কারণং কিং স্বিৎ; সুখঞ্চ, একং পদং স্থানং যস্য তৎ সুখস্য একমাত্রং কারণং কিং স্বিদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥৬৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বায়োরপি সংহারে কিমবশিষ্যত ইত্যাহ—সূর্য্য একো বিচরতে· সূর্য্যবচ্চিৎপ্রকাশরূপ আত্মৈবাস্তি। অবস্থাত্রয়ে তদভাবে চ প্রকাশ্যসত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ সূর্য্য ইব। কুতস্তর্হি প্রপঞ্চভানমত আহ—চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। "চন্দ্রমা মনো ভূত্বে"তি শ্রুতের্মন এবাবিদ্যাবশাদুৎপদ্যতে তচ্চ দুঃখপ্রদং জগৎ কল্পয়তি। অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপায়মাহ—অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যম্ "অগ্নির্বাগ্ভূত্বে"তি শ্রুতের্বাগেব তত্ত্বমস্যাদিকা হিমস্য সূর্য্যাভিভাবকস্যাবিদ্যাজাড্যস্য ঔষধং নিবারকম্। ভূমিঃ শরীরং তদেব মহদাবপনং বিদ্যায়া অবিদ্যায়াশ্চ নিধানপাত্রম্; ইহৈব সংসারিত্ববদসংসারিব্রহ্মভাবোঽপি সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥৬২॥ অত্র দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাসূত্রং সসাধনমুপক্ষিপ্তম্, ততঃ সপ্তভিস্ত্বংপদার্থশোধনস্ততস্ত্রিভিস্তৎপদার্থশোধঃ সসাধনঃ কৃতঃ, ইদানীং পুনঃ প্রকারান্তরেণ সাধনান্যেব বিদধত্তত্ত্বম্পদার্থয়োরভেদং তত্ত্বমস্যহংব্রহ্মাস্মীত্যাদিমহাবাক্যপ্রতিপাদ্যং দর্শয়তি নবভিঃ—কিং স্বিদেকপদমিত্যাদিনা ॥৬৩॥ একপদম্

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্র জন্মিয়া আবার জন্মেন, অগ্নি—হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী বিশাল ক্ষেত্র" ॥৬২॥

যক্ষ বলিল—"ধর্ম্মের একমাত্র কারণ কি? যশের একমাত্র কারণ কি? স্বর্গের একমাত্র কারণ কি? এবং সুখেরই বা একমাত্র কারণ কি?" ॥৬৩॥

---

(৬২) সূর্য্য একো বিচরতে—বা ব কা নি।

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিং স্বিদ্দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং কিং স্বিদস্য কিং স্বিদস্য পরায়ণম্ ॥৬৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনঞ্চ পর্জ্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্ ॥৬৬॥

যক্ষ উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং কিং স্বিদ্ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

দাক্ষ্যমিতি। দাক্ষ্যং যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্যম্, একপদং ধর্ম্ম্যম্ ধর্ম্মস্যৈকমাত্রং কারণম্; দানম্, একপদং যশঃ যশস একমাত্রং কারণম্। সত্যম্, একপদং স্বর্গং স্বর্গস্যৈকমাত্রং কারণম্; তথা শীলং সচ্চরিত্রম্, একপদং সুখং সুখস্যৈকমাত্রং কারণম্ ॥৬৪॥

কিমিতি। আত্মা বহির্ভূতমাত্মস্বরূপং বস্তু। দৈবকৃতঃ স্বয়মকৃতঃ সখা সহায়ঃ। উপজীব্যতে অনেনেতি উপজীবনং জীবিকানির্ব্বাহোপায়ঃ। পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ ॥৬৫॥

পুত্র ইতি। আত্মা বহির্ভূত আত্মস্বরূপঃ তথৈব প্রিয়ত্বাৎ। উপজীবনং পর্জ্জন্যো মেঘঃ, বৃষ্ট্যা অন্নাদিজননাৎ। পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ, পরলোকেঽপ্যবলম্বনীয়ত্বাৎ ॥৬৬॥

ধন্যানামিতি। ধন্যানাং জনানাং গুণেষু মধ্যে কিমুত্তমং স্বিৎ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

একমেব পর্য্যবসানস্থানং দাক্ষ্যে কৃৎস্নো ধর্ম্মঃ পর্য্যবসিত ইত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্র ॥৬৪॥ উদ্‌যোগো দানং সত্যং শীলঞ্চ সেব্যং তত্রাপি দানমেব পুত্রবদাত্মা ভার্য্যাবৎ সখা পর্জ্জন্যবদুপজীবনঞ্চ আত্মপ্রদত্বাৎ রমণীয়ফলস্বান্নাদত্তমুপতিষ্ঠতীতি বচনেনোপজীবনহেতুত্বাচ্চেত্যাহ—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ধর্ম্মের একমাত্র কারণ—যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্য, যশের একমাত্র কারণ—দান, স্বর্গের একমাত্র কারণ—সত্য এবং সুখের একমাত্র কারণ—সচ্চরিত্র" ॥৬৪॥

যক্ষ বলিল—"মানুষের বহির্ভূত আত্মা কি? উহার দৈবকৃত সখা কে? উহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কি? এবং উহার প্রধান আশ্রয় কি?" ॥৬৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মানুষের বহির্ভূত আত্মা—পুত্র, দৈবকৃত সখা—ভার্য্যা, জীবিকানির্ব্বাহের উপায়—মেঘ এবং প্রধান আশ্রয়—দান" ॥৬৬॥

যক্ষ বলিল—"ধন্য লোকদিগের গুণের মধ্যে কোন্ গুণ উৎকৃষ্ট? ধনের মধ্যে কোন্ ধন শ্রেষ্ঠ? লাভের মধ্যে কোন্ লাভ প্রধান? এবং সুখের মধ্যে কোন্ সুখ উত্তম?" ॥৬৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুত্তমা ॥৬৮॥

যক্ষ উবাচ।

কশ্চ ধর্ম্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধির্ন জীর্য্যতে ॥৬৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্য্যতে ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

ধন্যানামিতি। ধন্যানাং জনানাং গুণেষু মধ্যে দাক্ষ্যং কার্য্যনৈপুণ্যমুত্তমম্। ধনানাং মধ্যে শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানমুত্তমম্, সর্ব্বদা সাহচর্য্যাৎ দানেন বৃদ্ধেশ্চ। লাভানাং মধ্যে আরোগ্যম্, শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠম্, চরমত্বাৎ। তুষ্টিঃ সন্তোষঃ ॥৬৮॥

ক ইতি। পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। সদা ফলং যস্য সঃ। নিয়ম্য সংযম্য ॥৬৯॥

আনৃশংস্যমিতি। আনৃশংস্যম্ অনিষ্ঠুরতা দয়েত্যর্থঃ। ত্রয়ীধর্ম্মো বেদোক্তযজ্ঞাদিধর্ম্মঃ, সদাফলঃ নিত্যফলজনকঃ, প্রাধান্যাৎ। যম্য নিয়ম্য ॥৭০॥

ভারতভাবদীপঃ

কিং স্বিদাস্থেতি ॥৬৫—৬৭॥ ধন্যং ধনায় হিতম্, ধনমপি শ্রুতমেব ন স্বর্ণাদিত্যাহ—উত্তমং শ্রুতমিতি। লাভ আরোগ্যং ধর্ম্মসাধনত্বাৎ তুষ্টিঃ সন্তোষঃ, উদযোগোহধ্যয়নমারোগ্যং সন্তোষশ্চ দৃষ্টদ্বারেণ জ্ঞানে উপকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥৬৮—৬৯॥ আনৃশংস্যং সর্ব্বভূতাভয়দানং সন্ন্যাস ইত্যর্থঃ। ত্রয়ী "মোক্ষমন্ত্রস্ত্রয়ী"তি শ্রুতেস্ত্রয়ীশব্দেনাত্র ত্রিমাত্রঃ প্রণব উচ্যতে, তদাশ্রিতো ধর্ম্মোঽকার-উকারমকারার্থানাং স্থূলসূক্ষ্মকারণোপাধীনাং ক্রমেণ পূর্ব্বপূর্ব্বস্যোত্তরোত্তরত্র প্রবিলাপনেনার্দ্ধ-মাত্রার্থে তুরীয়ে ব্রহ্মণ্যবস্থানং সদাফলোঽবিনাশিফলঃ মোক্ষহেতুত্বাৎ তস্য ধর্ম্মস্য প্রাপ্তো-বুপায়ো মনোনিগ্রহ এব তাবতৈব জ্ঞাতাত্মতত্ত্বো ভূত্বা শোকং তরতি মনোনিগ্রহমার্গশ্চ সদ্ভিঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন "ধন্য লোকদিগের গুণের মধ্যে কার্য্যদক্ষতা উৎকৃষ্ট গুণ; ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধন, লাভের মধ্যে আরোগ্য প্রধান লাভ এবং সুখের মধ্যে সন্তোষ উত্তম সুখ" ॥৬৮॥

যক্ষ বলিল—"জগতে কোন্ ধর্ম্ম প্রধান? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফল উৎপাদন করে? কোন্ বস্তু সংযত করিয়া শোক পায় না? এবং কাহাদের সহিত সন্ধি করিলে তাহা নষ্ট হয় না?" ॥৬৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"দয়াই প্রধান ধর্ম্ম, বেদোক্ত ধর্ম্মই সর্ব্বদা ফল

যক্ষ উবাচ।

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিত্বা ন শোচতি।
কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭২॥

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থঞ্চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থঞ্চৈব রাজসু ॥৭৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নটনর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থঞ্চৈব রাজসু ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। হিত্বা ত্যক্ত্বা। অর্থবান্ ধনী। প্রথমতৃতীয়পাদয়োরক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৭১॥

মানমিতি। মানং গর্ব্বম্। ন শোচতি চিত্তসন্তাপং নাহনুভবতি। কামমভিলাষম্, অভিলাষেণৈব ধনব্যয়াদিনা যোষিদাদিসংগ্রহাদিতি ভাবঃ ॥৭২॥

কিমর্থমিতি। ভৃত্যেষু পুত্রাদিপোষ্যবর্গেষু। রাজস্বিতি বহুবচনং তদীয়প্রধানপুরুষগ্রহণার্থম্। পরত্রাপ্যেবম্ ॥৭৩॥

ধর্ম্মেতি। ভয়ার্থমিত্যত্রার্থশব্দো নিবৃত্ত্যর্থঃ। তেন ভয়নিবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ ॥৭৪॥

উৎপাদন করে, মনকে সংযত করিয়া শোক পায় না এবং সজ্জনদের সহিত সন্ধি করিলে তাহা নষ্ট হয় না" ॥৭০॥

যক্ষ বলিল—"মানুষ কি পরিত্যাগ করিয়া লোকের প্রিয় হয়? কি পরিত্যাগ করিয়া চিত্তসন্তাপ ভোগ করে না? কি পরিত্যাগ করিয়া ধনী হয়? এবং কি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়?" ॥৭১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মানুষ গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া লোকের প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তসন্তাপ ভোগ করে না, আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ধনী হয় এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়" ॥৭২॥

যক্ষ বলিল—"কি জন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়? কিজন্য নট ও নর্ত্তককে দেওয়া হয়? কি উদ্দেশ্যে পোষ্যবর্গকে বিতরণ করা হয়? এবং কি জন্যই বা রাজগণকে বা তাঁহাদের প্রধান পুরুষদিগকে দান করা হয়?" ॥৭৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, যশের জন্য নট

যক্ষ উবাচ।

কেন স্বিদাবৃতো লোকঃ কেন স্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৭৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাত্ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

কেনেতি। ন প্রকাশতে লোক এব ॥৭৫॥

অজ্ঞানেনেতি। প্রায়েণ লোকঃ, অজ্ঞানেন আবৃতঃ প্রতিহতব্রহ্মদর্শনঃ ; তমসা ন প্রকাশতে ঘট ইব লোকো জীবো জীবান্তরস্য। লোকো লোভাদেব মিত্রাণি ত্যজতি, তদ্ধনাদ্যপহরণাৎ। লোকঃ সঙ্গাৎ দুর্জ্জনসংসর্গাদেব স্বর্গং ন গচ্ছতি, তৎপাপসংক্রমাৎ ॥৭৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃপালুভিরেব প্রদর্শনীয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥৭০॥ মনোনিগ্রহে দৃঢ়ং দ্বারং মানাদিচতুষ্টয়ত্যাগ ইত্যাহ—কিং নু ইতি ॥৭১—৭২॥ মানাদিত্যাগেঽপি ধর্ম্মফলমতোঽত্রাপি ব্রাহ্মণে দত্তং যদ্দানং তদেব ধর্ম্মহেতুত্বাদুপকরোতি নান্যত্র দত্তমিত্যাহ—কিমর্থমিতি ॥৭৩—৭৫॥ ননু দানবলাম্নানাদীন্ জিত্বা মনো নিগৃহ্ণত এবাত্যন্তিকো দুঃখনাশো ভবিষ্যতি কিং প্রবিলাপনরূপেণ ত্রয়ীধর্ম্মেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—অজ্ঞানেতি। অজ্ঞানকার্য্যেণ স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়েন জরামরণশোকমোহাদ্যাশ্রয়েণ লোক্যত ইতি লোক আত্মা আবৃতস্তিরোহিতঃ কল্পিতভুজঙ্গেনেব রজ্জুঃ, অতোঽজ্ঞাননাশার্থং ত্রয়ীধর্ম্মোঽবশ্যমেষ্টব্যঃ। ননু সুষুপ্তৌ দেহদ্বয়স্যাভাবাদজ্ঞাননাশোঽস্ত্বেব কিং ত্রয়ীধর্ম্মেণেত্যত আহ—তমসা মূলাজ্ঞানেন সুষুপ্তাবপ্যাবৃতোঽতো ন প্রকাশতে, তস্মাদ্দেহত্রয়মপি প্রবিলাপনীয়মেবেত্যর্থঃ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেব বিরোধাদজ্ঞানকৃতঃ সংসারো

ও নর্ত্তককে দেওয়া হয়, ভরণের জন্য পোষ্যবর্গকে বিতরণ করা হয় এবং ভয়নিবৃত্তির জন্য রাজগণকে বা তাঁহাদের প্রধান পুরুষদিগকে দান করা হয়” ॥৭৪॥

যক্ষ বলিল—“কে লোক-সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে? কি জন্য লোক প্রকাশ পায় না? মানুষ কি দোষে মিত্র ত্যাগ করে? এবং কি দোষেই বা স্বর্গে যাইতে পারে না?” ॥৭৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অজ্ঞানই লোক-সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তমোবশতই জীব অপর জীবের নিকট স্বরূপে প্রকাশ পায় না, মানুষ লোভবশতই মিত্র পরিত্যাগ করে এবং দুর্জ্জনসংসর্গবশতই স্বর্গে যাইতে পারে না” ॥৭৬॥

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো মৃতো ভবেৎ ॥৭৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ॥৭৮॥

যক্ষ উবাচ।

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

মৃত ইতি। পুরুষো জীবন্নপীতি ভাবঃ। রাষ্ট্রং রাজ্যং সুস্থিতমপীত্যাশয়ঃ। শ্রাদ্ধং সাঙ্গমপীত্যভিপ্রায়ঃ। যজ্ঞঃ সুসম্পন্নোঽপীতি তাৎপর্য্যম্ ॥৭৭॥

মৃত ইতি। জীবন্নপি পুরুষো দরিদ্রঃ সন্ মৃত ইব তিষ্ঠতি জীবৎকার্য্যকরণাসামর্থ্যাৎ। সুস্থিতমপি রাষ্ট্রম্ অরাজকং সৎ মৃতমিব বর্ত্ততে অচিরেণ লোপসম্ভবাৎ। সাঙ্গমপি শ্রাদ্ধম্ অশ্রোত্রিয়ং বিদ্বদ্ব্রাহ্মণরহিতং সৎ মৃতমিব ভবতি পূর্ণফলজননাসামর্থ্যাৎ। সুসম্পন্নোঽপি যজ্ঞঃ অদক্ষিণঃ সন্ মৃত ইব জায়তে পূর্ণফলোৎপাদনাশক্তত্বাৎ ॥৭৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ন মনোরোধমাত্রেণ নশ্যতি কিন্তু সর্ব্ববাধেন রজ্জুমধিগম্যৈব যথা সমূলস্য ভয়স্য নাশস্তথা দেহত্রয়বাধেন স্বরূপাধিগমেনৈব সমূলস্য সংসারস্য নাশ ইতি ভাবঃ। অতো লোভসঙ্গৌ ত্যক্ত্বা জ্ঞানমেব সাধনীয়মিত্যাহ—লোভাদিতি ॥৭৬—৭৭॥ লোভসঙ্গয়োরত্যাগে দোষমাহ—মৃত ইতি। দরিদ্রো লুব্ধচিত্তঃ স দানাদ্যসমর্থত্বেন মৃত এব তত্র দৃষ্টান্তঃ মৃতং রাষ্ট্রমিব রাষ্ট্রং প্রাণভূমিপতেঃ সঞ্চারস্থানং শরীরং স্বরাজকং নষ্টপ্রাণং যথা তথা দরিদ্রো জীবন্মৃত ইত্যর্থঃ।

যক্ষ বলিল—"মানুষ জীবিত থাকিয়াও কেন মৃতের ন্যায় থাকে? রাজ্য ঠিক্ থাকিয়াও কেন মৃততুল্য হইয়া পড়ে? শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হইয়াও কেন মৃতের ন্যায় (অসম্পন্ন) হয়? এবং যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াও কেন মৃতের ন্যায় (অসম্পন্ন) হয়?" ॥৭৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মানুষ জীবিত থাকিয়াও দরিদ্র হইয়া মৃতের ন্যায় থাকে, রাজ্য ঠিক্ থাকিয়াও অরাজক হইয়া মৃততুল্য হইয়া পড়ে, শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হইয়াও পণ্ডিতব্রাহ্মণশূন্য হইলে মৃতের ন্যায় (পণ্ড) হইয়া যায় এবং যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াও দক্ষিণাশূন্য হইলে মৃততুল্য (পণ্ড) হয়" ॥৭৮॥

যক্ষ বলিল—"দিক্ কি? জল কি? অন্ন কি? বিষ কি? এবং শ্রাদ্ধের কাল কি? তাহা বল, পরে জল পান কর এবং হরণ কর" ॥৭৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্‌ জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ! মন্যসে ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

কেতি। কালম্ অমাবস্যাপরাহ্লাদিব্যতিরিক্তমিত্যাশয়ঃ ॥৭৯॥

সন্ত ইতি। সন্তঃ সাধব এব দিক্, সর্ব্বথা গমনীয়ত্বাৎ। আকাশমেব জলম্, জীবনহেতুত্বাৎ। গৌর্ধেনুরেব অন্নং তৎস্বরূপা, ক্ষীরাদিদানেন তৎকার্য্যকরণাৎ। মানিজনস্য প্রার্থনৈব বিষম্, যাতনাজনকত্বাৎ। ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিপাবনব্রাহ্মণলাভকাল এব শ্রাদ্ধস্য কালঃ, "দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তিঃ" ইত্যাদিস্মৃত্যা অমাবস্যাদিতুল্যত্বাভিধানাৎ ॥৮০॥

ভারতভাবদীপঃ

অগ্রিমং দৃষ্টান্তদ্বয়ং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব ॥৭৮—৭৯॥ এবং লোভাদিত্যাগেন দানাদ্যনুষ্ঠানেন শমাদিসম্পত্ত্যা চ যুক্তস্য শ্রবণাদিমতো যজ্‌জ্ঞাতব্যং ব্রহ্মাত্মৈক্যং তদাহ—কা দিগিতি। সন্তো বেদপ্রমাণনিষ্ঠাঃ দিক্ দিশত্যুপদিশতীতি দিগুপদেষ্টার ইত্যর্থঃ। আচার্য্যবচনাদ্‌ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিতি ভাবঃ। তথা "জলং পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী"তি শ্রুতের্জলং পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডাত্মকং কার্য্যং তদভিমানী চেতনশ্চ তেন ব্যষ্টিসমষ্টিজীবো লক্ষ্যতে, আকাশঃ "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশেহস্তং যন্তী"তি শ্রুতেরাকাশোহব্যাকৃতং কারণং তদভিমানী ঈশ্বরস্তেনোচ্যতে। অনয়োর্জলমাকাশমিতি সামানাধিকরণ্যাদভেদ উপাধ্যংশপ্রহাণেনোভয়ত্র শুদ্ধচিন্মাত্রলক্ষণয়া সোহয়ং দেবদত্ত ইত্যত্রেব তদেতদ্দেশকালরূপ-বিশেষণপ্রহাণেন দেবদত্তস্বরূপমাত্রলক্ষণয়া, এতাবানেব সর্ব্বেষু বেদান্তেষু জ্ঞাতব্যোহর্থঃ। ননু ব্যবর্ত্তকে উপাধিভেদে জাগ্রতি সতি কথমনয়োরভেদঃ স্যাদত আহ—গৌরন্নমিতি। গচ্ছতীতি গৌরিন্দ্রিয়ং তদ্‌গ্রাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থং জাতং বা তদন্নমদনীয়ং প্রবিলাপনীয়ং সৈন্ধবোদক-ন্যায়েন। যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুবিলীয়তে। অত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ উপাধ্যোর্মিথ্যাত্বাদেব রজ্জুরগবৎ প্রবিলয়ঃ সুখসাধ্য ইত্যর্থঃ। প্রার্থনা-

---

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"সাধুজনই দিক্, আকাশই জল, গরুই অন্নসংগ্রহকারক, মানী লোকের যাচ্ঞা করাই বিষ এবং পঙ্‌ক্তিপাবন-ব্রাহ্মণ-প্রাপ্তিকালই শ্রাদ্ধের কাল। যক্ষ! আপনিই বা কি মনে করেন?" ॥৮০॥

---

(৮০) শ্লোকাৎ পরং কতিপয়পুস্তকে সপ্তবিংশতিশ্লোকা অধিকা দৃশ্যন্তে। তে চ পুনরুক্তি-দোষদুষ্টত্বাৎ অকিঞ্চিৎকরপ্রশ্নোত্তরবাহুল্যাৎ ভাষাবৈষম্যপ্রতীতেশ্চ নোল্লিখ্যন্তে। তে যথা—

যক্ষ উবাচ। তপঃ কিং লক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ। ক্ষমা দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্ ॥২॥ যক্ষ উবাচ। কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্! কঃ শমশ্চ প্রকী-র্ত্তিতঃ। দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিং চার্জ্জবমুদাহৃতম্ ॥৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। জ্ঞানং তত্ত্বার্থ-

সন্তোষঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা। দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা ॥৪॥ যক্ষ উবাচ। কঃ শত্রু-দুর্জ্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ। কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ ॥৫॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ। সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥৬॥ যক্ষ উবাচ। কো মোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্! কশ্চ মানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। কিমালস্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং কশ্চ শোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মোহো হি ধর্ম্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানিতা। ধর্ম্ম-নিষ্ক্রিয়তালস্যং শোকস্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে ॥৮॥ যক্ষ উবাচ। কিং স্থৈর্য্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং কিঞ্চ ধৈর্য্য-মুদাহৃতম্। স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ কিমিহোচ্যতে ॥৯॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥১০॥ যক্ষ উবাচ। কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে। কো মূর্খঃ কশ্চ কামঃ স্যাৎ কো মৎসর ইতি স্মৃতঃ ॥১১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নাস্তিকো মূর্খ উচ্যতে। কামঃ সংসারহেতুশ্চ হৃত্তাপো মৎসরঃ স্মৃতঃ ॥১২॥ যক্ষ উবাচ। কোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দম্ভঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। কিং তদ্দৈবং পরং প্রোক্তং কিং তৎপৈশুন্যমুচ্যতে ॥১৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মহাজ্ঞান-মহঙ্কারো দম্ভো ধর্ম্মো ধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ। দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুন্যং পরদূষণম্ ॥১৪॥ যক্ষ উবাচ। ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ। এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ ॥১৫॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ। তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥১৬॥ যক্ষ উবাচ। অক্ষয়ো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভারতর্ষভ!। এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নং তচ্ছীঘ্রং বক্তুমর্হসি ॥১৭॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্। পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১৮॥ বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু। দেবেষু পিতৃধর্ম্মেষু সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১৯॥ বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্দানভোগবিবর্জ্জিতঃ। পশ্চান্না-স্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥২০॥ যক্ষ উবাচ। রাজন্! কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা। ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥২১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। শৃণু যক্ষ! কুলং তাত! ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্। কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ ॥২২॥ বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ। অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥২৩॥ পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ। সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ॥২৪॥ চতু-র্ব্বেদোঽপি দুর্বৃত্তঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে। যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২৫॥ যক্ষ উবাচ। প্রিয়বচনবাদী কিং লভতে বিমৃশিতকার্য্যকরঃ কিং লভতে। বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে ধর্ম্মে রতঃ কিং লভতে কথয় ॥২৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি বিমৃশিতকার্য্য-করোঽধিকং জয়তি। বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে যশ্চ ধর্ম্মরতঃ স গতিং লভতে ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তপ-আত্মষ্টকস্য জ্ঞানসাধনস্য লক্ষণান্যাহ দ্বাভ্যাং—তপঃ স্বধর্ম্মেতি ॥১—৫॥ ক্রোধলোভ-নির্দ্দয়ত্বানি ত্যক্ত্বা সর্ব্বভূতহিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥৬—৭॥ ত্রিভির্মোহাদীনাং লক্ষণান্যাহ মোহো হীত্যাদিনা ॥৮—১১॥ নাস্তিকো নাস্তি পরলোক ইতি বাদী স এব মূর্খো ন ততো-ঽন্যঃ পৃথক্ মূর্খঃ দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। সংসারহেতুর্বাসনা ॥১২—১৩॥ মহচ্চ তদজ্ঞানং চাহঙ্কারঃ ধর্ম্মো ধ্বজোচ্ছ্রয়ো ধ্বজবদুচ্ছ্রিতো লোকেষু খ্যাত্যর্থঃ, দম্ভদর্পপৈশুন্যানি ত্যক্ত্বা দৈবাধীনো

যক্ষ উবাচ। †

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥৮১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥৮২॥

ভারতকৌমুদী

কেতি। বার্ত্তা বৃত্তান্তঃ প্রাধান্যেন জগদ্ব্যাপার ইত্যর্থঃ, আশ্চর্য্যমপি প্রাধান্যেনৈব ; পন্থা ধর্ম্মাচরণমার্গঃ, মোদতে প্রাধান্যেনানন্দমনুভবতি ॥৮১॥

অস্মিন্নিতি। অখণ্ডঃ কালঃ কর্ত্তা, অস্মিন্ জ্ঞানিমাত্রেণৈব জ্ঞায়মানে মহামোহময়ে মহামোহস্বরূপে কটাহে নিক্ষিপ্যেতি শেষঃ, সূর্য্য এবাগ্নিস্তেন, রাত্রিযুক্তং দিনং রাত্রিদিনং তদেবেন্ধনং তেন, মাসাশ্চ ঋতবশ্চ দর্ব্ব্যঃ হস্তাকারাণি পাকসাধনানি তাসাং পরিঘট্টনেন চালনেন চ, ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি প্রাণিনশ্চ, পচতি পরিণময়তি, ইতি বার্ত্তা প্রাধান্যেন জগদ্ব্যাপারঃ। অতো মুক্তয়ে যতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৮২॥

ভারতভাবদীপঃ

কামঃ স এব বিষমিব বিষং জন্মমরণহেতুত্বাৎ, অতঃ কামং ত্যক্ত্বা গুরূপদেশেন প্রপঞ্চং প্রবিলাপ্য প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণোরভেদং সাক্ষাৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিৎ শ্রাদ্ধস্য শ্রদ্ধয়া প্রদেয়স্য কালঃ সময়ঃ যদৈব সৎপাত্রলাভস্তদৈব ধর্ম্মজ্ঞানাদিকমনুষ্ঠেয়ং শিক্ষণীয়ঞ্চ। সমাপ্তা সসাধনা ব্রহ্মবিদ্যা তদাপ্যন্যান্যপি জ্ঞানসাধনানি তল্লক্ষণানি চ প্রষ্টুমিচ্ছুঃ পূর্ণং বরং ভ্রাতৃজীবনাদিসুখং ন দদাত্যতো ধর্ম্মরাজঃ পরামৃশতি কথং বা যক্ষ মন্যসে ইতি। তব মতে এতাবতা কৃতকৃত্যত্বমস্তি নাস্তি বেতি প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ ॥৮০—৮১॥ কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানানামন্ত-

---

যক্ষ বলিল—"বার্ত্তা কি ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? এবং কে আমোদ করে ? আমার এই চারিটী প্রশ্নের উত্তর বলিয়া জল পান কর" ॥৮১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্কামশ্চ ধর্ম্মমাচরেৎ ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ নম্বর্থকাময়োর্বিরোধিনোঃ সতোস্তাদৃশো ধর্ম্মো দুরনুষ্ঠেয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতি। ধর্ম্মোঽগ্নিহোত্রাদিঃ পারিব্রাজ্যবদ্ভার্য্যাবিরোধী ন ভবতি, যদা চ ভার্য্যা দানাদিপ্রতিবন্ধকং বিনা ধর্ম্মে বিরোধিনী ন ভবতি। তদা ধর্ম্মোঽর্থান্ প্রসূতে, ভার্য্যা চ কামং পূরয়তি ; তেন ত্রিবর্গোঽয়ং সঙ্গমং প্রাপ্নোতি। তথা চ গৃহিণামপ্যস্তি ধর্ম্মদ্বারেণ মোক্ষেঽধিকার ইত্যুক্তম্ ॥১৬॥ অক্ষয়ো নরকো নিত্যসংসারিত্বম্ ॥১৭॥ তদ্ধেতুমাসুরীং সম্পদমাহ—ব্রাহ্মণমিত্যাদিনা ॥১৮—১৯॥ স্বাধ্যায়েনাক্ষরাবাপ্ত্যা শ্রুতেন তদর্থগ্রহণেন সার্থবেদাধিগমেনেত্যর্থঃ ॥২০॥ কুলং ন কারণং স্বাধ্যায়ঃ শ্রুতঞ্চ দ্বয়ং মিলিত্বৈকমেব, তদপি ন কারণমিতি যোজ্যম্ ॥২১—২৪॥ অতিরিচ্যতে নীচতায়ামিতি শেষঃ ॥২৫—২৭॥

† ইতঃ প্রভৃতি পঞ্চ শ্লোকাঃ কচিৎ সন্তি, কচিন্ন সন্তি, কচিচ্চ বিভিন্নপ্রকারাঃ সন্তি।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥৮৩॥
বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৮৪॥
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর ! মোদতে ॥৮৫॥

ভারতকৌমুদী

অহনীতি। ভূতানি প্রাণিনঃ অহন্যহনি যমমন্দিরং গচ্ছন্তি; তৎ পশ্যন্তোঽপি শেষা অবশিষ্টাঃ প্রাণিনঃ, স্থিরত্বং চিরস্থায়িত্বমাত্মনামিচ্ছন্তি, অতঃ পরং কিমাশ্চর্য্যম্, আত্মনামপি তথাত্বাবশ্যম্ভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥৮৩॥

বেদা ইতি। বেদা বিভিন্না বিশেষেণ ভিন্নভিন্নমতবাদিনঃ। যথা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইতি। স্মৃতয়োঽপি বিভিন্নাঃ। যথা "নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ" "ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ"। নাসাবিতি। যথা দর্শনশাস্ত্রাদিষু কশ্চিন্মুনিঃ ক্লেশকর্ম্মাদিশূন্যমীশ্বরং বদতি, কশ্চিৎ সগুণম্, কশ্চিন্নির্গুণম্, কশ্চিন্মন্ত্রময়ম্, কশ্চিত্তু নাঙ্গীকরোত্যেবেতি। তর্হি স্বয়ং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মমাশ্রয়েত্যাহ - ধর্ম্মস্যেতি। গুহায়াং গুহাবদজ্ঞেয়স্থানে। তর্হি ক আশ্রয়ণীয় ইত্যাহ—মহাজনো রামযযাত্যাদির্যেন পথা গতঃ, স পন্থা আশ্রয়ণীয়ঃ ॥৮৪॥

ভারতভাবদীপঃ

রঙ্গসাধনং বৈরাগ্যমাহ—প্রশ্নচতুষ্টয়োত্তরত্বেন; অস্মিন্নিতি। ভুজ্যমানা অপি স্ত্র্যাদয়ো ন চিরস্থায়িন ইতি সর্ব্বতো বৈরাগ্যমেবাশ্রয়েদিতি ভাবঃ ॥৮২॥ অহনীতি। দেহস্য বিনাশিত্বমনুসন্ধায় প্রাপ্তানপি ভোগাংস্ত্যক্ত্বা শীঘ্রং পরমার্থায় যতিতব্যমিত্যর্থঃ ॥৮৩॥ তর্ক ইতি। অপ্রতিষ্ঠো নির্ণয়শূন্যঃ, শ্রুতয়োঽপি বিভিন্নাঃ পরস্পরবিরুদ্ধার্থবাদিনঃ, মুনয়োঽপি তদ্ব্যাখ্যাতারস্তাদৃশা এব; অতোঽনন্তাসু ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিদ্যাসু শ্রমমকৃত্বা বহুজনসম্মতমেব মার্গমনুসরেদিত্যর্থঃ ॥৮৪॥ হে বারিচর ! হে যক্ষ ! ঋণং প্রবাসং চাকুর্ব্বন্ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো ভবেদিত্যর্থঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"সূর্য্যরূপ অগ্নি এবং দিন ও রাত্রিরূপ কাষ্ঠদ্বারা এবং মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী (হাতা) সঞ্চালিত করিয়া প্রাণিগণকে এই মহামোহরূপ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া কাল তাহাদিগকে পাক করিতেছেন; ইহাই বার্ত্তা ॥৮২॥

প্রাণীরা প্রত্যহই যমালয়ে যাইতেছে—ইহা দেখিয়াও অবশিষ্ট প্রাণীরা চিরস্থায়িত্ব ইচ্ছা করে; ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ! ॥৮৩॥

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন এবং এমন মুনি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। তা'র পর, ধর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞেয়স্থানে রক্ষিত আছে; সুতরাং প্রধান প্রধান লোক যে পথে গিয়াছেন, সে-ই পথ ॥৮৪॥

যক্ষ উবাচ।

আখ্যাতা মে ত্বয়া প্রশ্না যাথাতথ্যং পরন্তপ!।
পুরুষঞ্চ সমাখ্যাহি যশ্চ সর্ব্বধনেশ্বরঃ ॥৮৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥৮৭॥
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্ব্বধনেশ্বরঃ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

দিবসস্যেতি। হে বারিচর! জলচর! বকরূপিযক্ষ! যো নরঃ অষ্টধাবিভক্তস্য দিবসস্য অষ্টমে ভাগে ভাগান্তরাণাং শাকসংগ্রহণেনৈবাতিক্রমাদিতি ভাবঃ, স্বভোজনায় শাকং শাকমাত্রং পচতি, অনৃণী চ অপ্রবাসী চ তিষ্ঠতি, স নর এব মোদতে, অনন্যাধীনত্বাৎ ॥৮৫॥

আখ্যাতা ইতি। যাথাতথ্যং যথা স্যাত্তথা আখ্যাতাঃ। পুরুষং শ্রেষ্ঠং নরম্ ॥৮৬॥

দিবমিতি। শব্দো যস্য প্রশংসাবাদঃ। ভবতি লোকমুখে প্রবর্ত্ততে ॥৮৭॥

তুল্যে ইতি। স বৈ সর্ব্বধনেশ্বরঃ, ব্রহ্মজ্ঞানলাভাদিত্যাশয়ঃ ॥৮৮॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৮৫॥ কর্ম্মজ্ঞানফলে বিবেক্তুং পৃচ্ছতি—ব্যাখ্যাতা ইতি। যাথাতথ্যং যথার্থং যথা স্যাত্তথা পুরুষং পুরি শরীরে বসতীতি পুরুষস্তং জীবন্তমিত্যর্থঃ। কো জীবতি কশ্চাবাপ্তসকলকাম ইতি প্রশ্নৌ ॥৮৬॥ তয়োরুত্তরং দিবমিতি দ্বাভ্যাম্। পুণ্যেন কর্ম্মণা সকামেন নিষ্কামেন বা দ্যুভূমিব্যাপী কীর্ত্তিশব্দো ভবতি, যাবৎ কীর্ত্তিরস্তি তাবজ্জীবতীত্যর্থঃ। পশ্চাদিহলোকে পূর্ব্ববাসনানুরূপাণি কর্ম্মাণি করোতি, তত্রাপি সোপানারোহক্রমেণ নিষ্কামো মুচ্যতে, অবরোহক্রমেণ সকামোঽধিকমধিকং বাসনাপাশৈর্বধ্যত ইতি বিবেকঃ ॥৮৭॥ তুল্যে ইতি। ব্রহ্মবিদেব সর্ব্বধনী যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ

আর বক! যে লোক অনৃণী ও অপ্রবাসী থাকিয়া দিনের অষ্টমভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাকমাত্র পাক করে, সেই লোকই আমোদ অনুভব করে” ॥৮৫॥

যক্ষ বলিল—“পরন্তপ যুধিষ্ঠির! তুমি যথাযথভাবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর বলিয়াছ; এখন যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং যিনি সকল ধনের অধীশ্বর, তাঁহাদের কথা বল” ॥৮৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধর্ম্মকর্ম্মনিবন্ধন যাঁহার প্রশংসাবাদ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে স্পর্শ করে এবং সেই প্রশংসাবাদ যতকাল থাকে, ততকালই তিনি পুরুষ ॥৮৭॥

---

(৮৬) ব্যাখ্যাতাঃ…পুরুষস্ত্বিদানীং ব্যাখ্যাহি—বা ব কা নি।

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতঃ পুরুষো রাজন্! যশ্চ সর্ব্বধনেশ্বরঃ।
তস্মাত্ত্বমেকং ভ্রাতৄণাং যমিচ্ছসি স জীবতু ॥৮৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছালঃ ইবোচ্ছ্রিতঃ।
ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ! জীবতু ॥৯০॥

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়স্তে ভীমসেনোঽয়মর্জ্জুনো বঃ পরায়ণম্।
স কস্মান্নকুলং রাজন্! সাপত্নং জীবমিচ্ছসি ॥৯১॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাখ্যাত ইতি। ভ্রাতৄণামেকমিত্যপি যুধিষ্ঠিরস্য ধর্ম্মজ্ঞানপরীক্ষণার্থমুক্তম্ ॥৮৯॥

শ্যাম ইতি। শ্যামঃ কাঞ্চনবর্ণঃ। তৎপরিভাষা তু প্রাগেবোক্তা। শালো বৃক্ষঃ, উচ্ছ্রিত উন্নতঃ। ব্যূঢ়ং সুদৃঢ়ম্ উরো বক্ষো যস্য সঃ ॥৯০॥

প্রিয় ইতি। পরায়ণং প্রধানাবলম্বনম্। সাপত্নং মাতুঃ সপত্ন্যাঃ পুত্রম্ ॥৯১॥

ভারতভাবদীপঃ

কামানিতি তথৈবাপ্তসকলকামত্বশ্রুতেঃ তস্য স্বাভাবিকমিদং লক্ষণং তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে ইতি। তদেব সাধকস্য যত্নসাধ্যং জ্ঞানসাধনমিত্যুচ্যতে। যথোক্তম্—"উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ।" ইতি ॥৮৮॥ এবং পুত্রস্য জ্ঞানং পরীক্ষ্য ধর্ম্মে

আর যাঁহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ—এই দুই দু-ই সমান, তিনিই সকল ধনের অধীশ্বর" ॥৮৮॥

যক্ষ বলিল—"রাজা! তুমি পুরুষের বিষয় এবং সর্ব্বধনেশ্বরের বিষয় বলিয়াছ; অতএব তুমি তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা কর, তিনি জীবিত হউন" ॥৮৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যক্ষ! এই যিনি—কাঞ্চনবর্ণ, রক্তনয়ন, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, দৃঢ়বক্ষা ও মহাবাহু, সেই নকুল জীবিত হউন" ॥৯০॥

যক্ষ বলিল—"রাজা! এই ভীমসেন তোমার প্রীতিভাজন এবং অর্জ্জুন

---

(৮৯)...যশ্চ সর্ব্বধনী নরঃ—বা ব কা নি। (৯১) শ্লোকাৎ পরং পুনরুক্তার্থকমিদং শ্লোকত্রয়মধিকম্। যথা—'যস্য নাগসহস্রেণ দশসংখ্যেন বৈ বলম্। তুল্যং তং ভীমমুৎসৃজ্য নকুলং জীবমিচ্ছসি॥ তথৈনং মনুজাঃ প্রাহুর্ভীমসেনং প্রিয়ং তব। অথ কেনানুভাবেন নকুলং জীবমিচ্ছসি॥ যস্য বাহুবলং সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সমুপাসতে। অর্জ্জুনং তমপাহায় নকুলং জীবমিচ্ছসি॥' —বা ব কা নি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ ॥৯২॥
কুন্তী চ যক্ষ! মাদ্রী চ ভার্য্যে চৈতে পিতুর্মম।
উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৯৩॥
যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ।
মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ! জীবতু ॥৯৪॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্ম ইতি। যেন হতস্তং হন্তি, যেন রক্ষিতস্তং রক্ষতীত্যর্থঃ। ধর্ম্মং দ্বয়োরেব মাত্রোঃ সপুত্রত্বরক্ষারূপম্। অস্মাভির্হতো ধর্ম্মঃ, নঃ অস্মান্ মা বধীৎ ন হন্তু ॥৯২॥

সূচিতমর্থমেব স্পষ্টমাহ—কুন্তীতি। মে ময়া, ধীয়তে অবলম্ব্যতে ॥৯৩॥

যথেতি। মাতৃভ্যাং তাভ্যাং কুন্তীমাদ্রীভ্যাং সহ সমং ভাবমহমিচ্ছামি ॥৯৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থিতিং পরীক্ষিতুমাহ—যমেকমিচ্ছসি স জীবত্বিতি ॥৮৯—৯০॥ জীবং জীবন্তম্ ॥৯১॥ (পাঠান্তরে) অনুভাবেন নকুলগতসামর্থ্যেন। নোঽস্মান্মাবধীৎ ॥৯২॥ (পাঠান্তরে) আনৃশংস্যমবৈষম্যম্, পরমার্থাৎ সত্যাৎ। ধীয়তে নিশ্চিনুতে ॥৯৩—৯৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তষষ্ট্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৭॥

তোমাদের সকলেরই প্রধান অবলম্বন; সুতরাং (ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া) তুমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ কেন?” ॥৯১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যে লোক ধর্ম্ম নষ্ট করে, তাহাকে ধর্ম্মই নষ্ট করেন; আবার যে লোক ধর্ম্ম রক্ষা করে, তাহাকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। সেই জন্যই আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করি না। কেন না, ধর্ম্ম আমাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া আমাকে আবার তিনি বিনষ্ট না করেন ॥৯২॥

যক্ষ! কুন্তী ও মাদ্রী—ইঁহারা দুই জনই আমার পিতার ভার্য্যা; সুতরাং তাঁহারা দুই জনই সপুত্র থাকুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥৯৩॥

যেমন কুন্তী, তেমন মাদ্রী; তাঁহাদের প্রতি আমার কোন ভেদজ্ঞান নাই। তাই আমি তাঁহাদের দুই জনের সহিতই সমান ভাব ইচ্ছা করি; অতএব যক্ষ! নকুলই জীবিত হউন” ॥৯৪॥

---

(৯২) শ্লোকাৎ পরং পুনরুক্তার্থকগর্ব্বসূচকশ্লোকাবধিকৌ। যথা—‘আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ পরমার্থাচ্চ মে মতম্। আনৃশংস্যং চিকীর্ষামি নকুলো যক্ষ! জীবতু॥ ধর্ম্মশীলঃ সদা রাজা ইতি মাং মানবা বিদুঃ। স্বধর্ম্মান্ন চলিষ্যামি নকুলো যক্ষ! জীবতু॥’—বা ব কা নি। (৯৩) কুন্তী চৈব তু মাদ্রী চ দ্বে ভার্য্যে তু—বা ব কা।

যক্ষ উবাচ।

যস্য তেঽর্থাচ্চ কামাচ্চ আনৃশংস্যং পরং মতম্।
তস্মাত্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে জীবন্তু ভরতর্ষভ! ॥৯৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে যক্ষপ্রশ্নে সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে যক্ষবচনাদুদতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ।
ক্ষুৎপিপাসে চ সর্ব্বেষাং ক্ষণেন ব্যপগচ্ছতাম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সরস্যেকেন পাদেন তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো মতো ভবান্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যস্যেতি। আনৃশংস্যং মাদ্রীং প্রতি অনিষ্ঠুরতা, পরং প্রধানং ধর্ম্মম্ ॥৯৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:*:—

তত ইতি। 'যূয়মুত্তিষ্ঠত' ঈদৃশাদ্‌যক্ষবচনাদিত্যর্থঃ। ব্যপগচ্ছতাং নিবৃত্তে ॥১॥

সরসীতি। এভিরপরাজিতং ভবন্তং পৃচ্ছামি। প্রশ্নমেবাহ—ক ইতি ॥২॥

যক্ষ বলিল—"ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনিষ্ঠুরতা-ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া মনে করিয়াছ, তখন তোমার ভ্রাতারা সকলেই জীবিত হউন" ॥৯৫॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যক্ষের বচন অনুসারে ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাদের সকলের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি পাইল ॥১॥

---

* '...ত্রিশততমঃ...'—পি, '...দ্বাদশাধিকত্রিশততমঃ...'—বা ব, '...ত্রয়োদশাধিক-ত্রিশততমঃ...'—কা, '...চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমঃ...'—নি।

(২) শ্লোকাৎ পরম্ "বসূনাং বা ভবানেকো রুদ্রাণামথবা ভবান্। অথবা মরুতাং শ্রেষ্ঠো বজ্রী বা ত্রিদশেশ্বরঃ ॥" ইতি ক্বচিদধিক শ্লোকঃ।

মম হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতযোধিনঃ।
তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্ব্বে নিপাতিতাঃ ॥৩॥
সুখঞ্চ প্রতিবুদ্ধানামিন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়ে।
স ভবান্ সুহৃদস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্ ॥৪॥

যক্ষ উবাচ।

অহং তে জনকস্তাত! ধর্ম্মো বীর! সনাতনঃ।
ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ! ।৫॥
যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমার্জ্জবং হ্রীরচাপলম্।
দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমিত্যেতাস্তনবো মম ॥৬॥
অহিংসা সমতা শান্তিস্তপঃ শৌচমমৎসরঃ।
দ্বারাণ্যেত্যানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হ্যসি সদা মম ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি। হি যস্মাৎ। নিপাতিতা নিপাতয়িতুং শক্তাঃ ॥৩॥

সুখমিতি। প্রতিবুদ্ধানাং জাগরিতানাম্, ইন্দ্রিয়াণি পূর্ব্বরূপাণ্যেব ॥৪॥

অহমিতি। সনাতনো নিত্যঃ। অনুপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥৫॥

যশ ইতি। যশঃ প্রশংসাহেতুভূতং যজ্ঞাদিকার্য্যম্; সত্যং বাক্যে ব্যবহারে চ যাথার্থ্যম্; দমো বহিরিন্দ্রিয়দমনম্; শৌচম্ আন্তরং বিষ্ণুচিন্তনাদিজম্; আর্জ্জবং সরলতা; হ্রীর্দুর্কার্য্যনিবৃত্তিজনিকা লজ্জা; অচাপলং সৎকার্য্যে চিত্তস্থৈর্য্যম্; দানং পাত্রে নিরুপধিকং বিতরণম্; তপো বৈধক্লেশো ব্রতাদ্যনুষ্ঠানম্; ব্রহ্মচর্য্যং বীর্য্যধারণম্। ইত্যেতা দশ মম তনবো মূর্ত্তয়ঃ ॥৬॥

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আপনি একচরণে সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ ইঁহাদের নিকট পরাজিত হন নাই; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ দেবতা? আপনাকে ত আমার যক্ষ বলিয়া ধারণা হয় না ॥২॥

কারণ, আমার এই ভ্রাতারা লক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন; সুতরাং যিনি ইঁহাদের সকলকে নিপাতিত করিতে পারেন, তেমন যোদ্ধা ত আমি দেখিতে পাই না ॥৩॥

তা'র পর, ইঁহারা সুখে জাগরিত হইয়াছেন এবং ইঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও পূর্ব্বরূপই রহিয়াছে দেখিতেছি; অতএব আপনি আমাদের সুহৃৎ অথবা আমাদের (কোন) পিতা হইবেন" ॥৪॥

যক্ষ বলিল—"বৎস বীর! আমি তোমার পিতা—সনাতন ধর্ম্ম; আমি তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি। ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপই আমাকে অবগত হও ॥৫॥

যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই দশটি আমার মূর্ত্তি ॥৬॥

(৪) সুখং প্রতিপ্রবুদ্ধানাম্...স ভবান্ সুহৃদোঽস্মাকম্—বা ব কা নি। (৫)...ধর্ম্মোঽহমৃদু-পরাক্রমঃ—বা ব কা।

দিষ্ট্যা পঞ্চসু রক্তোঽসি দিষ্ট্যা তে ষট্পদী জিতা।
দ্বে পূর্ব্বে মধ্যমে দ্বে চ দ্বে চান্তে সাম্পরায়িকে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

অহিংসেতি। অহিংসা পরানিষ্টনিবৃত্তিঃ, সমতা জ্ঞানে ব্যবহারে চ শত্রুমিত্রয়োঃ সমানতা, শান্তিঃ অন্তরিন্দ্রিয়দমনম্, তপস্তীর্থপর্য্যটনাদি, শৌচং বাহ্যং স্নানাদিজম্। এবঞ্চ পূর্ব্বোক্তদারিদ্র্যরূপাভ্যাং তপঃশৌচাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ। অমৎসরঃ পরকীয়শুভং প্রত্যবিদ্বেষশ্চ; এতানি মে দ্বারাণি মৎপ্রাপ্তৌ সাধনানি বিদ্ধি। এতেষাং সদৈবাবলম্বনাৎ ত্বং মম প্রিয়োঽসি ॥৭॥

স্বপ্রিয়ত্বং প্রতি হেত্বন্তরমাহ—দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, পঞ্চসু শম-দমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধিষু, রক্ত আগ্রহবানসি। অতএব তবাত্মদর্শনমবশ্যম্ভাবি, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ। শমদমাদীনাং লক্ষণানি বেদান্তসারাদাবনুসন্ধেয়ানি। কিঞ্চ তে ত্বয়া, দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, ষণ্ণাং ক্ষুধা-পিপাসা-শোক মোহ-জরা-মৃত্যুরূপাণাং পদানাং বস্তূনাং সমাহার ইতি ষট্পদী, জিতা আয়ত্তীকৃতা। তানি চ শ্রুত্যা ঊর্ম্মিপদেনাভিহিতানি। যথা—"ষড়ূর্ম্ময়ো যোঽশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি" ইতি। তেষাং ষণ্ণাং পদানাং কতমৎ কতমস্মিন্ বয়সি জায়ত ইত্যাহ—দ্বে ইতি। তেষাং দ্বে ক্ষুধাপিপাসে পদে, পূর্ব্বে শৈশবে বয়সি প্রাধান্যেন জায়েতে; দ্বে চ শোকমোহরূপে পদে, মধ্যমে বয়সি, আধিক্যেন জায়েতে সাম্পরায়িকে আসন্নতয়া পরলোকসংসৃষ্টে দ্বে চ জরামৃত্যুরূপে পদে; অন্তে অন্তিমে বয়সি জায়েতে ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি ॥১—৩॥ সুহৃদঃ সুহৃৎ, ছান্দসমদন্তত্বম্ ॥৪—৫॥ যশঃ খ্যাতিঃ, সত্যং যথার্থভাষণম্, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়জয়ঃ, শৌচং দ্বিবিধং মৃজ্জলাদিনা বাহ্যম্, কামক্রোধাদিরাহিত্যাদান্তরম্, আর্জ্জবমবক্রতা, মার্দ্দবমিতি পাঠে অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তিবারকশ্চেতোবৃত্তিবিশেষঃ, অচাপলং মনসঃ স্থৈর্য্যম্, দানং প্রসিদ্ধম্, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিগ্রহঃ, তনবঃ শরীরাণি ॥৬॥ অহিংসা বাঙ্মনঃশরীরৈঃ পরপীড়াবর্জ্জনম্, সমতা মানাপমানাদিষ্বৈষম্যম্, শান্তিশ্চিত্তনিগ্রহঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, শৌচং ব্যাখ্যাতম্, অমৎসরঃ পরগুণান্ দৃষ্ট্বা সন্তাপঃ মৎসরস্তদভাবঃ, দ্বারাণি ধর্ম্মপ্রাপ্তিমুখানি ॥৭॥ দিষ্ট্যা পঞ্চসু রক্তোঽসি পঞ্চস্বাত্মদর্শনসাধনেষু। "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতী"তি শ্রুত্যুক্তেষু শমাদিষু। দিষ্ট্যা পূর্ব্বপুণ্যবশাদ্রক্তোঽসি তস্য ফলঞ্চ ষট্পদীজয়ঃ পদস্তে প্রাপ্নুবন্তি দেহিনমিতি পদানি। "ষড়ূর্ম্ময়ো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতী"তি শ্রুত্যুক্তাঃ, তেষাং ষণ্ণাং পদানাং সমাহারঃ ষট্পদী সা ত্বয়া জিতা। তেষু পদেষু দ্বে পদে পূর্ব্বজাতমাত্রস্য হ্যশনায়াপি-

---

অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা, পবিত্রতা এবং বিদ্বেষ না করা—এই ছয়টীকে আমার প্রাপ্তির দ্বার বলিয়া জানিয়া রাখ। তুমি সর্ব্বদাই এইগুলি অবলম্বন করায় আমার প্রিয় হইয়াছ ॥৭॥

---

(৮) শ্লোকাৎ পরম্ 'ধর্ম্মোঽহমস্মি ভদ্রং তে জিজ্ঞাসুস্ত্বামিহাগতঃ। আনৃশংস্যেন তুষ্টোঽস্মি বরং দাস্যামি তেঽনঘ ! ॥' ইতি পুনরুক্তার্থকঃ শ্লোকোঽধিকঃ— বা ব কা নি।

বরং বৃণীষ রাজেন্দ্র ! দাতা হ্যস্মি তবানঘ ! ।
যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অরণীসহিতং যস্য মৃগ আদায় গচ্ছতি ।
তস্যাগ্নয়ো ন লুপ্যেরন্ প্রথমোঽস্তু বরো মম ॥১০॥

ধর্ম্ম উবাচ । ৭

অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য হৃতং ময়া ।
মৃগবেশেন কৌন্তেয় ! জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । তব দাতা বরস্যেতি শেষঃ ॥৯॥

অরণীতি । অরণীসহিতং মন্থমিতি শেষঃ । তস্য ব্রাহ্মণস্য ॥১০॥

অরণীতি । হৃতমিতি ভাবে ক্তঃ । অতএব গতং গ্রামমিত্যাদিবৎ মন্থমিতি দ্বিতীয়া কর্ম্মণ্যেব । জিজ্ঞাসার্থং তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানমস্তি ন বেতি পরীক্ষণার্থম্ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

পাসে প্রথমং ভবতঃ । দ্বে মধ্যে শোকমোহৌ শোক ইষ্টবিয়োগজশ্চিত্তস্য সন্তাপঃ; মোহোঽতি-পাপেন কার্য্যাকার্য্যপ্রতিসন্ধানশূন্যত্বম্, এতে মধ্যে মধ্যমে বয়সি প্রাপ্নুতঃ । প্রাকৃতস্ত পঞ্চসু মহাযজ্ঞেষু "কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমানৌ চ ষট্পদী । ষট্পদীং সমতিক্রম্য মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥" ইতি ব্যাচক্রুস্তদধ্যাত্মাধিকারাদ্দ্বে পূর্ব্বে ইতি বাক্যশেষাসামঞ্জস্যাচ্চোপেক্ষিতম্ । সাম্পরায়িকে জরামৃত্যু উত্তরে বয়স্যুপতিষ্ঠতঃ, দ্বে অন্তে সাম্পরায়িকে সম্পরায়ঃ পরলোকস্তং প্রতি নেতুমুদিতে সাম্পরায়িকে ॥৮॥ (পাঠান্তরে) ধর্ম্মোঽহমিতি । ভদ্রং তে অহং ধর্ম্মস্তব পিতাস্মীতি স্বরূপপ্রকাশনম্, ইতি ভদ্রং তে ইত্যনেন ইতি এবমুক্তপ্রকারেণ যশঃপ্রভৃতিভি-র্দশভির্ধর্ম্মতনুভিরহিংসাদিভির্ধর্ম্মদ্বারৈশ্চোৎপন্নেনাদৃষ্টেন শমাদিপঞ্চকানুরক্তস্য ষট্পদীজয়ফলং

তুমি ভাগ্যবশতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি—এই পাঁচটীতেই অনুরক্ত রহিয়াছ এবং তুমি ভাগ্যবশতঃ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টীকেই জয় করিয়াছ । ইহার প্রথম দুইটী প্রথম বয়সে, মধ্যের দুইটী মধ্যম বয়সে এবং পরলোকসংসৃষ্ট পরের দুইটী অন্তিম বয়সে হইয়া থাকে ॥৮॥

নিষ্পাপ রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বর দান করিব । কারণ, যে সকল লোক আমার ভক্ত হয়, তাহাদের দুর্গতি হয় না" ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"দেব ! হরিণটা যাঁহার অরণী-মন্থ লইয়া গিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র-লোপ না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর হউক" ॥১০॥

ধর্ম্ম বলিলেন—"প্রভাবশালী কুন্তীনন্দন ! তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমিই মৃগরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের অরণী-মন্থ হরণ করিয়াছি" ॥১১॥

৭ যক্ষ উবাচ—বা ব কা ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং ত্বমমরোপম! ॥১২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম্।
তত্র নো নাভিজানীয়ুর্বসতো মনুজাঃ ক্বচিৎ ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
ভূয়শ্চাশ্বাসয়ামাস কৌন্তেয়ং সত্যবিক্রমম্ ॥১৪॥
যদ্যপি স্বেন রূপেণ চরিষ্যথ মহীমিমাম্।
ন বো বিজ্ঞাস্যতে কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু ভারত! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

দদানীতি। দদানি উক্তমেব বরমিতি শেষঃ। ভগবান্ ধর্ম্মঃ, প্রত্যপদ্যত কৃতবান্ ॥১২॥
বর্ষাণীতি। অরণ্যে অতীতানীতি শেষঃ। ত্রয়োদশং বর্ষম্। নঃ অস্মান্ ॥১৩॥
দদানীতি। পূর্ব্ববৎ বরমিতি শেষঃ। ভূয়শ্চ পুনরপি ॥১৪॥
যদীতি। বো যুষ্মান্ ন বিজ্ঞাস্যতে মদ্বরাদেবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভদ্রং কল্যাণং মোক্ষসুখাখ্যমদ্বয়সচ্চিদানন্দমাত্রং তে তবাস্ত্বিতি শেষঃ। এবং প্রশ্নানুবাদমুখেন প্রতিপাদিতাং ব্রহ্মবিদ্যাং "যশঃ সত্যং দমঃ শৌচ"মিত্যাদিশ্লোকত্রয়েণোপসংহৃত্যাখ্যায়িকামনুসরতি—জিজ্ঞাসুস্ত্বামিহাগত ইত্যাদিনা ॥৯॥ অরণীসহিতমরণ্যোঃ সমারোপিতমগ্নিম্, যদ্বা অরণ্যোঃ সহিতঃ সমুদায়ঃ অরণীদ্বয়মিতি যাবৎ ॥১০—১১॥ অরণ্যে গতানীতি শেষঃ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইহার পর ভগবান্ ধর্ম্ম উত্তর করিলেন যে, "সেই বরই তোমাকে দিলাম"। (তৎপরে কহিলেন—) "হে দেবতুল্য! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অন্য বরও প্রার্থনা কর" ॥১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"দেব! বার বৎসর আমাদের বনে অতীত হইয়াছে, এই ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমরা যে কোন স্থানেই কেন বাস করি না, মানুষ যেন আমাদিগকে চিনিতে পারে না" ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তখন ভগবান্ ধর্ম্ম উত্তর করিলেন যে, "এই বরও তোমাকে দিলাম"। তাহার পর ধর্ম্ম পুনরায় সত্যবিক্রমশালী যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন—॥১৪॥

"ভরতনন্দন! যদিও তোমরা আপন আপন রূপেই এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, তথাপি ত্রিভুবনেই কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না ॥১৫॥

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরূদ্বহাঃ ! ।
বিরাটনগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিষ্যথ ॥১৬॥
যদ্বঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনসা যস্য যাদৃশম্ ।
তাদৃশং তাদৃশং সর্ব্বে ছন্দতো ধারয়িষ্যথ ॥১৭॥
অরণীসহিতঞ্চেদং ব্রাহ্মণায় প্রয়চ্ছত ।
জিজ্ঞাসার্থং ময়া হ্যেতদাহৃতং মৃগরূপিণা ॥১৮॥
প্রবৃণীষ্বাপরং সৌম্য ! বরমিষ্টং দদানি তে ।
ন তৃপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ ! প্রয়চ্ছন্ বৈ বরাংস্তব ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ ।
যং দদাসি বরং তুষ্টস্তং গ্রহীষ্যাম্যহং পিতঃ ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বর্ষমিতি । গূঢ়া গুপ্তাঃ, অতএব সর্ব্বৈরবিজ্ঞাতাঃ ॥১৬॥
যদিতি । ছন্দতঃ অভিপ্রায়ানুসারেণ, "অভিপ্রায়শ্ছন্দ আশয়ঃ" ইত্যমরঃ ॥১৭॥
অরণীতি । ইদং মন্থকাষ্ঠম্ । জিজ্ঞাসার্থং তব বস্তুজ্ঞানপরীক্ষার্থম্ ॥১৮॥
প্রবৃণীষ্বেতি । ন তৃপ্যামি, পুনঃ পুনর্বরদানাকাঙ্ক্ষাসত্ত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৯॥
দেবেতি । এতেন তুচ্ছধনাদৌ নিস্পৃহত্বমাত্মনঃ সূচিতম্ ॥২০॥

কুরুশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা আমার অনুগ্রহে এই ত্রয়োদশ বৎসর বিরাটরাজার রাজধানীতে গুপ্ত ও অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

এবং তোমাদের মধ্যে যাহার যাহার মনে যে যে রূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা হইবে, সকলেই ইচ্ছানুসারে তাদৃশ তাদৃশ রূপ ধারণ করিতে পারিবে ॥১৭॥

এখন এই অরণী-মন্থ নিয়া তোমরা সেই ব্রাহ্মণকে সমর্পণ কর। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি মৃগ হইয়া ইহা হরণ করিয়াছিলাম ॥১৮॥

সৌম্য নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি অভীষ্ট অন্য বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা দান করিব। কারণ, তোমাকে বহুতর বর দান করিয়াও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না" ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"পিতঃ ! আপনি দেবদেব এবং সনাতন ; আপনাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। এখন আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যে বর আমাকে দিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিব ॥২০॥

(১৯) শ্লোকাৎ পরং 'তৃতীয়ং গৃহ্যতাং পুত্র ! বরমপ্রতিমং মহৎ। ত্বং হি মৎপ্রভবো রাজন্ ! বিদুরশ্চ মমাংশজঃ ॥' ইতি পুনরুক্তার্থকমপ্রাসঙ্গিকার্থঞ্চ বচনং—বা ব কা নি।

জয়েয়ং লোভমোহৌ চ কামক্রোধৌ সদা বিভো!।
দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥২১॥

ধর্ম্ম উবাচ।

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাসি পাণ্ডব!।
ভবান্ ধর্ম্মঃ পুনশ্চৈব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ধর্ম্মো ভগবাল্লোঁকভাবনঃ।
সমেতাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব মুদমাপ্তা মনস্বিনঃ ॥২৩॥
উপেত্য চাশ্রমং বীরাঃ সর্ব্ব এব গতক্লমাঃ।
আরণেয়ং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥২৪॥
ইদং সমুত্থানসমাগতং মহৎ পিতুশ্চ পুত্রস্য চ কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
পঠন্ নরঃ স্যাদ্বিজিতেন্দ্রিয়ো বশী সপুত্রপৌত্রঃ শতবর্ষভাগ্ ভবেৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

জয়েয়মিতি। সত্যে ব্যবহারে বাক্যে চ ॥২১॥

উপেতি। উপপন্নো যুক্তঃ। যথোক্তং লোভপ্রভৃতিজয়াদিকম্ ॥২২॥

ইতীতি। লোকভাবনো জগৎপালকঃ। সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ। মুদমানন্দম্ ॥২৩॥

উপেত্যেতি। গতক্লমাঃ সর্ব্বৈষামেবোত্থানাদিনা। আরণেয়মরণীমন্থযুগলম্ ॥২৪॥

ইদমিতি। নরঃ, মহৎ ধর্ম্মসম্বন্ধাৎ প্রশস্তম্, যথাযথোত্তরদানশক্তত্বাৎ যুধিষ্ঠিরস্য কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্, ইদম্, পিতুর্ধর্ম্মস্য চ পুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য চ, সমুত্থানে ভীমার্জ্জুননকুলসহদেবানাং সঞ্জীবন-

---

প্রভো! আমি যেন সর্ব্বদাই লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে পারি এবং সর্ব্বদাই যেন দান, তপস্যা ও সত্যে আমার মন থাকে" ॥২১॥

ধর্ম্ম বলিলেন—"পাণ্ডুনন্দন! তুমি ত স্বভাবতই এই সকল গুণসম্পন্ন আছ এবং তুমি ত বাস্তবিকই ধর্ম্ম; তথাপি তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার হইবে" ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া লোকরক্ষক ভগবান্ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং মনস্বী পাণ্ডবেরাও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥২৩॥

তাহার পর বীর পাণ্ডবেরা সকলেই ক্লান্তিশূন্য হইয়া আশ্রমে যাইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণকে তাঁহার অরণীমন্থ সমর্পণ করিলেন ॥২৪॥

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের উত্থানকালীন ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরের এই

---

(২১)...ক্রোধঞ্চাহং সদা বিভো!—বা ব কা নি। (২৩)...সুখমাপ্তা মনস্বিনঃ—বা ব কা নি।
(২৪) অভ্যেত্য চাশ্রমম্...ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে—পি।

ন চাপ্যধর্ম্মে ন সুহৃদ্বিভেদনে পরস্বহারে পরদারমর্ষণে।
কদর্য্যভাবে ন রমেন্মনঃ সদা নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজানতাম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে নকুলাদিজীবনে অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধর্ম্মেণ তেঽভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ।
অজ্ঞাতবাসং বৎস্যন্তশ্ছন্না বর্ষং ত্রয়োদশম্।
উপোপবিশ্য বিদ্বাংসঃ সহিতাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

কালে সমাগতং সম্মেলনং তদাখ্যকমুপাখ্যানম্, পঠন্ সন্, বিজিতেন্দ্রিয়ো বশী চ স্যাৎ, তথা সপুত্রপৌত্রঃ, শতবর্ষভাক্ শতবৎসরজীবী চ ভবেৎ, ধর্ম্মালোচনেন ধর্ম্মলাভাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

নেতি। সদা ইদং সদাখ্যানম্ উত্তমমুপাখ্যানং বিজানতাং নৃণাং মনঃ, অধর্ম্মে হিংসাদৌ ন, সুহৃদাং বিভেদনে পরস্পরভেদজননে ন, পরস্বহারে পরধনহরণে ন, পরদারাণাং মর্ষণে ধর্ষণে ন, কদর্য্যভাবে চৌর্য্যাদৌ চাপি ন রমেৎ গচ্ছেৎ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

নোঽস্মান্ ॥১৩—১৬॥ ছন্দত ইচ্ছাতঃ ॥১৭—২৩॥ আরণেয়মরণীসম্পুটম্ ॥২৪॥ সমুত্থান-সমাগতং ভীমাদীনাং সমুত্থানঞ্চ ধর্ম্মরাজেন সহ সমাগতং সম্মেলনং চেতি সমাহারঃ, পিতুর্ধর্ম্মস্য পুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য চাৎ সমাগতমিতি সমাসৈকদেশভূতমপ্যনুবর্ত্ততে ॥২৫॥ কদর্য্যভাবে কার্পণ্যে, সদাখ্যানং শুভাখ্যানম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৮॥

প্রশস্ত ও কীর্ত্তিবর্দ্ধক সম্মেলনোপাখ্যান পাঠ করিয়া মানুষ জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধীনচেতা হয় এবং পুত্র-পৌত্রাদির সহিত শতবৎসর জীবিত থাকে ॥২৫॥

আর যাঁহারা সর্ব্বদা এই মনোহর উপাখ্যান স্মরণ রাখেন, তাঁহাদের মন—অধর্ম্মে, সুহৃদ্ভেদে, পর-ধন-হরণে, পরদারসংসর্গে, কিংবা অন্য কোন কদর্য্যভাবে যায় না ॥২৬॥

* '...একাধিকত্রিশততমঃ...'—পি, '...ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমঃ...'—কা, '...পঞ্চদশাধিকত্রিশততমঃ...'—নি।

যে তদ্ভক্তা বসন্তি স্ম বনবাসে তপস্বিনঃ।
তানব্রুবন্ মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা।
অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তস্তং নিবাসং ধৃতব্রতাঃ ॥২॥
বিদিতং ভবতাং সর্ব্বং ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্যথা বয়ম্।
ছদ্মনা হৃতরাজ্যাশ্চানয়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৩॥
উষিতাশ্চ বনে কৃচ্ছ্রং বয়ং দ্বাদশ বৎসরান্।
অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্ষং ত্রয়োদশম্।
তদ্বসামো বয়ং ছন্নাস্তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥৪॥
সুযোধনশ্চ দুষ্টাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ।
জানন্তো বিষমং কুর্য্যুরস্মাস্বত্যন্তবৈরিণঃ।
যুক্তচারাশ্চ যুক্তাশ্চ পৌরস্য স্বজনস্য চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেণেতি। কৈরপি ন জ্ঞাতো বাসো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্যথা তথা, বৎস্যন্তো বাসং করিষ্যন্তঃ, ছন্না গুপ্তাঃ। সহিতাঃ সম্মিলিতা অভবন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

য ইতি। তমজ্ঞাতং নিবাসম্, অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তঃ অভ্যনুজ্ঞাং কারয়িষ্যন্তঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥

বিদিতমিতি। ছদ্মনা দ্যূতক্রীড়াচ্ছলেন। অনয়া বিষদানাগ্যত্যাচারাঃ ॥৩॥

উষিতা ইতি। কৃচ্ছ্রং যথা স্যাত্তথা। অজ্ঞাতবাসস্য সময়ো যস্মিন্ তৎ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥

সুযোধন ইতি। জানন্তঃ অস্মান্, পৌরস্য স্বজনস্য চ বিষমং মহদনিষ্টম্, কুর্য্যুঃ। যুক্তচারা নিযুক্তগুপ্তচরাঃ, যুক্তা মনোযোগিনঃ সন্তঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্ম সেইরূপ অনুমতি করিলে, যথার্থবিক্রমশালী, জ্ঞানী ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা গুপ্তভাবে ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন ভাবিয়া নিকটে নিকটে বসিয়া আলোচনার জন্য সম্মিলিত হইলেন ॥১॥

যে তপস্বীরা বনবাসের সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাতবাসের অনুমতি লইবার জন্য মহাত্মা ও ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥২॥

"আপনাদের জানা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ছল করিয়া আমাদের রাজ্য হরণ করিয়াছে এবং বহুতর অত্যাচারও করিয়াছে ॥৩॥

পরে আমরা অতিকষ্টে এই বার বৎসর বনে বাস করিয়াছি; এখন অবশিষ্ট ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমাদের অজ্ঞাতবাসের কাল; সুতরাং আমরা এখন গুপ্তভাবে বাস করিব, আপনারা সেই বিষয়ে অনুমতি দিন ॥৪॥

আমাদের মহাশত্রু দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি—ইহারা গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া এবং নিজেরাও মনোযোগী হইয়া আমাদিগকে জানিতে পারিলে, আমাদের ও পুরবাসী আত্মীয়দের গুরুতর অনিষ্ট করিবে ॥৫॥

অপি নস্তদ্ভবেদ্ভূয়ো যদ্বয়ং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সমস্তাঃ স্বেষু রাষ্ট্রেষু স্বরাজ্যস্থা ভবেম হি ॥৬॥
ইত্যুক্ত্বা দুঃখশোকার্ত্তঃ শুচির্ধর্ম্মসুতস্তদা।
সম্মূর্চ্ছিতোহভবদ্রাজা সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥
তমথাশ্বাসয়ন্ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অথ ধৌম্যোহব্রবীদ্বাক্যং মহার্থং নৃপতিং তদা ॥৮॥
রাজন্! বিদ্বান্ ভবান্ দাতা সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নৈবংবিধাঃ প্রমুহ্যন্তি নরাঃ কস্যাঞ্চিদাপদি ॥৯॥
দেবৈরপ্যাপদঃ প্রাপ্তাশ্ছন্নৈশ্চ বহুশস্তথা।
তত্র তত্র সপত্নানাং নিগ্রহার্থং মহাত্মভিঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অপীতি। নঃ অস্মাকম্, ভূয়ঃ পুনরপি। রাষ্ট্রেষু দেশেষু ॥৬॥
ইতীতি। দুঃখশোকার্ত্তঃ সহচরব্রাহ্মণগণপরিত্যাগারম্ভাদিত্যাশয়ঃ ॥৭॥
তমিতি। ভ্রাতৃভির্ভীমাদিভিঃ। মহার্থং যুক্তিযুক্তার্থকং বাক্যম্ ॥৮॥
রাজন্নিতি। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ। এবংবিধা ভবাদৃশা ইত্যর্থঃ ॥৯॥
দেবৈরিতি। ছন্নৈগুপ্তৈঃ। সপত্নানাং শত্রূণাম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ধর্ম্মেণেতি। বৎস্যন্তো বস্তুমিচ্ছন্তঃ ॥১॥ স্থিতাঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ ॥২—৪॥ যুক্তা যোজিতাশ্চারা যৈস্তে, যুক্তা অবহিতাঃ পারস্য স্বজনস্য চাস্মাভিরাশ্রিতস্য বিষমং কুর্য্যুরতো রাষ্ট্রান্তরেহস্মাভির্গন্তব্যমিত্যাশয়ঃ ॥৫—৬॥ অশুচিরার্ত্তিগ্রস্তত্বাৎ, শুচিরিত্যেব পাঠঃ স্বচ্ছঃ

হায়! আমাদের আবার সেই সময় হইবে কি? যে সময়ে আমরা সকলে ব্রাহ্মণদের সহিত আবার আপন দেশে আপন রাজ্যে বাস করিতে পারিব" ॥৬॥

এই কথা বলিয়া পবিত্র স্বভাব ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখে ও শোকে পীড়িত এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িলেন ॥৭॥

তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সকলে ভীমপ্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তৎপরে ধৌম্যপুরোহিত তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন—॥৮॥

"রাজা! আপনি জ্ঞানী, দাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়; সুতরাং আপনার মত লোকেরা কোন বিপদেই মুগ্ধ হন না ॥৯॥

দেখুন—মহাত্মা দেবতারাও শত্রুদমনের জন্য গুপ্তভাবে থাকিয়া সেই সেই স্থানে বহুতর বিপদ্ ভোগ করিয়াছেন ॥১০॥

(৬) ইতঃ পরম্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ'—বা ব কা। (৯) ··· ভবান্ দান্তঃ··· প্রমুহ্যন্তে—বা ব কা।

ইন্দ্রেণ নিষধং প্রাপ্য গিরিপ্রস্থাশ্রমে তদা।
ছন্নেনোষ্য কৃতং কর্ম্ম দ্বিষতাঞ্চ বিনিগ্রহে ॥১১॥
বিষ্ণুনাশ্বশিরঃ প্রাপ্য তথাদিত্যাং নিবৎস্যতা।
গর্ভে বধার্থং দৈত্যানামজ্ঞাতেনোষিতং চিরম্ ॥১২॥
প্রাপ্য বামনরূপেণ ব্রাহ্মণচ্ছদ্মরূপিণা।
বলের্যথা হৃতং রাজ্যং বিক্রমৈস্তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৩॥
হুতাশনেন যচ্চাপঃ প্রবিশ্য ছন্নমাসতা।
বিবুধানাং কৃতং কর্ম্ম তচ্চ সর্ব্বং শ্রুতং ত্বয়া ॥১৪॥
প্রচ্ছন্নঞ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞ! হরিণারিবিনিগ্রহে।
বজ্রং প্রবিশ্য শক্রস্য যৎ কৃতং তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৫॥
ঔর্ব্বেণ বসতা ছন্নমূরৌ ব্রহ্মর্ষিণা তদা।
যৎ কৃতং তাত! দেবেষু কর্ম্ম তত্তেঽনঘ! শ্রুতম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রেণেতি। নিষধং দেশম্। উষ্য বাসং কৃত্বা ॥১১॥
বিষ্ণুনেতি। অশ্বশিরঃ তদাখ্যং স্থানম্। অদিত্যামদিত্যা গর্ভে ॥১২॥
প্রাপ্যেতি। প্রাপ্য যজ্ঞদেশং গত্বা। বিক্রমৈঃ ত্রিভিঃ পাদক্ষেপৈঃ ॥১৩॥
হুতেতি। অপো জলম্। ছন্নং গুপ্তং যথা স্যাত্তথা আসতা তিষ্ঠতা ॥১৪॥
প্রেতি। প্রচ্ছন্নং প্রবিশ্যেতি সম্বন্ধঃ। হরিণা বিষ্ণুনা, অরিবিনিগ্রহে তদুদ্দেশে ॥১৫॥
ঔর্ব্বেণেতি। ঔর্ব্বেণ তদাখ্যেন, উরৌ জনন্যাঃ। দেবেষু দেবকার্য্যোদ্দেশে ॥১৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুদমনের জন্য গুপ্তভাবে নিষধদেশে যাইয়া গিরিপ্রস্থাশ্রমে বাস করিয়া নানা কার্য্য করিয়াছিলেন ॥১১॥

স্বয়ং নারায়ণ দৈত্যবধের জন্য অশ্বশিরে যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছায় অজ্ঞাত-ভাবে অদিতির গর্ভে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন ॥১২॥

তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণবেশে বামনরূপী হইয়া যাইয়া তিন পাদক্ষেপে যে ভাবে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শুনিয়াছেন ॥১৩॥

অগ্নিদেব যে জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে থাকিয়া দেবগণের কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকলও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৪॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! বিষ্ণু শত্রুদমনের উদ্দেশে গুপ্তভাবে ইন্দ্রের বজ্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৫॥

হে নিষ্পাপ বৎস! ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব গুপ্তভাবে জননীর উরুদেশে থাকিয়া দেবগণের উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৬॥

(১৩)...প্রচ্ছন্নং ব্রহ্মরূপিণা—বা ব কা।

এবং বিবস্বতা তাত ! ছন্নেনোত্তমতেজসা ।
নির্দগ্ধাঃ শাত্রবাঃ সর্ব্বে বসতা ভুবি সর্ব্বশঃ ॥১৭॥
বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ ।
দশগ্রীবো হতশ্ছন্নং সংযুগে ভীমকর্ম্মণা ॥১৮॥
এবমেব মহাত্মানঃ প্রচ্ছন্নাস্তত্র তত্র হ ।
অজয়ন্ শাত্রবান্ যুদ্ধে তথা ত্বমপি জেষ্যসি ॥১৯॥
তথা ধৌম্যেন ধর্ম্মজ্ঞো বাক্যৈঃ সংপরিতোষিতঃ ।
শাস্ত্রবুদ্ধ্যা স্ববুদ্ধ্যা চ ন চচাল যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০॥
অথাব্রবীন্মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ ।
রাজানং বলিনাং শ্রেষ্ঠো গিরা সংপরিহর্ষয়ন্ ॥২১॥
অবেক্ষয়া মহারাজ ! তব গাণ্ডীবধন্বনা ।
ধর্ম্মানুগতয়া বুদ্ধ্যা ন কিঞ্চিৎ সাহসং কৃতম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বিবস্বতা সূর্য্যেণ, ছন্নেন গুপ্তেন ॥১৭॥
বিষ্ণুনেতি । বিষ্ণুনা রামাবতারেণ, ছন্নং বসতেতি সম্বন্ধঃ ॥১৮॥
এবমিতি । এষাং বিবরণানি প্রায়েণাত্রৈব বনপর্ব্বণ্যুক্তানি দ্রষ্টব্যানি ॥১৯॥
তথেতি । সংপরিতোষিত আশ্বাসেন । ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥২০॥
অথেতি । নন্থ মহাবলত্বং কিমাপেক্ষিকমিত্যাহ—বলিনাং শ্রেষ্ঠ ইতি ॥২১॥
অবেতি । অবেক্ষয়া তবাদেশপ্রতীক্ষয়া । সাহসং দুর্য্যোধনাদিবধরূপম্ ॥২২॥

এবং মহাতেজা সূর্য্য গুপ্তভাবে পৃথিবীতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে সকল শত্রু দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

তা'র পর, ভীমকর্ম্মা বিষ্ণু গুপ্তভাবে দশরথের গৃহে থাকিয়া যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

এইরূপেই মহাত্মারা সেই সেই স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া থাকিয়া যেমন শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপই যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবেন” ॥১৯॥

ধৌম্যপুরোহিত সেইভাবে বাক্যদ্বারা আশ্বাস দিলে, ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির শাস্ত্রজ্ঞান ও আপন বুদ্ধির বলে আর ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না ॥২০॥

তাহার পর মহাবাহু, মহাবল ও বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বাক্যদ্বারা আনন্দিত করিতে থাকিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥২১॥

“মহারাজ ! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় এবং নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিবশতঃ এ যাবৎ কোন সাহস করেন নাই ॥২২॥

সহদেবো ময়া নিত্যং নকুলশ্চ নিবারিতৌ।
শক্তৌ বিধ্বংসনে তেষাং শত্রূণাং ভীমবিক্রমৌ ॥২৩॥
ন বয়ং তৎ প্রহাস্যামো যস্মিন্ যোক্ষ্যতি নো ভবান্।
ভবান্ বিধত্তাং তৎ সর্ব্বং ক্ষিপ্রং জেষ্যামহে রিপূন্ ॥২৪॥
ইত্যুক্তে ভীমসেনেন ব্রাহ্মণাঃ পরমাশিষঃ।
প্রযুজ্যাপৃচ্ছ্য ভরতান্ যথাস্বং জগ্মুরালয়ান্ ॥২৫॥
সর্ব্বে বেদবিদো মুখ্যা যতয়ো মুনয়স্তথা।
আসেদুস্তে যথান্যায়ং পুনর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৬॥
সহ ধৌম্যেন বিদ্বাংসস্তথা পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ।
উত্থায় প্রযযুর্বীরাঃ কৃষ্ণামাদায় ধন্বিনঃ ॥২৭॥
ক্রোশমাত্রমতিক্রম্য তস্মাদ্দেশান্নিমিত্ততঃ।
শ্বোভূতে মনুজব্যাঘ্রাশ্ছন্নবাসার্থমুদ্যতাঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

সহেতি। নিবারিতৌ, ত্বাদেশপ্রতীক্ষয়ৈবেতি ভাবঃ ॥২৩॥

নেতি। প্রহাস্যামঃ পরিত্যক্ষ্যামঃ, যস্মিন্ কর্ম্মণি, নঃ অস্মান্ ॥২৪॥

ইতীতি। আপৃচ্ছ্য অনুজ্ঞাপ্য। স্বং স্বমনতিক্রম্যেতি যথাস্বম্ ॥২৫॥

সর্ব্ব ইতি। আসেদুঃ সম্প্রতস্থিরে, যথান্যায়ম্ আশীর্ব্বাদরূপং ন্যায়মনতিক্রম্য ॥২৬॥

সহেতি। ধৌম্যেন পুরোহিতেন। বিশেষাত্মীয়ত্বাত্তৎসাহিত্যমিত্যাশয়ঃ ॥২৭॥

ক্রোশেতি। পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্ব এব শাস্ত্রবিদঃ, সর্ব্ব এব মন্ত্রবিশারদাঃ সন্ধিবিগ্রহয়োঃ কালজ্ঞাশ্চ মনুজব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবাঃ, শ্বোভূতে পরদিনে সতি, ছন্নবাসার্থম্ অজ্ঞাতবাসার্থমুদ্যতাঃ

তা'র পর, ভয়ঙ্কর-বিক্রমশালী এবং সেই সকল শত্রুসংহারে সমর্থ নকুল ও সহদেবকে আমিই সর্ব্বদা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥২৩॥

সুতরাং আপনি আমাদিগকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমরা তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না; অতএব আপনি সেই সমস্ত করুন, আমরা সত্বরই শত্রুদিগকে জয় করিব" ॥২৪॥

ভীমসেন এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণেরা উত্তম আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং পাণ্ডবগণের অনুমতি লইয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥

পরে, বেদবিৎ প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীরা এবং মুনিরা সকলেও পুনরায় তাঁহাদের দর্শনাভিলাষী হইয়া যথানিয়মে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৬॥

তাহার পর বিদ্বান্ এবং বীর পাণ্ডবেরা পাঁচ জনই উঠিয়া ধনু ধারণ করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া ধৌম্যপুরোহিতের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র জানিতেন, মন্ত্রণায় নিপুণ

পৃথক্ শাস্ত্রবিদঃ সর্ব্বে সর্ব্বে মন্ত্রবিশারদাঃ ।
সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণে ঊনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

সমাপ্তঞ্চেদং বনপর্ব্ব ॥০॥

ভারতকৌমুদী

সন্তঃ, নিগিত্ততঃ মন্ত্রগোপনহেতোঃ, তস্মাদেশাৎ আশ্রমাৎ, ক্রোশমাত্রং পন্থানমতিক্রম্য, মন্ত্রায় ক খলু বক্তব্যমিতি মন্ত্রণার্থম্, সমুপাবিশন্। অত্র শ্বোভূতে ছন্নবাসার্থমুত্থতা ইত্যনেন ভাবি বিরাটপর্ব্ব সূচিতম্ ॥২৮—২৯॥

বাণেষু-নাগেন্দুমিতে শকাব্দে মার্গস্য ষড়্বিংশদিনে কুজাহে ।
নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়ং সমাপ্তিমাপ্তা বনপর্ব্বসক্তা ॥১॥
কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানূনশিয়াভিধানঃ ।
তত্রত্য গঙ্গাধর-শর্ম্ম-সূনুর্যঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥
চিরমূনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।
নন্বু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণেয়ে ঊনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তঞ্চেদং বনপর্ব্ব ॥০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

॥৭—১০॥ উষ্ট্র বাসং কৃত্বা ॥১১—১৯॥ ন চচাল ছলেন শক্রবধং নাঙ্গীকৃতবান্ ॥২০—২৪॥ আশিষোক্ত্বা আশিষং প্রযুজ্য ॥২৫—২৮॥ মন্ত্রায় বিচারার্থম্ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদা-ধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংসশ্রীগোবিন্দসূরিসূনুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতে ভারতভাবদীপে বনপর্ব্বার্থপ্রকাশে ঊনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৯॥

ছিলেন এবং সন্ধি-বিগ্রহের কালও বুঝিতেন। তাই তাঁহারা পরদিন অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়া মন্ত্রণাগোপনের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে এক-ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা করিবার জন্য (কোন নির্জ্জনস্থানে) উপবেশন করিলেন ॥২৮—২৯॥

বনপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

—:*:—

* '…দ্ব্যধিকত্রিশততমঃ…'—পি, '…চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমঃ…'—বা ব, '…পঞ্চদশাধিক-ত্রিশততমঃ…'—কা, নির্ণয়সাগরপুস্তকে তু অয়মধ্যায়ো বিরাটপর্ব্বমুখে সন্নিবেশিতঃ।